

বৈদ্যপুরাবৃত্ত ।

ব্রাহ্মণাংশ-পূর্বখণ্ড ।

বিবিধ আর্য্যশাস্ত্রের সমালোচনা দ্বার
বৈদ্য শ্রীগোপীচন্দ্র মেন্ডপ্ত
কবিরাজ কর্তৃক
প্রণীত ।

কলিকাতা ।

৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট,
মঙ্গলগঞ্জ মিসন প্রেসে,
কে, পি, নাথ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

সন ১৩১২ ।

অবতরণিকা ।

গোপিতং যং পুরাবৃত্তং বৈদ্যজ্ঞাতেশ্চিরন্তনম্ ।

সত্যং বৃথাজাতিপ্রিয়ব্রাহ্মণেন কলৌ যুগে ॥

শাস্ত্রালাপৈরসম্ভিচ্চ চীকাভাষাদিভিত্তয়া ।

তৎ সৰ্ব্বঞ্চ বিশেষণে গ্রহেহস্মিন্ সম্প্রদর্শিতম্ ॥

বর্তমান যুগের অনেক কৃতবিদ্যা ব্যক্তি যে বৈদ্যজ্ঞাতিসম্বন্ধের প্রাচীন ইতিহাসসমুদয়ের মূলোৎপাটনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, এবং আজ পর্য্যন্তও অনেকেই যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আছেন তাহা এই পুস্তক পাঠ করিলেই বিদিত হইবে। বৈদ্যজ্ঞাতিসম্পর্কীয় প্রাচীন ইতিহাসের লোপ হয় বলিয়াই বিবিধ শাস্ত্রালোচনায় দ্বারা এই পুস্তক রচিত হইল, ইহার মূলে আর কোন উদ্দেশ্য নাই।

৩১শে আষাঢ়, ১৩১২ সালিক ।

নিবাস ব্রহ্মকোলা, মো—গয়েলা ।

সিরাজগঞ্জ,—জিলা পাবনা ।

শ্রীগোপীচন্দ্র সেনগুপ্ত

কবিরাজ

বৈদ্যপুরাবৃত্ত ।

ব্রাহ্মণাংশ-পূর্বখণ্ড ।

প্রথমাধ্যায় ।

বৈদ্যাস্বর্গ—অতি প্রাচীনকাল হইতে আৰ্য্যগণ একমাত্র অশ্বর্গকেই যে কখন বৈদ্য কখন অশ্বর্গ বলিতেন, আৰ্য্যশাস্ত্রের আলোচনা দ্বাৰা নিম্নে সেই ইতিহাস পরিব্যক্ত হইতেছে ।

মহু বলিতেছেন,

“স্বতানামশ্বসারথ্যামশ্বর্গানাম চিকিৎসিতং ।

বৈদেহকানাং স্ত্রীকাৰ্য্যং যাগধানাং বণিকপথঃ ॥৪৭॥”

১০ অধ্যায়, মহুসংহিতা ।

স্বতদিগের অশ্বসারথ্য, অশ্বর্গদিগের চিকিৎসা, বৈদেহকদিগের স্ত্রীপুংস, যাগদিগের জল ও স্থলপথে বাণিজ্যবৃত্তি ।

“বৈশ্বায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোহশ্বর্গ উচ্যতে ।

কুম্বাজীবো ভবেত্তশ্ব তথৈবাগ্নেধবৃত্তিকঃ ।

ধ্বজিনী জীবিকা চৈব চিকিৎসাশাস্ত্রজীবকঃ ॥” (১)

ধর্ম্মপ্রচার, জাতিতত্ত্ববিবেক, জাতিমিত্র ও

অশ্বর্গদাপিকাশ্বত, উশনঃসংহিতাবচন ।

ব্রাহ্মণের বৈশ্বকল্পাপজীতে জাত সন্তানের নাম অশ্বর্গ, কুম্ব, আগ্নেয়, সৈন্য-পত্য ও চিকিৎসা তাহার বৃত্তি ।

(১) বঙ্গবাসী প্রেসে যে উশনঃসংহিতা ইংপা হইয়াছে, তাহাতে এই বচন নাই । ৩ খণ্ড নব্যভারত মাসিক পত্রিকার ১১/১২ সংখ্যাতে “বর্ধভেদ—বৈদ্য” ও “বর্ধভেদ—কায়স্থ”

“বৈজ্ঞান্যং ব্রাহ্মণাজ্জাতোহ্বষ্ঠো মুনিসত্তম ।

ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থে নির্দিষ্টো মুনিপুত্রবৈঃ ॥”

পরশব সংহিতাধৃত ও জাতিমালা পুস্তকধৃত

পরশুরামসংহিতাবচন ।

ব্রাহ্মণ কর্তৃক বৈশ্যকৃত্যতে জাত সন্তানের নাম অশ্বষ্ঠ, হে মুনিসত্তম, মুনি-
শ্রেষ্ঠদিগেব কতৃক অশ্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের চিকিৎসাকার্যে নিযুক্ত হইরাছেন ।

অশ্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তিব ইতিহাস মনু, উশনাঃ ও পরাশর প্রভৃতি প্রাচীন
শাস্ত্রকুরেরা বলিয়াছেন, উক্ত বচনগুলিতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে । অতএব
চিকিৎসা করা অর্থে অশ্বষ্ঠই চিকিৎসক (২) । চিকিৎসকের অর্থ যখন বৈদ্য (৩)
তখন অশ্বষ্ঠ আর বৈদ্য শব্দ যে একমাত্র অশ্বষ্ঠবাচক, সে ইতিহাসটি মনুসংহিতা
প্রভৃতি দ্বারা পরিস্ফুট হইতেছে । মনুসংহিতা সত্যযুগেব এবং পরাশরসংহিতা
এই কলিযুগের ধর্মশাস্ত্র (৪) হওয়াতে মনু আর পরাশরসংহিতা দ্বারা একথা
সপ্রমাণ হইতেছে যে, সত্যযুগ হইতে কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত (৫) অশ্বষ্ঠ আর

প্রস্তাবে বারু কৈলাসচন্দ্র সিংহ* উশনঃসংহিতা হইতে বহু বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও
বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত পুস্তকে নাই, অতএব বঙ্গবাসী প্রেসের মুদ্রিত উক্ত পুস্তকে উক্ত বচন
পরিভাষিত হইরাছে বুঝিতে হইবে ।

(২) “চিকিৎসাং কুরুতে যন্ত সচিকিৎসক উচ্যতে ।

সত্য ধর্মপরো যন্ত বৈদ্য ঐদৃক্ প্রশস্ততে ॥”

মৎস্তপুর্বাণ বচন, বাচস্পত্যভিধানধৃত ।

(৩) বৈদ্যশব্দের অর্থ দেখ—

“রোগহাযাগদক্ষারো ভিষগ্ বৈদ্যো চিকিৎসকে ।”

মনুসংহিতা, অমরকোষ ।

(৪) “কৃতে তু মনবধর্ম্মান্নৈতাযাঃ গোতমাঃ স্মৃতাঃ ।

দ্বাপরে শঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পারাশবাঃ স্মৃতাঃ ॥” ১অ পরাশর সং ।

(৫) “অথাতো হিমশৈলাগ্রে দেবদাকবনালগে ।

ব্যাসমেকাগ্রমাসীনমপৃচ্ছন্ যয়ঃ পুত্রা ॥

মামুবাণাং হিতং ধর্ম্মং বর্তমানে কলৌ যুগে ।” ইত্যাদি ২৩৪ শ্লোক ।

১অ, পরাশর সং ।

পরশর সংহিতার এই প্রমাণ দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে পরাশর ও ব্যাস, ইহারা এই

বৈদ্য শব্দ একমাত্র অষ্টবাচকরূপে আখ্যাশাস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে ; ইহা আধুনিক রীতি অথবা ইতিহাস মতে । চিকিৎসাবৃত্তি (ব্যবসায়) নিমিত্ত অষ্টকে যে চিকিৎসক বৈদ্য কহে ইহাও আমাদের কথা নহে, ২য় ওয় চীকাত্ত মৎস্তপুৰাণ ও অমরকোষ বচন দ্বারা প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, উহা অতি প্রাচীন কালের রীতি ও ইতিহাস (৬) ।

“ব্রহ্মা মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি বৈদ্যঃ ক্ষত্রিযশাষপি ।

অমৌ পঞ্চ দ্বিজা এযাং যথাপূর্ব্বঞ্চ গৌরবং ॥”

জাতিতত্ত্ববিবেক, শব্দকল্পদ্রুম ও অষ্টদীপিকাঙ্কত

হারীতসংহিতাবচন ।

ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই পাঁচ পুত্র দ্বিজ এবং যথা-পূর্ব্ব ইহাদিগের গৌরব ; অর্থাৎ বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয় হইতে বৈদ্য, বৈদ্য হইতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত, মূর্দ্ধাভিষিক্ত হইতে ব্রাহ্মণের সম্মান অধিক জানিবে । (৭)

কলিযুগের মনুষ্য এবং নিম্নলিখিত রাজতরঙ্গিনীবচনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রতীত হয়, উহার কলির প্রথমের মনুষ্য, কারণ ব্যাস পাণ্ডবগণের সমকালের লোক ।

“শতেষু বট্ স্ম সাক্ষেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে ।

কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥” প্রথমতরঙ্গ, কল্লণ, রাজতরঙ্গিনী ।

(৬) মৎস্তপুৰাণ বেদব্যাসের রচিত হইলে ৫৮১৮ প্রমাণ দ্বারা নির্ণীত হয় যে, কলির ৬৫০ বৎসরের সমকালে মৎস্তপুৰাণের স্রষ্টি হইয়াছে । বর্তমান সময়ে কল্যাক্ষের ৫০.০৪ বৎসর চলিতেছে । উহার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত রাজতরঙ্গিনীর কথিত ৬৫০ বৎসর বিরোধ করিলে ৪০৫১ বৎসর অবশিষ্ট থাকে । অতএব মৎস্তপুৰাণ হইতেই পরিব্যক্ত হয় যে, চারি হাজার বৎসরের পূর্ব্বও অষ্টকে চিকিৎসা করা অর্থে চিকিৎসক ও বৈদ্য বলিবার রীতি আখ্যাসমাজে প্রচলিত ছিল । অমরকোষ নামক অভিধানের রচয়িতা অমরসিংহ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ পণ্ডিত ছিলেন । বিক্রমাদিত্য সহস্রাধিক বৎসরের পূর্ব্ববর্তী একথা সঙ্কবাদিসম্মত । সুতরাং অমরকোষের দ্বারাও প্রমাণ হয় যে, সহস্রাধিক বৎসরের পূর্ব্বই অষ্ট, বৈদ্য ও চিকিৎসক এই তিনটি শব্দ একার্থবাচক ছিল ।

(৭) হারীতসংহিতা বলিয়া আমরা যে বচনটি এখানে উদ্ধৃত করিলাম, বঙ্গবাসী থেসের ছাপার পুস্তকে উক্ত বচন নাই, এজন্য ঐ বচনসম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহযুক্ত হইতে পারেন । কিন্তু আমরা বিশেষ অতুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি যে, বঙ্গবাসী থেসে মুদ্রিত স্থিতি ও পুরাণগুলিতে যখনখন “অষ্টাবিংশতিত্বানি” সংগ্রহে উদ্ধৃত (স্থিতি পুরাণের) অনেক বচন পরিভাষ্য

“স্বজাতিজানন্তরজাঃ যট স্তুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।

শূদ্রাণাম্ সধর্ম্মাণঃ সর্বেহপধ্বংসজাঃ স্তুতাঃ ॥ ৪১ ॥”

১০ অ, মনুসংহিতা।

কাব্য—“স্বজাতিজ্ঞেবর্ণিকেষাঃ সমানজাতীয়াসু জাতান্তে দ্বিজধর্ম্মাণ ইত্যে-
তৎ সিদ্ধমেবম্। অনন্তরজা অনুলোমা ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ
ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়াং জাতান্তেহপি দ্বিজধর্ম্মাণ উপনয়া ইত্যর্থঃ। স্পষ্টার্থং
যট স্তুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ,” ইত্যাदि। ৪১। মেধাতিথি।

টীকা—স্বজাতিজ্ঞেতি। বিজাতীনাং সমানজাতীয়াসু জাতাঃ তথা আনুলো-
মোনেৎপরাঃ ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যয়ামেব যট পুত্রা
দ্বিজধর্ম্মিণঃ উপনয়াঃ। যে পুনরন্ত্রে বিজাত্যুৎপরা অপি স্তুতাদয়ঃ প্রতি-
লোমজান্তে শূদ্রধর্ম্মাণো নৈয়ামুপনয়নমাস্ত। ৪১। কুল্লুকভট্ট।”

স্বজাতিজ্ঞ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকতা, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কতা, বৈশ্যের বৈশ্য
কন্যা ভাব্যিতে জাত তিন পুত্র, আর অনন্তরজ্ঞ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়কন্যা ও
বৈশ্যকন্যা; ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যকন্যা পত্নীতে জাত তিন পুত্র, সমুদয়ে এই ছয়পুত্র
দ্বিজধর্ম্মী, শূদ্রের সহিত বিবাহসম্বন্ধ দ্বারা যে সকল পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহারা
অপধ্বংসজ্ঞ অর্থাৎ উপনয়নাদিসংস্কারবিহীন।

উপরি উক্ত হারীতবচনে প্রকাশ পায় যে, ব্রাহ্মণ, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, বৈদ্য,
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, সমুদয়ে এই পাঁচ পুত্র দ্বিজ, কিন্তু উক্ত মনুবচনে দেখিতে
পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অষষ্ঠ (৮) ও মাহিষ্য এই ছয়
পুত্র দ্বিজ। ইহাতে উপলব্ধি হইতেছে, হারীত মনুর কথিত একটি দ্বিজপুত্রের

হইয়াছে। নিম্নে হারীতসংহিতায় একটিমাত্র বচন আমাদের এই কথার প্রমাণরূপে দৃষ্ট
হইল যথা,—

অথ সাক্ষীবাহ হারীতঃ।

আর্ষান্তে মুদিতা কুণ্ডে প্রোষিতে মলিনা কুশা।

“যুতে ত্রিয়েত বা পতো সাক্ষী জ্ঞেয়া পতিব্রতা ॥” সহানুগমন, শুদ্ধিতত্ত্ব।

(৮) “ব্রাহ্মণবৈশ্যকন্ত্যায়ামষষ্ঠো নাম জায়তে।

নিবাদঃ শূদ্রকন্ত্যায়ং যঃ পারশব উচ্যতে ॥ ৮ ॥” ১০ অ, মনুসংহিতা।

“বিপ্রান্ মূর্দ্ধাভিষিক্তো হি ক্ষত্রিয়ানাং বিশদ্বিগাম্।

অষষ্ঠো নিবাদঃ শূদ্রাং যঃ পারশব উচ্যতে ॥

কথা বলেন নাই। যদি বল কাকার কথা বলেন নাট, অশ্বঠের, না, মাহিষের ? উত্তর, হারীত যখন বলিতেছেন, ক্ষত্রিয় হইতেও বৈদ্যের গৌরব অধিক, তখন দ্বিজগণনার হারীত মনুত মুহিষাকেই গণনা করেন নাই বুঝিতে হইবে। যেহেতু সম্মানে ক্ষত্রিয় হইতে মাহিষা নিকৃষ্ট। মনুসংহিতার দ্বারাও সপ্রমাণ হইতেছে, মাহিষা সম্মানে ক্ষত্রিয় হইতে নিকৃষ্ট অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কন্যা-ভার্য্যোৎপন্ন পুত্রাপেক্ষা নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়, কিন্তু অশ্বঠের সম্মান ক্ষত্রিয় হইতে অধিক (৯)। হারীতবচনে অশ্বঠার্থেই যে বৈদ্যশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। অতএব হারীতসংহিতার প্রমাণ দ্বারাও সাব্যস্ত হইতেছে যে, অতি প্রাচীন কালেই অশ্বঠ আর বৈদ্য শব্দ একমাত্র অশ্বঠবাচক ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশরসংহিতায় মহর্ষি হারীতের নাম পাওয়া যায় হইতেছে,—

মহর্ষিবিষ্ণুহারীতযাজ্ঞবল্ক্যোশনোহঙ্গিরাঃ ।

যমাপস্তম্বশষষ্ঠাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতি ॥ ৪ ॥

পরাশরব্যাসশঙ্কালিখিতা দক্ষগৌতমৌ ।

শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্ররোজকাঃ ॥ ৫ ॥”

১অ, যাজ্ঞবল্ক্য সং ।

“ক্রতুমে মানবান্দর্শা বাশিষ্ঠাঃ কাশ্যপান্তথা । ইত্যাদি । ১৩ ।

শাতাতপাশ্চ হারীতা যাজ্ঞবল্ক্যকৃতাস্চ যে ॥ „ । ১৪ ॥” (১০)

১অ, পরাশর সং ।

বৈশ্বানৃদ্যাস্ত রাক্ষস্যাং মাহিষ্যোগ্রৌ তথা স্মৃতৌ ।

বৈশ্বাত্ত্ব করণঃ শূদ্র্যাং বিদ্রাশ্বেষ বিবিঃ স্মৃতঃ ॥ ১২ ॥”

১অ, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ।

(৯) “বিপ্রস্ত ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্বর্ণয়োদ্বয়োঃ ।

বৈশ্বস্ত বর্ণে চৈকস্মিন্ ষাড়েতেহপসদাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১০ ॥

টীকা—“বিপ্রস্তেতি । ব্রাহ্মণস্ত ক্ষত্রিয়াদিত্রয়স্বীযু ক্ষত্রিয়স্ত বৈশ্বাদিষয়োঃ ত্রিরোঃ বৈশ্বস্ত গুদ্রায়াং বর্ণত্রয়াণাং এতে ষট্ পুরোঃ সর্বপুত্রকার্য্যাপেক্ষয়া অপসদা নিকৃষ্টাঃ স্মৃতাঃ । ১০ । ক্লৃক ভট্ট ।”

ভাষা—“এতে ত্রৈবর্ণিকানামেকান্তরস্তরস্বীজাতা অপসদাঃ... । সমানজাতীয়পুত্রা-পেক্ষয়া ভিদ্যন্তে । ১০ ।” মেধাতিথি ।

(১০) যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় পরাশরের ও তৎপুত্র কৃষ্ণবৈপায়ন বেদব্যাসের নাম এবং পরা-

পূর্বে এই অধ্যায়ের ৫।৬ টীকাতে প্রদর্শিত হইয়াছে, পরাশর ও তৎপুত্র ব্যাস চারি সহস্র বৎসরেরও পূর্বে এই ভারতে জীবিত ছিলেন। তদ্বারা বাজবল্য আর পরাশর সংহিতার বয়ঃক্রমও চারি সহস্র বৎসরের অধিক বলিয়া নির্ণীত হয়। অতএব উপরি উক্ত হারীতসংহিতার প্রমাণ হইতেও এই প্রাচীন ইতিহাস পরিস্ফুট হইতেছে যে, অষ্টমকে বৈদ্য বলিবার রীতি হিন্দুসমাজমধ্যে আজ কাল প্রচলিত হয় নাই, উহাকে চারি সহস্র বৎসরের অনেক পূর্বের রীতি মনে করিতে হইবে; অর্থাৎ অন্য হইতে চারি সহস্র বৎসরের পূর্বে আর্যোরা যে সকল গ্রন্থ লিখিতেন তৎসমুদায়ই অষ্টমার্থে বৈদ্য এবং বৈদ্যার্থে তাঁহার অষ্টমকে প্রয়োগ করিতেন।

“বেদাঙ্কাতো হি বৈদ্যঃ স্তাদষ্টমো ব্রহ্মপুত্রকঃ।” (১১)

শব্দকল্পদ্রুম, জাতিতত্ত্ববিবেক,

ধর্মপ্রচারধৃত শঙ্খসংহিতাবচন।

ব্রাহ্মণের অষ্টম নামা পুত্রই বেদ হইতে জাত অর্থাৎ বেদ অধ্যয়ন করিয়া সন্যাস জ্ঞানলাভরূপ জন্মগ্রহণকরা অর্থে (১২) বৈদ্য বলিয়া অভিহিত হইরা থাকে।

শরসংহিতার বাজবল্যের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা বাজবল্য, পরাশর ও ব্যাসকে সম সম কালের লোক বলিয়া স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। এই প্রমাণ হইতে ইহাও পরিব্যক্ত হয় যে, হারীত প্রভৃতি অন্যান্য সংহিতাকার ঋষিরা সকলেই বাজবল্য, পরাশর ও ব্যাস প্রভৃতির পূর্ববর্তী।

(১১) বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত শঙ্খসংহিতার এ বচনও নাই, কিন্তু প্রায় শত বৎসর হইল রাজা রাধাকান্ত দেব যখন তাঁহার কৃত শব্দকল্পদ্রুমনামক অভিধানে এই বচনটি সংগ্রহ করিয়াছেন, তখন বঙ্গবাসী প্রেসের শঙ্খসংহিতার বচনটি পরিত্যক্ত হইয়াছে মনে করিতে হইবে। আর বিদ্যাসাগর কৃত বিধবাবিবাহবিষয়ক পুস্তকে ও মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণক ভট্ট কৃত মধ্বমুক্তাবলীটীকাতে “বেদার্থোপনিষদ্ব্যং প্রাধান্যং হি মনোঃস্বতম্।” ইত্যাদি বচনটি বৃহস্পতিসংহিতার বলিয়া উদ্ধৃত আছে, কিন্তু তাহা বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত বৃহস্পতিসংহিতার নাই, এ অবস্থায় বঙ্গবাসী প্রেসের মুদ্রিত পুস্তকের প্রতি সকলের সন্নিধিচিহ্ন হওয়াই যে স্তায়-সঙ্গত তাহা বলা বাহুল্য।

(১২) প্রাচীনকালের আর্য্যদিগের যে মাতৃগর্ভে প্রথম (শরীরের) জন্ম, উপনয়ন হইতে, তৃতীয় জন্ম, বেদাধ্যয়ন সাঙ্গ হইতে তৃতীয় জন্ম হইত, এবং শেষোক্ত দুইটি জন্ম দ্বারা তাঁহার

“কৃতেন্তু মানবা ধর্ম্মাশ্লেতারঃ গোতমাঃ স্মৃতাঃ ।

দ্বাপরে শঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ ॥”

পরাশর সংহিতার প্রথমাধ্যায়ের এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণীকৃত হয় যে, শঙ্খ-
লিখিতা দ্বাপরযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র । অতএব অশ্বঠ আর বৈদ্য এই দুইটি শব্দ যে
একমাত্র অশ্বঠবাচক তাহা দ্বাপরযুগেরও ইতিহাস । এই কলিযুগের শাস্ত্রেই
কেবল অশ্বঠ আর বৈদ্য শব্দ একজাতিবাচকরূপে ব্যবহৃত হয় নাই, কিংবা এই
কলিযুগে অশ্বঠের বৈদ্য বা বৈদ্যেরা অশ্বঠাখ্যা প্রাপ্ত হন নাই ।

“আয়ুর্কেদোপনয়নাদৈদ্যো দ্বিজ ইতি স্মৃতঃ ।

তেবাং মুখোহমৃত্যুচাৰ্য্যাস্তস্বাবস্থাকুলে হি তৎ ।

অশ্বঠ ইত্যাস্যুক্তস্ততো জাতি প্রবর্তনং ।

জননীতো জহুর্লক্কা যজ্ঞাতা বেদসংস্কৃতেঃ ।

অশ্বঠাস্তেন তে সর্কে দ্বিজা বৈদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।

অথ কৃৎপ্রতিকারিস্বাস্তিষজন্তে প্রকীর্তিতাঃ ॥”

জাতিতত্ত্ববিবেকযুক্ত, অগ্নিবেশসংহিতা ।

আয়ুর্কেদে উপনীত হওরা হেতু বৈদ্য দ্বিজ বলিয়া উক্ত হইরাছে । বৈদ্য-
দিগের মধ্যে প্রধান অমৃত্যুচাৰ্য্য মাতামহকুলে অবস্থিতি করিতেন, এজন্য তিনি
অশ্বঠ বলিয়া কথিত হন এবং তাঁহা হইতে অশ্বঠজাতির সৃষ্টি হইরাছে । অশ্বঠ-
দিগের মাতৃগর্ভে প্রথম জন্ম (শরীরের উৎপত্তি) হওয়ার পরে, বেদবিভিত্ত
উপনয়ন সংস্কার দ্বারা পুনর্বার জন্ম হয় বলিয়া অশ্বঠগণ দ্বিজ ও বৈদ্য শব্দে
অভিহিত হইরাছেন, এবং রোগপ্রতিকারকরাহেতু অশ্বঠগণ ভিবক্ বলিয়া
খ্যাত ।

“বেদেভ্যশ্চ সমুৎপন্নস্ততো বৈদ্য ইতি স্মৃতঃ ।

তিষ্ঠতাষাকুলে জাতস্তস্মাদশ্বঠ উচ্যতে ॥”

ব্রহ্মপুরাণ-বচন ।

বেদ চতুষ্টয় অধ্যয়ন-করিয়া জ্ঞানলাভরূপ জন্মগ্রহণকরাহেতু (বেদং বা
বেদান্ বেত্তি, এই অর্থে) বৈদ্য, আর অশ্বাকুলে অবস্থিত অর্থে অশ্বঠ কহে ।

যে দ্বিজ ও দ্বিজ বলিয়া অভিহিত হইতেন ও এই শেষের দুইটি অর্থকে যে তাঁহারা আধ্যাত্মিক
জন্ম মনে করিতেন, এই ত্রিজ আর বৈদ্য যে একই কথা, তাহা এই পুস্তকের “ব্রাহ্মণে বৈদ্যে
প্রভেদ কি ?” অধ্যায়ে বিবৃত হইবে ।

—ক্ৰোড়ে বিলোক্যৈব

শিশুঃ সুনীলঃ প্রাপ্তমূৰ্দ্ধং বেদত্রয়েষু জাতঃ ।

বৈদ্যাস্ততোহিয়ং জননীকুলে চ স্বাতা ততোহৃষষ্ঠ ইতি প্রসিদ্ধঃ ॥

জাতিতত্ত্ববিবেক ৯২ পৃঃ ধৃত,

স্কন্দপুরাণ বচন ।

সেই শিশুকে মাতৃক্ৰোড়ে অবলোকন করিয়া সুনীলগণ একান্ত আহ্লাদিত হইলেন । উক্ত শিশু বেদত্রয়োৎপন্ন অর্থাৎ বেদত্রয় অধ্যয়নকরতঃ জ্ঞানলাভ-রূপ জন্মগ্রহণ করিতে (১৩) বৈদ্য সংজ্ঞা লাভ করে এবং জননীকুলে (অম্বাকুলে) অবস্থিতি করাতে অষষ্ঠ বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে ।

যুধিষ্ঠির উবাচ—

“ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রস্তাপি ততঃ পরং ।

ব্রহ্মোৎপন্নাস্চতুর্কর্ণা অষষ্ঠা ভিবজঃ কথং ॥ ৩ ॥”

বৈদ্যোৎপত্তি প্রকরণ, বিবরণ খণ্ড,

স্কন্দপুরাণ ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র, ব্রহ্মা হইতে চারি বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, অষষ্ঠ বৈদ্যের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল ?

“ইতি তে কথিতো ভূপ অষষ্ঠবংশনির্গমঃ ।

বৈদ্যানাং পদ্ধতিষেযাং কথ্যামি বিশেষতঃ ॥ ১২ ॥”

ঐ বিবরণ খণ্ড, স্কন্দপুরাণ ।

হে রাজন, আপনাকে অষষ্ঠবংশের উৎপত্তি আদি সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলাম, অতঃপর বৈদ্যাগণের মধ্যে ঘাহার যে পদ্ধতি তাহাই বলিতেছি ।

“সুসুবে তনয়ং ভদ্রা বীরভদ্রেতি নামতঃ ।

পপাঠাষষ্ঠকুলেইপি সুনীভিঃ সূসংস্কৃতঃ ॥

স্থিতোহৃষষ্ঠকুলে যশ্নাদষষ্ঠ ইতি সংজ্ঞিতঃ ।

(১৩) জন্ম ব্যতীত আর কিছু হইতেই মনুষ্য শরীরের জন্ম হইতে পারে না, এই জন্ম বেদোৎপন্নের এই প্রকার আধ্যাত্মিক অর্থকরা সম্ভব বলিয়া, আমরা সর্বত্রই উহার উক্ত প্রকার অর্থ করিলাম । মনু ভাষ্যকার মেধাতিথিও প্রথম অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকের এই প্রকার আধ্যাত্মিক অর্থবৃত্ত তাৎপ্য করিয়াছেন ।

ঋগ্বেদমন্ত্রতাত্ত্বানমগ্নিবেশাদিস্তথা ।

পাঠয়ামাসুর্ভূবৈদ্যাং বীরভদ্রং সমাহিতাঃ ॥”

প্রাচীন বৈদ্যকুলপঞ্জিকাযুক্ত,

পুরাণবচন ।

ভদ্রা বীরভদ্রনামা তদগ্ন প্রসব করিলেন । সেই বীরভদ্র অশ্বষ্ঠকূলে স্থিতি করত মুনিগণের দ্বারা উপনয়নাদিসংস্কারে সুসংস্কৃত হইয়া আয়ুর্বেদপাঠ করেন । অশ্বষ্ঠকূলে অবস্থিতি করাতেই তিনি অশ্বষ্ঠ আখ্যা প্রাপ্ত হন । এই অঙ্কৃত আখ্যান অর্থাৎ বীরভদ্রের অপূর্বজন্মবৃত্তান্তশ্রবণ করিয়া অগ্নিবেশ প্রভৃতি আয়ুর্বেদজ্ঞ মুনিগণ সেই ভূবৈদ্যা (যেমন সূর্যবৈদ্যা আশ্বিনীকুমার) বীরভদ্রের নিকট উপনীত হইয়া মহর্ষি আত্রেয়ের উপদেশমতে তাঁহাকে আয়ুর্বেদাদ্বায়ন করাইলেন ।

উক্ত অগ্নিবেশসংহিতা, ব্রহ্মপুরাণ, কুলপঞ্জীকৃত পুরাণ ও স্বন্দপুরাণাদির বচনেও ব্যক্ত হইতেছে যে, অগ্ন্যগণ অশ্বষ্ঠকেই বৈদ্যা বলিতেন । একমাত্র ব্রাহ্মণ যেমন কখন বিপ্র কখন ব্রাহ্মণ বলিয়া আখ্যাত হন, তেমনি একমাত্র অশ্বষ্ঠই প্রাচীন কালে কখন অশ্বষ্ঠ কখন বৈদ্যা বলিয়া অভিহিত হইতেন । উক্ত স্বন্দপুরাণীয় বচনে দেখা যায় যে, স্বন্দপুরাণকার বৈদ্যোৎপত্তিপ্রকবণ নাম দিয়া প্রকরণমধ্যে অশ্বষ্ঠের উৎপত্তি বলিয়াছেন ; একপংক্তিতে আর্ঘ্যদের লময়ে অশ্বষ্ঠ আর বৈদ্যশব্দ যে একমাত্র অশ্বষ্ঠ বা বৈদ্যবাচক ছিল, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকিতেছে না । স্বন্দপুরাণ ও ব্রহ্মপুরাণাদি ব্যাসের কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ । অতএব উপরে যে ইতিহাস প্রদর্শিত হইল, এই অধ্যায়ের ৫৬ টীকার প্রমাণানুসারে তাহার বয়ঃক্রম পাঁচ সহস্র বৎসরেরও অধিক বলিয়া লাবান্ত হয় । (১৪)

(১৫) অষ্টাদশ পুরাণ ব্যাসের কৃত, ইহাতে সকল পুরাণই যে মহাভারতরচয়িতার প্রণীত, তাহা স্থনিশ্চিত নহে । কারণ বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয়াংশের তৃতীয়াধ্যায়ে অষ্টাবিংশতিসংখ্যক বেদবাস উক্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে শেব বাস মহাভারতরচয়িতা, পরাশরের পুত্র কৃষ্ণবৈপাশ্বন । এমনতাবস্থার সমুদয় পুরাণের বয়ঃক্রমই কৃষ্ণবৈপাশ্বনের তুল্য, একথা বলা যাইতে পারে না । কোন কোন পুরাণ তাহার অনেক পূর্বেও রচিত হইয়া থাকিবে ।

১। “অথ সকলদিগেন্দ্রীয় কলিযুগাবতার ইব নিখিলমঙ্গলাগরঃ শ্রীলঃ
আদিশুরনামা সৰ্বৈদ্যাকুলোত্তমঃ পরমধাৰ্ম্মিক আসীৎ ।

২। ততো বহুতিথে কালে গোড়ে বৈদ্যাকুলোৎসবঃ ।

বল্লালসেননৃপতিরজ্ঞায়ত শুণোত্তমঃ ॥

৩। শ্রীমদ্বল্লালসেনঃ প্রকৃতি সূচতুরঃ পুণ্যবানেকধাতা ।

সৰ্ব্বিদ্যো বৈদ্যবংশোত্তমঃ”

শ্রীযুত মহিমচন্দ্র মজুমদার কৃত, ‘গোড়ে ব্রাহ্মণ’ পুস্তকের

২৬১ পৃষ্ঠস্থত বারেন্দ্র কুলপঞ্জী ।

৪। “অষ্টকুলসমুত আদিশুরো নৃপেশ্বরঃ ।

রাঢ়গোড়বরেন্দ্রাশ্চ বঙ্গদেশস্তথৈবচ ॥

এতেষাং নৃপতিশ্চৈব”

ঐ, কৃত, ‘গোড়ে ব্রাহ্মণ’ পুস্তকের ২৬২ পৃষ্ঠস্থত,

শব্দকরদ্রুমস্থত দেবীবর বচন ।

৫। “অষ্টানানাং কুলেশসৌ প্রথমনরপতিঃ শৌৰ্য্যবীৰ্য্যাদিযুক্তস্তম্ভান্নান্নাদি-
শুরো বিমলমতিরিতি খ্যাতিযুক্তোবভূব ।”

২৬২ পৃঃ ঐ পুস্তকস্থত, অষ্টসম্পাদিকা-বচন ।

৬। “পুরা বৈদ্যাকুলোদ্ভূতবল্লালসেনমহীভূজা ।

ব্যবস্থাপিতং কোলীভুং দুহিসেনাদিবংশজঃ ॥”

(২৬২পৃঃ) ঐ পুস্তকস্থত, কবিকৰ্ণহার প্রণীত বৈদ্যাকুলপঞ্জী

অৰ্থাৎ সৰ্বৈদ্যাকুলপঞ্জীস্থত বচন ।

“অষ্টাদশপুরাণানি বিবিধাগমনানি চ ।

নিৰ্ম্মায় চতুরো বেদান্ ব্যাসেন ভারতং কৃতং ॥”

ভগবদ্গীতার চীকাণ্ডত এই বচনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উপলব্ধি হয় যে, কৃষ্ণঐপায়ন
ব্যাসের অনেক পূৰ্বে হইতে পুরাণের সৃষ্টি আরম্ভ হয় । তবে পুরাণসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা
করিলে ইহাও বুঝিতে পারা যায় যে, কৃষ্ণঐপায়ন ব্যাসের পরেও কোন কোন পুরাণের
পরিদমাপ্তি ও কোন কোন পুরাণ রচিত ও সংগৃহীত হইয়াছে ।

৭। “অথ বল্লালভূপশ্চ অষষ্ঠকুলনন্দনঃ ।

কুরুতেহতিপ্রযত্নেন কুলশাজ্জনিকপণং ॥”

ঐ ‘গৌড়ে ব্রাহ্মণ’ পুস্তকের ২৬২ পৃষ্ঠস্থিত রামানন্দ শর্ম্ম ঘটক

০

কৃত বজ্র কায়স্থ কুলদীপিকা ।

“আসীদগৌড়ে মহারাজঃ আদিশূরঃ প্রতাপবান্ ।

সধৈদ্যকুলসম্ভূত আসমুদ্রযশোবলঃ ।

পুরা বৈদ্যকুলে জাতবল্লালসেনমহীভূজা ।

স্থাপিতং যেন কোলিত্তং ছহিসেনাদিবংশজ্ঞে ॥”

চতুর্ভূজকৃত, চতুর্ভূজনামক বৈদ্যকুলপঞ্জী ।

১। “বদ্যপ্যাদিশূরো জাত্যাক্ষঃ,”—ইত্যাদি ইত্যাদি ।

২। “আদিশূরোহষষ্ঠকুলেহপি,”—ইত্যাদি . ।

৩। “সোহষষ্ঠবংশপ্রভবাদিশূরো,”—ইত্যাদি . ।

৪। “আসীররেজ্ঞো ভিষগাদিশূরঃ,”—ইত্যাদি . ।

শ্রীযুক্ত পার্শ্বতীশঙ্কর রায় কৃত আদিশূর ও বল্লাল পুস্তক ও ৬ষ্ঠ খণ্ড

নবভারতস্থিত ব্রাহ্মণকুলাচার্যগণের গ্রন্থাবলীস্থিত বচন ।

“শ্রীমদ্বল্লালনামা ক্ষিতিপতিরতুলো বৈদ্যবংশাবতঃসঃ ।” ইত্যাদি ২ ।

অষষ্ঠাচারচক্রিকা ।

“শ্রীমদ্বল্লালসেন ——— ।

সধৈদ্যো বৈদ্যবংশোত্তমঃ ।” বারেন্দ্র কুলপঞ্জী ।

“শ্রীল আদিশূরনামা রাজা সধৈদ্যকুলোত্তমঃ ।”

বারেন্দ্র ঘটককারিকা ।

“ধন্তঃ শ্রীমদীশ্বরপরায়ণ আদিশূরঃ সূবৈদ্যরাজ্ঞঃ ।”

দীনাজপুরজিলার (অধুনা মাগদহের) অন্তর্গত গঙ্গাতীরবর্তী

গোড়মণ্ডল রাজধানীতে প্রস্তরলিখিত শ্লোক ।

উক্ত কুলশাজ্ঞের বচনাবলীতে এক আদিশূর ও একমাত্র বল্লাল সেন
নৃপতিকে কোন বচনে অষষ্ঠ, কোন বচনে বৈদ্য বলিয়া উক্ত হওয়াতে অষষ্ঠ
আর বৈদ্য, শব্দ যে এক জাতি (শ্রেণী) বাচক, সে ইতিহাসটি ব্রাহ্মণদিগের

প্রণীত কুলশাজ্ঞ দ্বারা এই বিশেষরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ক্ষুদ্র ঋগ্ বৈদ্য শব্দ, একমাত্র অষ্টবচক না হইলে কুলশাজ্ঞ প্রণেতা ব্রাহ্মণেরা কখনই উক্ত শব্দ দ্বয়ে একজাতিবচকরূপে কুলশাজ্ঞে লিপিবদ্ধ করিতেন না। গোড়ে ব্রাহ্মণ নামক পুস্তকপ্রণেতা বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণদিগের কুলশাজ্ঞ প্রণেতা দেবীর চৈতন্ত দেবের সমকালের লোক—(১৫)। ইহার পূর্বের আর রাঢ়ীয় বারেন্দ্র কোন কুলপঞ্জী পাওয়া যায় না (১৬)। ইহাতে বোধ হইতেছে রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-গণের মত কুলপঞ্জী আছে—দেবীরকৃত পঞ্জী কিংবা প্রবানন্দমিশ্রকৃত মিশ্র গ্রন্থই প্রাচীন (১৭)। সম্ভ্রুতি চৈতন্ত্যাকার ৪১৯ বৎসর অতীত হইয়াছে (১৮)।

(১৫) “যখন রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিসংগ্রহ গৌরাজ্য বৈষ্ণবধর্ম প্রচার * * * * * করেন, সেই সমকালে ভট্টনারায়ণের অধস্তন ১৬ পুরুষে বন্দ্যবংশে সর্বানন্দ ঘটকের উরসে দেবীর ঘটক জন্মগ্রহণ করেন। শকাব্দা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জন্ম হইয়া থাকিবে।” ২০৬ পৃঃ গোড়ে ব্রাহ্মণ।

“চৈতন্তের জ্যেষ্ঠ বিশ্বস্তর সংসারাত্মক ত্যাগ ও দণ্ডধারণ করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপ ১৪০৭ শকের কাঙ্ক্ষনমাসের পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যাকালে জন্মগ্রহণ করেন। ২২৫ পৃঃ গোড়ে ব্রাহ্মণ।

(১৬) “বল্লালসেন কর্তৃক শ্রেণীবিভাগ এবং ঘটকনিয়োগ হইবার পূর্বে রাঢ়দেশগামী শ্রীনিবাস গোড়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমন বিষয়ে একখানি গ্রন্থ লিখেন। পরে উদয়চাঁদ্য ভাটুড়ি বারেন্দ্র কুলবর্ণন করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সকল প্রাচীন কুলগ্রন্থ এখন অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না।” ৪ পৃঃ গোড়ে ব্রাহ্মণ।

“বর্তমান সময়ে রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ঘটকদিগের যে সকল কুলগ্রন্থ দেখা যায়, তাহার কোনখানি শকাব্দা ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বের লিখিত বলিয়া বোধ হয় না।”

৫পৃঃ গোড়ে ব্রাহ্মণ।

(১৭) “প্রবানন্দ মিশ্র বন্দ্যকুলসম্ভূত। ঘটকদের উক্তি এই যে, দেবীর ঘটকবিশারদ মেলবন্ধন করেন, দেবীর উপদেশমত প্রবানন্দ মিশ্র গ্রন্থ লিখেন। দেবীরও বন্দ্যবংশীয়।”

৫১৬ পৃষ্ঠা গোড়ে ব্রাহ্মণ পুস্তক।

(১৮) শ্রীচৈতন্ত্যাকা ৪১৯—৪২০। এ, কে, দেব ও হিন্দুপ্রেস পঞ্জিকা দেখ।

১। “শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্ত্য পৃথিবীতে অবতরি।

অষ্ট চল্লিশ বৎসর একটবিহরি।

চৌদশ শতাব্দীতে জন্মের প্রমাণ।

চৌদশ শতাব্দীতে ছাপান্নে হইল। অন্তর্ধান।”

গোড়ে ব্রাহ্মণ পুস্তকের ২২৭ পৃষ্ঠা, আদি ৭ ও ১৩ পরিচ্ছেদ।

বৈদ্যকুলপঞ্জীকাকার চতুর্ভূজ, ৫৫৯ ও কবিকঠহার ২৫০ বৎসরের পূর্ববর্তী হওয়াতে (১৯) এই সকল কুলগ্রন্থের প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে আদ্য হইতে দুই ভিন চারি ও পাঁচ শত বৎসরের পূর্ববর্তী ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যকুলপঞ্জী লেখকগণ, বৈদ্য আর অষষ্ঠ শব্দ একমাত্র অষষ্ঠকে উপলক্ষ করিয়া স্ব-স্ব প্রণীত গ্রন্থে প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন ।

“অষষ্ঠ—(অষ পিতা—হা ধাকা + অ—সংজ্ঞার্থে—আয়ুর্ক্বেদে অধিকারী বলিয়া যিহি রোগসময়ে পিতার হ্রাস থাকেন) সং পুং ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্র্যার গর্ভজাত, বৈদ্য, দেশবিশেষ, হস্তিপক ।”
পণ্ডিত রামকমল বিদ্যালঙ্কার কৃত “প্রকৃতিবাদ” অভিধান ।

“বৈদ্য আয়ুর্ক্বেদবেত্তা সচাষষ্ঠজাতিশ্চিকিৎসাবৃত্তিচ ।

তৎপর্য্যায়,—রোগহারী, অগদকারঃ, ভিষক্, বৈদ্যঃ, চিকিৎসকঃ ।

ইত্যমরভরতৌ ।” ৪২০৮ পৃষ্ঠা প্রথম সংস্করণ, শব্দকল্পদ্রুম ।

জাতিতত্ত্ব বিবেক, জাতিমিত্র প্রভৃতি বহুপুস্তকযুক্ত ।

বৈদ্যশব্দের অর্থ আয়ুর্ক্বেদবেত্তা, অষষ্ঠ জাতি, চিকিৎসাবৃত্তি । রোগহারী, অগদকার, ভিষক্ বৈদ্য ও চিকিৎসক, অমরসিংহ এবং ভরতমল্লিক প্রণীত অমরকোষ ও তাহার টীকার বৈদ্যশব্দের এই কয়টি অর্থ উক্ত হইরাছে ।

“অষষ্ঠো বিপ্রোবৈশ্য কস্তান্নায়ুৎপন্ন ইতি মেদিনী ।

অয়ং চিকিৎসাবৃত্তির্বেদ্যা ইতি খ্যাতঃ ।”

৮৭ পৃষ্ঠা দ্বিতীয় সংস্করণ শব্দকল্পদ্রুম অভিধান ।

(১৯) “এহরস বারসো যন্ত শাকন্ত সংখ্যা ।

ররতি ভূজবেদো নাব সংখ্যা চ যন্ত ।”

চতুর্ভূজ কৃত, চতুর্ভূজনামক বৈদ্যকুলপঞ্জী বচন ।

“কবিনা কঠহারেণ মাতুলোদ্ধিষ্টবদ্বনা ।

পঞ্চসপ্ততির্ধো শাকে ত্রিষ্মতে কুলপঞ্জিকা ।”

কবিকঠহার কৃত, সষ্টৈককুলপঞ্জিকা ।

উক্ত দুই শ্লোকে দেখা যায়, “চতুর্ভূজ” নামক বৈদ্য কুলগ্রন্থ, ১২৬৯ শকাব্দার আর কবিকঠহার কৃত, “সষ্টৈক কুলপঞ্জিকা” ১৫৭৫ শকাব্দায় লিখিত হয় । বর্তমান ১৮২৫ শকাব্দা মধ্যে এই অঙ্কের বিরোধ করিলে ৫৫৬ ও ২৫০ বৎসর অবশিষ্ট থাকে ।

ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্বকৃত্তাতে উৎপন্ন অষ্ট, এই কথা মেদিনী অভিধানে আছে। চিকিৎসা বৃত্তি দ্বারা অষ্ট, বৈদ্য বলিয়া খ্যাত হইরাছেন।

“অষ্ট (গুণ) অষ্ট [শব্দ অর্থাৎ চিকিৎসক শব্দ প্রসিদ্ধি নির্মিত] [অভি-প্রায় করা] ড] ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্বার ঙ্গর্ভজাত, বৈদ্য। দেশবিশেষ। হস্তিপক।” ত্রিযুক্ত শ্রামাচরণ চট্টোপাধ্যায় কৃত শব্দদৌষিতি অভিধান।

রামকমলকৃত প্রকৃতিবাদ অভিধানে তাঁহার নিজের লিখিত প্রথমবারের বিজ্ঞাপনের শেষে উক্ত গ্রন্থের স্রষ্টিকাল ১৯২৩ সংবৎ লিখিত আছে। তাহা দ্বারা ৩৭ বৎসর পূর্বে উক্ত গ্রন্থ লিখিত হয় বলিয়া প্রমাণ হইতেছে। উহাতে অর্থাৎ উক্ত বিজ্ঞাপনে শব্দকল্পদ্রুমেরও নাম আছে যথা,—“পণ্ডিতাগ্রগণ্য ডাক্তার উইলসন সাহেবের অভিধান, ত্রিযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্প-দ্রুম, ভরতমল্লিক (২০) ও রায় সুকুট প্রভৃতি মহাত্মাদিগের (২১) অমরকোষের টীকা এবং অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থ সকল অবলম্বন করিয়া,” ইত্যাদি। এই প্রমাণ দ্বারা শব্দকল্পদ্রুমে রামকমল কৃত প্রকৃতিবাদ অভিধান হইতে পূর্ববর্তী বলিতে হইল। শব্দদৌষিতি অভিধান ১২৮১ শকাব্দায় মুদ্রিত হয় বলিয়া উক্ত অভিধানের (শিরোভাগে) জানা যায়। যাহা হউক, উপরি উক্ত অভিধানগুলির দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে ঐসকল আভিধানিক পণ্ডিতেরাও তাঁহাদের পূর্ববর্তী

(২০) “ভরতমল্লিকস্ত যহস্তলিখিতপুস্তকসমাপ্তিঃ। শকাব্দাঃ ১৫৯৭।”

৪০০ পৃষ্ঠা, পুস্তকসমাপ্তি বাক্যে। “চন্দ্রপ্রভা” (বৈদ্যকুলগ্রন্থ) ভরত মল্লিক কৃত।

(২১) সম্প্রতি বিক্রমসংবতে ১৯৬১ বৎসর চলিতেছে, অতএব বিক্রমাদিত্য রাজা যে সহস্রবৎসরাধিককালপূর্ববর্তী, ইহা সন্দেহবাসিন্দ্র। অমরকোষকার অমরসিংহ বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের একটী রত্ন যথা,—

“ধ্বজন্তরী-কপণকামরসিংহ-শঙ্কু-বেতালভট্ট-খটকর্ণর কালিদাসাঃ।

খাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররচিন্বে বিক্রমস্ত ॥”

অমরকোষের মনুষ্যবর্ণে চিকিৎসকের অর্থ ভিষক, বৈদ্য ইত্যাদি উক্ত হইরাছে। চিকিৎসা-বৃত্তিহেতু অষ্টই যে চিকিৎসক, বৈদ্য, তাহাও মনুসংহিতা প্রভৃতি বহু প্রাচীন শাস্ত্রদ্বারা এই অধ্যায়েই সপ্রমাণ করিয়াছি। চিকিৎসক শব্দের পর্যায়ে কোষকার যে অষ্টশব্দের উল্লেখ করেন নাই তাহা তাঁহার অনবধান। বিশেষ চিকিৎসকের অর্থ যখন অষ্ট, তখন চিকিৎসকের পর্যায়কেই অষ্টশব্দের পর্যায় মনে করিতে হইবে। এমতাবস্থায় বলিতে হইল যে, বৈদ্য আর অষ্ট যে একই কথা, তাহা অমরকোষ অভিধানেরও অভিপ্রেত।

অতি প্রাচীন কালের শাস্ত্রকারদিগের অনুসরণ করিয়াই স্ব স্ব অভিধানে অষ্ট আর বৈদ্য শব্দকে একজাতিবাচকরূপে লিখিয়া গিয়াছেন ।

এতক্ষণ যে ইতিহাসের আলোচনা করা হইল, তাহাতে স্থলতঃ এই কথা পরিব্যক্ত হইতেছে যে, সত্যযুগ হইতে এই কলিযুগের বর্তমান সময় পর্যন্ত যে সকল স্মৃতি, পুরাণ ও অভিধানাদির সৃষ্টি হইয়াছে, তৎসমুদয়েই অষ্ট আর বৈদ্যশব্দ একজাতি (শ্রেণী) বাচকরূপে উক্ত হইয়াছে । অতএব বাহারা বলিয়াছেন, এই কলিযুগে বৈদ্যবাংশীর রাজা রাজবল্লভের সমকালে বা পরে বজ্র বৈদ্যকুলগ্রন্থলেখক বৈদ্যাগণই কেবল বৈদ্যশব্দের স্থলে অষ্টশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাদের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও সকল যুগের শাস্ত্রীয় ইতিহাসবিরুদ্ধ (২২) । বাস্তবিকপক্ষে বৈদ্য আর অষ্টে কোন প্রভেদ নাই । এই পুস্তকে আমরা বৈদ্য-অথবা-অষ্টবিষয়ে যে সকল কথা বলিব, যে সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ (ইতিহাস) উদ্ধৃত করিব, তৎসমুদয়কে একমাত্র বৈদ্যজাতি-বিষয়ক ইতিহাস মনে করিতে হইবে । বৈদ্য আব অষ্ট শব্দ যে নিম্নতই

(২২) “স্মৃতিত অস্মৃতিত অনেক বৈদ্য কুলপঞ্জী পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ভরত মল্লিক “বৈদ্যকুল-তত্ত্ব” আর কবিকঠহারকৃত “বৈদ্যকুলপঞ্জিকা” অতি প্রাচীন । রাজনগরের রাজবল্লভের সময়ে যে সকল কুলপঞ্জী রচিত হইয়াছে তাহাতেই অষ্ট নামের হুড়াহুড়ি আছে ।”

“কবিকঠহার ভরত মল্লিক কৃত কুলগ্রন্থের নাম “বৈদ্যকুলতত্ত্ব” কিবা “বৈদ্যকুলপঞ্জিকা” আর রাজবল্লভের পর রামজীবন গোপাল কৃষ্ণ প্রণীত বৈদ্যকুলগ্রন্থের নাম “অষ্ট চরিত্রলিকা” “অষ্ট সম্পাদিকা” । পাঠক ! ইহাতেই বুঝিবেন, বজ্র বৈদ্যের অষ্ট আখ্যায়িক। কত আধুনিক ।”

“আমরা পূর্বে বলিয়াছি, স্থলে তিন প্রকার কারণ যথা, চল্লসেনী, অষ্ট ও করণ । * * * কিন্তু কে অষ্ট, কে চল্লসেনী, কে করণ তাহা ঠিক করা যায় না । এমতাবস্থায় বঙ্গদেশীয় কায়স্থশ্রেণীর চিকিৎসাব্যবসায়ী বৈদ্য আখ্যাধারী কতকগুলিন লোক অষ্ট বলিয়া পরিচিত হইতে চেষ্টা পাওয়া নিতান্তই হাস্যজনক বলিয়া বোধ হয় ।

ষষ্ঠ খণ্ড নব্যভারত ১১/২২ সংখ্যা বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত “বর্ণভেদ” প্রস্তাব ।

বজ্র অষ্টেরা (বৈদ্যেরা) যে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে অতি প্রাচীনকালে এদেশে আসিয়াছেন এই পুস্তকের উত্তরখণ্ডের ৯ অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইবে । কায়স্থের মধ্যে চিকিৎসাব্যবসায়ী অষ্ট বলিয়া কতকগুলিন লোক খাড়া ইত্যাদি ইত্যাদি লেখকের উক্তি গুলিন যে নিতান্তই স্বপ্নসমূহ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই ।

একজাতিবাচক এ অধায়ে সে ইতিহাস সুবিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হইল। এই দুইটি শব্দই যে ব্রাহ্মণজাতিবাচক, পরবর্তী অধ্যায় সকলে ক্রমে তাহা সুব্যক্ত হইবে।

ইতি বৈদ্যশ্রীগোপীচন্দ্র-সেনগুপ্ত-কবিরাজকৃত-বৈদ্যপুরাণে

ব্রাহ্মণাংশে পূর্বখণ্ডে বৈদ্যশ্রী নাম

প্রথমোধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

দ্বিতীয়াধ্যায় ।

বৈদ্যশব্দের অর্থ ।

কি প্রকারে, কি অর্থে আর্যোরা বৈদ্যশব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন, এ অধ্যায়ের উদ্দিষ্ট ইতিহাস বিবৃত হইবে। “ব্রহ্মণো জাতঃ” অথবা “ব্রহ্ম জানাতি” কিংবা “বিদ্যায়া যাতি” এই অর্থে যেমন ব্রাহ্মণ ও বিপ্র শব্দের উৎপত্তি (১) ; তেমনি “বেদং বেত্তি অধীতে বা” কিংবা “বিদ্যাং জানাতি” এই অর্থে বেদ আর বিদ্যা শব্দ হইতে বৈদ্যশব্দের উৎপত্তি হইয়াছে (২)। বেদ আর ব্রহ্ম, একই কথা (৩)। সুতরাং ব্রাহ্মণ-শব্দের অর্থ হইতে ভিন্ন অর্থ দিয়া আর্যোরা বৈদ্য

(১) “ব্রহ্মণো জাতঃ” অথবা “ব্রহ্ম জানাতি” এই অর্থে “ব্রহ্মন্” শব্দ “ক” প্রত্যয় করিয়া ব্রাহ্মণ শব্দ হইয়াছে। পরবর্তী ৪৮টীকায় ব্রাহ্মণ-শব্দের সাধনপ্রণালী ও অর্থ দেথ।

(২) “ভরতমতে বেত্তি অধীতে বা বৈদ্যঃ চ-যে-কাদিতি “ক”।”

রঘুনাথ চক্রবর্তীকৃত টীকা, অমরকোষ।

“বৈদ্য (বৈদ্য আয়ুর্বেদ বা বিদ্যা + অ (ক) কুশলার্থে সংপূঃ আয়ুর্বেদবেত্তা, ভিষক, চিকিৎসক, বিদ্বান্, পণ্ডিত। সিং নাবিন্যানাত্ত বৈদ্যো দেহং বিদ্যাধনাং কচিং।”

১৪৬৩ পৃঃ, বৈদ্যশব্দের অর্থ, রামকলকৃত, প্রকৃতিবাদ অভিধান।

(৩) “অগ্নিবায়ুর্বিভ্যন্তঃ অয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্।

হ্রদোহ বজ্রসিদ্ধার্থমুগ্ধজুঃ সামলক্ষণম্ ॥ ২৩”

১ অঃ মহুসংহিতা।

শব্দের সৃষ্টি করেন নাই, সংজ্ঞামাত্র ভিন্ন বলিয়া সম্ভব হইল। ব্রাহ্মণ এবং বিপ্র শব্দের অর্থ যেমন ব্রাহ্মাদিজ্ঞাপক, উচ্চভাবব্যঞ্জক, বৈদ্যশব্দের অর্থও তেমনি ব্রাহ্মাদিজ্ঞাপক, উচ্চ ভাবব্যঞ্জক ।

“রোগহার্যোঃগদকারো ভিষগ্বেদো চিকিৎসকে ।”

মহুয্যবর্ণ, অমরকোষ ।

টীকা—“পঞ্চ বৈদ্যস্ত নামানি ।” রায়মুহুট ।

টীকা—“রোগেতি পঞ্চ বৈদ্যো” রঘুনাথ চক্রবর্তী । “বেত্তি অধীতে বা বৈদ্যঃ চ যে কাদিতি ষ্যঃ ।” ভরত ।

রোগহারী, অগদকার, ভিষক, বৈদ্য ও চিকিৎসক, এই পাঁচটী শব্দই বৈদ্য-শব্দের পর্যায় অর্থাৎ বৈদ্যের এই পাঁচটী নাম ।

দ্বিতীয় টীকার অর্থ, যিনি বৈদ্যাদি শাস্ত্র জানেন অর্থাৎ, বৈদ্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়নকরত লগাক্ জ্ঞানবিশিষ্ট হইয়াছেন তাঁহাকেই বৈদ্য বলে ।

“প্রণবাবস্থিতং নিত্যং ভূভুঃস্বরিতীর্থাতে ।

ঋগ্ যজুঃ সামাথর্ক্যং যৎ তস্মৈ ব্রহ্মণে নমঃ ॥ ২২”

টীকা—“এতবেদচতুষ্টয়াক্ষকঞ্চ যৎ তস্মৈ ব্রহ্মণে নম ইতি । ২২ । ঐধরস্বামী ।

“এতদব্রহ্ম ত্রিধাত্বেদমভেদমপি স প্রভুঃ ।

লব্ধভূতেষভেদেহেনো ভিত্তিতে ভিন্নবুদ্ধিতিঃ ॥ ২৮”

স ঋগ্ যজুঃ সামময়ঃ স চাত্মা স যজুর্ময়ঃ ।

ঋগ্ যজুঃ সামসারাত্মা স এবাত্মা শরীরিণাম্ ॥ ২৯”

৩ অ, ৩ অং, বিষ্ণুপুরাণ ।

ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মন্ বিপ্র কিংবা ব্রহ্মাপতি + অ (ঋ) অপত্যার্থে কিংবা ব্রহ্মন্ বেদ + অ (ঋ) অধ্যয়নার্থে । ব্রহ্মার মুখ হইতে জন্ম বলিয়া কিংবা যে বেদ অধ্যয়ন করে) , লং পুং শ্রেষ্ঠ বর্ণ, দ্বিজোক্তম । শিঃ, ১

“যোগন্তপোদমোদানং ব্রতশোচং দয়া যুগা ।

বিদ্যা বিজ্ঞানমাত্মিক্যমেতৎ ব্রাহ্মণলক্ষণম্ ।”

১১৮ পৃঃ, রামকমল বিদ্যালঙ্কার কৃত, প্রকৃতিবাদ অভিধান ।

“জন্মনা চ ভবেচ্ছূদ্রঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে ।

বেদাত্ম্যসৈর্ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ ।”

কারহপুরাণ দ্বিতীয় ভাগ, ১০২ পৃষ্ঠা ও বোধের ছাপা ৩য় পৃঃ

কান্তকুজ বংশাবলীযুত পদ্মপুরাণবচন ।

“দোষজ্ঞে বৈদ্যবিদ্যাংসৌ জ্ঞোবিদ্বান্ সোমজ্ঞেহপি চ ।”

নানার্থবর্গ, অমরকোষ ।

দোষজ্ঞশব্দের অর্থ বৈদ্য ও বিদ্বান্, আর সোমজ্ঞ অর্থাৎ বুধ শব্দের অর্থও জ্ঞ এবং বিদ্বান্ ।

“বিদ্বান্ বিপশ্চিদোষজ্ঞঃ সন্ সুধীঃ কবিন্দোবুধঃ ।

ধীরো মনীষী জ্ঞঃ প্রাজ্ঞঃ সংখ্যাবান্ পণ্ডিতঃ কবিঃ ॥ ইত্যাদি ।

ব্রহ্মবর্গ, অমর কোষ ।

টীকা—“ষাণ্বিংশতিঃ পণ্ডিতস্ত ।” রায়মুকুট ।

বিদ্বান্, বিপশ্চিৎ, দোষজ্ঞ, সং, সুধী, কোবিদ, বুধ, ধীর, মনীষী, জ্ঞ, প্রাজ্ঞ, সংখ্যাবান্, পণ্ডিত ও কবি, এই সমুদয় শব্দই একার্থবোধক ।

উক্ত অমরকোষের বচনগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়, বৈদ্যশব্দের অর্থ অতিশয় উচ্চ ভাবব্যাক্তক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও বিপ্রশব্দের অর্থ হইতে বৈদ্যশব্দের অর্থ ভিন্ন নহে ।

“বিদ্যাসমাপ্তৌ ভিষজন্তুতীরা জাতিক্রচ্যাতে ।

অশ্নুতে বৈদ্যশব্দং হি ন বৈদ্যঃ পূর্জজন্মনা ।

বিদ্যাসমাপ্তৌ ব্রাহ্মণ বা সত্বমার্ষমথাপি চ ।

ঋবমাবিশতি জ্ঞানান্ত্র্যাবৈদ্যাত্রিজঃ স্মৃতঃ ॥”

১ অধ্যায়, চিকিৎসা স্থান, চরকসংহিতা ।

জাতি (শ্রেণী) মাত্র ভিষকের অর্থাৎ বৈদ্যের বৎকালে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বিদ্যা (৪) সমাপ্ত (যড়জ বেদচতুষ্টয় সহ আয়ুর্বেদাদি ও অন্ত্রাত্ম শাস্ত্র অধ্যয়ন)

“ (৪) “অজানি বেদান্তদ্বারো মীমাংসা স্তায়বিস্তরঃ ।

পুরাণং ধর্মশাস্ত্রঞ্চ বিজ্ঞাহেতান্চতুর্দশ ॥

আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গান্ধর্বমর্থসাধনম্ ॥”

বিস্তা শব্দের অর্থ, রাসকমলকৃত, প্রকৃতিবাদ অভিধান ।

“অজানি চতুরো বেদা মীমাংসা স্তায়বিস্তরঃ ।

পুরাণং ধর্মশাস্ত্রঞ্চ বিজ্ঞাহেতান্চতুর্দশঃ ॥ ২৮

আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গান্ধর্বশ্চৈব তে ত্রয়ঃ ।

অর্থশাস্ত্রং চতুর্থম্ বিজ্ঞাহেতাদিশৈব তাঃ ॥ ২৯ ॥”

সমাপন হয়, তৎকালেই তিনি তৃতীয় জাতি বলিয়া কথিত হন, অর্থাৎ প্রকৃত বৈদ্য হন। পূর্বজন্ম (মাতৃগর্ভরূপ প্রথম জন্ম) ও সাবিত্রী (উপনয়নরূপ) দ্বিজ অর্থাৎ দ্বিতীয় জন্ম দ্বারা প্রকৃত বৈদ্য হন না, উহার দ্বারা বৈদ্যকুলে (অষ্টশ্রেণীতে) জাতমাত্র বৈদ্য (১) ও দ্বিজ হন এই মাত্র। বাস্তবিকপক্ষে, বিদ্যাসমাপ্ত হইলেই তাঁহাতে ব্রাহ্ম ও ঋষিসম্বৎ প্রবেশ করে, সেই হেতুই বৈদ্য (শ্রেণীমাত্র ভিষক্) দ্বিজ বলিয়া অভিহিত হন।

এ বচনের প্রকৃত ভাব এই যে, বৈদ্য মাতৃগর্ভরূপ প্রথম জন্ম দ্বারা শ্রেণীমাত্র বৈদ্য, দ্বিতীয় জন্ম অর্থাৎ উপনয়নরূপ জন্ম দ্বারা দ্বিজ ও বেদাদিশাস্ত্রাধ্যয়নসমাপ্তিরূপ জন্ম দ্বারা দ্বিজ (বেদজ্ঞ) বৈদ্য হন। ত্রীযুত অবিনাশচন্দ্র শর্মা কবিরত্ন কবিরাজ যে এই বচনের অনুবাদ করিয়াছেন তাহা সমোচন বলিয়া বোধ হইল না, যেহেতু মতাদি বহু প্রাচীন শাস্ত্রে অতি প্রাচীন কাল হইতে চিকিৎসক, ভিষজ, বৈদ্য ইত্যাদি শব্দ অষ্টশ্রেণীবাচক বলিয়া প্রকাশিত আছে। এমতাবস্থার উক্ত বচনে যে ব্রাহ্মণাদিজাতিসাধারণ পরিগৃহীত হইয়াছে তাহা কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। অষ্টশ্রেণীই উহাতে ভিষক্শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

মহর্ষি চরকের কথার সুব্যক্ত হইতেছে যে, প্রাচীন কালে যাহারা বেদাদি-সমুদয়শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া সর্ববিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইতেন,

টীকা—“অদানীতি। অদানি শিক্ষাকল্পজ্যোতিঃশ্লোনিবৃত্তব্যাকরণানি বট্।”

৬ অ, ৩ অং, বিকুপুরাণ। শ্রীধরস্বামী।

(৫) বৈদ্যকুলে জাত, অর্থাৎ জাতিমাত্র বৈদ্যের স্থান জাতিমাত্র ব্রাহ্মণও পূর্বকালে থাক। সপ্রমাণ হয় বধা,—

“জাতিব্রাহ্মণ—(জাতিব্রাহ্মণ, ওয়া—ব) সং পুং তপঃশ্রুতিহীন ব্রাহ্মণ, যে তপস্তা ও বেদ পাঠ করে না, যে কেবল জাতিতে ব্রাহ্মণ। শিঃ : “তপঃশ্রুতিভ্যাং যো হিনো জাতিব্রাহ্মণ এব সঃ ॥” ১০৫ পুং, রামকমলকৃত প্রকৃতিবাদ অভিধান।

জাতিব্রাহ্মণ—(পু) (৩ তৎ) যে কেবল জাতিতে ব্রাহ্মণ, যে তপস্তা বা বেদপাঠ করে না।

৩১০ পুং, শব্দদীপ্তি অভিধান।

এই প্রমাণ হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বকালে ব্রাহ্মণও বৈদ্যও না থাকিলে তাহাকে শ্রেণীমাত্র ব্রাহ্মণ বৈদ্য বলা হইত।

ঐহাদিগকেই প্রকৃত বৈদ্য বলা হইত । প্রাচীন কালে প্রকৃতপক্ষে বৈদ্যের অর্থ ইহাই ছিল । পূর্বকালে কেবল আয়ুর্বেদাধ্যয়ন করিয়া তাহাতে জ্ঞানলাভ ও চিকিৎসাব্যবসায়মাত্র করিলেই কাহারও বৈদ্য আখ্যা হইত না । বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকে জাতিমাত্র বৈদ্য বলা হইত ।

“মাতুরগ্রেহধিজননং দ্বিতীয়ঃ মৌজীবন্ধন ।

তৃতীয়ঃ যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্ত্র শ্রুতিচোদনাং ॥ ১৬৯ ॥”

২ অধ্যায়, মনুসংহিতা ।

ভাষ্য—“.....মাতুঃ সকাশাদগ্রে অপাবধিজননং জন্ম পুরুষস্ত্র দ্বিতীয়ং মৌজীবন্ধনে উপনয়নে তৃতীয়ং জ্যোতিষ্ঠোমাদিযজ্ঞদীক্ষায়াং । ত্রীণি জন্মানি দ্বিজস্ত্র শ্রুতিচোদিতানি । নস্বেবং সতি ত্রিজঃ প্রাপ্নোতি । অত্র দ্বিজব্যবদেশে ভাবহুপনয়নং নিমিত্তং..... । ১৬৯ ।” মেধাতিথি ।

টীকা—“.....মাতুঃ সকাশাদানৌ পুরুষস্ত্র জন্ম দ্বিতীয়ং মৌজীবন্ধনে উপনয়নে ।.....তৃতীয়ং জ্যোতিষ্ঠোমাদিযজ্ঞদীক্ষায়াং বেদশ্রবণাৎ । প্রথমদ্বিতীয়তৃতীয়জন্মকথনং ।” কুল্লুকভট্ট ।

“শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় প্রথমতঃ মাতা হইতে জন্মগ্রহণ করেন, উপনয়ন হইলেই ঐহাদিগের দ্বিতীয় জন্ম হয়, জ্যোতিষ্ঠোমাদি যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে ঐহাদিগের তৃতীয় জন্ম হয় । (১৬৯)”

পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণিকৃত অনুবাদ ।

মনুসংহিতার এই বচন দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে, প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য, উপনয়ন দ্বারা দ্বিজ ও বেদাধ্যয়ন হইতে ত্রিজ হইতেন, উদ্ধৃত মনুসংহিতার বচন দ্বারা এ কথাও ব্যক্ত হইতেছে । চরক যে বৈদ্যগণের ত্রিজ আখ্যায় কথা বলিতেছেন, তাহা কেবল ঐহাদিগের কথা নহে, ঐ কথাটা প্রধান ধর্মশাস্ত্রকর্তা মনুরও । বাহা হউক, পূর্বে বলা হইয়াছে যে, যড়ঙ্গ বেদচতুষ্টয় অধ্যয়ন না করিলে প্রকৃত বৈদ্য হয় না, তাহাতে কেহ বলিতে পারেন, তবে কি বর্তমান যুগের কেবল আয়ুর্বেদব্যবসায়ী বৈদ্যগণ বৈদ্য নহেন ? উত্তর বৈদ্য নহেন, এক্রপ বলা হয় নাই, উল্লিখিত বেদজ্ঞ অর্থে বৈদ্য নহেন বলা হইয়াছে । ব্রাহ্মণশব্দের প্রাচীন কালের অর্থ, বেদজ্ঞ,

যিনি ব্রহ্মকে জানেন, কিন্তু বর্তমানযুগের ব্রাহ্মণগণের সে সকল লক্ষণ না থাকিলেও তাঁহারা যেমন ব্রাহ্মণ অর্থাৎ প্রাচীন কালের সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের সম্ভারূপ ব্রাহ্মণ, তেমনি এযুগের বৈদ্যাগণও প্রাচীন কালের বেদজ্ঞ বৈদ্যাগণের সম্ভারূপ বৈদ্যা ।

অত্রিসংহিতা ও পদ্মপুরাণীর বচনে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, ব্রাহ্মণকূলে জন্মরূপ ব্রাহ্মণেরা অর্থাৎ জাতিমাত্র (৬) ব্রাহ্মণেরা উপনয়নের দ্বারা দ্বিজ এবং বিদ্যা অর্থাৎ পূর্বোক্ত চরক ও মনুসংহিতার মতে ষড়্ভুজ চতুর্বেদ, মৌমাংসা, হ্যার, পুরাণ স্মৃতি আয়ুর্বেদ ধনুর্বেদ, অর্ধশাস্ত্র প্রভৃতি অধ্যয়নকরত বিপ্র (ত্রিজ) উপাধি প্রাপ্ত হইতেন (৭)। যে বিপ্র আর ব্রাহ্মণশব্দ একার্থবাচক, তাহার

(৬) এম টিপ্সন দ্রষ্টব্য ।

(৭) “জন্মনা ব্রাহ্মণোজ্জেরঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে ।

বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং শ্রোত্রিয়স্তিতিরেব চ ॥ ১৪০ ॥” অত্রি সংহিতা ।

“জন্মনা চ ভবেচ্ছত্রঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে ।

বেদান্ত্যাসৈর্ভবেচ্ছিত্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ ॥”

কারস্থপূরণ ২ভাগ ১০৯ পৃঃ ও কান্যকুব্জবংশাবলীভূত পদ্মপুরাণ বচন ।

“নাভিবাহারয়েদ্ ব্রহ্ম স্বধানিনয়নাদৃতে ।

শূদ্রেণ হি সমস্তাবদধাববেদে ন জায়তে ॥” ১৭২ । ২অ, মনুসংহিতা ।

পদ্মপুরাণে এবং মনুসংহিতাদিতে অনুগনিত ব্রাহ্মণকে শূত্র বলাতে মহর্ষি অত্রি যে বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণকূলে জন্ম হইলে ব্রাহ্মণ হয়, তাহার অর্থ জাতি (শ্রেণীমাত্র) ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে। এমতাবস্থায় মহর্ষি চরক যে বলিয়াছেন, ভিষকেরা বিদ্যাসমাপ্তি দ্বারা বৈদ্য হয়, ঐ ভিষকের অর্থও ভিষককূলে (অবর্ত অর্থাৎ বৈদ্যকূলে) জাতমাত্র বৈদ্য। ব্রাহ্মণকূলে জাতমাত্র ব্রাহ্মণ যদি শূত্র না হইতেন তাহা হইলে তাঁহার আর উপনয়নের প্রয়োজন হইত না, এবং উপনয়নের পর দ্বিজ নামও হইত না। ইহাতেই বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণ বা বৈদ্যকূলে জাতমাত্র ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, নামমাত্র ব্রাহ্মণ বৈদ্য। অনুগনিত ব্রাহ্মণ যে জাতিমাত্র—শূত্র, তৎসম্বন্ধে আরও প্রমাণ যথা,—

“বোহনধীতা দ্বিজোবেদমম্যত্র কুরুতে ভ্রমঃ ।

স জীবন্নপি শূত্রত্বমাপ্ত গচ্ছতি সাধয়ঃ ॥” ১৬৮ । ২অ, মনুসংহিতা ।

“অশ্রোত্রিয়ানমুবাচা অসন্নয়াঃ শূত্রধর্মাণো—ইত্যাদি ।

অত্রতানামশাস্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্ ॥” ৩অ, বশিষ্ট সং :

অর্থ বিধান অর্থাৎ অধিলবেদজ্ঞ (ব্রহ্মজ্ঞ) ব্রাহ্মণ । যাহা হউক চরকোক্ত বৈদ্য আর অত্রিসংহিতা ও পদ্মপুরাণীর বিপ্র একই কথা হইতেছে । অতএব এতক্ষণ যাহা বলা হইল তাহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে, বৈদ্য, বিপ্র এবং ব্রাহ্মণ এই তিনটী শব্দই একার্থবোধক । একালে বৈদ্যশব্দের অর্থ অব্রাহ্মণ কিন্তু প্রাচীন কালে বৈদ্যশব্দের অর্থ অতি উচ্চ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ছিল । একালে যে কেবল চরকোক্ত জিজ্ঞাস্য বৈদ্যই নাই তাহা নহে, মনু আর অত্রি এবং পদ্মপুরাণকারের কথিত জিজ্ঞাস্য, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণও একালে নাই বলিলে অত্যাুক্তি হয় না ।

যদি বল চরক বলিতেছেন, জাতিমাত্র বৈদ্য, বিদ্যা সমাপ্তি দ্বারা প্রকৃত বৈদ্য আর অত্রি প্রভৃতি বলিয়াছেন, জাতিমাত্র ব্রাহ্মণ, বিদ্যাসমাপ্তি দ্বারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ (বিপ্র) হন । এই উক্তিতে যখন স্পষ্টই ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ভিন্ন ভিন্ন জাতি (শ্রেণী) বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে, তখন বিপ্র আর বৈদ্যশব্দের অর্থ এক হইলেও পূর্বকালে বৈদ্য আর ব্রাহ্মণ একজাতি ছিলেন ইহা কি প্রকারে বিশ্বাস করা যাইতে পারে ? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, অহষ্ঠেরা যে চিকিৎসাবৃত্তি দ্বারা বৈদ্য হন তাহা প্রথমাধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং তাহার যে প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণজাতি ছিলেন, তাহাও অহষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতি অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইবে । বেদাদিশাস্ত্রে অহষ্ঠের (বৈদ্যের) ব্রাহ্মণের ত্রায় অধিকার দ্বারাই বৃত্তিতে পারা যায়, জাতিমাত্র যে বৈদ্য তাহাও জাতিমাত্র ব্রাহ্মণেরই সংজ্ঞাত্তর বিষয় । ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ আর বেদজ্ঞ বৈদ্য যে এক কথা তাহা পূর্বে দেখান হইয়াছে । চরক যে বলিয়াছেন, জাতিমাত্র বৈদ্য বিদ্যা-সমাপ্তি দ্বারা প্রকৃত বৈদ্য হন, এ বৈদ্যও ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ বা বেদজ্ঞ বিপ্রেরই নামান্তর মাত্র । পুনরায় যদি বল, চরকোক্ত বৈদ্যের অর্থ যে চিকিৎসক ? হউক চিকিৎসক, তাহাতে আমাদের সিদ্ধান্তে দোষ ঘটতেছে না । যখন চরক বিদ্যাসমাপ্তি ব্যতীত প্রকৃত বৈদ্য প্রদান-করেন নাই, তখন তৎকাল বেদাদিশাস্ত্রজ্ঞ বৈদ্য চিকিৎসক হইলেও তাহাতে যে বিপ্র (ব্রাহ্মণ) ছিল

“বিপ্রাঃ শূদ্রসমাস্তাবধিজ্ঞেয়াস্ত বিচক্ষণৈঃ ।

যাবৎবেদ ন জায়ন্তে বিজ্ঞা জ্ঞেয়াস্ত তৎপরম্ ॥” ১অ. শত্ৰুসংহিতা ।

এই বিধানানুসারেই অনুপনীত ব্রাহ্মণবালকেরা আজ পর্যন্তও পিতৃমাতৃশ্রদ্ধাদিতে
 *ঐশ্বৰ্য্যোচ্চারণ করিতে পারে না ।

তাহা বলা বাহুল্য। বর্তমান যুগে ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে বহু শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন নামেরও অভাব নাই। এমতাবস্থায় প্রাচীন কালে একমাত্র বেদাদিশাস্ত্রাধারন করিয়া বিপ্র আর বৈদ্য হই শ্রেণী হওয়া সত্য হইলেও তাহারা সকলেই যে জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন তাহাতে আপত্তি করা (৮) বৃথা। নিম্নলিখিত প্রমাণ দ্বারাও আমাদের এই কথা সত্য বলিয়া নির্ণীত হইতেছে।

“অমরৈরজরৈস্তাবধিবৃধৈঃ সাধিষ্টৈপঞ্চৈবৈঃ ।

পূজাতে প্রয়তৈরেবমগ্নিনো ভিবজাবিতি ॥

মৃত্যুব্যাধিজরাবশৈশ্বঃ খপ্রায়ৈঃ সুখার্থিতঃ ।

কিং পুনর্ভিবজো মর্ত্যৈঃ পূজ্যৈঃ স্মার্নাভিশক্তিতঃ ॥

শীলবান্ মতিমান্ যুক্তো হিজ্জাতিঃ শাস্ত্রপারগঃ ।

প্রাণিভিশ্চরুবৎ পূজ্যঃ প্রাণাচার্য্যঃ স হি স্মৃতঃ ॥”

১অ, চিকিৎসাস্থান, চরকসং ।

“আরও অজর অমর দেবতাগণ আপনাদের অধিপতি ইন্দের সহিত মিলিত ও গুহ হইয়া ঐ অগ্নিনীকুমারদ্বয় চিকিৎসককে পূজা করিয়া থাকেন। মর্ত্যগণ মৃত্যু, ব্যাধি এবং জরাবশীভূত, আরও তাহারা দুঃখবহুল এবং সুখার্থী, অতএব তাহাদের শক্তানুসারে চিকিৎসককে পূজা করা নিতান্তই উচিত, ইহা বলা বাহুল্য। যে বৈদ্য সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান, যুক্তিশাস্ত্রনিপুণ এবং শাস্ত্রপারগ, তিনিই প্রাণাচার্য্য বলিয়া অভিহিত হন। অতএব প্রাণিগণ তাহাকে গুরুরূপে পূজা করিবে।”

চিকিৎসাস্থান, ১অ, চরক সংহিতা ।

ত্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র শর্ম্মা কবিরত্ন কবিরাজকৃত অনুবাদ ।

উক্ত চরকসংহিতার বচনে বৈদ্য দেবগণের, মনুষ্যগণের ও প্রাণীমাত্রেয় পূজনীয় বলিয়া উক্ত হওয়াতে বুঝিতে হইবে যে, বৈদ্য ব্রাহ্মণেরও পূজনীয়, মর্ত্য চরক এই কথা বলিয়াছেন। বৈদ্য দেবতা, মনুষ্য ও প্রাণীমাত্রেয় পূজনীয়, এই কথা বলাতেই যে, বৈদ্যকে ব্রাহ্মণেরও পূজনীয় বলা হইরাছে তাহাতে

(৮) অথচ যখন জাতিতে ব্রাহ্মণ, তখন অত্রিসংহিতোক্ত “প্রোত্রিস্ত্রিভিরেব চ” বাক্য দ্বারা প্রাচীনকালের বেদজ বৈদ্যও (অথচও) যে প্রোত্রিস-উপাধি প্রাপ্ত হইতেন তাহা বলা বাহুল্য।

আর সন্দেহ নাই, যেহেতু ব্রাহ্মণ প্রাণিমাত্রের অন্তর্গত বটেন ও দেবতা চইতে শ্রেষ্ঠ নহেন। মহর্ষি চরকের সমকালে বৈদ্যের ঐ প্রকার অর্থ ও সম্মান না থাকিলে ও বৈদ্যাগণ আভিতে ব্রাহ্মণ না হইলে কখনই চরকসংহিতায় ঐরূপ উক্ত হইত না। চরকসংহিতা একখানি চিরপ্রসিদ্ধ ও প্রাচীন প্রামাণ্য আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ (২)। উহা কোন কালে ব্রাহ্মণ মহর্ষি বা ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের অগোচর ছিল না। যদি মহর্ষি চরকের ঐ প্রকার উক্তি (অর্থাৎ বৈদ্যাশঙ্কের অর্থ ও সম্মান) শাস্ত্র, ইতিহাস এবং তৎকালের সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ হইত, তাহা হইলে ঐ উক্তির প্রতিবাদ অবশ্যই আমরা কোন না কোন প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাইতাম, এবং ঐ কারণে পণ্ডিতসমাজে অবশ্যই চরকের নিন্দা ও চরকসংহিতাও স্বর্ণিত হইত। অতএব বৈদ্যের অর্থ যে ব্রাহ্মণ (বৈদ্য যে

(২) “ধন্তো ধনন্তরিনীত্র চরকশ্রুতীহ ন।

নাসত্যাবশি নাসত্যাবজ চিন্তাঅরে কিন ॥” কাশীখণ্ড, ঋন্দপুরাণ।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন কবিরাজ প্রকাশিত. প্রথম ভাগ

চরকসংহিতার ভূমিকাধৃত ঘটন।

ঋন্দপুরাণ যদি কৃষ্ণবৈদ্যের ব্যাস কৃত হয়, তাহা হইলে “সতেষু ষট্শু সার্দ্ধেযু ত্র্যধিকেযু চ ভূতলে। কলর্গতেষু বর্ধাণামভবন কুরুপাণ্ডবাঃ ॥” রাজতরঙ্গিণী ইতিহাসের এই প্রমাণানুসারে কুরুপাণ্ডবগণের সময়কালবর্তী বেদব্যাসকৃত ঋন্দপুরাণের সৃষ্টি হইতে এপর্যন্ত ৪৩৪২ বৎসর অতীত হওয়া সাব্যস্ত হয়। উক্ত প্রমাণানুসারে চরকমুনি ইহারও পূর্ববর্তী হইতেছেন। সম্রাট কল্যাণের ৫০০২ বৎসর, তদ্ব্যয্যে রাজতরঙ্গিণীর উক্ত পাণ্ডবদিগের বর্তমান কাল কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর কলির পতাকা বিরোধ করিলে উক্ত ৪৩৪২ বৎসর হয়। কিন্তু ঋন্দপুরাণসংশ্লিষ্ট এই কাল যে ঠিক নহে অষ্টাষ্টাংগপণ্ডি অধ্যায়ের শেষে তাহা বিবৃত হইবে।

চরকসংহিতার প্রতি অধ্যায়ের সমাপ্তিস্থলে “ইতি অগ্নিবৈশ্বকৃতে চরকপ্রতিসংস্কৃতে তন্ত্রে” ইত্যাদি আছে। ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে, চরকসংহিতার মূলকর্তা অগ্নিবৈশ্ব। আর চরক সংহিতার অনেক স্থলেই আছে, অগ্নিবৈশ্ব পুনর্কল্পনাম। ঋষির শিষ্য, পুনর্কল্প অত্রির পুত্র বলিয়া আত্রেয় নামে অভিহিত। এ সকল কথার এই ইতিহাস পরিব্যক্ত হয় যে পুনর্কল্প ও অগ্নিবৈশ্ব চরকমুনি হইতেও প্রাচীন। ঋন্দপুরাণীয় কাশীখণ্ড বেদব্যাসের রচিত নয় বলিয়া সন্দেহ উপস্থিত হওয়ার অনেক কারণ আছে, কিন্তু তাহা থাকিলেও উক্তখণ্ড যে তত্তৎকালের কোন শ্রেণী ঋষির লেখনীপ্রসূত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কৃষ্ণবৈদ্যের ব্যাসের প্রাধান্য-তার ধর্ম্মতাহেতু তাহা হওয়াও একান্ত সম্ভব।

ব্রাহ্মণজাতি) এবং চরকের সমকালে বৈদ্যারা যে ব্রাহ্মণজাতিমধ্যে গণ্য ছিলেন, চরকসংহিতার দ্বারা তাহা বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইতেছে। উক্ত বচনে বৈদ্যকে দ্বিজাতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যদিও শাস্ত্রের কোন কোন স্থলে দ্বিজাতিশব্দে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বুঝায় (১০) তথাপি শাস্ত্রের কোন কোন স্থলে দ্বিজাতিপদে একমাত্র ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করাতে (১১) এবং মহর্ষি চরক বৈদ্যকে ব্রাহ্মণেরও পূজ্য বলাতে এখানে বুঝিতে হইবে, তিনি ব্রাহ্মণার্থেই দ্বিজাতিপদপ্রয়োগ করিয়াছেন। যদি শাস্ত্রে দ্বিজাতিপদ ব্রাহ্মণার্থে প্রযুক্ত না থাকিত, আর চরক বৈদ্যকে ব্রাহ্মণেরও পূজনীয় না বলিতেন, তাহা হইলে আমাদের এ সিদ্ধান্তের যে দোষ ঘটিত তাহা বলা বাহুল্য। ব্রাহ্মণ অথবা দেবতা না হইলে যে কাহাকেও ব্রাহ্মণের পূজনীয় বলা যাইতে পারে না—তাহা বোধ করি সকলেই সহজে বুঝিতে পারিলেন।

প্রথমাধ্যায়ে আমরা সপ্রমাণ করিয়াছি যে, অষষ্ঠেরাই চিকিৎসাকর্য্য অর্থে সত্যরূপে ভগবান্ মনুরও পূর্বে বৈদ্যসংজ্ঞাপ্রাপ্ত করেন, এবং অষষ্ঠশ্রেণীরই বৃত্তিগত নাম বৈদ্য। অতএব চরকোক্ত জাতিমাত্র বৈদ্য অষষ্ঠ হইতেছে, এবং চরকসংহিতার উল্লিখিত প্রমাণ অষষ্ঠের ব্রাহ্মণের ইতিহাস বলিয়া স্পষ্টতঃ প্রকাশ পাইতেছে। ইহার দ্বারা আলোচিত বিষয়ে আরও উপলব্ধি হয় যে, প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অষষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা বিদ্যাসমাপ্তকর্য্য অর্থে বৈদ্য আর অত্র শ্রেণী ব্রাহ্মণেরা বিদ্যাসমাপ্ত করা অর্থে বিপ্র উপাধি গ্রহণ করিতেন। এ শ্রেণীর অর্থ জাতি (ভিন্নসম্প্রদায়) মাত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন সময়ে

(১০) “সবর্ণাণ্যে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।

কানতন্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোহবরাঃ ॥” ২২। ৩অ, মনুসং।

“ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।

চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রোনাতি তু পঞ্চমঃ ॥” ১। ১০অ, মনুসং।

(১১) “গুরুয়ির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণোত্তরঃ।

পতিরেকোত্তরঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বভাভ্যাগতোত্তরঃ ॥” ২৫অ, স্বর্ণখণ্ড, গম্পু।

“ক্ষাত্রং দ্বিজত্বঞ্চ পরম্পরাধঃ।” তট্টিকাব্য।

“ব্রহ্মচারী গৃহী বানপ্রস্থো ভিক্ষুচতুষ্টয়ে।

আশ্রমোহস্ত্রী দ্বিজাত্যঃজন্ম-ভূদেব-বাড়বাঃ।

বিপ্রশ্চ ব্রাহ্মণোহসৌ ষট্ কন্দা যোগাদিভিবৃত্তঃ ॥” ব্রহ্মবর্ণ, অমরকোষ

এই উভয়ের মধ্যেই যে বিপ্রত্ব, বৈদ্যত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব ছিল তাহা ক্রমশঃ সপ্রমাণ করা যাইতেছে (১২)।

“বেদাজ্জাতো হি বৈদ্যঃ স্তাদ্ব্যষ্টো ব্রহ্মপুত্রকঃ ।”

শব্দকল্পদ্রুম, জাতিতত্ত্বাববেক ও ধর্মপ্রচারধৃত

শাস্ত্রসংহিতা বচন ।

বেদ হইতে জাত অর্থাৎ বেদ অধ্যয়নকরত জ্ঞানলাভরূপ-জন্মগ্রহণকরা অর্থে ব্রাহ্মণের অষ্ট্যনামা পুত্রকে বৈদ্য কহে ।

“বেদেভ্যশ্চ সমুৎপন্নন্ততো বৈদ্য ইতি স্মৃতঃ ।”

ব্রহ্মপুরাণ বচন ।

ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ববেদ হইতে যাহার উৎপত্তি অর্থাৎ ঐ সকল অধ্যয়ন-করত যাহার প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভরূপ জন্ম হয় তাহাকে বৈদ্য কহে (১৩)।

(১২) প্রথমাধ্যায়ের মন্বাদি শাস্ত্র দ্বারা অষ্ট্যই চিকিৎসক, বৈদ্য, ইহা যে সপ্রমাণ করা হইয়াছে, তাহার অর্থ কেহ মনে করিবেন না যে মন্বাদি শাস্ত্রকারেরা বেদাদিশাস্ত্রানভিজ্ঞ অষ্ট্যকেই চিকিৎসক, বৈদ্য ইত্যাদি বলিয়াছেন, এবং চিকিৎসাব্যবসায় অর্পণ করিয়াছেন। ঐ স্থলেও বুঝিতে হইবে যে, বিদ্যাদিসম্পন্ন অষ্ট্যকেই তাহার চিকিৎসক বৈদ্য ইত্যাদি বলিয়াছেন, চিকিৎসাবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন। তাহা না করিলে ও মহর্ষি চরকের পূর্বে সমাজে উক্ত রীতি না থাকিলে বিদ্যাসমাপ্তকরা অর্থে বৈদ্য হয়, পূর্বজন্ম অর্থাৎ মাতৃগর্ভরূপ ও বিজ্ঞজন্মদ্বারাও বৈদ্য হয় না, এই ইতিহাস চরক পাইলেন কোথায় ?

(১৩) “মাতুরগ্রেহধিজননং দ্বিতীয়ং মৌল্লীবন্ধনে ।

তৃতীয়ং বজ্রদীক্ষায়াং দ্বিজন্তু শ্রুতিচোদনাৎ ॥” ১৬৯ । ২অ, মনুসং ।

“মাতুর্ষদগ্রে জননং দ্বিতীয়ং মৌল্লীবন্ধনে ।

ব্রাহ্মণঃ কৃত্রিয়ো বৈশ্যস্তদ্বাদেতে দ্বিজাতয়ঃ ॥”

অষ্ট্যদীপিকাপ্রস্তুত যোগিযাজ্ঞবল্ক্যবচন ।

এই দুইটি স্তোক দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে আর্ষদিগের মাতৃগর্ভে জন্ম হওয়ার পরেও উপনয়ন ও বেদাদিশাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞানলাভরূপ আরও আধ্যাত্মিক জন্ম হইত। এমতাবস্থায় বেদ হইতে যে বৈদ্যের জন্ম তাহাকে শরীরের উৎপত্তি মনে না করিয়া সেই প্রকার আধ্যাত্মিক জন্ম মনে করিতে হইবে। বৈদ্যের মাতৃগর্ভরূপ অর্থাৎ শরীরের জন্ম স্বতন্ত্ররূপে মনুসংহিতা প্রভৃতিতে অষ্ট্যোৎপত্তিরূপে উক্ত হইয়াছে। এই সকল কারণবশতঃ আমরা শাস্ত্রসংহিতা

উক্ত শঙ্কসংহিতা-ও ব্রহ্মপুরাণবচনে বৈদ্যের যে অর্থ উক্ত হইয়াছে, তাহা বিপ্রশব্দের দ্বারা একান্তই উচ্চভাববাজক। উপরে চরকসংহিতা আর অত্রিসংহিতা দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে যে, বিদ্যাসমাপ্তি দ্বারা বিপ্র আর বৈদ্য শব্দের উৎপত্তি। অতএব শঙ্কসংহিতা-ও ব্রহ্মপুরাণ-বচনে যে বেদ হইতে বৈদ্যের উৎপত্তিহওয়া উক্ত আছে, তাহাকেও বৈদ্যাসংজ্ঞা (উপাধি) মাত্রের উৎপত্তি মনে করা উচিত। যদি বল, একথা সত্য হইলে বেদ হইতে জাত বৈদ্য আর বৈদ্যশ্রেণীতে জাত বৈদ্য, সমুদায় বৈদ্য যে দুই প্রকার হয়? উত্তর, এ অর্থে ব্রাহ্মণও দুই প্রকার যথা,—“ব্রহ্ম জানাতি” ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণশ্রেণীতে জাত জাতিমাত্র ব্রাহ্মণ (১৪)। এস্থলে বুঝিতে হইবে যে, বিপ্র, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য প্রভৃতি সংজ্ঞার দ্বারা প্রকৃতার্থ তাহা লইয়াই প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে তাঁহারা ঐ সকল উপাধিতে বাচ্য হইতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে বহুকাল বংশানুক্রমে সেই অর্থও চলিয়া আসিয়াছিল (১৫)। আরও বুঝিতে হইবে যে জাতিমাত্র জাত কপাটীর অর্থও ব্রাহ্মণাদিশ্রেণীতে জাত শিশুদিগকে উপলক্ষ করিয়া বলা হইয়াছে। আর প্রাচীন আর্ষদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গুণানুসারে

আর ব্রহ্মপুরাণায় বচনের উক্ত প্রকার অর্থ করিলাম। বেদ হইতে মনুষ্যশরীরের যে উৎপত্তি হইতে পারে না তাহা বলা বাহুল্য।

(১৪) দ্বিতীয় অধ্যায় ৫ টিকা দেখ।

(১৫) “নাভিব্যাহারয়েদ্ ব্রহ্ম স্বধানিনয়নাদৃতে।

শূদ্রেণ হি সমস্তাবৎ যাববেদে ন জায়তে ॥ ১৭২।

যোহনধাত্য দ্বিজোবেদমন্ত্র কুরুতে শ্রমঃ।

স জীবন্নপি শূদ্রমভ্যুগচ্ছতি সান্বয়ং ॥” ১৬৮। ২অ, মনুসং।

“বিপ্রাঃ শূদ্রসমাস্তাববিক্রেয়ান্ত বিচক্ষণৈঃ।

যাববেদে ন জায়ন্তে দ্বিজাক্রেয়ান্ত তৎপরম্” ০। ১অ, শঙ্কসং।

যে অর্থে প্রাচীন ভারতীয়দিগের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি শ্রেণীবিভাগ হইয়াছিল, সে অর্থ তাহাদের মধ্যে সন্তানপরম্পরায় যে চলিয়া আসিত, তদবধিসম্পন্ন না হইলে কিছুতেই প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণাদিশ্রেণীতে কেহ যে থাকিতে পারিতেন না, তাহা উক্ত লক্ষ্যসমন্বিত শ্লোক-গুলির ও অন্যান্য স্মৃতি পুর্বাণীর অনুশাসন শ্লোক দ্বারা পরিব্যক্ত হয়। বিদ্যাসমাপ্ত না হইলে কেবল ব্রাহ্মণশ্রেণীতে বা অশ্রুতশ্রেণীতে জন্ম দ্বারা যে বিপ্র বা বৈদ্য হইবার রীতি প্রাচীনকালে ছিল না, তাহা পূর্বেও চরকসংহিতা, অত্রিসংহিতা ও পদ্মপুরাণ দ্বারা দেখান হইয়াছে।

যেমন ব্রাহ্মণ কত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ইত্যাদি শ্রেণীবিভাগ হইয়াছিল, তেমনি আবার পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তি ও গুণানুসারে ব্রাহ্মণাদির মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর উৎপত্তি হয়, কিন্তু বর্তমান যুগের কুলীন, শ্রোত্রিয়, কাপ, রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক, কনোজিয়া, সরোজিয়া প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের দ্বার মূলে তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন ।

“ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিষু বুদ্ধিজীবিনঃ ।

বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১ ।

ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃতবুদ্ধয়ঃ ।

কৃতবুদ্ধিষু কৰ্ত্তারঃ কৰ্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ ॥ ১৭ ॥” ১অ, মনুসং ।

ভাষ্য—“বিদ্বাং শ্রেষ্ঠা মহাফলেষু বাগাধিকারাং ।” ইঃ । মেঃ ।

টীকা—“ব্রাহ্মণেষু চ বিদ্বাংসো মহাফলজ্যোতিষ্ঠোমাদিকর্মাধিকারাং ।”

ইত্যাদি । ১৭ । কুল্লুকভট্ট ।

স্বাবরজঙ্গমাঙ্ক সমস্ত ভূতের মধ্যে প্রাণিগণ শ্রেষ্ঠ, প্রাণিসকলের মধ্যে বুদ্ধিজীবী প্রাণিসকলই শ্রেষ্ঠ, তাহাদের মধ্যে মনুষ্যেরা শ্রেষ্ঠ, মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণেরা শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিদ্বানেরা (বৈদ্যেরা) শ্রেষ্ঠ, বিদ্বান্দিগের মধ্যে কৃতবুদ্ধিগণ শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের হইতে কৰ্ত্তা শ্রেষ্ঠ, কৰ্ত্তা হইতে ব্রহ্মজ্ঞগণ শ্রেষ্ঠ ।

এই বচনের বিদ্বাংসশব্দের অর্থ যে বৈদ্য, তাহা পূর্বে অমরকোষাদি দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে । মনুসংহিতার ভাষ্যকার ও টীকাকার কুল্লুকভট্ট, বিদ্বাংসের অর্থে জ্যোতিষ্ঠোমাদিকর্মাধিকারকে ধরিয়া লইয়াছেন । উক্ত শব্দের স্পষ্টতঃ বৈদ্য অর্থ করেন নাই । উক্ত শব্দের অর্থ যে বৈদ্য তাহা মনুসংহিতার পরবর্তী মহাভারত ও পদ্মপুরাণের বচন দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে ।

“ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিষু বুদ্ধিজীবিনঃ ।

বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষপি দ্বিজাতয়ঃ ।

দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসো বৈদ্যাসু কৃতবুদ্ধয়ঃ ।

কৃতবুদ্ধিষু কৰ্ত্তারঃ কৰ্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ ॥”

৫অ, উদ্যোগ পর্ব মহাভারত ও

৮৭অ, উত্তরখণ্ড, পদ্মপুরাণ ।

ভূতসকলের মধ্যে প্রাণিগণ, প্রাণিগণের মধ্যে বুদ্ধিজীবী প্রাণিগণ, তাহা-
দিগের মধ্যে মনুষ্যেরা, মনুষ্যের মধ্যে দ্বিজগণ, দ্বিজগণের মধ্যে বৈদ্যাগণ, বৈদ্যা-
দিগের মধ্যে কৃতবুদ্ধিগণ, ত্র্যুণ্যাদের মধ্যে কৰ্ত্তা, কৰ্ত্তা হইতে ব্রহ্মজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ।

মহাভারতকার ও পদ্মপুরাণকারি যখন মনুসংহিতার বিদ্বান্ শব্দের বৈদ্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তখন টীকাকার ও ভাষ্যকার মনুসংহিতার বিদ্বান্ শব্দের জ্যোতিষ্টোমাদিকৰ্ম্মাধিকারী অর্থ করিলেও উহার বৈদ্য অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে । বৈদ্যাগণের (অর্থাৎ অশ্বষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের) বেদাধিকারিত্বের ও বেদজ্ঞ-
ত্বের প্রমাণ পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (পরেও দর্শিত হইবে) । এখানে মনুসংহি-
তার বচনের বিদ্বাংস ও মহাভারতীয় বচনের বৈদ্যশব্দের জ্যোতিষ্টোমাদি-
কৰ্ম্মাধিকারী এবং বেদজ্ঞ অর্থ করিয়া, বৈদ্য অর্থাৎ অশ্বষ্ঠশ্রেণী হইতে বেদজ্ঞ
বৈদ্যকে ভিন্ন করিবার কোন উপায় নাই ।

“ঋত্বিক্পুরোহিতাচার্য্যাম্মাতুল্যতিথিসংশ্রিতৈঃ ।

বালবৃদ্ধাহুরৈর্বৈদ্যজ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবৈঃ ॥ ১৭৯ ।

মাতাপিতৃভ্যাং যামীভিত্র্যতা পুত্রেন ভাৰ্য্যয়া ।

ভ্রাহ্মিণ্যাসবর্ণেন বিবাদং ন সমাচরেৎ ॥” ১৮০ । ৪অ, মনুসং ।

ভাষা—“বৈদ্যা বিদ্বাংসো ভিষজ্ঞোবা ।” ১৭৯ । মেধাতিথি ।

“ঋত্বিক্ যজ্ঞাদি কৰ্ম্মে হোতা, শাস্ত্রাদিকৰ্ত্তা পুরোহিত, আচার্য্য, মাতুল,
গৃহাগত আগন্তুক, অনুজীবী, বালক, বৃদ্ধ, পীড়িত, রৈদ্য, কুটুম্ব । ১৭৯ ।

মাতা, পিতা, ভগিনী, পুত্রবধূ প্রভৃতি, ভ্রাতা, পুত্র, পত্নী, কন্যা ও ভৃত্যবর্গ,
ইহাদিগের সহিত বিবাদ করিবে না । ১৮০ ।”

পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণিকৃত অনুবাদ ।

উক্ত মনুসংহিতার বৈদ্যশব্দের ভট্ট মেধাতিথিও বিদ্বাংস ও ভিষজার্থ করি-
য়াছেন । মনুসংহিতার এই বৈদ্যশব্দ যে অশ্বষ্ঠবাচক তাহা “বৈদ্যবৃত্তি” অধ্যায়ের
তৎসম্পর্কীয় টীকা দেখিলেই বিদিত হইবে । মহাভারতকারামুসারী ভট্ট মেধা-
তিথি কুল্লুক হইতে অতিশয় প্রাচীন, তিনি মনুসংহিতার বিদ্বাংস শব্দের বৈদ্য
অর্থ করাতে বুঝা গেল, কেবল জ্যোতিষ্টোমাদিকৰ্ম্মাধিকারীই বিদ্বাংসশব্দের অর্থ
নহে, বৈদ্য অর্থাৎ বেদজ্ঞ অশ্বষ্ঠও ।

“আরাধাঃ সৰ্বজাতীনাং নমস্তচ্চ বিশেষতঃ ।

ব্রহ্মমন্ত্ৰান্তবেৎ যশ্চ যত্নৈঃ পাচিতমৌষধং ॥” ইত্যাদি ।

‘ বৈদ্যোৎপত্তি প্রকরণ, বিবরণখণ্ড, স্বন্দপুরাণ ।

যিনি সকল জাতিরই বিশেষ প্রকারে আরাধা ও নমস্ত, যিনি বেদমন্ত্ৰোদ্ভব, যিনি ঔষধ পাক করেন । ইত্যাদি ।

দেখা যায় যে, উল্লিখিত মহাভারত-ও-পদ্মপুরাণীয় বচনে মনুসংহিতার “ব্রাহ্মণেষু চ” বাক্যের স্থলে “দ্বিজেষু” পদ (১৬) এবং স্বন্দপুরাণবচনের “সৰ্ব-জাতীনাং” বাক্যে ব্রাহ্মণকেও গৃহীত হইয়াছে । অতএব চরকসংহিতা, মনু-সংহিতা, মহাভারত ও স্বন্দপুরাণ প্রভৃতি দ্বারা এই ইতিহাস পরিবাক্ত হইতেছে যে, অতিপ্রাচীন কালে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বৈদ্যের (অষষ্ঠশ্রেণীর) সম্মান অধিক ছিল । যখন উপরি উক্ত শাস্ত্রীয়প্রমাণসকলে বৈদ্যগণ সকল বর্ণের (অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদিরও) নমস্ত বলিয়া স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে, তখন বৈদ্যের অর্থ ব্রাহ্মণ হইতেছে । কারণ ব্রাহ্মণ না হইলে কেহ ব্রাহ্মণের নমস্ত হইতে পারে না । আর প্রাচীনকালে বৈদ্যের (চিকিৎসকের) সম্মান এত অধিক ছিল বলাতে কোন দোষ হইতেছে না, যেহেতু ইহা মনুসংহিতা, চরকসংহিতা, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত ইতিহাস (১৭) ।

আয়ুর্বেদীয় চরকসংহিতা প্রভৃতিতে পৃথিবীতে আয়ুর্বেদপ্রচারের যে ইতিহাস আছে (১৮) তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আর্ঘ্য, মহাবিগণ

(১৬) “ক্ষাত্রং দ্বিজত্বঞ্চ পরম্পরার্থং ।” ভট্টিকাব্য ।

(১৭) অষষ্ঠব্রাহ্মণেরা প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ সাধারণের নমস্ত ছিলেন একথায় কেহ মনে করিবেন না যে কেবল তাঁহারা নমস্ত ছিলেন, বেদজ্ঞ অগ্ন্যন্ত্র ব্রাহ্মণেরা অষষ্ঠগণের আচার্য্য পুরোহিত ও সম্পর্কে গুরুতর হইলে তাঁহারাও যে অষষ্ঠের নিকট প্রণামাদি প্রাপ্ত হইতেন তাহার প্রমাণমুসন্ধানকরা বাহ্যমাত্র ।

(১৮) “(ভরদ্বাজপ্রাভুর্ভাব)

দীর্ঘজীবিতমন্নিচ্ছন্ ভরদ্বাজ উপাগমৎ ।

ইন্দ্রমগ্রতপা বুদ্ধা শরণ্যমমরেশ্বরং ॥

ব্রহ্মণাহি যথাপ্রোক্তমায়ুর্বেদং প্রজাপতিঃ ।

ঋগ্রাহ নিখিলেমান্দাবধিনৌ তু পুনন্ততঃ ।

অজ্ঞাতবেদাধ্যয়নকরত জ্ঞানলাভ করিয়াও অথর্ববেদের অঙ্গবিশেষ আয়ুঃ

অভিভ্যাং ভগবান্ শক্রঃ প্রতিপেদে হ কেবলম্ ।
 ঋষিপ্রোক্তো ভরদ্বাজস্তস্মাদ্ভ্রক্ষমুপাগমং ॥
 বিঘ্নভূতা যথা রোগাঃ প্রাত্ৰহৃত্তাঃ শরীরিণাং ।
 তপোবেদাধ্যয়নত্রক্ষচর্য্যত্রতাযুগাং ॥
 তদা ভূতেষুক্রোশং পুরস্কৃত্য মহর্ষিভিঃ ।
 সমেতাঃ পুণ্যকর্মাণঃ পার্শ্বে হিমবতঃ শুভে ॥
 অঙ্গিরা যমদগ্নিশ্চ বশিষ্ঠঃ কাশ্যপস্তথা ।
 আত্রেয়ো গৌতমঃ শাক্ষাঃ পুলস্ত্যা নারদোহসিতাঃ ।
 স্বধোপবিষ্টান্তে তত্র পুণ্যাং চক্রুঃ কথামিমাম্ ॥
 ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্ ।
 রোগান্তস্তাপহর্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্ত চ ॥
 প্রাত্ৰহৃত্তো মনুষ্যাণামন্তরায়ো মহানয়ং ।
 কঃ স্ত্র্যন্তেষাং শমোপায় ইত্যুক্তা ধ্যানমাস্থিতাঃ ॥
 অথ তে শবণং শক্রং দদৃশুর্ধান চক্ষুষা ।
 স বক্ষ্যতি শমোপায়ং যথাবদমরপ্রভুঃ ॥”
 কঃ সহস্রাক্ষতবনং গচ্ছৎ প্রষ্টুং শচীপতিং ।
 অহমর্থে নিযুক্তোয়মত্রৈতি প্রথমং বচঃ ॥
 ভরদ্বাজোহব্রবীতস্মাদৃষিভিঃ স নিয়োজিতঃ ।
 স শক্রতবনং গচ্ছা সুরধিগণমধাগং ॥ ইত্যাদি ।
 বাধয়ো হি সমুৎপন্নাঃ সর্বপ্রাণিভয়ঙ্করাঃ ।
 তদ্রূপি মে শমোপায়ং যথাবদমরপ্রভো ।
 তথৈব প্রোবাচ ভগবানায়ুর্কেদং শতক্রতুঃ ॥ ইত্যাদি ।
 তেনায়ুরমিতং লেভে ভরদ্বাজঃ স্থখাধিতঃ ।
 ঋষিভ্যোহনধিকং তস্ত শংসমানোহবশেষয়ন্ ।
 ঋষয়স্ত ভরদ্বাজাজ্জগৃহস্তং প্রজাহিতং ॥ ইত্যাদি ।
 অথ মৈত্রীপরঃ পুণ্যমায়ুর্কেদং পুনর্ব্বক্ষুঃ ।
 শিষ্যোভ্যো দত্তবান্ বড়্ভ্যাঃ সর্বভূতামুকম্পয়া ॥
 অগ্নিবেশশ্চ ভেলশ্চ জতুকর্ণঃ পরাশরঃ ।
 হারোতঃ কারপাশিচ্চ জগৃহস্তানুর্বেচঃ ॥ ইত্যাদি ।

কৈদ (১৯) তাঁহাদের নিকটে না থাকিতে শারীরতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যরক্ষা, রোগনিবার-

“ব্রহ্মা প্রোবাচ ততঃ প্রজাপতিরধিক্রমে তন্মাদধিবাবধিত্যামিল্ল ইল্লাদহং মদ্বাধিহ প্রদেব-
মৰ্ণিভ্যঃ প্রজাহিতহেতোঃ ॥” ১৯, স্বত্ৰহান, স্বকৃতসংহিতা।

“(আত্রেয়প্রাচুর্ভাব)

একদা জগদালোক্য গদাকুলমতন্ততঃ ।

চিস্তয়ামাস ভগবানাত্রেয়ো মুনিপুঙ্গবঃ ।

কিং করোমি কং গচ্ছামি কথং লোকানিরাময়াঃ ॥ ইত্যাদি ।

এতেষাং দুঃখতো দুঃখং মমাপি হৃদয়েহধিকম্ ।

আয়ুর্কৈদং পঠিষ্যামি নৈরজ্যায় শরীরিশাম্ ॥

ইতি নিশ্চিত্য ভগবানাত্রেয়স্তদিশালয়ম্ ।

তত্র মল্লিরমিল্লস্ত গদা শত্রুং দদর্শ সং ॥ ইত্যাদি ।

আয়ুর্কৈদোপদেশং মে কুরু কারুণ্যতোনুগং । ইত্যাদি ।

মূলীল্লইল্লতঃ সান্নমায়ুর্কৈদমধীত্য সং ॥ ইত্যাদি ।

ততোহগ্নিবেশং ভেদকং জতুকর্ণং পরাশরং ।

ক্ষারপাণিকং হারীতমায়ুর্কৈদমপাঠয়ৎ ॥” ইত্যাদি ।

সৃষ্টিপ্রকরণ, প্রথমভাগ, ভাবপ্রকাশ ।

(১৯) (চরকপ্রাচুর্ভাব)

“যদা মৎস্তাবতারেণ হরিণা বেদ উক্লতঃ ।

তদা শেষশ্চ তত্রৈব বেদঃ সান্নমবাণ্ডবান্ ॥ ইত্যাদি ।

একদা স মহীরক্তং সৃষ্টুং চর ইবাগতঃ ।

তত্র লোকানু গদৈত্র্যন্তান্ ব্যথরা পরিশীড়িতান্ ।

স্থলেষু বহুষু ব্যাণ্ডান্ ত্রিরমাণাংশ্চ দৃষ্টবান্ ॥

তান্ দৃষ্ট্যতিদরায়ুক্তস্তেষাং দুঃখেন দুঃখিতঃ ।

অথান্তশ্চিস্তয়ামাস রোগোপশমকারণম্ ॥

সংচিন্ত্য স স্বয়ং তত্র মূনেঃ পুত্রো বভূবহ । ইত্যাদি ।

তন্মাত্তরকনাম্মাহসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে । ইত্যাদি ।

আত্রেয়স্ত মূনেঃ শিষ্যা অগ্নিবেশাদয়োহভবন্ ।

মুনয়ো বহবশ্চৈশ্চ কৃতং তস্ত্রয়ং স্বকং স্বকং ॥

তেষাং তস্ত্রাণি সংস্কৃত্য সমাহৃত্য বিপশ্চিতা ।

চরকেণাস্তনো নাম্মা গ্রন্থোহয়ং চরকঃ কৃতঃ ॥

সৃষ্টিপ্রকরণ প্রথমভাগ, ভাবপ্রকাশ ।

পরবর্তী ২৩ টিকা দেখ ।

পাদি বিষয়ে তাঁহারা সম্পূৰ্ণ অজ্ঞ এবং অকম ছিলেন (২০) । স্বৰ্গের ইন্দ্ৰা-

(২০) “ধ্বন্তরি প্রাহুর্ভাব ।

একদা দেবরাজস্ত দৃষ্টিনিপতিভা ভূবি ।
 তত্র তেন নরা দৃষ্টা ব্যাধিভিঃ পরিপীড়িতাঃ ॥
 তান্ দৃষ্ট্বা হৃদয়ং তস্ত দয়য়া পরিপীড়িতম্ ।
 দয়্যার্কহৃদয়ঃ শক্ৰো ধ্বন্তরিমুবাচ হ ॥
 ধ্বন্তরে । সুরশ্ৰেষ্ঠ ! ভগবন্ কিঞ্চিচ্চাচে ।
 যোগো ভবসি ভূতানামুপকারপরোত্তম ॥
 উপকারায় লোকানাং কেন কিং ন কৃতং পুৰা ।
 ত্রৈলোক্যাধিপতিৰ্বিক্রমভূম্বংশাদিরূপবান্ ॥
 ভগ্নাঙ্ঘ্রঃ পৃথিবীং বাহি কাশীমধো নৃপোত্তম ।
 ঐতিকারায় রোগাণামায়ুর্কেদং প্রকাশয় ॥
 ঐতু্যক্ত্বা সুরশাৰ্দ্ধলঃ সৰ্ব্বভূতহিতৈশ্বরা ।
 সমস্তমায়ুৰ্বো বেদং ধ্বন্তরিমুপাদিশৎ ॥
 অধীত্য আয়ুৰ্বো বেদমিচ্ছাৎ ধ্বন্তরিঃ পুৰা ।
 আগত্য পৃথিবীং কাস্তাং জাতো বাহজবেশ্বরি ॥
 নাম্না তু সৌহৃদবৎ খ্যাতো দিবোদাস ইতি ক্রিতে । ইত্যাদি ।

স্বশ্রুত প্রাহুর্ভাব ।

অথ জ্ঞানদৃশা বিধামিত্যপ্রভৃতরোহবিদম্ ।*
 অয়ং ধ্বন্তরিঃ কাস্তাং কাশীরাজোহয়মুচ্যতে ॥
 বিধামিত্যো মুনিশ্ৰেষ্ঠঃ পুত্রঃ স্বশ্রুতমুক্তবান্ ।
 বৎস । বারাগসীং গচ্ছ স্বং বিবেশ্বরবলভান্ ॥
 তত্র নাম্না দিবোদাসঃ কাশীরাজোহস্তি বাহজঃ ॥
 স হি ধ্বন্তরিঃ সাক্ষাদায়ুর্কেদবিদাং বরঃ ॥
 আয়ুর্কেদং ততোহধীত্য লোকোপকৃতিহেতবে ।
 সৰ্ব্বপ্রাণিদয়ীতীৰ্থমুপকারো মহামধঃ ॥
 পিতৃর্কচনমাকৰ্ণ্য স্বশ্রুতঃ কাশিকাং গতঃ ।
 তেন সার্বং সমধ্যেতুং মুনিহৃতশতং বযৌ ॥
 অথ ধ্বন্তরিঃ সৰ্ব্বে বানপ্রস্থাস্থমে হিতম্ । ইত্যাদি ।

দ্বিতীয় নিকটে তাঁহারা আয়ুর্বেদাধ্যয়ন করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগনিবারণ করিতে সমর্থ হন । ইহাতেই পরিব্যক্ত হইতেছে যে, মনুষ্যের জ্ঞাতব্য সমুদয়-বেদ-না-জ্ঞানা-হেতুতে আৰ্য্যদের মধ্যে কেহই তৎকালে সম্পূর্ণ-বেদ-জ্ঞানী অর্থে বৈদ্য উপাধি লাভ-করিতে অর্থাৎ বৈদ্য হইতে পারেন নাই । সুতরাং বুঝিতে হইবে, আৰ্য্যেরা আয়ুর্বেদাধ্যয়ন দ্বারা ই বৈদ্য উপাধি লাভ-করিতা-ছিলেন (২১) । পৃথিবীর সর্বত্র আয়ুর্বেদ প্রচারের উক্ত ইতিহাস হইতে ইহাও

ভগবান্মানবান্ দৃষ্টা ব্যাধিভিঃ পরিপীড়িতান্ ।

ক্রমতো ত্রিংশাংশাং জাতান্মাকং হৃষি ব্যাধা ॥

আমরানাং শমোপায়ং বিজাতুং বয়মাগতাঃ ।

আয়ুর্বেদং ভবান্মানব্যাপয়তু যত্নতঃ ।

অঙ্গীকৃত্য বচন্তেবাং নৃপতিস্তামুপাদিশৎ ॥ ইত্যাদি ।

ভরষাজ প্রার্থনাব ।

একদা হিমবৎপার্শ্বে দৈবাদাগত্য সজতাঃ ।

মুনয়ো বহবন্তেবাং নামভিঃ কথরাম্যহং ॥

ভরষাজো মুনিবরঃ প্রথমঃ সমুপাগতঃ । ইত্যাদি ।

স্বথোপবিষ্টান্তে তত্র সর্বৈ চকুঃ কথামিমাং ।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং মূলমুক্তং কলেবরং ।

তচ্চ সর্বার্থসংসিদ্ধৌ ভবেদ্ যদি নিরাময়ং ॥

তপঃস্বাধ্যায়ধর্ম্মাণাং ব্রহ্মচর্য্যত্রতায়ুধাম্ ।

হর্ষারঃ প্রসূতা রোগা বত্র তত্র চ সর্বতঃ ॥

রোগাঃ কার্ষ্যকরা বলক্ষয়করা দেহস্ত চেষ্টাহরাঃ । ইত্যাদি ।

ভরষাজোমুনিশ্রেষ্ঠো জগাম ত্রিংশালয়ঃ । ইত্যাদি ।

তমুবাচ মুনিঃ সাজমায়ুর্বেদং শতক্রতুঃ ॥ ইত্যাদি ।

সৃষ্টিপ্রকরণ, প্রথম ভাগ. ভাবপ্রকাশ ।

(২১) ১৮১৯ চিকিৎস প্রমাণে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে, রোগ আৰ্য্যদিগের তপস্তা, উপবাস, অধ্যয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যত্রতপালনাদির বিষয়, এমন কি, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সাধনেরও প্রধান অন্তরায় হইয়াছিল । ইহাতেই পরিষ্কৃত হয়, আৰ্য্যদের মধ্যে আয়ুর্বেদপ্রচারের পূর্বেই অস্তিত্ব বেদ প্রচারিত হয় । তপস্তা, অধ্যয়ন, উপবাস, ব্রহ্মচর্য্যাদিচিত্রতপালন ইত্যাদি সমুদায় বেদেরই বিধি । ব্রহ্মচর্য্যত্রতপালনকরত আৰ্য্যেরা বেদ বেদাদি অধ্যয়ন-করিতেন ।

পরিষ্কৃত হয় যে, স্বর্গনামক স্থান হইতেই পৃথিবীর সর্বত্র সকল বেদই প্রচারিত হইয়াছে (২২), আর সুশ্রুত বচনে দেখা যায় যে, প্রজা (মহুযা) সৃষ্টির পূর্বে বিধাতা আয়ুর্বেদ সৃষ্টি করেন (২৩), কিন্তু আয়ুর্বেদপ্রচারের উক্ত ইতিহাসে ব্যক্ত হয় যে, অস্তান্ত বেদপ্রচারের পরে পৃথিবীর সর্বত্র আয়ুর্বেদ প্রচারিত হয়। ইহার দ্বারা এবং আয়ুর্বেদ না-জানা-হেতুতে সম্পূর্ণ-বেদ-জানা অর্থে আর্থোরা যে বৈদ্যা হইতে পারেন নাই ও স্বর্গনামক-স্থান-বাসীত পৃথিবীর আর কোথাও যে আর্থোরা আয়ুর্বেদ পান নাই, তদ্বারা অস্তান্ত বেদ হইতে আয়ুর্বেদেরই শ্রেষ্ঠত্ব বুঝা যাইতেছে। তৎপরে ইহাও দেখা যায় যে, দক্ষ, ইন্দ্র, ভরদ্বাজ প্রভৃতি অনেকেই আয়ুর্বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু শাস্ত্রের কোন স্থলেই তাঁহারা বৈদ্যা বলিয়া উক্ত হন নাই, সর্বত্রই অশ্বিনীকুমার, অত্রি, আত্রেয়, হারীত, অগ্নিবেশ, ভেল, জতুর্কর্ণ, ক্ষারপাণি ও পরাশর প্রভৃতি

আয়ুর্বেদপ্রচারের পূর্বে তাঁহাদের মধ্যে কোন বেদ প্রচলিত না থাকিলে, ব্যাধি তাঁহাদের অধ্যয়নের বিষয় করিতেছে, একথা তাঁহারা বলিতেন না। অতএব উক্ত প্রমাণ দৃষ্টে আমরা যে বলিয়াছি, আর্থোরা অস্তান্ত বেদে জ্ঞানলাভকরাসম্বন্ধে আয়ুর্বেদবিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন ও তাঁহাদের মধ্যে পরে আয়ুর্বেদ প্রচারিত হয়, তাহা একান্ত সত্য ইতিহাস।

(২২) ১৮।১৯।২০ টীকাধৃত প্রমাণে প্রকাশ যে, ভরদ্বাজ, আত্রেয় প্রভৃতি মুনিগণ স্বর্গে গমনকরত ইন্দের নিকট আয়ুর্বেদাধ্যয়ন করিয়া পৃথিবীতে আয়ুর্বেদপ্রচার করেন। মহাভারতীয় স্মৃতিপুর্বে আছে, স্বর্গনিবাসী ধর্ম্ম, ইন্দ্র, বায়ু, অশ্বিনীকুমারদ্বয় প্রভৃতি দেবতা হস্তিনার চল্লিশোয় রাজা পাণ্ডুর ক্ষেত্রে যুদ্ধিষ্ঠির ভীমার্জুন প্রভৃতি পঞ্চপুত্র উৎপন্ন করেন। সূর্য্যও ঐ ক্ষেত্রে কণ্ঠকে উৎপন্ন করেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে আছে, স্বর্গবৈদ্যা অশ্বিনীকুমার ব্রাহ্মগীতে পৃথিবীর কোন তীর্থস্থানে গণকদিগকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, তৎপুত্র কশ্যপ, এই কশ্যপের সন্তান ইন্দ্রপ্রভৃতি স্বর্গের দেবতা এবং পৃথিবীর কশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মগণ। ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, তৎপুত্র চল্লিশোয় স্বর্গের দেবতা, এবং উক্ত অত্রি বংশই পৃথিবীর অত্রিগোত্রীয় ব্রাহ্মগণ। ব্রহ্মার পুত্র ডুম্ব, অত্রিরা প্রভৃতি স্বর্গের দেবতা, আবার ইহাদের সন্তানই পৃথিবীর জমদগ্নি, বাৎস্ত, সাবর্ণ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি গোত্রীয় ব্রাহ্মগণ। এমতাবস্থায় উপলব্ধি হয় যে পৃথিবীরই কোন উত্তম স্থানকে প্রাচীনকালের ঋষিগণ স্বর্গ বলিতেন।

(২৩) “ইহ খণ্ডায়ুর্বেদো নাম বহুপাক্ষমথর্ব বেদস্তানুৎপাত্ত্বৈব প্রজাঃ শ্লোকশতসহস্র-মধ্যায়লক্ষঞ্চ কৃতবান্ ঋতুঃ।” ইত্যাদি। ১অ, সুশ্রুত সং।

বৈদ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (২৪) । এতদ্বারাও উপলব্ধি হয় যে, প্রাচীনকালে ব্রহ্মচর্যাশ্রমেই বেদাধ্যয়নের রীতি থাকায় (২৫) বাহ্যিক ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অত্যন্ত

(২৪) “অথ দক্ষঃ ক্রিমা দক্ষঃ স্বর্বেচ্ছো বেদমায়ুযঃ ।

বেদরাসাস বিদ্যাসেনো সূর্য্যাসেনো মুরসত্তমো ॥

সৃষ্টিপ্রকরণ, প্রথমখণ্ড ভাবপ্রকাশ ।

“অত্রিঃ কৃতযুগে বৈত্থো বাপরে সৃষ্টতো মতঃ ।

কলো বাগ্ভটনামা চ গরিমাত্র প্রদৃষ্টতে ॥”

পরিশিষ্টাধ্যায়, হারীতসং ।

নির্মলিখিত দুইটা বচনেও হারীতকে বৈদ্য বলা হইয়াছে ।

“বিবিধং বিষমুদ্বিষ্টং স্বাবরং জঙ্গমং ভিবক্ ॥”

৫৫ অধ্যায়, হারীতসং ।

“বিবং জঙ্গমসিত্যুক্তমষ্টথা ভিবত্তম ।”

৫৬ অধ্যায়, হারীতসং ।

“কাকায়ণশ্চ বাহ্লীকো বাহ্লীকভিবজ্ঞাংবরঃ ।”

২৬অ, সূত্রস্থান, চরকসং ।

“ইত্যগ্নিবেশেন ভিবগ্ বরিষ্ঠঃ ।

পুনর্কস্মিন্ত্রবিদাহ তস্মৈ

সর্বপ্রজানাং হিতকাম্যয়েদঃ ।” ১অ, সিদ্ধিহান, চরকসং ।

“বশবিনং ব্রহ্মতপোহ্রাতিভ্যাং অলস্তমগ্ন্যর্কসমপ্রভাবম্ ।

পুনর্কস্মং ভূতহিতে নিবিষ্টং প্রপচ্ছ শিষ্যোজ্জিমগ্নিবেশঃ ॥ ইত্যাদি ।

রোগাধিকারে ভিবজ্ঞাং বরিষ্ঠ ! ইত্যাদি ।

ঐতৌ ভিবক্শ্রেষ্ঠ ইদং জগাদ ।” ২৩অ, চিকিৎসাস্থান, চরকসং ।

(২৫) “ষট্জিংশদানিকং চর্য্যং গুরো বৈবেদিকং ব্রতম্ ।

তদর্জিকং পাদিকং বা গ্রহণান্তিকমেব বা ॥ ১ ॥

বেদামধীত্য বেদো বা বেদং বাপি যথাক্রমম্ ।

অবিচ্যুতব্রহ্মচর্য্যো গৃহস্থপ্রমমাবসেৎ ॥ ২ ॥

গুরুণামুভয়ং ব্রাহ্মা সমাবৃত্তো বধাবিধি । ইত্যাদি ॥ ৩ ॥”

৩অ, মনুসংহিতা ।

বাজবল্য, উপনাঃ, অজি, বিষ্ণু, বশিষ্ঠ ও পরাশর প্রভৃতি সংহিতা দেখ ।

সৃষ্টতসংহিতা ২ অধ্যায় সূত্রস্থান ও চরকসংহিতার বিমান স্থান, ৮ অধ্যায়ে আত্মবর্ধন-

বেদাধ্যয়নকরত আয়ুর্কর্ষেদাধ্যয়নপূর্বক সমুদয় বেদবেদাদির অধ্যয়নসমাপন করিতেন, তাঁহারা ই বিদ্যাসমাপ্ত্যর্থ বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হইতেন । দক্ষাদি ও ভরদ্বাজ প্রভৃতি ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অস্তান্ত বেদাধ্যয়নকর্তীত আয়ুর্কর্ষেদাধ্যয়ন করেন নাই বলিয়াই তাঁহারা বৈদ্য হইতে পারেন নাই (২৬) । তাঁহারা যে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আয়ুর্কর্ষেদাধ্যয়ন করেন নাই তাহা উপরি উক্ত আয়ুর্কর্ষেদপ্রচারের ইতিহাসেই প্রকাশ রহিয়াছে (২৭) । অশ্বিনীকুমার, অজি, আজ্যেয়, ধনুস্তরি, অগ্নিবেশ, চরকপ্রভৃতি মুনিগণ ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আয়ুর্কর্ষেদাদির অধ্যয়ন দ্বারা বিদ্যাসমাপ্ত করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা বৈদ্য হইয়াছিলেন (২৮) । অতএব বৈদ্যাংশে

পাঠকালে উপনয়নবিধি দেখ । এই সকল দ্বারাই বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্বে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে স্থিতি ভিন্ন কোন বেদাধ্যয়নেরই নিয়ম ছিল না ।

(২৬) ২৫ টীকার প্রমাণে দেখা যায় যে, প্রাচীনকালে সমুদয় বেদ অধ্যয়ন না করিলেও চলিত, এবং বিশ্র অর্থাৎ ঘটকর্ণপূরণকারী (পুরোহিত) হইতে পারিতেন । কিন্তু চিকিৎসা-শাস্ত্রের অনুশাসন দৃষ্টে জানা যায়, বেদ ও বেদাদি সহ আয়ুর্কর্ষেদ অধ্যয়ন না করিলে বৈজ্ঞ হইবার রীতি ছিল না । বি পূর্বক “প্রা” ধাতুর পূরণার্থে “ড” করিয়া বিশ্র পদ হয় । প্রাচীন কালে বাঁহারা ঘটকর্ণমাত্র পূরণ করিতেন তাঁহারা ই বিশ্র, কিন্তু তাঁহারা যে অজিসংহিতার “বিশ্রয়া বাতি বিশ্রয়ং” বিশ্র নন, তাহা বলা বাহুল্য ।

(২৭) পৃথিবীতে আয়ুর্কর্ষেদপ্রচারের এই অধ্যায়স্থত ১১২০ টীকার সার গ্রহণ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, ভরদ্বাজ প্রভৃতির অস্তান্ত বেদাধ্যয়ন করিয়া গৃহহোমশ্রমে এবিট হওয়ার পরে তপস্তুর বিষ হওয়ারতে তাঁহাদের আয়ুর্কর্ষেদের প্রয়োজন হয় । প্রাচীন কালে গৃহহোমশ্রমের পরে বানপ্রস্থ্যশ্রমেই আর্ধ্যের তপস্তা-যোগাদি করিতেন । সুতরাং বুঝিতে হইবে, দক্ষ, ইন্দ্ৰ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি যে আয়ুর্কর্ষেদাধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহা গৃহহোমশ্রমে কিংবা বানপ্রস্থ্যশ্রমে অবস্থিতি কালে । আয়ুর্কর্ষেদপ্রচারের ইতিহাসে ধর্ম অর্থ ও কামাদি সাধনসম্বন্ধে রোগ বিষমন্ত্রণ হইয়াছে, শ্রী উক্ত শাকার আমাদের এ সিদ্ধান্তেও সন্দেহের কোন কারণ নাই ।

(২৮) অশ্বিনীকুমার, অজি, আজ্যেয়, ধনুস্তরি প্রভৃতিতে আয়ুর্কর্ষেদাদি শাস্ত্রে বৈজ্ঞ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা ২৪টীকার প্রমাণেই পরিষ্কট হয় । ইঁহারা যে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আয়ুর্কর্ষেদ-পাঠ করেন, তাহা আয়ুর্কর্ষেদপ্রচারের ও অধ্যয়নের (আয়ুর্কর্ষেদে শিবা করিবার) ইতিহাসে ও প্রাচীনকালের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বেদপাঠের রীতি দ্বারা ই প্রকাশ পায় । চরকসংহিতার সূত্রহানের ত্রিংশ অধ্যায়ে এবং সূক্তসংহিতার সূত্রহান ১ অধ্যায়ে ও ভাবপ্রকাশ প্রথমভাগের সূত্র-প্রকরণে আয়ুর্কর্ষেদকে অধর্কবেদের অঙ্গবিশেষ বলিয়া উক্ত হওয়ারতে ব্যক্ত হয় যে, পৃথিবীতে আয়ুর্কর্ষেদপ্রচারের পূর্বে কাহারও বেদ বা বিজ্ঞাত্যাস সমাপ্ত হইত না এবং তাহা যে আয়ু-

কাহানিগকে বুঝায় ? তাঁহানিগকে বুঝায় তাহার প্রাচীনকালে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অস্ত্রাভ বেদ সহ আয়ুর্বেদাদি সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। মহুগভূতি লংহিতার মতে অশ্বঠেরাই অস্ত্রাভ বেদসহ আয়ুর্বেদে অধিকারী এবং চিকিৎসা-করা অর্থে তাঁহারাই বৈদ্য (২৯)। সুতরাং উপলব্ধি হইতেছে যে, প্রাচীনকালে অশ্বঠেরাই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বড়ল বেদচতুষ্টয় সহ আয়ুর্বেদাদিশাস্ত্রাধ্যয়নকরত বৈদ্য উপাধি লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই কারণে ভগবান্ মহুও “অশ্ব-

বেদাধ্যয়ন হইতেই হয় তাহা বলা বাহুল্য। এই জন্ত বলা হইয়াছে যে অস্ত্রাভ বেদপাঠের পরে আয়ুর্বেদাধ্যয়ন হইতেই পূর্ণ-বেদ-জানা অর্থে পূর্বে অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি বৈদ্য হন। কিন্তু ব্রহ্মচর্যাশ্রমে উক্ত অধ্যয়ন সাদ্ধ করিবার নিয়ম না থাকিলে দক্ষাদিও বৈদ্য হইতেন।

(২৯) “ব্রাহ্মণ্যৈষশুক্কায়া মঘষ্ঠো নাম জারতে।” ইত্যাদি। ৮ শ্লোক।

“যজ্ঞাতিজানন্তরজাঃ বট্ সূতা বিজঘর্ষণঃ।

শূদ্রাণাশ্চ মঘর্ষণঃ সর্বৈহপ ধ্বংসজাঃ সূতাঃ ॥ ৪১ ॥” ১০অ, মহুসং।

ভাষ্য—যজ্ঞাতিজাত্বৈবর্ণিকেষাঃ সমানজাতীয়াহ জাতান্তে বিজঘর্ষণ ইত্যোতং সিন্ধমেবা-
নুদ্যতে। অনন্তরজানাং তুল্যাভিধানং তদ্বর্ণপ্রাপ্তার্থম্। অনন্তরজা অনুলোমা
ব্রাহ্মণ্যে ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ তেহপি বিজঘর্ষণ উপনৈয়া ইত্যর্থঃ।
উপনীতাশ্চ বিজ্ঞাতিধর্ম্মেঃ সর্বৈরধিক্রিয়ন্তে। ইত্যাদি। ৪১। মেধাতিথি।

টীকা—যজ্ঞাতিজ্ঞেতি। বিজ্ঞাতীনাং সমানজাতীয়াহ জাতাঃ তথানুলোমোন্মোংগরাঃ ব্রাহ্ম-
ণেন ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়ামেব বটপুত্রা বিজঘর্ষণঃ উপনৈয়াঃ। ৪১।
কুলকৃতম্।”

“অনেন ক্রমযোগেন সংস্কৃতান্না বিজঃ শনৈঃ।

শুরৌ বসন্ সন্ধিশুরাণ্ড্রাক্ষাধিগমিকং তপঃ ॥ ১৬৪ ॥

তপোবিশেষৈবৈধিবিধৈত্রৈতশ্চ বিধিচোদিতঃ।

বেদঃ ক্রমোহধিগম্যঃ সরহস্তো বিজঘ্ননা ॥ ১৬৫ ॥” ২অ, মহুসং।

“সূতানামধসারথ্যমঘষ্ঠানাঃ চিকিৎসিতম্। ৪৭। ইত্যাদি।

১০অ, মহুসংহিতা।

উক্ত কন্যাবলীর জ্ঞান ব্যক্ত হইতেছে যে, অশ্বঠেরাও বিজ, বিজ হইলেই তাহার বে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বেদাদিশাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকারী এবং প্রাচীনকালে যে তাহার তাহা করিতেন তাহা উক্ত বহু বচনাবলির অর্থে প্রকাশ পায়। অশ্বঠকে উপনয়নাদিসংস্কারাধিত বিজ এবং অশ্বঠের চিকিৎসাবৃত্তি বলাতেই অশ্বঠ যে সমস্তবেদাধিকারী ও বৈদ্য তাহা সহজেই কল্পিতে পারা যায়।

ঐদানাং চিকিৎসিতঃ" বলিযাচ্ছেন । পূর্ণ বেদজ্ঞঃ (বৈদ্য) না হইতে পারিলে প্রাচীন সময়ে কেহই চিকিৎসক হইতে পারিতেন না । চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিতে গেলে পূর্ব পূর্ব যুগে যে সমুদয় বেদবেদাঙ্গ আয়ুর্বেদাদি অধ্যয়নের নিত্য প্রয়োজন হইত তাহা "বৈদ্যবৃত্তি" অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইবে ।

যদি বল, দক্ষাদি ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অস্ত্রান্তবেদাধ্যয়ন করিয়া গৃহাশ্রমে প্রবেশ পূর্বক আয়ুর্বেদপাঠ করিলেও সম্পূর্ণ-বেদ-জ্ঞান অর্থে (বিদ্যাসমাপনার্থে) তাঁহারা প্রকৃত পক্ষেত বৈদ্য ? উত্তর, তাঁহারা প্রকৃত বৈদ্যগুণসম্পন্ন বটে, কিন্তু শাস্ত্রবিধি ও তৎকালের রীতি অনুসারে তাঁহারা বিদ্যাসমাপন না করাতে যে বৈদ্য আখ্যা পান নাই, তাহা বলা বাহুল্য । বৈদ্যশব্দের অর্থ যে, অষষ্ঠজাতি তাহা প্রথমাধায়ে পরিব্যক্ত হইয়াছে । সুতরাং এই অধ্যায়ে বৈদ্য শব্দের স্বতন্ত্র যে সকল অর্থ প্রদর্শিত হইল, তৎসমুদয়কেও অষষ্ঠশব্দের অর্থ মনে করিতে হইবে । আর উপরি উক্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণসমূহে বৈদ্যের অর্থ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেরও নমস্ত হওয়ারে এই ইতিহাস পরিব্যক্ত হইতেছে যে, প্রাচীনকালে বৈদ্য উপাধিধারী ব্যক্তিগণ (অষষ্ঠেরা) ব্রাহ্মণজাতিরই অন্তর্নিবিষ্ট ছিলেন (৩০) ।

(৩০) এখানে কেহ বলিতে পারেন, অষষ্ঠদিগকে ব্রাহ্মণজাতি বলিয়া স্বীকার করিলেও—

"বিপ্রস্ত ত্রিষু বর্ণেষু নৃপভেদের্বর্ণয়োঃ" ।

বৈশ্বস্ত বর্ণে চৈকস্মিন্ বড়েতেহপসদাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১০ ॥" ১০অ, মনুসং ।

ভাষা—“এত ত্রৈবর্ণিকানামেকান্তরম্যন্তরজ্ঞীজাতা অপসদা এতে বেদিভব্যাঃ । অপশীর্ষাঃ সমানজাতীয়াঃ পুত্রাপেক্ষয়া ভিদ্যন্তে ॥ ১০ ॥ মেধাতিথি ।

টীকা—বিপ্রস্তেতি ক্ষত্রিয়াদিঅন্তরজ্ঞীষু ক্ষত্রিয়স্ত বৈশ্বাদিষম্ভো-স্ত্রিয়োঃ বৈশ্বস্ত চ শূত্রায়াং বর্ণ-ত্রয়াণাং এতে সটপুত্রাঃ সর্বপুত্রাপেক্ষয়া অপসদা নিকৃষ্টাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১০ ॥ কুল্লুকভট্ট ॥”

উক্ত মনুসংহিতার শ্লোক এবং তাহার ভাষ্য টীকাধারা সাব্যস্ত হইতেছে যে অষষ্ঠ (বৈদ্য) ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণবর্ণে উৎপন্ন। পত্নীর পুত্রগণের হইতে নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ । এমতাবস্থায় অষষ্ঠ ব্রাহ্মণমাত্রেয় নমস্ত ছিলেন, একথা কিপ্রকারে বিশ্বাস করা যাইতে পারে ? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, কুলীন হইতে শ্রোত্রিয় অপসদ অর্থাৎ নিকৃষ্ট, কিন্তু শ্রোত্রিয় যদি কুলীন হইতে বিদ্যাদিগুণসম্পন্ন ও গুরুতর হন, তাহা হইলে কুলীনকেও উক্ত শ্রোত্রিয়কে প্রণামাদি করিতে হয় । মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২১০২৪১ শ্লোকে ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব গুরু ও গুরুপত্নীরও সূত্রবা করিবার এবং ব্রাহ্মণ শিষ্যকে তাঁহাদিগকে প্রণামাদিকরিবার বিধি উক্ত হইয়াছে । মনুসংহিতার ভাষ্য ও টীকাকার উক্ত শ্লোকত্রয়ের অর্থ কিছু বিবৃত করিয়া

বৈদ্য ও অষষ্ঠ শব্দের প্রকৃতার্থ ব্রাহ্মণ । জাতিমিত্রকার বৈদ্যশব্দের অনেক অর্থ করিয়াছেন, (৩১) কিন্তু তাহাতে অষষ্ঠ বা বৈদ্যশব্দের অর্থ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হয় নাই । “অষষ্ঠশব্দের অর্থ” অধ্যায়েও দর্শিত হইবে যে, অষষ্ঠেরাই চিকিৎসা-ব্যবসায়করা অর্থে বৈদ্য বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন ।

“সব্যাহতিঞ্চ গায়ত্রীং পুটিকাং প্রণবেন চ ।

উপনীতঃ পঠেদৈদ্যো নরসিংহার্চনকরয়েৎ ।

প্রণবাদ্যোঃ স্বাহাদৈদ্যশ্চ মন্ত্রমাহরণকরয়েৎ ॥ ইত্যাদি ।

পদ্মপুরাণ বচন ।

উপনীত বৈদ্য প্রণবপুটিত সব্যাহতি গায়ত্রী পাঠ করিবে ও শালগ্রামপূজা এবং স্বাহাদি প্রণবাদি দ্বারা মন্ত্র উচ্চার করিতে পারে ।

আয়ুর্কেনকৃতাত্যাসো ধর্মশাস্ত্রপরায়ণঃ ।

অধ্যায়োহধ্যাপনকৈব চিকিৎসা বৈদ্যালক্ষণং ॥

ব্রহ্মপুরাণস্থত ও জাতিতত্ত্ববিবেকস্থত,

চরকসংহিতা বচন ।

ছেন । কিন্তু হুস্তসংহিতার নিদান স্থানের “ধ্বস্তরিং ধর্মভূতাং বরিষ্ঠমবুতোত্তবং চরণা-
বুগসংগৃহ্য হুস্ততঃ পরিপৃচ্ছতি ।” এই বচনে যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতে ব্রাহ্মণের
কত্রিয়গুণের পাদলক্ষণ করিবার রীতি প্রাচীনকালে থাকা সাব্যস্ত হয় । কালীদাস ধ্বস্তরির
অবতারণ হইলেও, ধ্বস্তরি স্বর্গবৈদ্য, আর তিনি কালীতে কত্রিয়কুলে অবতীর্ণ কত্রিয় বটেন,
কিন্তু হুস্ততঃ বিধিমিত্রমূনির পুত্র ব্রাহ্মণ । এত সেল ব্রাহ্মণের কত্রিয়-বৈষ্ঠ-গুণসম্পর্কীয় কথা ।
যদি অষষ্ঠ অর্থাৎ প্রাচীনকালের বৈষ্ঠগণ ব্রাহ্মণজাতিমধ্যে গণ্য ছিলেন একথা সত্য হয়,
তাহা হইলে তাঁহারা যে তৎকালের ব্রাহ্মণসাধারণের নিকট বিশেষ সম্মানপ্রাপ্ত হইতেন
তাহাতে সন্দেহ কি ? আমরা প্রাচীনকালের এই ইতিহাস বলিলাম, একালের বৈদ্যগণের
মধ্যে তেমন কোন গুণ নাই বাহাতে তাঁহারা তেমন সম্মান পাইতে পারেন । মহর্ষি কৃষ্ণ-
বৈষ্ণায়ন বেদব্যাস জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু তিনি তন্মাত্রা কত্রিয়গণ্য (দীঘরগণ্য) চরণ-
বন্দনা করিয়াছেন, মহাতারতের আদিপর্কের অনেক স্থানে ইহা উক্ত আছে । সেকালে গুণের
এমন আদর ছিল । অষষ্ঠ ব্রাহ্মণ যদি সেকালে ব্রাহ্মণের নম্র পূজ্য না হইতেন, তবে
দীঘরকর্তার পুত্র কালীন ব্রাহ্মণ উক্ত বৈষ্ণায়ন কিপ্রকারে সেকালের ও একালের ব্রাহ্মণ-
সাধারণের নম্র ও পূজ্য হইয়াছেন ।

(৩১) ১২১।১২২।১২৩ পৃষ্ঠা, প্রথম ভাগ, জাতিমিত্র নামক পুস্তক দেখ ।

আয়ুর্বেদ ও ধর্মশাস্ত্র (বেদাদি) পাঠ করা, অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনা, (শাস্ত্র পড়া ও পড়ান) চিকিৎসাব্যবসায়করা, এই করণী বৈদ্যের লক্ষণ অর্থাৎ এই সকল গুণ থাকিলে তাহাকেই বৈদ্য কহে ।

“আয়ুর্বেদকৃত্যভ্যাসঃ শাস্ত্রজঃ (৩২) প্রিয়দর্শনঃ ।

আর্য্যশীলগুণোপেত এষ বৈদ্যো বিধীয়তে ॥ ৩৮ ॥”

চাণক্য পণ্ডিত ।

যিনি আয়ুর্বেদ ও ধর্মশাস্ত্রজ (বেদ ও স্মৃতিপুরাণজ) প্রিয়দর্শন, আর্য্য-স্বভাব, আর্য্যচার এবং আর্য্যগুণসম্পন্ন তাহাকেই বৈদ্য কহে ।

উক্ত পদ্মপুরাণীয় বচনে দেখা যায়, প্রণবের সহিত সপ্তবাহুতি গায়ত্রী-পাঠ, শালগ্রাম-পূজা, স্বাহা ও প্রণবাদির দ্বারা মন্ত্রোক্তার প্রভৃতিতে বৈদ্যের অধিকার আছে । ব্রহ্মপুরাণ ও চাণক্যবচনেও বৈদ্যের আয়ুর্বেদে ও সমুদয় ধর্মশাস্ত্রে অধিকার এবং সমস্ত আর্য্যচার, আর্য্যস্বভাব ও আর্য্যগুণের উল্লেখ রহিয়াছে । এ সকল কথা যে বৈদ্যের ব্রাহ্মণার্থপ্রতিপাদক, ব্রাহ্মণজাতির ইতিহাসদ্যোতক, তাহা যথার্থ শাস্ত্রজ ব্যক্ত অবশ্যই স্বীকার-করিবেন । কারণ এই সকল বচনে বৈদ্যের যে সকল লক্ষণ ও যে সমস্ত বিষয়ে অধিকার উক্ত হইয়াছে, তাহার সহিত উপরি উক্ত শাস্ত্রীয় বৈদ্যের অর্থবিষয়ক প্রমাণ ও ইতিহাসসমূহের একতা দেখা যাইতেছে ।

(৩২) আজকাল যে চাণক্যলোক ছাপা হইয়াছে, ঐসকল ছাপার পুস্তকে শাস্ত্রজ শব্দের পরিবর্তে “সর্বেষাং” যোগকরা হইয়াছে । আমরা বহুকালের হস্তলিখিত প্রায় ১০।১৫ খানি পুস্তক দেখিয়াছি । তাহার একখানিতেও “শাস্ত্রজ” ব্যতীত “সর্বেষাং” পাঠ নাই । যদি প্রাচীনকালের মনুসংহিতা প্রভৃতি বহু শাস্ত্রে বৈদ্যদিগের বেদাদি ধর্মশাস্ত্রে অধিকার উক্ত না হইত এবং তাঁহাদের সর্কশাস্ত্রজ্ঞের ইতিহাস না থাকিত, তাহা হইলেও “শাস্ত্রজ” পাঠের স্থলে “সর্বেষাং” পাঠই আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতাম । অধুনা অনেক ছাপার পুস্তকেরই এই দশা ঘটিতেছে । বঙ্গবাসী প্রেসে পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় অগ্নিপুরাণ ছাপাইয়াছেন, তাহাতে “জাতিমালা” পরিত্যক্ত হইয়াছে । কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ পদ্মপুরাণ ছাপাইয়াছেন, তাহাতেও জাতিমালা নাই । যাহা হউক, চরকসংহিতার বিমানস্থানের ৮ অধ্যায়ে ও চিকিৎসাস্থানের ১ অধ্যায়ে বৈদ্যদিগের আয়ুর্বেদব্যতীত ধর্মশাস্ত্র ও বেদাদি পাঠের ইতিহাস থাকায় “শাস্ত্রজঃ” পাঠই যে যথার্থ তাহাতে আর সংশয় নাই ।

“বৈদ্য আয়ুর্বেদবেত্তা স চাষষ্ঠজাতিচিকিৎসাবৃত্তিঃ ।” ইত্যাদি ।

৪২০৮ পৃষ্ঠা, প্রথম সংস্করণ, শব্দকল্পদ্রুম অভিধান ।

বৈদ্যের অর্থ আয়ুর্বেদবেত্তা, অষষ্ঠজাতি, চিকিৎসাবৃত্তি । ইত্যাদি ।

“বৈদ্য (পু) (বেদ + ক্য বা বিদ্যা + ক্য) আয়ুর্বেদবেত্তা, চিকিৎসক । বিদ্বান্, পণ্ডিত । (লি) বেদ সম্বন্ধীয় ।”

শ্রামাচরণ চট্টোপাধ্যায়কৃত, শব্দদোষিত্তি অভিধান ।

শেষোক্ত হই প্রমাণের মধ্যে প্রথমটিতে বৈদ্যের কেবল আয়ুর্বেদবেত্তা অর্থ উক্ত হইয়াছে । বৈদ্যশব্দের এই প্রকার সংক্ষিপ্ত অর্থ আরও অনেক স্থলে উক্ত আছে । বৈদ্যদিগের জাতীয় মর্যাদার হ্রাসকরিবার অভিপ্রায়ে যে ঐরূপ সংক্ষিপ্ত অর্থ করা হইয়াছে তাহাতে অগ্ন্যাজ্ঞ ও সংশয় নাই । পূর্বোক্ত চাণক্য পণ্ডিতের শ্লোকের অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বৈদ্যের অর্থ কেবল আয়ুর্বেদবেত্তা চিকিৎসক নহে । চাণক্যপণ্ডিত বৈদ্যের অর্থ কেবল আয়ুর্বেদজ্ঞ বলেন নাই, বেদ স্মৃতি প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রবেত্তা ও আর্ঘ্য-স্বভাব, আর্ঘ্যাচার, আর্ঘ্যগুণযুক্ত বলিয়াছেন । চাণক্যের উক্ত উক্তি দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তাঁহার সমকালেও বৈদ্যেরা কেবল আয়ুর্বেদজ্ঞ ছিলেন না ও কেবল চিকিৎসাব্যবসায় করিতেন না ; আর্ঘ্যশাস্ত্রদিগের যে সকল গুণ, আচার ও স্বভাব, তাঁহাদিগের যে সমস্ত শাস্ত্রে অধিকার, শাস্ত্রাভিজ্ঞতা ছিল, তৎসমুদায়ই বৈদ্যেরও ছিল । চাণক্যপণ্ডিত চন্দ্রগুপ্তের সভাসদ পণ্ডিত ছিলেন (৩৩) । নরপতি চন্দ্রগুপ্ত যুধিষ্ঠিরের ১১১৫ বৎসর পরে ভূতলে

(৩৩) “নবৈব তান্ নন্দান্ কোটিল্যোত্রাঙ্গণঃ সমুদ্রবিষ্যতি ॥ ৬ ॥”

টীকা—নন্দতৎপুত্রাংস্ত কোটিল্যঃ কোটিল্যপ্রধানঃ বাৎস্তারনবিকুণ্ডগুপ্তাদিপরিষদাচাৰ্য্যকঃ সমুদ্রবিষ্যতি উদ্রবিষ্যতি । ৬ । ভেদামভাবে মৌর্য্য ভক্ষ্যন্তি । কোটিল্য এব চন্দ্রগুপ্তঃ রাজ্যোহভিব্যক্ষ্যন্তি । ৭ । ২৪অ, ৪অংশ, বিষ্ণুপুরাণ ।”

নব নন্দান্ বিজঃ কশিৎ প্রপন্নাসুদ্রবিষ্যতি ।

ভেদামভাবে জগতীঃ মৌর্য্য ভক্ষ্যন্তি বৈ কলৌ ॥ ৬ ॥

সএব চন্দ্রগুপ্তং বৈ বিজো রাজ্যোহভিব্যক্ষ্যন্তি ।” ইত্যাদি ।

১ অ, ১২ স্থল, শ্রীমভাগবত ।

জন্মগ্রহণ করেন (৩৪)। বাহা ইউক, চাণক্যলোক হইতে প্রকাশ পাইতেছে যে, এই কলিযুগের (কল্যাকের) ১৮৬৮ বৎসর পরেও বৈদ্যেরা আখ্যাচারে (৩৫)

(৩৪) “বাবৎ পরীক্ষিতোজন্ম স্যাবল্লম্ভাভিষেচনম্ ।

এতর্ষ্ব সহস্রত্ব জেরং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥ ৩২ ॥” ২৪অ, ৪অংশ বিষ্ণুপুরাণ ।

“আরভ্য ভবতো জন্ম বাবল্লম্ভাভিষেচনম্ ।

এতর্ষ্বসহস্রত্ব শতং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥ ২১ ॥”

২অ, ১২ স্কন্দ, শ্রীমদ্ভাগবত ॥

(৩৫) “শতেষু ঘট্শ সার্কেষু অ্যধিকেষু চ ভূতলে ।

কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ । ৫১ ॥”

প্রথম তরঙ্গ, কহলণ, রাজতরঙ্গিণী ।

উক্ত রাজতরঙ্গিণীবচনে কলিযুগের অন্দের ৬৫৩ বর্ষ গত হইলে কুরু ও পাণ্ডবদিগের আবির্ভাব কাল উক্ত হইয়াছে, ৩৪ টীকাধৃত বিষ্ণুপুরাণ-ও শ্রীমদ্ভাগবত-বচনের পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নলের রাজ্যাভিষেক-কাল যে ১০১৫ বৎসর উক্ত আছে, তাহাতে রাজতরঙ্গিণীর কথিত ৬৫৩ বৎসর যোগ করিলে ১৬৬৮ বৎসর হয়, তাহাতে দ্বাদশ স্কন্দ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকোক্ত নবনলের রাজত্বকাল একশত বৎসর যোগ করিয়াই ১৭৬৮ বৎসর হইয়াছে। পঞ্চম শ্লোকটি এই,—

“তস্ত চাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি স্মালাশ্রমুখাঃ সূতাঃ ।

বইমাং ভক্ষ্যন্তি মহীং রাজানশ্চ শতং সমাঃ ॥ ৫ ॥”

উক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের ৩৪টীকাধৃত শ্লোক পরীক্ষিতের জন্ম হইতে নলের রাজ্যারম্ভ কাল ১১১৫ বৎসর উক্ত হইয়াছে তাহাতেই ১৮৬৮ বৎসর হয়। সম্ভ্রতি কলিযুগের বর্ষগণনার (অর্থাৎ কল্যাকার) ৫০০৫ বৎসর যাইতেছে, তন্মধ্যে ১৮৬৮ বিরোগ করিলে নির্ণীত হয় ৩৩৩৭ বৎসর হয় চাণক্যপণ্ডিত ও নরপতি চন্দ্রগুপ্ত ভারতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন ।

“আসন্ মহাশ্চ মুনয়ো রাজ্যং শাসতি যুধিষ্ঠিরে নৃপতো ।

ষড়্বিকপঞ্চদিকষুতশককালস্তত্ত্ব রাজ্যস্ত ॥ ৫৭ ॥

প্রথম তরঙ্গ, কহলণ, রাজতরঙ্গিণী ।

এই বচনে আছে, যুধিষ্ঠির ১৭০ বৎসর রাজত্ব করেন ; শক গণনারম্ভ হইতে যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালারম্ভ ২৫২৬ বৎসর পূর্ববর্তী, তাহাতে বর্তমান শকাব্দা ১৮২৬ যোগ দিলে ৪৩৫২ বৎসর হয়, তাহাতে রাজতরঙ্গিণীর ৫১ শ্লোকোক্ত ৬৫৩ বৎসর যোগ দিলে ৫০০৫ বৎসর হয়, এবং বর্তমান বর্ষ পর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় পঞ্জিকার যে কলির গতাকা ৫০০৫ বৎসর উক্ত হইয়াছে তাহার সঙ্গে মিলিয়া যায়, অতএব রাজতরঙ্গিণীতে যে যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকাল উক্ত আছে,

(দ্বিজাচার ব্রাহ্মণাচারে) ছিলেন ; এবং তখনও বৈদ্যের অর্থ ব্রাহ্মণজাতি ছিল (৩৬) ।

ইতি বৈদ্যাত্মীগোপীচন্দ্র-সেনগুপ্ত-কবিরাজকৃত বৈদ্যপুরাণত্বে

ব্রাহ্মণাংশে পূর্ব্বখণ্ডে বৈদ্যশকার্ধনাম

দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

তৃতীয়াধ্যায় ।

অশ্বষ্ঠশব্দের অর্থ ।

কি প্রকারে, কোন্ অর্থে আৰ্য্যোরা অশ্বষ্ঠ শব্দের সৃষ্টি করিয়াছেন, এ অধ্যায়ে তাহাই বর্ণিত হইতেছে ।

“অশ্বা মাতাধ” ইত্যাদি । স্বৰ্গবৰ্গ, অমরকোষ ।

অশ্বা শব্দের অর্থ মাতা, ইত্যাদি ।

“গণিকা যুথিকায়ষ্ঠা সা পীতা হেমপুষ্পিকা ।”

টীকা—চত্বারি গণিকারাং । রায় মুকুট ।

টীকা—দৈবজ্ঞে পুংসি যুথ্যাক্ষ বেজ্জায়াং গণিকা স্ত্রিয়ামিতি রভসঃ ।.....অশ্বেষ মাতেৰ প্রীতো তিষ্ঠতি অশ্বষ্ঠা—ডঃ । জনীষাদিত্বাং হ্রস্বঃ যদ্বক্ষ । (১)

তাহা একান্ত সত্য বলিয়া সাব্যস্ত হইতেছে, এবং এদেশীয় গল্পিকাকারদিগের বর্গগণনাকেও মিথ্যা বলিবার কোন উপায় নাই ।

(৩৬) বিদ্যাসাগর মহাশয় তদীয় বিধবাবিবাহবিষয়ক পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগের উপসংহারে লিখিয়াছেন, রাজা রাজবল্লভ হইতে বৈদ্যজাতির মধ্যে উপনয়ন সংস্কার (দ্বিজাচার) প্রবর্তিত হইয়াছে, ইহার পূর্ব্ব বৈদ্যের শূদ্রাচারসম্পন্ন ছিল । বিদ্যাসাগরনাম ধারণ-করিয়া এই প্রকার অদূরদর্শিতার পরিচয়দেওয়া সামান্ত আক্ষেপের বিষয় নহে ।

(১) টীকা দেখ ।

অশ্ব শব্দে তিষ্ঠতীতি অশ্বঠেভ্যন্তে ইতি ভরতঃ । (২) রঘুনাথ চক্রবর্তী ।

বনৌষধিবর্গ, অমরকোষ ।

গণিকা, অশ্বষ্ঠা, পীতা ও হেমপুষ্পিকা এই চারিটা শব্দই যুথিকাপুষ্পের পর্যায় (নাম বা অর্থ) ।

টীকার অনুবাদ—দৈবজ্ঞ অর্থে পুংলিঙ্গ যুথী ও বেণ্ডা অর্থে গণিকা স্ত্রীলিঙ্গ ।

অশ্বা অর্থাৎ মাতার জ্ঞায় প্রীতিপূর্বক অবস্থিতি করা অর্থে, অশ্বাশব্দ উপপদে “স্বা” ধাতু “ড” করিয়া জনীষাদিত্ব হেতু হ্রস্ব ও বহু হইয়া অশ্বষ্ঠা পদ হইরাছে । কেহ কেহ অশ্বশব্দে (অর্থাৎ পিতৃশব্দে) অবস্থিতি করা অর্থেও অশ্বষ্টশব্দ সাধন করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে অশ্বষ্ঠা পদ সাধন করেন, এই কথা অমরকোষের টীকাকার ভরতমল্লিক বলিয়াছেন (৩) ।

“গণিকা যুথিকাস্থা” ইত্যাদি বচনের অশ্বষ্ঠা শব্দ যখন যুই পুষ্পের পর্যায় তখন এস্থলে অশ্বষ্ঠা শব্দের টীকাকারেরা যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাকে অপ্রাসঙ্গিক বলিতে হইবে, যেহেতু যুই ফুলের মাতার জ্ঞায় প্রীতিপূর্বক অবস্থিতি অসম্ভব (৪) । আমরা অমরকোষে “অশ্ব” শব্দ পাই নাই, কিন্তু উদ্ধৃত অশ্বা ও

(২) “বারহী গণিকা বেণ্ডা রূপাকীবা চ সা জসৈঃ ।” অমরকোষের মনুস্যবর্ণে এই বচনে গণিকা শব্দের বেণ্ডা অর্থ উক্ত হওয়াতে উদ্ধৃত “গণিকা যুথিকা” ইত্যাদি বচনকে যুই ফুলেরই পর্যায় মনে করিতে হইবে । রায়মুখুট টীকাতেও তাহাই প্রকাশ পাইতেছে । সুতরাং টীকাকার রঘুনাথ চক্রবর্তী, “গণিকা যুথিকা” ইত্যাদি বচনের ব্যাখ্যাকালে যে “রভস” কোষের প্রবচন তুলিয়াছেন, তাহাতে ‘গণিকা’ শব্দের নানার্থ দেখানই লক্ষ্য বেণ্ডাশব্দের অভিনিবেশ উদ্দেশ্য নহে, ইহা সহজেই সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে । যাহা হউক, অশ্বষ্ঠা আর অশ্বা শব্দ যে কিপ্রকারে সাধিত হইয়াছে তাহাই প্রদর্শনার্থ উক্ত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইল ।

(৩) অশ্বা শব্দ সপ্তমীর একবচনে অশ্বে হয় না, অশ্বায়াং হয় সুতরাং “অশ্বে শব্দে” অশ্ব-শব্দ বুঝিতে হইবে ।

(৪) “অশ্বষ্ঠ দেশবিশেষ ;.....ইন্দিপক, মাহত, স্ত্রী ঠা, যুইগাছ । ২। নিমুই গাছ । ৩। আমরল শাক । ৪। আমড়া ।” ১১৬ পৃঃ প্রকৃতিবাদ অভিধান ।

বৈদ্যমাতা, সং স্ত্রী. বাসক । ইত্যাদি । ১৪৬৩ পৃঃ ঐ ।—স্বা স্ত্রীং কারহা স্ত্রীজাতি । ২। হরীতকী । ৩। ধাত্রীবৃক্ষ । ৪। কাকোলী । ৫। এলাঘর । ৬। তুলসী । ৭। আম-লকী । ৪৬৩ পৃঃ ঐ । “বৈদ্য পুং বাসকবৃক্ষ । বৈদ্যঃ স্ত্রী, কাকোলী । ১৮৮ পৃঃ আম-লকীয়াং প্রব্যাভিধান । ব্রহ্মণ্য, পুং ব্রহ্মদাক বৃক্ষ । যুজ্জাতৃণ । তুলবৃক্ষ । ব্রাহ্মণী, স্ত্রী,

অষষ্ঠা শব্দ দ্বারাই নির্ণীত হইতেছে যে, অষ বলিয়া একটি শব্দ আছে, অর্থাৎ অক শব্দ জ্বলিলে “আ” প্রত্যয় করিয়াই অষা হইয়াছে (৫)। অষা শব্দের অর্থ মাতা হইলেই ইহাও পরিষ্কৃত হয় যে; অষ শব্দের অর্থ পিতা।

ব্যাকরণ মতে “অন্ব” ধাতু পুংলিঙ্গে “অন্” প্রত্যয় করিয়া “অন্বতি” “পাতি” এই অর্থে অষ হয়। এবং “অন্বতি” “জনয়তি” বা “উৎপাদয়তি” এই অর্থেও পুংলিঙ্গে অষ ও জ্বলিলে অষা পদ নিশ্চয় হইয়া থাকে। “অথবা “অন্ব” ধাতু কর্মবাচ্যে “যঞ” প্রত্যয় করিয়া “অন্বাতে—স্বরতে বা উৎপাদ্যতে” এই অর্থে পুংলিঙ্গে অষ ও জ্বলিলে অষা পদ সাধিত হয় (৬)। অষ শব্দ উপপদে “হা” ধাতু “ড” করিয়া অষষ্ঠ ও তাহাতে জ্বলিলে “আ” প্রত্যয় করিয়া অষষ্ঠা পদ হয়। অতএব ব্যাকরণ আর অমরকোষ অভিধানের দ্বারা এই সত্য পাওয়া বাইতেছে যে, অষ ও অষা শব্দের অর্থ পিতা ও মাতা এবং অষষ্ঠ ও অষষ্ঠা শব্দের অর্থ পিতৃহানীর এবং মাতৃহানীর।

কল্পিকা। পৃক। ১৩১ পৃঃ ৩। ক্ষত্র, ক্রী, ভগ্ন। ২৩০ পৃঃ ৩। বিপ্র, পুং বাহুনহাটী। অষথবৃক। ১৮১ পৃঃ ৩ অভিধান। কায়হা, জ্বী, হরীতকী। ধাতীবৃক। এলাঘর। তুলসী। কাকোলী। ৩৭ পৃঃ ৩ অভিধান।

“ব্রহ্মণ্য.....ব্রহ্মণ্যবৃক, তুতেগাছ। ৫। মুগ্ধতৃণ। ৬। তুলবৃক। ৭। বিষ্ণু। ৮। ১১৮২ পৃঃ প্রকৃতিবাদ অভিধান। হরি.....সং পুং বিষ্ণু।.....অষ। গুরুপক্ষী। বানর। ...। ভেক।” ইত্যাদি। ১৬৫২ পৃঃ প্রকৃতিবাদ অভিধান।

উক্ত আভিধানিক প্রমাণে দেখা যায় যে, স্থলবিশেষে একটি শব্দ মনুষ্য, জ্বী, পুরুষ, বৃক, দেশ, ঔষধ, ঈষর, ভেক, বানর প্রভৃতি নানাবিধ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া ভেক বা বানরার্থে যেখানে হরিশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, সেখানেও তাহার ঈষরাখরার যেমন সম্ভব নহে, তেমনি অষষ্ঠ বা অষষ্ঠা শব্দ যেখানেই আমরা উক্ত দেখিব তাহারই অষষ্ঠ শ্রেণীর অর্থ আমাদেরকে গ্রহণ করিতে হইবে তাহা কিছুতেই সন্দেহ হইতে পারে না।

(৫) কেহ বলেন, মাতৃশব্দের “মা” ধাতু যেমন নিত্য জ্বলিল, “অন্ব” ধাতুও তদ্রূপ নিত্য জ্বলিল। ইহা যে নিত্যই ব্রহ্মাঙ্গক তাহা অন্ব ধাতুর যে সমস্ত পুংলিঙ্গ সাধনের প্রমাণ এই অধ্যায়ে উক্ত হইতেছে তাহাতেই প্রকাশ পাইবে। “মা” ধাতু আকারান্ত হুতরায় স্বতই জ্বলিল। “অন্ব” ধাতু সম্বন্ধে যে তাহা হইতে পারে না তাহা বলা বাহুল্য।

(৬) রঘুনাথচক্রবর্তিকৃত অমরকোষের টীকা দেখ।

মুদ্রবোধ ব্যাকরণের পরিশিষ্টকার অষষ্ঠাদিপদ নিপাতনে সাধিত হয়, বলিয়াছেন বখা,—

“অথক (ক্ৰী) অথ—এ ক [অর্থতি নক্ষত্রস্থানপর্যন্তং গচ্ছতি] চক্ষু । (পু) অথ

যত্র ; ততঃ স্বার্থে ক [অথ্যতে মেহেন উপগম্যতে] পিতা ।

অর্থট—(অথ [শব্দ অর্থাৎ, চিকিৎসকশব্দ প্রসিদ্ধ নিমিত্ত] হা [অতিপ্রায় করা] ড) ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্ণব গর্ভজাত, বৈদ্য, দেশবিশেষ ।”
ইত্যাদি (৭) । ৫৮ পৃষ্ঠা । শ্রীযুক্ত শ্রীমাদ্রাচরণ শর্মাকৃত

শব্দদীপ্তি অভিধান ।

“অর্থট (অথ পিতা—ঠা [হা থাকা + অ (ড)—ক, সংজ্ঞার্থে] বে থাকে ।

আয়ুর্বেদে অধিকারী বলিয়া যিনি রোগসময়ে পিতার হ্রাস থাকেন অথবা অথ্য মাতা । যিনি মাতার হ্রাস থাকেন অর্থাৎ পালন করেন কিংবা অনুব শব্দ করা হা থাকা + অ (ড)—ক) সং পুং ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্ণব গর্ভ-জাত বৈদ্য । ২ । দেশবিশেষ ; ইহা পঞ্জাবের অন্তঃপাতী । ৩ ।
..... । (অথ্য মাতা । শ্রীতির নিমিত্ত যিনি মাতার হ্রাস থাকেন)

“অর্থটাদি নিপাত্যতে । অর্থটঃ আপটঃ” ইত্যাদি । কিন্তু তিনি ভূমিষ্টঃ মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি পদ ব্যাকরণ সূত্রানুসারে সাধন করিয়াছেন যথা,—“গোভূমি ষিতি কুলঙ্কু মঞ্জি পুঞ্জি পিব্যাদি বহিঃ হস্ত । গোষ্ঠং ভূমিষ্টং ষিষ্টং তিষ্টং কুষ্ঠং শব্দুষ্ঠং মঞ্জিষ্ঠা পুঞ্জিষ্টঃ পিবিষ্টঃ অয়িষ্টঃ ।” যখন অথ বলিয়া একটা শব্দ আছে তখন এই সূত্রদ্বারা অর্থট পদ অনার্যাসে সাধিত না হইলেও প্র পূর্বক “ঠা” ষাডু “ড” নিম্নপ্র প্রট শব্দের হ্রাস যে অনার্যাসে অর্থট পদ হয় তাহা বলা বাহুল্য ।

(৭) এখানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অভিধানকর্ত্তা অথর, অথক অর্থট ও অথ্য শব্দের হ্রাস স্বতন্ত্ররূপে অর্থশব্দের অর্থ বলেন নাই । যখন অর্থটশব্দের স্থলে তিনি অর্থশব্দের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তখন উক্ত শব্দের স্বতন্ত্ররূপে পিতা অর্থ না করিলেও উহার দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে যে, অথ বলিয়া শব্দ আছে ও তাহার অর্থ পিতা । অভিধানকর্ত্তা অর্থ শব্দের উত্তর স্বার্থে “ক” করিয়া অথক পদ সিদ্ধ করত তাহান্নই পিতা অর্থ করিয়াছেন । তাহাতে প্রকাশ পায় যে অর্থ শব্দের অর্থ পিতা । স্বার্থে ক করিলে যে শব্দের অর্থের কোন পরিবর্ত্তন হয় না তাহা সকলেই অবগত আছেন । রাম আর রামক একই কথা, একই অর্থযুক্ত । “শব্দদীপ্তি” অভিধানকর্ত্তা অর্থশব্দেরই চিকিৎসক অর্থ করিয়াছেন, তাহা অঙ্গার কারণ, অথ—হা + “ড” করিয়া যে অর্থট পদ হয় সকল শাস্ত্রে, সকল অভিধানে তাহারই চিকিৎসকার্থ উক্ত হইয়াছে । “সূতানামধসারধ্যমধটানাম চিকিৎসিতং ।” এই সমুদয়নের দ্বারাও তাহাই প্রকাশ পায় ।

ভা—জীং বৃহগাছ । ২।” ইত্যাদি । ১১৫১৬ পৃ: শ্রীযুক্ত রামকমল শর্মা
বিদ্যারত্ন কৃত প্রকৃতিবাদ অভিধান । শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক
১২৮৭ সালে প্রকাশিত । (তৃতীয় সংস্করণ) ।

“অষষ্ঠ—পুং—অষাৱ চিকিৎসকব্রহ্মার তৎপ্রথাপনার্থং তিষ্ঠতেহতিপ্রতি—
হা—কঃ বহুত্বম্ । চিকিৎসকে বিপ্রাং বৈশ্বকন্যারাং জাতে সর্কোণবর্ণে—ব্রাহ্মণা-
বৈশ্বকন্যারামষষ্ঠো নামজায়তে ।” মমু, ইত্যাদি (৮) ।

শ্রীযুক্ত তারানাথ শর্মা ভট্টাচার্য্য বাচস্পতিকৃত

বাচস্পতি্যভিধান ।

অষাৱ অর্থাৎ চিকিৎসকদিগকে চিকিৎসক বলিয়া প্রচারকরিবার নিমিত্ত
অবস্থিতি অর্থাৎ অভিপ্রায়ে অষা—হা—“কঃ বহুত্বম্” করিয়া অষষ্ঠ শব্দ হইয়াছে ।
অষষ্ঠের অর্থ চিকিৎসক, ব্রাহ্মণকর্তৃক বৈশ্বকন্যাতে জাত । সর্কোণ বর্ণ । মমুও
বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্বকন্যাতে জাত সন্তানের নাম অষষ্ঠ ।

“অষষ্ঠো বিপ্রাবৈশ্বকন্যারামুংপন্ন ইতি মেদিনী ।

অন্নং চিকিৎসাবৃতির্বৈদ্য ইতি ধাতঃ । ইত্যমরটীকারাং ভরতঃ ।

৮৭পৃ:, ২য় সংস্করণ শব্দকল্পদ্রুম ।

ব্রাহ্মণকর্তৃক বৈশ্বকন্যাতে জাত সন্তানের নাম অষষ্ঠ, এই কথা “মেদিনী”
অভিধানে আছে ; এবং চিকিৎসাকার্য্য বৃতি দ্বারা অষষ্ঠ বৈদ্য বলিয়া বিখ্যাত
হইয়াছেন, এই কথা অমরকোষের টীকাকার ভরতমল্লিক বলেন ।

(৮) বাচস্পতি মহাশয়ও অষাৱশব্দেরই চিকিৎসক অর্থ করিয়াছেন । আবার অষা—হা
হইতে যে অষষ্ঠ হয় তাহারও অর্থ চিকিৎসক করিয়াছেন । “স্বত্নানামষসারথ্যামষষ্ঠানাং
চিকিৎসিতং ।” এই মনুস্মৃতি দ্বারাও অষষ্ঠ শব্দেরই চিকিৎসকার্থ হয় । স্মৃতির উক্ত
পণ্ডিত রামকমলকৃত প্রকৃতিবাদ অভিধানোক্ত অষাৱশব্দের সাধন ও তাহার অর্থ, বাচস্পতি
মহাশয়ের কৃত অভিধানোক্ত অষাৱশব্দের সাধন ও তাহার অর্থ হইতে অনেকাংশে পরিষ্কৃত ও
প্রকৃত । বাচস্পতি তাহার অভিধানে অষাৱের অনেক নিদ্রাও করিয়াছেন, তাহার আলোচনা
অগবাদখণ্ডনাংশে করা যাইবে । পণ্ডিত রামকমল বিদ্যারত্ন মহাশয় অষাৱের যে অর্থ করিয়া-
ছেন তাহাতে অষাৱের অর্থ পিতৃহানীর ও মাতৃহানীরই হইতেছে । ইহা অষাৱের ভাবার্থ
হইলেও ইহার দ্বারা অষাৱের সম্মান প্রকাশ পাইতেছে । বাচস্পতি্যভিধান আর শব্দীধিতি
অভিধানকর্ত্তা অষাৱ শব্দের পিতা অর্থ গোপন ও তাহারই চিকিৎসকার্থ করত অষাৱশব্দের
প্রকৃতার্থ গোপন করিয়া গিয়াছেন ।

“জননীতো জননক্কা বজ্জাতা বেদসংস্কৃতৈঃ ।

অম্বষ্ঠাস্তেন তে সর্বে দ্বিজা বৈদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।

অথ কক প্রতিকারস্বাং ভিষজস্তে প্রকীর্তিতাঃ ॥”

জাতিতত্ত্ব বিবেকধৃত, অগ্নিবেশসং ।

অম্বষ্ঠের মাতৃগর্ভে প্রথম জন্ম ও বেদমন্ত্র দ্বারা উপনীত হওয়া হইতে দ্বিতীয় (দ্বিজ) এবং বেদাধায়ন হইতে জ্ঞানলাভরূপ তৃতীয় (দ্বিজ অর্থাৎ বৈদ্য) জন্ম হয়, এই জন্য অম্বষ্ঠেরা দ্বিজ ও বৈদ্য বলিয়া সকল শাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছেন, এবং রোগপ্রতিকারকরাহেতুতে অম্বষ্ঠের আব একটি নাম ভিষক ।

কেহ, অম্বা স্থা “ড” করিয়া “অম্বৈব প্রীতো তিষ্ঠতি” অর্থাৎ রোগপ্রতিকার-কালে রোগীর নিকটে প্রীতিপূর্বক মাতার জায় অবস্থিতি অর্থে অম্বষ্ঠশব্দের সৃষ্টি হওয়া বলেন (৯) । কিন্তু “অম্বৈব প্রীতো” বলিলে কেবল অম্বা ইব বুঝায় না, অম্ব, অম্বা, দুই বুঝায় কারণ অম্বা—ইব, অম্ব—ইব উভয়ের যোগেই “অম্বৈব” হয় । শেষোক্ত স্থলে ইব-সংকারে সমাসে বিভক্তিলোপ হইয়াছে । বিশেষ ভারতীয় চিকিৎসকেরা যখন পুত্র্য ছিলেন, আর অম্ব বলিয়া যখন একটি শব্দ আছে তখন উপরি উক্ত অম্ব—স্থা “ড” করিয়া অম্বষ্ঠ পদ বাহারা গাধন-করেন, তাঁহাদের অম্বষ্ঠশব্দের সাধনই যথার্থ সাধন ।

উপরে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা অম্বষ্ঠশব্দের যে সকল অর্থ প্রদর্শিত হইল তৎসমুদয় অম্বষ্ঠশব্দের ভাবার্থ, অর্থাৎ অম্বষ্ঠদিগের চিকিৎসাকার্যের ভাবানুসারে অম্বষ্ঠের উৎপত্তির পরে তৎসমুদয়েব সৃষ্টি হইয়াছে । অম্বষ্ঠশব্দের এই সমস্ত ভাবার্থ সৃষ্টিহওয়ার পূর্বে প্রথমে যে অর্থে অম্বষ্ঠশব্দের সৃষ্টি হয়, অতঃপর তাহাই প্রকাশ করা যাইতেছে, এবং উল্লিখিত ভাবার্থ অর্থাৎ বৈদ্য অর্থ দ্বারা (১০) অম্বষ্ঠশব্দের উৎপত্তিগত প্রকৃতার্থ যে আচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহাও প্রদাশিত হইতেছে ।

(৯) “(অম্বা মাতা। প্রীতির নিমিত্ত যিনি মাতার জায় থাকেন ।)” ১১৬পৃ, অম্বষ্ঠশব্দের অর্থ, পণ্ডিত রামকমলকৃত প্রকৃতিবাদ অভিধান ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভরতমল্লিক ও রঘুনাথ চক্রবর্তী কৃত অম্বা শব্দের ব্যাখ্যা দেখ ।

(১০) “কহিছে বিক্রমাদিত্য করি নিবেদন ।

যাহা হইতে বিপ্রকল্পা পাইল জীবন ॥

উপরে অষ্টমস্তকের যে সকল শাস্ত্রীয়ার্থ প্রদর্শিত হইল, তৎসমুদয় শাস্ত্রই মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য, গোতম, উশনাঃ পরাশর, ব্যাস প্রভৃতি সংহিতার পরবর্তী (১১), এবং কোনক্ কোন গ্রন্থ নিতান্তই আধু-

সেই জন পিতৃতুল্য জানিবে নিশ্চয় ।

তাহে কস্তাদান করা উপযুক্ত নয় ॥” দ্বিতীয় প্রশ্ন, বেতাল পক্ষবিংশতি ।

বেতাল পক্ষবিংশতির এই উক্তি দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, বৈদ্য হইতে আরোগ্যরূপ জন্ম লাভ হয় বলিয়া পিতৃস্থানীয় অর্থে প্রাচীনকালে বৈদ্যকে (চিকিৎসককে) অষ্টম বলিত । কিন্তু অষ্টমের একরূপ অর্থ অষ্টমের চিকিৎসাব্যবসায় দ্বারা বৈদ্যসংজ্ঞাহওয়ার পরে হইয়াছে, বুঝিতে হইবে । ইহা অষ্টমের উৎপত্তিগত নহে ।

(১১) “মহাব্রিহস্পতীয়ায়াজ্ঞবল্ক্যোশনোহঙ্গিরাঃ ।

যমাপত্যম্বসংবর্তাঃ কাত্যায়নো বৃহস্পতিঃ ॥

পরাশরব্যাসশঙ্খলিখিতা দক্ষগোতমৌ ।

শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজকাঃ ॥” ১অ, যাজ্ঞবল্ক্য সং ।

“ঋতামে মানবা ধর্ম্মা বাশিষ্ঠাঃ কাণ্ডপাত্থা ।

গার্গেরা গোতমীয়াশ্চ তথা চৌশনসাঃ স্মৃতাঃ ॥

অত্রৈবিক্শোশ্চ সংবর্তাদক্ষাদঙ্গিরসস্তথা ।

শাতাতপাচ্চ হারীতাৎ যাজ্ঞবল্ক্যাত্তথৈব চ ॥

আপত্যম্বকৃতাধর্ম্মাঃ শঙ্খস্ত লিখিতস্ত চ ।

কাত্যায়নকৃতাশ্চৈব তথা প্রাচেতসাম্মুনৈঃ ॥

ঋতাহেতে ভবৎপ্রোক্তাঃ ঋতাধা মে ন বিস্মৃতাঃ ।

অগ্নিন্ মহন্তরে ধর্ম্মাঃ কৃতত্রেতাদিকে যুগে ॥”

১অ, পরাশরসং । কৃষ্ণধৈপায়ন বেদব্যাস বাক্য ।

“কৃতৈ তু মানবোধর্ম্মস্ত্রেতারায় গোতমঃ স্মৃতঃ ।

দ্বাপরে শঙ্খলিখিতঃ কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ ॥” ১অ, পরাশর সং ।

“বর্ত্তমানে কলৌ যুগে” ইত্যাদি । ঐ

“শতেন্ বটেন্ সার্কেন্ ত্র্যধিকেষ্ণু চ ভূতলে ।

কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥”

প্রথমতরঙ্গ, কল্লণ, রাজতরঙ্গিণী ।

রাজতরঙ্গিণীর এই প্রমাণে পরাশর ও ব্যাসের কালনির্দিষ্ট হইতেছে, কারণ ইঁহার পাণ্ডব-দিগের সমকালে বর্ত্তমান ছিলেন । যাহা হউক, একমাত্র পরাশরসংহিতার উদ্ধৃত বচনের দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, মনুসংহিতার সৃষ্টি সভ্য যুগে, গোতমসংহিতার সৃষ্টি ত্রেতাতে, শঙ্খ-

নিক (১২) । এমতাবস্থায় দেখা কর্তব্য মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রে
অবৃষ্ট শব্দের কি অর্থ উক্ত হইয়াছে (১৩) ।

লিখিতকৃত সংহিতা দ্বাপরে ও পরাশরসংহিতা এই কলিযুগে হয় । যাজ্ঞবল্ক্য আর পরাশর-
সংহিতার উল্লিখিত প্রমাণ হইতে আরও ব্যক্ত হয় যে উক্ত দুই সংহিতা ব্যতীত তদ্ব্যক্ত সমুদয়
সংহিতাই সত্য প্রভৃতি অশাস্ত্র যুগের কৃত গ্রন্থ । এমতাবস্থায় অবৃষ্ট শব্দের অর্থবিষয়ে এত ক্ষণ
যে সকল শাস্ত্রালোচনাকরা হইল তৎসমুদায়কে পরাশর প্রভৃতি সংহিতার যে পরবর্তী বলা
হইয়াছে তাহা একান্তই সত্য কথা ।

(১২) “ধন্বন্তরীক্ষণকাশ্যমরসিংহশকু বেতালতট্টঘটকর্ণরকালিদাসাঃ ।

খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতে: সভায়াঃ রত্নানি বৈ বররচিন'ব বিক্রমশ্চ ॥”, হিন্দুশাস্ত্র ।

“ততস্ত্রিধু সহস্রেষু সহস্রাভ্যধিকেষু চ ।

ভবিষ্যো বিক্রমাদিত্যো রাজাংসোহত্র প্রলপ্ততে ॥”

যুগব্যবস্থাদ্বয়, কুমারিকাখণ্ড স্বল্পপুরাণ (বিদ্যাসাগরধৃত) ।

এই দুই বচনের প্রথম বচনে প্রকাশ যে, অমরকোষকার অমরসিংহ বিক্রমাদিত্যের সভা-
পণ্ডিত ছিলেন । শেষটীতে প্রকাশ যে, এই কলিযুগের বর্ধগণনায় (কল্যকের) চারি সহস্র
বৎসর গণ্য হইলে বিক্রমাদিত্য জন্মগ্রহণ করেন । এখন কল্যকের ৫০০২ বৎসর চলিতেছে ।
অতএব অমরকোষের সৃষ্টিকাল ১০০২ বৎসরের পূর্বে হইতেছে । বিক্রমসংবতের এক্ষণে
১৯৬০ চলিতেছে, এ অবস্থায় বিদ্যাসাগরধৃত উক্ত কালের সঙ্গে অনেকাংশে দেখা যায়, কিন্তু
ইহার আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন । পণ্ডিত রামকমলকৃত প্রকৃতিবাদ অভিধানে ডাহার
নিজের লিখিত বিজ্ঞাপনে দেখা যায় উক্ত অভিধানের সৃষ্টি ১৯২৩ সংবতে হয় । শব্দদীপ্তি
অভিধানে দেখিতে পাওয়া যায় যে ১২৮১ সালের কিছু পূর্বে উক্ত অভিধান প্রস্তুত হইয়াছে ।
রাজা রাধাকান্ত-দেব-কৃত শব্দকল্পদ্রুমের যে গণ্য শতাব্দীতে সৃষ্টি হয় তাহা বলা বাহুল্য । অমর-
কোষের টীকাকার ভরতমল্লিককৃত চন্দ্রপ্রভানামক গ্রন্থের সমাপ্তিস্থলে ১৫৯৭ শকাব্দা লেখা
থাকায় ভরতগণ ২২৫১/২৬ বৎসর পূর্বে অমরকোষের টীকা করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণীকৃত হয় ।
বাচস্পত্যভিধানের সৃষ্টিও গণ্য ২৫ বৎসরের মধ্যেই হইয়াছে । ১১টীকায় সংহিতান্ত্রিলি নাম
উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে অগ্নিবিশংহিতার নাম নাই । হতবাক উহাকে পরাশর ও
ব্রাহ্মসংহিতার পরবর্তী বলিতে হইবে । পরাশরপুত্র ব্রাহ্মসংহিতায় অবৃষ্ট পিতৃজাতি
বলিয়া উক্ত আছে ; কিন্তু ব্রহ্মপুরাণ, স্বল্পপুরাণে মাতৃজাতি বলিয়া উল্লিখিত আছে । ইহাতে
উক্ত দুই পুরাণ বা উহার ঐ ঐ অংশ ব্রাহ্মসংহিতায় নয় বলিয়া সাবাস্ত হয় । কারণ একব্যক্তির
লেখ্য এত বিভিন্ন হইতে পারে না । অতএব উক্ত দুই পুরাণ বা ঐ ঐ অংশ পরাশর ব্রাহ্ম ও
যুধিষ্ঠিরাদির পরে রচিত হইয়াছে বলিয়া উপলব্ধি হয় ।

(১৩) “সর্কে ধর্ম্মাঃ কৃতো জাতিঃ সর্কে নষ্টাঃ কলৌ যুগে ।” ইত্যাদি । ১ম, পরাশর সং :

মহর্ষি মনু বলিয়াছেন,—

“ব্রাহ্মণা বৈশ্বকণ্ঠায়া মন্বন্তো নামজায়তে ।

নিষাদঃ শূদ্রকণ্ঠায়াঃ যঃ পারঃ উচ্যতে ॥ ৮ ॥”

১০অ, মনুসংহিতা ।

ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্বকণ্ঠার গর্ভে অশ্বঠনামা পুত্রের এবং ব্রাহ্মণকণ্ঠক শূদ্র-
কণ্ঠাতে নিষাদের জন্ম হইয়া থাকে ।

এই উক্তি কেবল ভগবান্ মনুর নহে তৎপরবর্ত্তী প্রাচীন সকল শাস্ত্রেই
এই একই কথা উক্ত হইয়াছে (১৪) । মনুসংহিতা যেমন সত্যযুগের, তেমনি
উহা বেদেরই পরবর্ত্তী শাস্ত্র (১৫) । অতএব যে কালে, যে অর্থে অশ্বঠ শব্দের
উৎপত্তি হয়, ভগবান্ মনুকেই তাহার একান্ত নিকটবর্ত্তী মনে করিতে হইবে ।
আমরা বলি, একথা কেন উক্ত হইয়াছে ? ব্রাহ্মণের গুণে বৈশ্বকণ্ঠার গর্ভে

শতেষু ঘটস্থ সাক্ষেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে ।

কলেগতের্ বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥ ১ তরঙ্গ, কল্পণ রাজতরঙ্গিণী ।

উদ্ধৃত পরাশর সংহিতা ও রাজতরঙ্গিণী বচনের অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রতীয়মান
হয় যে, একমাত্র ব্যাসসংহিতা ভিন্ন অন্যান্য সকল স্মৃতিই সত্যযুগ হইতে আরম্ভ হইয়া ব্যাস
কৃত সংহিতার পূর্বেই রচিত হইয়াছে, এবং পরাশর ও ব্যাস পাণ্ডবদিগের সমকালে অর্থাৎ
এক কলিযুগের বর্ষগণনায় ৬৫৩ বৎসরের পরেও বর্ত্তমান ছিলেন । আরও ইহার দ্বারা
স্থিরীকৃত হইতেছে যে কল্যাদের ৬৫৩ বৎসরের পূর্বেই পরাশর ও ব্যাসসংহিতা রচিত হয় ।

(১৪) “বৈশ্বায়াঃ বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোঃ অশ্বঠ উচ্যতে ।” ইত্যাদি ।

উশনঃসংহিতা ।

বিপ্রানুর্দ্ধাতিষিক্তোহি কত্রিয়ায়াঃ বিশস্ত্রিয়াম্ ।

অশ্বঠো— ইত্যাদি । যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা

“তেভা এব বৈশ্বাশ্বত্মাহিষ্যাঃ,” ইত্যাদি ।

জাতিতত্ত্ববিবেকধৃত গোত্মমসংহিতা ।

“বৈশ্বায়াঃ ব্রাহ্মণাজ্জাতা অশ্বঠা মুনিসন্তম ।” ইত্যাদি ।

পরাশর সংহিতা ও জাতিতত্ত্ববিবেকধৃত পরশুরাম সং ।

(১৫) “কৃতো হু মানবো ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াম্ গোতমঃ স্মৃতঃ ।

দ্বাপবে শম্মনিধিতঃ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ ॥”

১অ, পরাশর সংহিতা (বিজ্ঞানামরদ্বয়) ।

যে সন্তান হইল, মনুপ্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ তাহাকে অশ্বষ্ঠ কেন বলিলেন ? যদি বল, চিকিৎসকার্থেই তাঁহারা অশ্বষ্ঠ বলিয়াছেন ; তাহার উত্তর আমরা উপরেই দিয়াছি যে, অশ্বষ্ঠেব ঐসমস্ত অর্থের সৃষ্টি ভাবানুসারে পরে হইয়াছে। বিশেষ মনুসংহিতাপ্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রে চিকিৎসকার্থে অশ্বষ্ঠ নাম হইল, একথা উক্ত হয় নাই। ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্বকৃত্যতে ভাত সন্তানের নাম অশ্বষ্ঠ এই কথাই আছে, এবং সেই অশ্বষ্ঠের বৃত্তি চিকিৎসা তাহাও তৎপরেই উক্ত হইয়াছে। ইহাতেই উপলব্ধি হয় যে উৎপত্তিগত অর্থে অশ্বষ্ঠ নাম হয়, বৃত্তিগত অর্থে নহে। বৃত্তিগত অর্থে যে অশ্বষ্ঠের বৈদ্য চিকিৎসক প্রভৃতি নাম পরে হয়, তাহা প্রথমাধ্যায়ে দেখাইতে আমরা ক্রটি করি নাই ; এবং “বৃত্ত্যা জাতিঃ প্রবর্ততে” ব্যাসসংহিতার এই বাক্যের যাথার্থ্যপ্রতিপাদনের নিমিত্ত অশ্বষ্ঠ যে পরে বৈদ্য জাতি (শ্রেণী) বলিয়া প্রসিদ্ধ হন তাহা বলা গাছনা। স্পষ্টই দেখা যায় যে, যৎকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র নাম হইয়াছে তখন অশ্বষ্ঠ নাম হয় নাই। যে কারণেই হউক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি শ্রেণী (১৬) বিভাগ হওয়ার পরে ব্রাহ্মণ আর বৈশ্যে বিবাহসম্বন্ধ দ্বারা যে সকল পুত্র উৎপন্ন হইত, তাহাদেরই নাম অশ্বষ্ঠ হয়। এমতাবস্থায় বৃত্তিহেতু অর্থাৎ চিকিৎসকার্থে ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্বকৃত্যের গর্ভজাত সন্তানের নাম অশ্বষ্ঠ হইয়াছে, ইহা কি প্রকারে বিশ্বাসকরা যাইতে পারে ?

“বেদার্থোপনিষক্তাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃস্মৃতং।

মত্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্ততে ॥”

বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিষয়ক পুস্তকের

দ্বিতীয় খণ্ডে, বৃহস্পতিবচন।

এই উভয় শ্লোকের অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই, উপরে আমরা মনুসংহিতাসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহা সত্য বলিয়া নির্ণীত হয়।

(১০) মনুষ্যের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির অর্থ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীমাত্র, তাই আগর জাতি শব্দের পরিসর্তুে শ্রেণী শব্দ ব্যবহার করিলাম। গোজাতি, অশ্বজাতি, পশু ও পাখিজাতি এবং মনুষ্যজাতিতে যে প্রভেদ থাকায় ইহার পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন জাতি বলিয়া গৃহীত হয়, মনুষ্যের মধ্যে যে সেরূপ জাতিভেদ হইতে পারে না, তাহা এই পুস্তকের “অশ্বষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতি” অধ্যায়ে বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইবে।

পূর্বে (প্রথমাধ্যায় প্রভৃতিতে) যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহাতে পরিকাররূপে উক্ত আছে, চিকিৎসাবৃত্তি হইতেই অশ্বষ্ঠের বৈদ্য নাম হয় । এমতাবস্থায় প্রকাশ পায় যে, অশ্বষ্ঠ-নামের উৎপত্তিগত অর্থ ভিন্ন, প্রথমে ভিন্ন অর্থে অশ্বষ্ঠ নাম হয়, তৎপরে অশ্বষ্ঠে আয়ুর্কেন্দ্র (অর্থাৎ চিকিৎসা) অর্পিত হওয়াতে তাহারই চিকিৎসক বৈদ্য প্রভৃতি নাম পরে হইয়াছে । অশ্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি এ কথা সকল শাস্ত্রেই উক্ত আছে (১৭) । অশ্বষ্ঠকে যে চিকিৎসা-কার্যো নিযুক্ত করা হয়, ঐ সকল প্রমাণে তাহা স্পষ্টতঃ পরিবাক্ত হইতেছে, অতএব ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্বজ্ঞাত্যে বিবাহসম্বন্ধ দ্বারা যে সকল সন্তান হইয়াছিল, তাহাদের অশ্বষ্ঠ নাম কিজ্ঞাত্য কোন্ অর্থে হইল ? এই প্রশ্নের উত্তরে অবশ্যই বলিতে হইবে, পিতৃজ্ঞাতি অর্থে “অশ্ব” শব্দ আর “স্থা” ধাতুর যোগে ঐ সকল পুত্রকে অশ্বষ্ঠ বলা হইত । অশ্বষ্ঠের প্রকৃতার্থ পিতৃজ্ঞাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ । আমাদের এই কথা যে একান্ত সত্য, পুরাণশাস্ত্র দ্বারাও তাহাই প্রকাশ পায় । পৌরাণিকেরা অশ্বষ্ঠ শব্দের “অশ্বাকুলে তিষ্ঠতি” বাক্য দ্বারা উহার বৈশ্বজ্ঞাতি অর্থ করিয়াছেন (১৮) । ইহাতে এই পরিষ্কৃত হয় যে, ব্রাহ্মণ কর্তৃক

(১৭) “সুতানামশ্বারধ্যমশ্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং ।” ইত্যাদি । ১০অ, মনুসং ।

“বৈশ্বায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্ঞাতোহশ্বষ্ঠ উচ্যতে ।

কৃষ্যাজীবো ভবেত্তস্ত তথৈবাগ্নেয়বৃত্তিকঃ ।

ধ্বজিনীজীবিকা চৈব চিকিৎসাশাস্ত্রজীবকঃ ॥” উশনঃ সং ।

“বৈশ্বায়াং ব্রাহ্মণাজ্ঞাতা অশ্বষ্ঠা মুনিসন্তম ।

ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থে নির্দিষ্টা মুনিপুত্রবৈঃ ॥”

পরশর ও পরশুরাম সংহিতা বচন ।

“উপনীতঃ পঠেদ্যো নরসিংহার্চনকরেৎ ।” ইত্যাদি ।

“চিকিৎসেব তু তদ্ব্যর্থ আয়ুর্কেন্দ্রবিধানতঃ ।” ইত্যাদি । পদ্মপুরাণ বচন ।

১৮১নং মাণিকতলা স্ট্রীট কলিকাতার শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ সম্পাদিত ও শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ দত্ত প্রকাশিত পদ্মপুরাণে এসকল বচন নাই । পদ্মপুরাণ ও তাহার পরিশিষ্ট সমাপ্ত করিয়া সৃষ্টিখণ্ড ও ব্রহ্মখণ্ড হইতে কায়স্থের অর্থাৎ চিত্রকুণ্ডের উৎপত্তিবিবরণ মুদ্রিত করিয়াছেন, ইহাতে বোধ হইতেছে যে, অস্ত্রাত্ম জাতিবিষয়ক সমুদয় বৃত্তান্ত অর্থাৎ পদ্মপুরাণীয় জাতিমালা পরিত্যাগ করিয়া উক্ত পুস্তক তাঁহারা মুদ্রিত করিয়াছেন ।

(১৮) একথা সত্য যে পৌরাণিকগণ চিকিৎসাবৃত্তি অশ্বষ্ঠ বৈদ্যের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া

শৈল্পিকজ্ঞাতে জ্ঞাত সম্বন্ধকে তাঁহারাও প্রথমে উৎপত্তিগত অর্থেই অষ্ট বলিয়া পরে চিকিৎসাব্যবসায় ও আয়ুর্বেদাদিধ্যয়ন হইতে সেই অষ্টকেই বৈদ্য বলিয়াছেন। অতএব পৌরাণিক প্রমাণ দ্বারাও সাব্যস্ত হইতেছে যে, অষ্টের উৎপত্তিগত নাম ও অর্থ এক এবং চিকিৎসাব্যবসায় ও আয়ুর্বেদাদি অধ্যয়নগত নাম ও তাহার অর্থ অন্য। পৌরাণিকেরা “অষ্টাকুলে তিষ্ঠতি” অর্থে অষ্টা—“ড” করিয়া অষ্ট করিয়াছেন, তাহা হইতেই পারে না, যেহেতু তাহাতে “অষ্টা” পদ হয় এবং জোর করিয়া অষ্টার আকারের লোপ করিতে হয়। স্বীকার করিলাম, তাহাই হউক, কিন্তু চিকিৎসাজ্ঞ যে অষ্ট পিতৃজ্ঞানীয়, মনু প্রভৃতি প্রাচীন সংহিতামতে অষ্ট যে পিতৃজ্ঞান, সে কখনই মাতৃজ্ঞান হইতে পারে না এবং তাহাকে কিছুতেই মাতৃজ্ঞান বলা যাইতে পারে না। বিশেষ “অষ্ট” বলিয়া যখন একটি শব্দ আছে (বাহা পূর্বে দেখান হইয়াছে) তাহার অর্থ যখন পিতা এবং অষ্ট স্থা—“ড” করিয়া “পিতৃকুলে তিষ্ঠতি” অর্থে যখন অষ্ট পদ অবিরোধে সম্পন্ন হয়, তখন পৌরাণিকদিগের উপরি উক্ত অষ্ট শব্দের সাধন যে দুর্বল (অপ্রকৃত) তাহা বুদ্ধিমানেরা অবশ্যই স্বীকার করিবেন। অষ্ট শব্দের উল্লিখিত ভাবার্থকারিগণ যেমন উহার উল্লিখিত ভাবার্থ করিয়া উক্ত শব্দের উৎপত্তিগত প্রকৃতার্থকে তদ্বারা আচ্ছন্ন করিয়াছেন, তেমনি

তাহাকেই অষ্টও বলিয়াছেন। কিন্তু মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতি ও মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন পুরাণে ঐপ্রকার ইতিহাস পরিব্যক্ত হয় নাই। আয়ুর্বেদাদিশাস্ত্রাদিধ্যয়ন ও চিকিৎসা ব্যবসায় হইতে অষ্টের বৈদ্যান্য (উপাধি) হয়, এই কথা মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে আছে। ঐ সকল প্রাচীন গ্রন্থে চিকিৎসাব্যবসায়করিবার জন্তই বৈদ্যের (অষ্টের) উৎপত্তি উক্ত না হওয়াতে বুঝিতে হইবে, পৌরাণিকগণের উক্ত বর্ণনা আধ্যাত্মিক ও কল্পনামাত্র, অর্থাৎ উহা ব্রাহ্মণদিগের ব্রহ্মার মুখ, বাহ, উরু ও পদ হইতে জন্ম হওয়ার স্থায় বৈশ্বের অর্থাৎ অষ্টের অলৌকিক উৎপত্তি। পৌরাণিক আর্ষ্যদিগের এই এক ভাব ছিল যে, যে ব্যক্তিতেই তাহার সমধিক সঙ্গের সমাবেশ দেখিতেন তাহারই উৎপত্তিকে তাহার অঙ্গুত করিতেন। অঙ্গু ভাব এই যে, গুণগত আর্ষ্যজাতিভেদকে জন্মগত করা। তাহাদের মধ্য হইতে গুণগত জাতীয় ভাব বিদূরিত হইয়া যখন তাহা জন্মগত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল অর্থাৎ গুণগত আর্ষ্যজাতিভেদকে তাহার যৎকালে জন্মগত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তৎকালেই বৈদ্যদিগকে (চিকিৎসাব্যবসায়ী অষ্টগণকে) স্বতন্ত্রজাতিকরিবার অভিপ্রায়ে তাহাদেরও উৎপত্তিতে তাহার নানাবিধ কল্পনার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

অষ্টম শতকের পিতৃজ্ঞাতি অর্থ গোপনকরিবার অতিপ্রায়েই পৌৰাণিকগণও যে উহার নানাপ্রকার অসরলার্থের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন ও প্রচার করিয়া (নিপাতনে) অস্বা—স্বা—“ড” করিয়া অস্বর্গপদসাধন করিয়াছেন তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই ।

প্রাচীনকালে বৈদ্যগণ যে ব্রাহ্মণশ্রেণীস্থ ছিলেন, পূর্বাধারে তাহা বিশেষ-রূপে সপ্রমাণ করা হইয়াছে এবং চিকিৎসাব্যবসায়করা অর্থে অষ্টমদিগকে যে পূর্বকালে বৈদ্য বলা হইত, বিবাহসম্বন্ধ দ্বারা ব্রাহ্মণের হইসে বৈশ্বকৃত্যার গর্ভজাত পুত্রদিগকে যে পিতৃজ্ঞাতি (অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতি অর্থে) প্রাচীন কালে অষ্টম বলা যাইত, তাহা এ অধ্যায়ে প্রমাণীকৃত হইল । এই সমুদয় হইতে প্রাচীন কালের এই ইতিহাস পরিব্যক্ত হয় যে, প্রাচীনকালে মনুও পূর্বে ব্রাহ্মণের মধ্যে (বর্তমানকালীয়) কনোজিয়া, সরোরিয়া, রাঢ়ীয়, বাবেজ, বৈদিক প্রভৃতি শ্রেণীর ন্যায় অষ্টম বলিয়া যে এক শ্রেণী ছিল (১২) উত্তরকালে সেই অষ্টমগণই অন্যান্য বেদ সহ আয়ুর্বেদাদি শাস্ত্র ব্রহ্মচর্যাশ্রমে অধ্যয়ন-করত বিদ্যাসমাপ্তকরা অর্থে বৈদ্য উপাধি ও চিকিৎসারত্তি প্রাপ্ত হন, এবং ভগবান্ মনুও সেই জন্তই “অষ্টমানাং চিকিৎসিতং” এই বিধি দ্বারা ও

(১২) মনুরও পূর্ববর্তী বলা হইল এই জন্ত যে মনু যে সকল বচনে অষ্টম নাম ও তাহার বৃত্তি প্রভৃতি কীর্তন করিয়াছেন তাহার অর্থ দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়, যে সকল তাহার নিজের কৃত বিধি নহে, তাহার পূর্ববর্তী ইতিহাসমাত্র । প্রাচীনকালে বর্তমান কালের জ্ঞান জাতিভেদ ছিল না । হুতরাং একালের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে যে সমস্ত আচারের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, প্রাচীনকালের অষ্টম-ব্রাহ্মণদিগের সহিত অজ্ঞাত শ্রেণীর ব্রাহ্মণের আচারের সেরূপ কোন বিভিন্নতা ছিল না । একালে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সহিত একালের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের এইমাত্র পার্থক্য ।

“ব্রাহ্মণাঃশৈবকৃত্যারামস্বস্তো নাম জায়তে ।

নিবাদঃ শূদ্রকৃত্যারঃ যঃ পারশব উচ্যতে ॥ ৮ ॥” ইত্যাদি । ১০অ, মনুসং ।

“ভগবন্ সর্ববর্ণানাং যথাবদনুপূর্বশঃ ।

অন্তরপ্রভবানাঞ্চ ধর্ম্মান্নো বক্তুম্হসি ॥ ২ ॥” ১অ, মনুসং ।

এই দুইটি বচনের অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ভগবান্ মনুরও পূর্বে ব্রাহ্মণাদি বর্ণবিভাগ ও অষ্টমের উৎপত্তি ও তাহার অষ্টম নাম হইয়াছে । ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও অষ্টম প্রভৃতি শব্দ মনুর সৃজিত নহে ।

তৎপরবর্তী স্মৃতিপুরাণকারগণও একমাত্র অষ্টকেই আয়ুর্কেন্দাদিশাঙ্গাধিকার এবং চিকিৎসাবৃত্তি প্রদানপূর্বক বৈদ্যার্থ এবং পিতৃহ (ব্রাহ্মণজাতি) এই উভয়ার্থ-যুক্ত করিয়া গিয়াছেন । বৈদ্যে অগ্রে কোন প্রভেদ নাই, প্রথমাধ্যায়ে তাহা স্পষ্ট হইয়াছে, সেই অভিন্নতার স্মৃতি ভগবান্ মনুরও পূর্বে হয় বলিয়া মনু-সংহিতার দ্বারা সপ্রমাণ হয় (২০) ।

“সত্যাত্রেতা দ্বাপরে যুগে যুগে ব্রাহ্মণাঃ কিল ।

ব্রহ্মকত্রিরবিট্ শূদ্রকল্পকা উপধেমিরে ।

তত্র বৈশ্বশ্রুতারাং যে জঞ্জিরে তনয়া অমী ।

সর্কে তে মুনয়ঃ খাতা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ ॥”

জাতিতত্ত্ববিবেক ও শব্দকরত্মক স্মৃতি

অগ্নিবিশেষসংহিতা ।

সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই তিন যুগে ব্রাহ্মণেরা যে ব্রাহ্মণ কত্রির বৈশ্ব ও শূদ্রকল্পাদিগকে বিবাহ করিতেন, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের বৈশ্বকল্পা পত্নীতে জাত সন্তানেরা (অর্থাৎ অষ্টকের) সকলেই বেদবেদাঙ্গাদিপারগ মুন বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন ।

উপরে প্রমাণ দ্বারা দেখান হইয়াছে এবং এই অংশের পরবর্তী অধ্যায়বিশেষেও দেখান যাইবে যে, ব্রাহ্মণের বৈশ্বকল্পাপত্নীতে জাত সন্তানের নাম অষ্ট ও তাহার অর্থ ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ । আর পূর্বাধ্যায়ে বলা হইয়াছে, অষ্টকেরাই কালে বেদবেদাঙ্গসহকালে আয়ুর্কেন্দাধায়ন করিয়া বৈদ্য বলিয়া বিখ্যাত হন, উক্ত অগ্নিবিশেষসংহিতার বচন দ্বারা তাহাও সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হইতেছে ।

(২০) কুতে তু মানবোধির্দ্বিজৈস্তারাং গৌতমঃ স্মৃতঃ ।

দ্বাপরে শত্মলিখিতঃ কলো পারাশরঃ স্মৃতঃ ॥” ১৯, পরাশরসং ।

বিজ্ঞানাগরকৃত বিশ্ববিবাহবিধিরক দ্বিতীয় পুস্তকভূত ।

উপরি উক্ত বচনানুসারে মনুসংহিতা সত্যযুগের ধর্মশাস্ত্র হইতেছে । মনুসংহিতার আছে, “অষ্টকানাং চিকিৎসিতং” অর্থাৎ অষ্টকের চিকিৎসাবৃত্তি । চিকিৎসাবৃত্তি হইলেই বৈদ্য হইল (এই অংশের প্রথমাধ্যায়ের ২৫১কৃত মন্ত্রপুরাণবচন দেখ) । এই জন্ত মনে আমরা বলিয়াছি যে, অষ্টক-আর বৈদ্যে অভিন্নতার স্মৃতি সত্যযুগে ভগবান্ মনুরও পূর্বে হইয়াছে ।

উদ্ধৃত বচনে আছে, অষ্টষ্ঠেরা সকলেই মূনি বলিয়া সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিন যুগে খ্যাত ছিলেন । অগ্নিবেশ যে বলিয়াছেন, সত্য ত্রেতা দ্বাপর যুগে ব্রাহ্মণেরা বৈশ্বকৃত্যকে বিবাহ করিতেন, তাহার অল্প প্রমাণ এখানে উদ্ধৃত করা বাহ্য (বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিবাহবিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক দেখ) । আমরা উপরে যে সকল হেতুতে অষ্টষ্ঠশব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ করিলাম, তাহা যে একান্তই সত্য, মূর্দ্ধাভিষিক্ত শব্দের অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা প্রকাশ পায় (২১) ।

ইতি বৈদ্যশ্রীগোপীচন্দ্র-সেনগুপ্ত-কবিরাজকৃত-বৈদ্যপুরাণে

ব্রাহ্মণাংশে পূর্ব্বখণ্ডে অষ্টষ্ঠশব্দার্থো নাম

তৃতীয়াধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

(২১) “বিপ্রামূর্দ্ধাভিষিক্তে হি ক্ষত্রিয়ায়াঃ বিশস্ত্রিয়ান্ ।

... ... বিন্নাশেষ বিধিঃ স্মৃতঃ । যাজ্ঞবল্ক্য সং ।

ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়কৃত্যতে জাত সন্তানের নাম মূর্দ্ধাভিষিক্ত.....ব্রাহ্মণের বিবাহিতা পত্নীতে এই বিধি ।

“মূর্দ্ধাভিষিক্ত (মূর্দ্ধন মণ্ডক অভিষিক্ত, ৭মী—ব ।রাজা । ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াজাত জাতিবিশেষ ।” পণ্ডিত রামকমলকৃত, প্রকৃতিবাদ অভিধান ।

“মূর্দ্ধাভিষিক্ত (পু) মূর্দ্ধন+অভিষিক্ত) রাজা ... । ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত জাতিবিশেষ ।” শ্রামাচরণ শর্মাকৃত শব্দদোষিতি অভিধান ।

মনুসংহিতার তৃতীয়াধ্যায়ে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়কৃত্য ভাষ্য । ও নবমাধ্যায়ে তদগর্ভজাত ব্রাহ্মণপুত্রের ধনবিভাগ এবং অশৌচাদির বিধি উক্ত হইয়াছে ; এবং অস্তান্ত সংহিতাতেও এই সকল উক্ত আছে । যদিও অস্তান্ত সংহিতাতে এই পুত্রকে মূর্দ্ধাভিষিক্ত বলিয়া স্পষ্ট উক্ত হয় নাই, তথাপি যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার উদ্ধৃত বচন দ্বারাই নির্ণীত হয় যে, মনুপ্রভৃতির কথিত ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়কৃত্যপত্নীর পুত্রই মূর্দ্ধাভিষিক্ত । উদ্ধৃত অভিধানে যে মূর্দ্ধাভিষিক্তের অর্থ রাজা (রাজ্য্যভিষিক্ত ক্ষত্রিয়) উক্ত হইয়াছে তাহা হইতে পারে, কিন্তু তাহারা যে মূর্দ্ধাভিষিক্ত শব্দ সাধন-করিয়াছেন, ব্রাহ্মণের ঔরসে তদীয় ক্ষত্রিয়কৃত্যপত্নীর সন্তান মূর্দ্ধাভিষিক্তের সেই

চতুর্থ অধ্যায় ।

বৈদ্যবৃত্তি ।

আর্যেরা বৈদ্যশ্রমিকে (অষ্টশ্রেণীকে) কোন্ কোন্ বৃত্তি প্রদান করিয়াছিলেন এবং তৎসমুদয়ই যে ব্রাহ্মণের বৃত্তি, এই পরিচ্ছেদে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে । প্রাচীনকালে বৈদ্যজাতি যে ব্রাহ্মণজাতি ছিলেন, এই অংশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে তাহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে, এবং ষষ্ঠ ও অষ্টমাধ্যায়ে তাহা বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইবে । যখন সমুদয় বেদবেদাঙ্গ সহ আয়ুর্বেদাধ্যয়ন না করিলে প্রাচীন কালে কেহই বৈদ্য হইতে পারিতেন না, অষ্টমেরাই যখন তাহাতে সমর্থ ও চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বৈদ্য হন (১) তখন জ্ঞানবিষয়ে বৈদ্যকে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে । প্রাচীনকালে যাহারা জ্ঞানবিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহারা অব্রাহ্মণ একথা একান্ত অযুক্ত । যাহারা পূর্ণ বেদ জানিতেন তাহারা যে ব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মণ) তাহা পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে । ঐ স্থলেই সপ্রমাণ হইয়াছে যে বৈদ্য (অষ্ট) ব্রাহ্মণ । পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, অষ্টমেরাই সমুদায় বেদ সহ আয়ুর্বেদাধ্যয়ন করত চিকিৎসাকার্যে বিশেষ দক্ষতা প্রদর্শনপূর্বক বৈদ্য হইয়াছেন (২) । অষ্টমেরাই

অর্থই হইবে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ যেমন সকলের মন্তকস্থিত (উপরে), উক্ত সন্তানও তক্রপ, ইহা বলিয়া উক্ত সন্তান যে ব্রাহ্মণ, তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছে । যমদগ্নি পরশুরাম প্রভৃতি মুর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ । (মহাভারত, বিষ্ণুপুராণ, শ্রীমদ্ভাগবত দেখ) ।

অভিধানকর্তারা যেমন অষ্টশব্দের নানাবিধ অসরলার্থ করিয়া তাহার উৎপত্তিগত অর্থকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন, তেমন মুর্দ্ধাভিষিক্ত শব্দের অগ্ণান্য অর্থ করিয়া উক্ত শব্দের প্রকৃতার্থ গোপন করিয়া গিয়াছেন ।

(১) দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে চরকসংহিতা মনুসংহিতা প্রভৃতি দ্বারা সপ্রমাণ করা হইয়াছে, সমুদায় বেদ বেদাঙ্গ ও আয়ুর্বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়নসমাপন করিয়া অষ্টমেরাই বৈদ্যসংজ্ঞা লাভ করেন এবং চিকিৎসাব্যবসায় অষ্টদিগেরই শাস্ত্রোক্ত বৃত্তি ।

(২) অষ্টমেরা যখন বৈদ্য, সত্যধ্বং অর্থাৎ মনুসংহিতাশৃঙ্খলও পূর্ব হইতে অষ্টদিগেরই যখন চিকিৎসাবৃত্তি, তখন তাহারা ইহা যে বিদ্যাসমাপ্ত করিয়া চিকিৎসাকার্যে বিশেষ পারদর্শী

উক্ত বিষয়ে পারগ হইরাছিলেন, এই কথাতে পরিব্যক্ত হয় যে, অতীত ব্রাহ্মণেরা (অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকতা ও কত্রিয়কতা পত্নীতে জাত পুত্রেরা) তাহাতে অপারগ হইয়া কেবল ধর্ম্ব্যাজকতাবৃত্তি করিতেন (৩)। এস্থলে কেহ বলিতে পারেন, তবে কি ধর্ম্ব্যাজকতা (যাজ্ঞানাদি) হইতে চিকিৎসা উচ্চ বৃত্তি ? চিকিৎসা কি গুরুতর কার্য্য ? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, প্রাকৃত ধর্ম্ব্যাজকতার পারত্রিক সুখসম্বন্ধ থাকিতে তাহা কেবলমাত্র চিকিৎসা হইতে উচ্চ কার্য্য বটে। ঠাহারা কেবল চিকিৎসক, তাঁহাদের আসনও ঐরূপ ধর্ম্ব্যাজকের একটু নীচেই। ধর্ম্ব্যাজকতা হইতে চিকিৎসা একটু নীচে এই জ্ঞাত যে, ধর্ম্ব্যাজকতা হইতে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামাদি লাভ হয়, আর চিকিৎসা হইতে উক্ত চতুর্ধর্গসাধনের মূল ভিত্তি যে আরোগ্য তাহাই লাভ-হইয়া থাকে। অতএব দেখা যায় যে, কেবল চিকিৎসা ধর্ম্মাদিসাধনের মূল যে আরোগ্য তাহারই জননী (৪)। আমরা কেবল চিকিৎসককে ধর্ম্ব্যাজকের একটু নীচের আসন প্রদান করিয়াছি, কিন্তু প্রাচীন কালের বৈদ্যাগণ কেবল চিকিৎসক ছিলেন না। তাঁহারা যখন অখিল বেদজ্ঞ (শাস্ত্রজ্ঞ) বলিয়া বৈদ্যা উপাধি প্রাপ্ত-হইরাছিলেন, তখন তাঁহারা যে ধর্ম্ব্যাজকতা (যাজ্ঞানাদিও) করিতেন তাহা বলা বাহুল্য। মহুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান দ্বারা অশ্বষ্ঠেরা দ্বিজ অর্থাৎ উপনীত হইয়া ঋক্ যজুঃ সাম

দেখাইলেন তৎসম্বন্ধে আর অধিক প্রমাণের প্রয়োজন হয় না ; শাস্ত্রকারেরা অশ্বষ্ঠকে যে বৈদ্যা বলিয়াছেন ও চিকিৎসাবৃত্তি প্রদান করিয়া গিয়াছেন তাহাই উক্ত বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ।

(৩) “নাব্রাহ্মণে গুরো শিষ্যো বাসমাত্যান্তিকং ব্রজ্ঞেৎ।

ব্রাহ্মণে চাননুচানে কাজ্জন্ গতিমহুত্তমাং ॥ ২৪২ ॥” ২অ, মহুসং।

ভাষ্য ও টীকা দেখ।

এই শ্লোক দ্বারা প্রমাণ হইতেছে, প্রাচীন কালে এমন অনেক ব্রাহ্মণ ছিলেন, যাহারা সাম্ভ সমুদ্র বেদ সমাপ্ত করিতে সমর্থ হইতেন না।

(৫) “ধর্ম্মার্থকামমোক্ষার্থানারোগ্যঃ মূলমুত্তমঃ।” ইত্যাদি।

২অ, সূত্রস্থান চরকসং। ১অ, পূর্বখণ্ড, ভাবপ্রকাশ।

“আয়ুষ্কামরম্মানেন ধর্ম্মার্থস্থখসাধনম্।

আয়ুর্বেদোপদেশেন বিধেয়ং পরমাদরাৎ ॥ ২:১ ॥” ১অ, সূত্রস্থান।

বাগ্ভট (অষ্টাঙ্গহৃদয় সংহিতা)।

ও অর্থক্স বেদাদি যে অধ্যয়ন করিতেন তাহা সম্ভব হইবে (৫)। অর্থক্স চিকিৎসাবৃত্তি ঐ সকল শাস্ত্রে উক্ত হইরাছে কিন্তু ধর্মযাজকতা নিষিদ্ধ হয় নাই। প্রাচীনকালের অর্থক্সগণ যে তাহাও করিতেন পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে তাহাও প্রদর্শিত হইরাছে, এ অধ্যায়েও পরে প্রদর্শিত হইবে। এমনভাবে বলাতে হইল, প্রাচীন কালে যাহারা কেবল ধর্মযাজক তাহাদের হইতে সে কালের বৈদ্যগণ জ্ঞান-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইহা একান্ত সত্য কথা যে, মল্লবাদিগের মধ্যে সকলেই তুল্য ক্ষমতাসম্পন্ন হয় না, তাহা হইলে এই ভাষ্যেও ক্ষমতান্তরে ব্রাহ্মণ-কত্রিাদি প্রভেদের সৃষ্টি হইত না (৬)। অতএব প্রাচীনকালের অর্থক্স ব্রাহ্মণেরা জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিতে উক্ত কালের কেবল ধর্মযাজক ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা করা হয় নাই।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ত্রিবিধ ব্যাধি ও তাহার ত্রিবিধ চিকিৎসা উক্ত হইরাছে (৭)।

(৫) “অজাতিজ্ঞানন্তরজাঃ যট্ স্ততা বিজঘর্ষণঃ ।

শ্রুগাংস্ত সধর্গাণঃ সর্কেঃপঞ্চঃসজাঃ স্ততাঃ ॥ ৪১ ॥” ১০অ, মনুসং ।

ভাষ্য—“অজাতিজ্ঞানন্তরজাঃ সমানজাতীরাম্ জাতান্তে বিজঘর্ষণ ইত্যেতৎ সিদ্ধমেবা-
মুদ্যতে । অনন্তরজানাং তুল্যাভিধানাং তদ্বর্গপ্রাপ্তার্থম্ । অনন্তরজা অনুলোমা—
ব্রাহ্মণাঃ কত্রিরাবৈশ্বর্যোঃ কত্রিরাবৈশ্বর্যঃ জাতান্তেহপি বিজঘর্ষণ উপনয় ইত্যর্থঃ ।
উপনীতাস্ত বিজাতিধর্মেঃ সর্কেরধিক্রিয়ন্তে । মে ॥ ৪১ ॥”

টীকা—অজাতিজ্ঞেতি । বিজাতিনাং সমানজাতীরাম্ জাতাঃ তথানুলোম্যেনোৎপত্তাঃ ব্রাহ্ম-
ণেন কত্রিরাবৈশ্বর্যোঃ কত্রিণে বৈশ্বর্যঃ যট্ পুত্র উপনয়ঃ । কুঃ ॥ ৪১ ॥

ব্রাহ্মণাঃবৈশ্বকস্তায়ামবধৌ নাম জায়তে ।

নিবাদঃ শ্রুজস্তায়াম্ যঃ পারশব উচ্যতে ॥ ৮ ॥”

উক্ত শ্লোক ও তাহার টীকা ভাষ্যাদি দ্বারা বুঝা যায় যে অর্থক্স বিজ্ঞ এবং উপনয়ন ও বেদাদিশাস্ত্রাধিকারী।

(৬) “চাতুর্কর্ষ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ ।” ৪অ, ভগবদ্গীতা ।

পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ডের ২৫২৬২৭ ‘অধ্যায় ও মহাভারতীয় বনপর্বাস্তর্গত আজগর পর্ব-
াধ্যায় এবং মহাভারতীয় অনুশাসনপর্ব দেখ ।

(৭) “ইহ খলু হেতুর্নিমিত্তস্বায়তনং প্রত্যয়সমুদানং নিদানমিতানর্থাস্তরং । তত্রিবিধং
অসাম্বোল্লিয়ার্থসংযোগঃ প্রজ্ঞাপরাধঃ পরিণামশ্চেতি । অতত্রিবিধব্যাধয়ঃ প্রাহুর্ভবন্ত্যগ্নেয়-
সৌম্যবায়ব্যাঃ । অপরে রাজসাস্ত্র্যমাস্ত্র ।” ১অ, নিদানস্থান, চরকসং ।

গ্রহজুষ্টি দ্বারাও ব্যাধির উৎপত্তি হওয়া বিবিধ আয়ুর্কৌদীয় গ্রন্থে বর্ণিত আছে (৮) । অহিত আহার ও আচার দ্বারা, পাপ দ্বারা, গ্রহজুষ্টি দ্বারা যে সকল ব্যাধি হইত, তাহাতে আশুরী মানুষী ও ঈদবী এই ত্রিবিধ চিকিৎসারই প্রাচীন কালে প্রয়োজন হইত । একালের মনুষ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ এই সকল বিশ্বাস করিতে পারেন না কিন্তু উক্ত প্রমাণ হইতে পরিস্ফুট হয় যে সেকালের আখ্যোরা কথিত সমুদয় বিশ্বাস করিতেন । যাণ হউক, আশুরী চিকিৎসা কি ?

জয়োৰোপা ইতি নিজাগন্তিমানসঃ । তত্র নিজঃশরীরদোষসমুখঃ । আগন্তুভূতবিষবায়ুগ্নি-
সম্প্রহরাদিসমুখঃ । মানসঃ পুনরিষ্টালাভাভাঙ্গভাচ্চানিষ্টোপজায়তে ।

১১অ, সূত্রস্থান, চরকসং ।

“তদ্বায়ুম্মাদকরাণাং ভূতানামুদয়িতব্যভারস্তবিশেষঃ । তদযথা—অবলোকন্তোদেবা
জনয়ন্ত্যাদাং গুরুবৃদ্ধসিদ্ধরোহভিশপন্তঃ পিতরো ধর্যন্তঃ স্পৃশন্তো গুরুর্বাঃ সমাবিশন্তো
বক্ষরাক্সাস্তমোগকানাত্রাপয়ন্তঃ পিশাচাঃ পুনরধিরূহ বাহয়ন্তঃ ।

উদয়িতব্যভারমপি গলু দেবর্ষিপিতৃগুরুকর্যক্ষরাক্সপিশাচানামেত্যন্তরেষু গমনীয়ঃ পুরুষঃ ।
তদযথা—পাপস্ত কর্ণণঃ সমারন্তে পূর্বকৃতস্ত বা কর্ণণঃ পরিণামকালে ।” ইত্যাদি ।

৭অ. নিদানস্থান, চরকসং ।

“আশুরী মানুষী দৈবী চিকিৎসা ত্রিবিধামতাঃ ।

শস্ত্রেঃ কবার্যৈর্হোমাত্মৈঃ ক্রমেণান্ত্যা হুপুজিতা ॥”

শ্রীমুক্ত হরলাল গুপ্ত ও শ্রীমুক্ত বিনোদলাল সেনকৃত

ভৈষজ্যরত্নাবলীভূত বচন ।

শস্ত্রেবর্ণীয় নাম একাদশাধ্যায়, সূত্রস্থান চরক ও হৃশ্বেতসংহিতার প্রথমাধ্যায় দেখ ।

(৮) “মানসেন চ হুঃখেন স চ পঞ্চবিধোমতঃ । ইত্যাদি ।

বিরুদ্ধজুষ্টিভোজনানি—

অৎর্ষণং দেবগুরুষিজানাং । ইত্যাদি ।

ভূতোদ্যাদমুদাহরেৎ । ইত্যাদি ।

ব্রহ্মণ্যোভবতি নরঃ সদেবজুষ্টিঃ । ইত্যাদি ।

দুষ্টায়া ভবতি স দেবশত্রুজুষ্টিঃ ।” ইত্যাদি ।

উদ্যাদনিদান মাধবকর কৃত ।

বিপ্রান্ গুরুন ধর্যন্তাং পাপ কর্ণ চ কুর্বতাং । ইত্যাদি ।

কুষ্ঠচিকিৎসা, চিকিৎসাস্থান, চরকসংহিতা ।

মাধবকর কৃত কুষ্ঠনিদানভূত ।

না, অস্ত্রপ্রয়োগকরত পীড়ার ধ্বংসকরা ; মাছুষী চিকিৎসা কি ? না, কষাক্ষ, মোদক, বটকাদি দ্বারা ব্যাধির বিনাশসাধনকরা ; দৈবী চিকিৎসা কি ? না, হোমাদি দ্বারা গ্রহ ও দেবতাগণকে প্রসন্ন করত রোগীর পাপের শাস্তি করিয়া ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সুস্থকরা । এখন যে আমরা দেখিতেছি, চিকিৎসকেরা চিকিৎসায় কেবল অস্ত্রপ্রয়োগ করা, পাচনাদি সেবন করান, এই দুইটি মাত্র উপায়াবলম্বন করিয়া থাকেন, প্রাচীনকালের চিকিৎসায় কেবল তাহাই ছিল না । উক্ত চিকিৎসার একাঙ্গ দৈবী চিকিৎসা, সে অঙ্গ এখন নাই । অল্প-মাত্র থাকিলেও এখন তাহা বৈদ্যের হস্তে নাই । কিন্তু প্রাচীনকালে এ নিয়ম ছিল না, তখনকার বৈদ্যেরা স্বয়ংই দৈবী চিকিৎসা অর্থাৎ গ্রহ ও দেবত্যাগণের প্রসন্নার্থে শাস্তি, স্বস্ত্যয়ন, বলি, মন্ত্রল (কবচ) পূজা ও তদ্ব্যপেক্ষে হোমাদি করিতেন (৯) । প্রাচীনকালের চিকিৎসকদিগকে দৈবীচিকিৎসা (পূজা ও

ভূতাভিষজ্ঞাৎ কুপ্যন্তি ভূতসামান্তলক্ষণাঃ ॥ ১৫ ॥

ভূতাভিষজ্ঞাহুধোগো হান্তরোদনকম্পনং ॥ ১৬ ॥”

অরাধিকার, মাধবনিদান ।

“পাপক্রিয়া পুরাকৃতকর্মযোগাচ্চ ত্বদ্যোগ্য ভবন্তি ।”

৯অ, চিকিৎসাস্থান, স্বশ্রুতসং ।

সামুনিম্বাবধাশ্চস্বহরণাশ্চৈশ্চ সৈবিতৈঃ ।

পাপম্ভিঃ কশ্মভিঃ সজ্জঃ প্রান্তনৈঃ প্রেরিতো মনঃ ॥ ইত্যাদি ।

৪অ, নিদানস্থান, অষ্টাঙ্গহৃদয় সং (বাগ্ভট্) ।

“দেবাতিথিবিজ্ঞনরেল্লগুরুপমানাৎ ।” ইত্যাদি ।

২০অ, চিকিৎসাস্থান, হারীতসং ।

তে পুনঃ সপ্তবিধা ব্যাধয়ঃ । তদ্যথাদিবলপ্রবৃত্তাঃ, জন্মবলপ্রবৃত্তাঃ, দোষবলপ্রবৃত্তাঃ, সংধাতবলপ্রবৃত্তাঃ, কালবলপ্রবৃত্তাঃ, দেববলপ্রবৃত্তাঃ, ঋতাবলপ্রবৃত্তাঃ ইতি ।” ইত্যাদি ।

২৪অ, স্বস্থান, স্বশ্রুতসংহিতা ।

“পাপক্রিয়া পূর্বকৃতঞ্চ কর্ম হেতুঃ কিলাসমস্ত বিরোধি চান্নং ।” চিকিৎসাস্থান চ সং ।

১৪অ, চিকিৎসাস্থান চরক ও ৫০অ, ভূতবিজ্ঞা হারীতসংহিতা দেখ ।

(৯) “পূজাবলুপহারৈশ্চ হোমমন্ত্রাজ্ঞানাদিভিঃ ।

জয়েদাগচ্ছন্নাদঃ যথাবিধি শুচির্ভিক্ষুঃ ॥” প্রথম ভাগ ভাবপ্রকাশ,

উন্মাদরোগ চিকিৎসা অধিকার ।

হোমাদি) করিয়া চিকিৎসা করিতে হইত বলিয়া তাঁহাদের সকল শাস্ত্র ও সকল

কর্মজা ব্যাধয়ঃ সর্কে প্রভবন্তি পরীরিণাঃ ।

সর্কে নরকরূপাঃ স্যুঃ সাধ্যাসাধ্যা ভবন্তি হি ।

অজাছা বৎকৃতং পাপং পশ্যাৎ কৃচ্ছ্ৰং সমাচরেৎ ।

প্রারম্ভিত্ত্ববলেনাপি সাধ্যরূপেণ ভবেদ্বগদঃ ।

ক্রিয়তে জ্ঞাতরূপেণ পশ্যাৎ কৃচ্ছ্ৰং সমাচরেৎ ॥ ইত্যাদি ।

প্রারম্ভিত্ত্বঃ বথোক্তকং কারয়েৎ ভিমজাংবয়ঃ । ২হান, ১অ, হারীতসং ।

অথ নক্ষত্রহোমঃ ব্যাখ্যাস্তামঃ ।

অর্কঃ ধীরপালাশো বদরী পারিতন্ত্রকঃ । ইত্যাদি ইতি সমিধঃ ।

ধূপদীপাদিভিন্নলকারৈরলঙ্কৃতঃ বাস্তবগুণঃ কৃচ্ছ্ৰা ঈশানাদিক্রমেণ নক্ষত্রমণ্ডলে বথোক্তগন্ধ-
পুষ্পৈরর্চয়েৎ । তন্মণ্ডলমধ্যবর্ত্যাদিত্যাদিনবগ্রহান্ সমভ্যর্চ্য ক্রমেণ সমিদ্ধিহোমং কুৰ্য্যাৎ ।
দধিমধুম্নতাক্তাভিরথিনাদিক্রমেণ জুহুয়াৎ আকুটেতি অর্কসমিধা ইদমবিশিষ্টে । ইত্যাদি ।

৫অ, ২হান, হারীতসংহিতা ।

পাণ্ডুঃ কুঠোহতিসারশ্চ । ইত্যাদি ।

কৃচ্ছ্ৰং যেন সিদ্ধান্তি পাপরূপা মহাগদাঃ । ২অ, ২হান, হারীতসং ।

বানরাকুতিমাণিষ্য ষড়্ভিকাভিঃ পুনঃ শৃণু ।

পঞ্চপুষ্পাকরৈধুপৈরর্চয়েত্তিষজাংবয়ঃ ।

মন্ত্র ।

ওঁ হ্রাং হ্রীং শ্রীং হ্রীং বায় মহাবলপরাক্রমায় স্বর্ঘ্যপুত্রায় অমিততেজসে ঐক্যাহিক-দ্ব্যাহিক-
ত্র্যাহিক-চাতুর্ভিক-মহাঅর-ভূতঅর-ভরঅর-শোকঅর-ক্ৰোধঅর-বেলাঅর-প্রভৃতি-অরাণাং দহ
দহ হন হন পচ পচ অবতর গবতর কিলি কিলি বানররাজ অরাণাং বন্ধ বন্ধ হ্রাং হ্রীং হ্রীং
কটু বাহা । ২অ, চিকিৎসাসাহান, হারীতসংহিতা ।

শাপাভিঘাতাৎ ভূতানামভিবল্লাচ্চ যো অরঃ ।

দৈবব্যপাশ্রয়ং তত্র সর্কমৌষধমিধাতে ॥

দৈবব্যপাশ্রয় বলিমঙ্গলাদি বৃত্তিব্যপাশ্রয় কব্যাদি । ৩অ, চিকিৎসাসাহান চরকসং ।

সোমঃ সামুচরং দেবঃ সমাতৃগণমীশ্বরং ।

পূজয়ন্ প্ররতো শীঘ্রং মৃত্যুতে বিবমজরাৎ ॥

বিষ্ণুঃ সহস্রমূর্ত্তানং চরাচরপতিং বিভূং ।

স্তবব্রাহ্মসহস্রৈশ্চ অরান্ সর্কান্ ব্যাপোহতি ।

ব্রাহ্মণমথিনাবিজ্ঞং পূতং ভক্ষ্যং হিমাচলং ।

গজামরুদগাণাংশ্চৈতান্ পূজয়ন্ অরতি অরান্ ॥ ৩অ, চিকিৎসাসাহান চ সং ।

বেদ সহ আয়ুর্বেদ পাঠ করিতে হইত । মনে কর, কোন্ গ্রন্থ ও কোন্ দেবতার প্রসঙ্গার্থে ও কোন্ পাপের ক্ষান্তিহিত্তি কোন্ প্রকারের পূজা,

দেবর্ষিপিতৃগুরুকৈরুদ্ভাস্ত তু বৃদ্ধিমান্ ।

বর্জয়েদগ্ন্যাদীনী ভীত্বাপি ত্রুরকশ্চ ॥

সর্পিপুণাদি তন্ত্বেহ যদুভৈষজ্যমাচরেৎ ।

পূজাবল্যুপহারান্চ মজ্জানবিধাংস্তথা ॥

শাস্তিকর্ণেষ্টিহোমান্চ ভ্রপবস্ত্যয়নাদি চ ।

বেদোক্তান্নিয়মান্চাপি প্রায়শ্চিত্তানি চাচরেৎ ॥ ১৩অ, চিকিৎসাস্থান চম' ।

বলিভিষ্মজ্জলৈর্হোমৈরোষধ্যগদধারণৈঃ ।

মত্যাচারতপোজ্ঞানপ্রদাননিয়মত্রতৈঃ ॥

দেবঋকবিপ্রাণাং তুরগং পূজনেন চ ।

অগস্ত্যঃ প্রশমং যাতি সিক্কিম'হ্রোমধৈস্তথা ॥ " " " "

তু তানামধিপং দেবমীশ্বরক জগৎপ্রভুন্ ।

পূজয়ন্ প্রযতো নিত্যং জয়তুয়াদিভ্যঃ ভয়ং ॥ " " " "

উক্ত বচনাবলির "অর্চয়েৎ," "পূজয়েৎ" "জহাৎ" "জয়তি" ইত্যাদি ক্রিয়ার কর্তা যে বৈষ্ণু তাহা বলা বাহুল্য ।

"ভূতবিদ্যা। নাম, দেবাসুর-গন্ধর্ব-রক্ষঃ-পিতৃ-পিশাচ-নাগ-গ্রহাদ্রুপসৃষ্টচেতসাং শাস্তিকর্ণ বলিহরণাদি গ্রহোপশমনার্থম্ ॥" ১অ, হৃতস্থান, সৃষ্টতসংহিতা ।

অপন্নাক্রিয়াকাপি গ্রহোদ্ভিষ্টাক্ কারয়েৎ । ইত্যাদি ।

শোকশল্যামপনয়েদ্রুদ্রাদে পঞ্চমে ভিষক্ ॥ ৩৬৩অ, উত্তরতন্ত্র, সৃষ্টতসং ।

রক্ষামতঃ প্রবক্ষ্যামি বালানাং পাপনাশিনীম্ ।

অহল্যাহনি কর্তব্যঃ। যা ভিষগ্ভিরতল্লিতৈঃ ॥" ২৮অ, " " "

শকুন্তলিপরীতস্ত কার্যো বৈদ্যেন জ্ঞানতঃ । ইত্যাদি ।

বলিরেষ করঞ্জেষু নিবেদ্য নিয়তাজ্ঞনা ॥ ইত্যাদি ।

৩০।৩১।৩২।৩৩ প্রভৃতি অধ্যায়, উত্তরতন্ত্র, সৃষ্টতসং ।

যদ্রুদ্রাদে ততঃ কুর্য্যাৎ ভূতনির্দিষ্টমৌষধং ।

বলিক দদ্যাৎ পললং যাবকসজ্জুপিণ্ডিকম্ ॥ ৬ অ, উত্তরস্থান, বাগ্ভট ।

হিতাহিতবিবৈকৈশ্চ অরং ক্রোধাদিভ্যঃ জয়েৎ ।

শাপাধক্ণমহ্রোথৈর্বিষিদ্দৈবব্যাপাশ্রয়ঃ । ইত্যাদি ।

১অ, চিকিৎসাস্থান, বাগ্ভট ।

বলি, হোম, শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি করিতে হয়, তৎসমুদয়-বৈদিক ক্রিয়া-
পদ্ধতি-সম্বন্ধে তাঁহাদের বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হইত। জ্যোতিষ-

বলিশাস্ত্রীষ্টকর্ষাণি কার্য্যার্থি গ্রহশান্তয়ে।

মন্ত্রাজ্ঞনং প্রয়োজ্যবাস্তবজাদৌ সৰ্ব্বকামিনঃ।

ওঁ নমো ভগবতে গুরুভ্যায় ত্র্যম্বকায় সদ্যন্তবন্ততঃ স্বাহা। ওঁ কং পং ঠং শং বৈনতেয়ায়
নমঃ। ওঁ হ্রীং হ্রুং ক্ষঃ। ৪০।

বালদেহপ্রমাণেন পুষ্পমালাস্ত সৰ্ব্বতঃ।

অগৃহ্য মূৰ্দ্ধিকাতত্ত্ববলিদেয়স্ত শান্তিকঃ।

ওঁ কারী স্বৰ্ণপক্ষী বালকং রক্ষ রক্ষ স্বাহা।

গরুডবলিঃ। বালরোগাধিকার, চক্রদন্ত।

ওঁ নারায়ণায় নমঃ। প্রথমে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহাতি নন্দা নাম মাতৃকা। তয়া
গৃহীতমাত্রেণ প্রথমঃ ভবতি জ্বরঃ। অন্তভং শব্দং মুকৃতি। ইত্যাদি। বলিং তস্ত প্রবক্ষ্যামি
বেন সম্পদ্যতে শুভং। ইত্যাদি। অথথপত্রং কুণ্ডে প্রক্ষিপ্য শাস্ত্রাদ্যকেন স্নাপয়েৎ। ততো,
ইত্যাদি। ওঁ নমো নারায়ণায় অমুকস্ত ব্যাধিঃ হন হন মুক মুক হ্রীং ফট্ স্বাহা। ইত্যাদি। ৪২।

বালরোগাধিকার, চক্রপাণিদন্তকৃত, চক্রদন্ত।

টীকা—অথথপত্রং জলকুণ্ডে প্রক্ষিপ্য পায়ত্রীং পঠিত্বা দ্বিজেন শাস্ত্রাদ্যকং কর্তব্যম্। কিংবা
বলিদানমস্ত্রেণ ভিবজা কার্য্যমিত্যাঃ বৃদ্ধাঃ। শিবদাস-সেনকৃত চক্রদন্তের টীকা,
বালরোগাধিকার।

সেনসহাশয়ের এই টীকার দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে যে তাঁহার কিছু পূর্বে হইতেই একমাত্র
ধর্ম্মবাজক (অর্থাৎ পুরোহিত) ব্রাহ্মণেরা এই সকল কার্য্য আপনাদের হস্তে লইতে আরম্ভ
করিয়াছিলেন।

জলং চ্যবনমস্ত্রেণ সপ্তবারাভিমন্ত্রিতম্।

পীঠা প্রস্থরতে নারী দুষ্টা চোভয়ত্রিশকম্ ॥” জ্বরোগাধিকার, চক্রদন্ত।

ইহামৃতঞ্চ সোমশ্চ চিত্তভাঙ্গুশ্চ। ইত্যাদি।

টীকা—ইহেত্যাদি স্বাহাস্তোত্রং মন্ত্রস্ত নুশ্রুতস্ত চ। অংমেব চ্যবনমন্ত্রঃ জলং। ইত্যাদি।

শিবদাসসেনকৃত চক্রদন্তের টীকা, জ্বরোগাধিকার।

সোমস্তুত পাকপ্রকরণ। ধীমান্ পক্ত, ঘৃতং গ্রহং সম্যগ্ভ্রাজ্যভিমন্ত্রিতম্। মন্ত্রচায়ম্।

ওঁ নমো মহাবিনায়কায় অমৃতং ফলসিন্ধিঃ দেহি দেহি রত্নবচনেন স্বাহা। ইতি সপ্তথা মন্ত্রয়েৎ।

জ্বরোগাধিকার, ভৈষজ্যরত্নাবলী।

শাস্ত্রমতে গ্রহগণ কুপিত হইয়া নানা রোগের উৎপত্তি করে (১০)। এই জন্ত তাহা নির্গর করিতে প্রাচীনকালের বৈদাদিগকে জ্যোতিষশাস্ত্রও জানিতে হইত ।

আর্য্যদিগের মধ্যেও বর্ত্তমান যুগের জায় কোন পরিবার ঋত্বদী, কোন পরি-

মৃতপুত্রে নিজমন্তুজাং বিধায় রক্ষাং স্থিরসারবুদ্ধিঃ ।

অনন্তচিত্তঃ শিবতত্ত্বযুক্তঃ রসস্ত তজ্জ্ঞাঃ ॥

ও অঘোরভ্যাক্ত বোরভ্যো বোরবোরতরভ্যঃ ।

সর্বতঃ সর্বসর্কেভ্যো নমন্তে রুদ্ররূপিভ্যঃ স্বাহা ॥”

কবিচন্দ্র-মাধবকর-বিরচিত রসচন্দ্রিকঃ ।

ভূতং অয়েদহিংসেচ্ছং জপহোমবলিত্রৈতৈঃ ।

তপঃশীলসমাধানজ্ঞানদানদয়াদিভিঃ ॥ ১ ॥” ৫অ, উত্তরস্থান, বাগ্‌ভট ।

(১০) “গ্রহেষু প্রতিকূলেষু নানুকূলং হি ভেষজং ।

তে ভেষজানাং বীৰ্য্যাণি হরন্তি বলবন্ত্যপি ।

প্রতিকৃত্য গ্রহানাদৌ পশ্চাৎ কুৰ্য্যাৎ চিকিৎসিতম্ ॥”

মানুবাদ ভৈষজ্যরত্নাবলীধৃত বচন ।

“সূর্য্যাক্স্রোমঙ্গলশ্চ বুধশ্চৈব বৃহস্পতিঃ ।

শুক্ৰঃ শনৈশ্চরো রাহুঃ কেতু শ্চেতি নবগ্রহাঃ ॥

রবের্গোচরফলং । পীড়ামষ্টমগঃ করোতি নিতরাং কান্তিকরঃ ধর্ম্মগঃ ।

চন্দ্রস্তগোচরফলং । নেত্ররোগকুতুর্ধে ।

কুজস্তগোচরফলং । দিশতি নবমসংস্থঃ কাৰ্য্যপীড়ামতীব ।

বুধস্তগোচরফলং । করোতি মদনকিতো বহবিধাঃ শরীরাপদং ।

ধর্ম্মগেহতীবমহতী শরীরপীড়া ।

শুক্ৰোগোচরফলং । ষাদশশস্ত্রুমানসপীড়াম্ ।

শুক্ৰস্তগোচরফলং । ন শুভকরো দশমস্থিতশ্চ শুক্ৰঃ ।

শনৈর্গোচরফলং । শরীরপীড়াং নিধনেহথ । ইত্যাদি ।

রাহোগোচরফলং । জন্মান্ত পঞ্চ-বহু-রক্ষ-মব-বিসপ্ত

কেতোগোচরফলং । রোগপ্রবাসমরণবিভগঃ করোতি ।

ঐশ্বরেয়স পল্লিকাদৃত জ্যোতিষকচন ।

জ্যোতিষহৃদ, জ্যোতিষাগর ও রত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ দেখ ।

বার সামবেদী, কোন পরিবার যজুর্বেদী, কোন পরিবার অথর্ষবেদী ছিলেন (১১)। এই কারণে বৈদ্যদিগকে দৈব চিকিৎসা করিতে হইলে সেই সেই বেদোক্ত বিধানানুসারে তাহা করিতে হইত। পুণ্য শাস্ত্রপাঠে জানা যায়, আর্ষদিগের মধ্যে সর্বদাই যুদ্ধবিগ্রহাদি ঘটিত। এরূপ অবস্থায় সর্বদাই যে তাঁহাদের শরীরে অজ্ঞাদি প্রবেশ করিত, এবং অজ্ঞ কর্তৃক শরীর ক্ষতবিক্ষত হইত ও আর্ষ-চিকিৎসকদিগকে সেই অজ্ঞ যে শল্যাদি উদ্ধাররূপ এবং শরীরে ব্রণাদি হইলেও তজ্জন্ম অজ্ঞচিকিৎসা করিতে হইত তাহা বলা বাহুল্য (১২)। এইপ্রকার চিকিৎসা করিতে হইলেই, কোন্ কোন্ অস্ত্রের আকৃতি কিপ্রকার? কোন্ অস্ত্র শরীরে প্রবিষ্ট হইলে তাহা কি প্রকারে বাহির হইবে, কোন্ অস্ত্রের ক্ষতই

(১১) স্বল্পপুরাণ বিবরণ খণ্ডের বৈদ্যোৎপত্তিপ্রকরণে ঋগ্বেদী, যজুর্বেদী, সামবেদী ও অথর্ষবেদী ব্রাহ্মণ আর্ষদিগের মধ্যে থাকার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

(১২) “শ শল আশুগমনে ধাতুস্ত শল্যমিতরূপম্। তদ্বিধং শারীরমাগন্তকঞ্চ। সর্বশরীরবোধকং শল্যং তত্র শারীররোমনখাদিধাতবোহন্নমলা দোষাশ্চ দুষ্টাঃ। আগন্তুশ্চ শারীরশল্যাব্যতীরেকেন যাবন্তোভাবাঃ স্থঃখমুৎপাদয়ন্তি। অধিকারো হি লোহ-
রেণ বৃক্ষ-ভূগ-শৃঙ্গাস্থিময়েষু, ইত্যাদি। ২৬অ, সূত্রস্থান, সূত্রতসংহিতা।

যন্ত্রশস্ত্রপ্রবন্ধেষু যেন চোদ্ধি যতে ভিষক্।

স চ শল্যোদ্ধারকঃ প্রোচ্যতে বৈজ্ঞান্যগমে ॥

নারাচবাণশূলান্ধৈর্ভনৈঃ কুস্তৈশ্চ তোমরৈঃ।

শিলাদিভিভিন্নগাত্রং তত্র স্তাদ্ যদি শল্যকম্।

তৎপ্রতীকারকরণং তচ্চ শল্যচিকিৎসিতম্ ॥” ১অ, সূত্রস্থান, হারীতসং।

শল্যং বিবিধমববন্ধমনববদ্ধক্। তত্র সমাসেনাববদ্ধশল্যোদ্ধারণার্থঃ পঞ্চদশহেতু-
বন্ধ্যামঃ।

অগ্নুজ্জ্বিতশল্যানি ছেদনীয়মুখানি চ।

অনিখাত্যানি জানীয়াভূয়ছেদ্যমুবদ্ধতঃ ॥

হন্তেনাপহর্তুমশক্যং বিমৃশ্য শস্ত্রেণ যস্ত্রেণ বাপহরেৎ।

ভবন্তি চাত্র।

শীতলেন জলেনৈবং মূর্ছন্তমবসেচয়েৎ।

সংরুদ্ধেদশ মর্দ্যাণি মুহুরাশাসয়েচ্চ তম্ ॥ ইত্যাদি।

২৭অ, সূত্রস্থান, সূত্রতসংহিতা।

বা কিপ্রকার তৎসমুদয় জ্ঞানিবার নিমিত্ত তৎকালের বৈদ্যাগিকে ধনুর্বেদও যে পাঠ করিতে হইত তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। তৎপরে নানাপ্রকার মানস (উন্মাদ প্রভৃতি) ব্যাধির আন্তিনিমিত্ত প্রাচীনকালের বৈদ্যাগকে গাঙ্কর্ষবেদ (সঙ্গীতবিদ্যাও) শিক্ষা করিতে হইত (১৩); এবং যে সকল কর্ষজব্যাধির কোন প্রকার চিকিৎসা দ্বারাষ্ট নিবৃত্তি হইত না, তাহাদের নিবৃত্তিজন্তু কর্ষবিপাক (পূর্বজন্মের দৃষ্টি) খণ্ডনের ও পুরুষকার অর্থাৎ

বক্রজু'তির্ধ্যাংগুর্ধাধঃ শল্যানাং পঞ্চধা গতিঃ ।

... ..

শস্ত্রেণ বা বিশস্তাদৌ ততো নিলো'হিতং ত্রণম্ ।

কৃৎস্না ঘৃতেন সংশ্লেদ্য বক্রাৎ চাবিকমাদিশেৎ ॥” ইত্যাদি ।

২৮অ, সূত্রস্থান, বাগ্ভট ।

এই সমস্ত আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থোক্ত শস্ত্রকৃত চিকিৎসা দেখ ।

(১৩) “মদয়ন্ত্যাদগতা দোষা বস্মাহুর্ন্যার্গমাশ্রিতাঃ ।

মানসোহয়মতোব্যাদিরুন্মাদ ইতি কীর্তিতাঃ ॥

... ..

মানসেন চ দুঃখেন স পঞ্চবিধ উচ্যতে ॥ ইত্যাদি ।

... ..

উন্মাদেষু চ সর্কেষু কুর্ঘ্যাচ্চিত্তপ্রসাদনম্ ॥ ৬২অ, উত্তরতন্ত্র, হৃক্ষতসং ।

“ইষ্টজব্যবিনাশায় মনো যন্তোপহন্ততে ।

তস্ত তৎসদৃশপ্রাপ্তিং শান্ত্যাব্যাসৈঃ শমঃ নয়েৎ ॥

কামশোকভয়ক্রোধ হর্ষের্বালোভসম্ভবম্ ।

পরস্পরপ্রতিষ্পন্দৈরেতিরেব শমঃ নয়েৎ ॥” ১৪অ চিকিৎসাস্থান, চ সং ।

এখানে যে সকল চিকিৎসা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে এরূপ স্থলে সঙ্গীতও যে হিতপ্রদ তাহা বলা বাহুল্য । অতএব ভাবার্থে উক্ত পীড়িতে সঙ্গীতের প্রয়োজন দেখা বাইতেছে ।

“ধুরিণাং গীতৈনৃত্য্যৈগ্ধস্তম্ভাং নিদ্রাং দিবা জরেৎ ।

যদা রাত্রৌ ন নিদ্রা স্তাৎ তদা কুর্ঘাদিমাং ক্রিয়াং ॥

১৬অ, চিকিৎসাস্থান, হারীতসংহিতা ।

বাদিত্রগীতামূল্যৈরপূর্কৈর্কিঞ্চিট্টনৈস্তপ্তফলাবঘঘণৈঃ ।

আতিঃ ক্রিয়াভিষ্ট লকসংজ্ঞাঃ সানাহলালাবসনশ্চ বর্জাঃ ॥”

৪৩অ, উত্তরতন্ত্র, হৃক্ষতসংহিতা মূর্ছারোগ প্রতিষেধাধ্যায়ঃ ।

বর্তমান জন্মের ধর্ম্মাণ্ড-জ্ঞানবল-বুদ্ধিকল্পার জন্ত প্রাচীনকালে বৈদ্যদিগকে ঐ প্রকার যোগীকে বিবিধ ধর্ম্মোপদেশও প্রদান করিতে হইত (১৪)। এমতাবস্থায় প্রাচীনকালের চিকিৎসকদিগকে যে বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থেই বিশেষ ব্যাপ্তিলাভ করিতে হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন দেখ, প্রাচীনকালের বৈদ্যগণকে কত শাস্ত্র, কত বেদ জানিতে হইত? কত শাস্ত্রে কত বেদে কি প্রকার জ্ঞানলাভ করিতে হইত? প্রাচীনকালের চিকিৎসাকাৰ্য্য কি প্রকার গুরুতর কাৰ্য্য ছিল? এবং আর্থোরা উঠাকে কিপ্রকার গুরুতর কাৰ্য্য মনে করিতেন? আর আমরা পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব অধ্যায়ে চরকসংহিতা প্রভৃতির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া যে দেখাইয়াছি, বিদ্যাসমাপ্ত অৰ্থাৎ বড়জ চতুর্বেদ সহ আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, জ্যোতির্বেদ, গাক্করবেদ প্রভৃতি অধ্যয়ন না করিলে প্রাচীনকালের কেহই বৈদ্য (চিকিৎসক) হইতে পারেন নাই, তাহা সত্য কি না (১৫)?

(১৪) "ভূতঃ জয়েদহিংসেচ্ছং জপহোমবলিতৈঃ ।

তপঃশীলসমাধানজ্ঞানদানদয়াদিভিঃ ॥ ১ ॥

অ, ভূতচিকিৎসা, উত্তরস্থান, বাগ্ভট।

ত্রিবিধমৌষধমিতি । দৈবব্যপাশ্রয়ঃ যুক্তিব্যাপাশ্রয়ঃ সত্বাবজয়শ্চ । তত্র দৈবব্যপাশ্রয়ঃ মন্ত্রৌষধিমমিঙ্গলবল্যুপহারহোমনিয়মপ্রারশ্চিতোপবাসসম্ভ্যায়নপ্রণিপাতগমনাদি । যুক্তিব্যাপাশ্রয়ঃ পুনরাহারৌষধত্রব্যাপাণঃ যোজনবা । সত্বাবজয়ঃ পুনরহিতৈভ্যোহর্থেভ্যো মনোবিনিগ্রহঃ ।"

১১অ, সুত্রস্থান, চরকসংহিতা ।

(১৫) পূৰ্ব্বে বলা হইয়াছে যে, সকলেই সকল কার্য্যে পারগ হন না, এমতাবস্থায় প্রশ্ন হইতে পারে যে, অশ্বত্থেরা সকলেই কি উক্ত প্রকারে বিজ্ঞাসমাপ্ত করিয়া বৈজ্ঞ উপাধি লইতে সমর্থ হইতেন? উত্তর, কচিৎ দুই একজন সমর্থ না হইলেও শাস্ত্রীয় অমুশাসন ও সংশিক্ষা এবং বংশের গুণে প্রায় সকলেই ঐরূপে বৈদ্য হইতেন, একথা নিশ্চয়। ইহা সত্য না হইলে আমরা অশ্বত্থদিগকে বৈদ্য বলিয়া আজও চিহ্নিত দেখিতাম না। আৰ্য্যদিগের মধ্যে প্রাচীন কালে গুণাশ্রুসারে ব্রাহ্মণাদি-জাতিবিভাগ ও গুণাশ্রুসারে ব্রাহ্মণের পুত্র ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়-পুত্র ব্রাহ্মণ ইত্যাদি হইবার নিয়ম থাকিলেও আৰ্য্যশাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদির পুত্রগণের যে প্রকার ব্রাহ্মণাদির বিজ্ঞা ধর্ম্ম প্রভৃতি শিক্ষার ও অতিপালনাদির বাধাবাধি নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, শিক্ষাদি ও বংশের গুণে তাঁহারা বংশাশ্রুমেও ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়গণ প্রভৃতিকে অনেক দিন পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; এবং কুর্মে হইবে যে, তাহা হইতেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে এত ভেদভাবেরও সৃষ্টি

যে কার্যে প্রাচীনকালে এত বিদ্যার প্রয়োজন হইত, যে কার্যে শান্তি
ঋত্বয়ন পূজা হোম বলি মন্ডল (কবচ) প্রভৃতি সমস্ত ব্রাহ্মণের কার্য করিতে
হইত, যে কার্য এমন গুরুতর, তাহা কিনা প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণের কার্য
(বৃত্তি) ছিল না ; তাহা কিনা ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে স্থগিত বৃত্তি । আজ কালের
ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, চিকিৎসাবৃত্তি ব্রাহ্মণেরা করিলে
তীর্থাঙ্গিকে দর্শনমাত্রে সংজ্ঞা দান করিতে হয় (১৬) । আমরা দেখি, প্রাচীন
কালের যত চিকিৎসক সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন (১৭) । ইহাতেই প্রকাশ
পাইতেছে যে বৈদ্যবৃত্তি ব্রাহ্মণের বৃত্তি এবং বৈদ্য আর ব্রাহ্মণ একজ্ঞাতি ।

হইয়াছে । এ কথাও নিশ্চয় যে, বৃত্তিকে ঐ প্রকারে বংশানুগত করাতেই হিন্দুগণের মধ্যে এত
অধিক জাতিরও সৃষ্টি হইয়াছে । ইহাকে স্বভাববিরুদ্ধ বলিলেও ভারতের স্বাধীন নরপতি-
গণের সঙ্ক্ষেপে সময়ে ভারতীয় ব্রাহ্মণদিগের শিক্ষা-ও-শাস্ত্রবিধিপ্রতিপালনের অমুশাসন চলিয়া
যায়, তখন হইতেই ইঁহারা পৈতৃকগুণ-ও-ধর্মাদিলাভে অক্ষম হইয়া ক্রমে বর্তমান অবস্থায়
উপনীত হইয়াছেন, এবং সেই জন্তই ভারতে প্রাচীনকালের গুণবৃত্ত বৈদ্য ব্রাহ্মণাদি যে এখন
নাই তাহা বলা বাহুল্য ।

(১৬) “ব্রাহ্মণঃ ভিষজঃ দৃষ্ট্য সচেলং মানমাচরেৎ ॥ হিন্দুশাস্ত্র ।

(১৭) “অত্রিঃ কৃতযুগে বৈদ্যো দ্বাপরে মুশ্রুতো মতঃ ।

কলৌ বাগ্ভটনামা চ গরিমাত্র প্রদিশ্রুতে ॥

দেবানাঞ্চ বধা শঙ্কুতথ্যাত্রেয়োহস্তি বৈদ্যকে ॥” পরিশিষ্ট অ, হারীতসং ।

—“ঔপধেনব-বৈতরণীরজ পৌক্লাবত-করবীর্ষ্য-গোপুর-রক্ষিত-মুশ্রুত-প্রভৃতয় উচুঃ ।”

১ অ, সূত্রহাস, মুশ্রুত সংহিতা ।

চরকঃ মুশ্রুতশ্চৈব বাগ্ভটশ্চ তথাপরে ।

মুখ্যাস্ত সংহিতা বাচ্যাস্তিষ্য এব যুগে যুগে ॥

অগ্নিবিশ্বশ ভেলশ জাতুকর্ণঃ পরাশরঃ ।

হারীতঃ ক্ষারপাণিশ্চ ষড়্ভেতে স্বয়ম্ভ তে ॥ পরিশিষ্ট অ, হারীতসং ।

“আত্রেয়ো ভজকাল্যাস্ত শাকুন্তেয়শ্চৈব চ ।

পূর্ণাখ্যশ্চৈব মৌদগল্যো হিরণ্যাক্ষশ্চ কোশিকঃ ॥

যঃ কুমারশিরানাম ভারদ্বাজঃ স চানঘঃ ।

ঐমদ্বার্ষ্যোবিদশ্চৈব রাজা মতিমতাঃ বরঃ ॥

নিমিশ্চ রাজা বৈদেহো বড়িশশ্চ মহামতিঃ ।

কাঙ্কায়শ্চ বাহ্লীকো বাহ্লীকভিষজাঃবরঃ ॥” ২৬ অ, সূত্রহাস, চ সং ।

জগবান্ মনু যে অষ্টকে চিকিৎসাসূত্রি প্রদান করেন, তাহার অর্থ ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন। অতএব বুঝিতে হইবে, “ব্রাহ্মণং ভিষজং দৃষ্ট্বা সচেলং স্নান-মাচরেৎ,” এই বচনের স্থষ্টি বৈদ্যাগণের স্বাব্রাহ্মণত্বপ্রচারের জন্য অতি অল্পকাল হইল হইয়াছে।

একথা সত্য যে, আয়ুর্বেদীয় সূত্রসংহিতার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন ঘির্জবর্ণকে আয়ুর্বেদে উপনীত করিয়া, এবং উপনীত না করিয়া গ্রন্থবন্ধনাদ-পরিভাষাপূর্বক শূদ্রকেও শিষ্য করিবার বিধি উক্ত হইয়াছে (১৮) এবং মহর্ষি চরকও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন ঘির্জবর্ণকেই আয়ুর্বেদে শিষ্যকরিবার বিধিপ্রদান করিয়াছেন (১৯)। ১৭টীকাধৃত গৌতমসংহিতার প্রমাণেও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বৈদ্যবৃত্তির উল্লেখ দেখা যায়। এই সমস্ত প্রমাণ অবলম্বন-করত আমাদের পূর্বের কথাগুলির অসারত্ব কেহ দেখাইতে পারেন।

“সংস্থবিভাগপ্রোক্তানাং জ্যেষ্ঠস্ত সংস্থিতিং প্রোক্তে অসংস্থিৎকথ্যবিত্তজপিত্র্যমেব। স্বম-জিতং বৈদ্যোহবৈদ্যোভ্যাঃ কামং ভজেরন্। ইত্যাদি। ২৯অ, গৌতমসংহিতা।

গৌতমসংহিতার এই শ্লোক দ্বারা প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বৈদ্য থাকি (অর্থাৎ ভ্রাতাদিগের মধ্যে একজন বৈদ্য, একজন অন্ত ব্যবসায়ী থাকি) সপ্রমাণ হইতেছে।

(১৮) “ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যনামন্ততমমবয়-বয়ঃ-শীল-শৌৰ্য্য-শৌচাচার-বিনয়-শক্তি বল-যেধাশক্তি-ধৃতি-স্মৃতি-মতি-প্রতিপত্তিসুতং তমুজিহ্বোদন্তাগ্রমুজুব্রাহ্মণিনাসং প্রসন্নচিত্ত-বাক-চেৎ ক্লেশসহজং ভিষক্ শিষ্যমুপনয়েৎ। ইত্যাদি। শূদ্রমপি কুলগুণসম্পন্নং মস্তবর্জমুপনীত-মধ্যাপয়েদিত্যেকৈ।” ২অ, সূত্রহান, সূত্রসংহিতা।

(১৯) তন্ত্রায়ুর্বেদস্তাব্রাহ্মণোঁ। তদ্ব্যথা—কার্যচিকিৎসা শালাকাং শল্যহর্জুং বিবগর-বৈরাধিকপ্রশমনং ভূতবিজ্ঞা কোমারভূত্যাং রসায়নানি বাজীকরণানি। স চাধ্যৈতবে। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণবৈশ্যৈঃ।” ইত্যাদি। ৩০অ, সূত্রহান চরকসংহিতা।

“অধ্যাপনবিধিঃ। অধ্যাপনে কৃতবুদ্ধিরাচার্য্য শিষ্যমাদিতঃ পরীক্ষিত। তদ্ব্যথা—প্রশান্ত-মার্গপ্রকৃতিকমক্ষুদ্রকর্ণাণমুজুচক্ষুঃখনাসাবংশঃ”। ইত্যাদি। উদয়নে গুরুপক্ষে প্রশস্তেহহনি” ইত্যাদি। অধৈনমগ্নিসকাশে, ব্রাহ্মণসকাশে, ভিষকসকাশে চাহুশিষ্যাং। ব্রহ্মচারিণা-শ্রদ্ধধারিণা সত্যবাদিনা” ইত্যাদি।

“তম্পুস্তিতমাজ্ঞায় সমে শুচৌ যেষে প্রাক্প্রবণে, ইত্যাদি। আশীঃসংপ্রযুক্তৈশ্রুতৈ-ব্রাহ্মণমগ্নিঃ ধ্বংস্তরি প্রজাপতিমবিনৌ ইন্দ্রমবীশ্চ সূত্রকারানভিমত্ৰয়মাণঃ, পূর্বং সাহেতি শিষ্যশৈনমবরাভেত হবা চ প্রদক্ষিণমগ্নিমমুপরিক্রামেত ততোহমুপরিক্রাম্য ব্রাহ্মণান্ শক্তি-বাচয়েৎ, ভিষজশ্চাতিপূজয়েৎ।” ৮অ, বিমানহান, চরকসংহিতা।

আয়ুর্বেদীয় উক্ত উভয় সংহিতাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শ্রেণী এই তিন শ্রেণীরই আয়ুর্বেদে উপনীত হওয়া, আয়ুর্বেদাধায়ন ও চিকিৎসাব্যবসায় করা যে উক্ত জইরাছে (২০) এবং গৌতম স্মৃতিতে^১ ব্রাহ্মণাদির মধ্যে যে বৈদ্য থাকা দেখা

(২০) “তদ্রাজুগ্রহাৰ্থং প্রাণিনাং ব্রাহ্মণৈরাক্ষরক্ষার্থং রাজৈর্জুত্বার্থং বৈশ্বৈঃ সান্নাত্তো বা ধর্মার্থকামপ্রতিগ্রহাৎ সর্বৈঃ । ইত্যাদি ।

যা পুনরীশ্বর্যাণাং বহুমতাং বা সকাশাং স্থথোপচারনিমিত্তা ভবত্যর্থলব্ধবাপ্তিরদেক্ষণঞ্চ যা চ অপরিগৃহীতানাং প্রাণিনামাতুবা দারক্ষ্যামেহস্থার্থঃ ; যৎ পুনরশ্ব বিবদগ্রহণং যশঃ-শরণ্যত্বং যা চ সমানশুক্ৰযা যজ্ঞেষ্ঠানাং বিষয়াণামারোগ্যমাধত্তে মোহস্ত কাম ইতি ।”

৩০অ, সুব্রহ্মন, চরকসংহিতা ।

“চিকিৎসিত্যশ্ব সংশ্রুতঃ যো বা সংশ্রুতঃ মানবঃ ।

নোপাকবোধি বৈজ্ঞান্য নারিণ্ড তন্ত্বেহ নিষ্কৃতিঃ ।

ভিষগপ্যাঃ তুরান্ সন্ধান স্বস্থতানিব যজ্ঞবান্ ।

আবোধোভ্যাহি সংরক্ষদিচ্ছন্ ধর্মমহুত্তমম্ ॥

ধর্মার্থার্থকামার্থং আয়ুর্কদো মহর্ষিভিঃ ।

প্রকাশিতো ধর্মপট্টৈরিচ্ছন্তিঃ ত্তানমক্ষরম্ ॥

নান্নাথং নাগি কামাথং অথ ভূতদযাং প্রতি ।

বর্ততে যঃ চিকিৎসাযাং ন সর্ম্মতিবর্ততে ।

কুর্বতে যে তু বৃত্তাথং চিকিৎসা পুণ্যবিস্করম্ ।

তে হিহা কাকনরাশিঃ পাংশুরাশিমুশাসতে ॥” ১০অ, চিকিৎসাস্থান চসং ;

“অথ দ্বিতীয়াঃ ধনৈষণামাপ্যন্তে । ইত্যাদি ।

তদ্ব্যথা—কৃষিপাশুপাল্যবাণিজ্যারজোপসেবাদানি । যানি চাত্মাত্মপি সত্যমর্গহিতানি কন্মাণি বৃত্তিপুষ্টিকরাণি—বিদ্যাং তান্ত্যারভেত কর্তুং । তথা কুর্বন্ দীর্ঘজীবিতমমুৎসৃঃ পুরুষো ভবতীতি । বিতীয়া ধনৈষণা ব্যাখ্যাতা ভবতি ।

১০অ, সুব্রহ্মন, চরকসংহিতা ।

“কাশীরাজং দিবোদাসং ধমন্তরিমৌপধেনব-বৈতরণৌরভ-পৌকলাবত-কববীর্ষ-গোপূর-রক্তিত-স্বশ্রুতপ্রভৃতয় উচুঃ । ভগবন্ । ইত্যাদি । তেষাং স্থথৈষণাং রোগোপশমার্থমজ্ঞানঃ আণব্যাভাৎক প্রজাহিতহেতোরায়ুর্বেদং শ্রোতুমিচ্ছাম ইহোপদিগ্ধমানম্ ।”

১০অ, সুব্রহ্মন, স্মৃতিসংহিতা ।

কচিক্ক্ষঃ কচিঠৈত্রী কচিদথঃ কচিদশঃ ।

কর্মাভ্যাসঃ কচিচ্চাপি চিকিৎসা নাস্তি নিষ্ফলা ॥

যায়, তদ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, প্রাচীনকালে চিকিৎসাব্যবসায় ব্রাহ্মণেরাও করিতেন এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যও করিতেন ও তদর্থেই ঋষিরাও আয়ুর্বেদপ্রচার করেন। অতএব একালের ঋষিরা “ব্রাহ্মণঃ ভিষজং দৃষ্ট্বা সচেলং জ্ঞানমাচরৎ ।” এই বচন পাঠকরত ব্রাহ্মণচিকিৎসকদিগকে দোষিবামাত্র জ্ঞানব্যবস্থা করেন ও চিকিৎসাব্যবসায় শূদ্রের, অশ্বঠেরা শূদ্র ইত্যাদি কথা বলেন, উদ্ধৃত প্রমাণানুসারে তাঁহাদের কথা প্রাচীনকালের রীতি এবং ইতিহাসবিরুদ্ধই হইতেছে। এই অধ্যায়ের ১৮।১৯ টীকাধৃত চরক ও মুশ্রুতসংহিতার বচনে দেখা যায় যে, উহাতে আচার্য্যপদে ভিষক্ ও ব্রাহ্মণ উভয় শব্দ প্রযুক্ত আছে। মুশ্রুত প্রথমে “ভিষক্ শিষ্যমুপনয়ৎ” বলিয়া পরে বলিয়াছেন, “ব্রাহ্মণস্ত্রয়াণং বর্ণানামুপনয়নং কর্তৃমর্থতি ।” (২১) এই ব্রাহ্মণশব্দেরও ভিষগর্থ, যেহেতু আয়ুর্বেদজ্ঞ চিকিৎসাব্যবসায়ী অর্থাৎ চিকিৎসকই ভিষক্‌দের বাচ্য। ভিষগ্‌ব্রাহ্মণব্যতীত অন্য ব্রাহ্মণের আয়ুর্বেদে শিষ্যকরিবার ও আয়ুর্বেদাধ্যয়নকরাইবার যে অধিকার নাই তাহা বলা বাহুল্য। চরকবচনেও ব্রাহ্মণ হইতে ভিষগ্‌দিগের সম্মান অধিক পারব্যক্ত হওয়াতে (২২) বুঝিতে হইবে, তানও ভিষগ্‌থেই আচার্য্যপদে

চিকিৎসিতশরীরং যো ন নিষ্কৃণোতি দুর্মতিঃ ।

স যৎ করোতি মুকুতং তৎ সর্বং ভিষগ্‌মুতে ॥

ভিষজ্যরত্নাবলীধৃত বচন ।

উদ্ধৃত প্রমাণাবলী পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই পরিস্ফুট হয়, জ্ঞানমতে চিকিৎসাব্যবসায় করা কোন মতেই ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ হয় নাই।

(২১) “ব্রাহ্মণস্ত্রয়াণং বর্ণানামুপনয়নং কর্তৃমর্থতি । রাজস্তো দ্বয়স্ত বৈশ্যো নৈশ্যস্ত্রৈবেতি । ১ অ, শূদ্রস্থান, মুশ্রুতসংহিতা ।

মুশ্রুতসংহিতায় ব্রাহ্মণ ব্যতীত ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরও আয়ুর্বেদের অধ্যাপনাকরিবার এই উদার বিধি মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিবিরুদ্ধ, যেহেতু কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেই আপন ব্যতীত এরূপ বিধি দেখিতে পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় ইহা বলা যাইতে পারে, মুশ্রুতের এই বিধি আপদব্যতীত প্রাচীনকালের আধাসমাজে প্রবর্তিত হইত না। আপদব্যতীত অধ্যাপনাদি ব্রাহ্মণেরাই করিতেন; ইহাতেই প্রকাশ পাইতেছে অশ্বঠেরা ব্রাহ্মণজাতি, এবং অশ্বঠব্রাহ্মণদিগকে উপলক্ষ করিয়াই মুশ্রুত ও চরক ভিষক্ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন।

(২২) “ততোহমুপরিগ্রাম্য ব্রাহ্মণান্ নপ্তি বাচয়ৎ । ভিষজ্‌স্চাতিপূজয়েৎ ।”

৮ অ, বিমানস্থান, চরকসং ।

ব্রাহ্মণশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। চরক ও সূশ্রুতসংহিতার পূর্ববর্তী (অর্থাৎ সভ্যযুগের ধর্মশাস্ত্র) মনুসংহিতার প্রমাণ দ্বারা যখন চিকিৎসাকরা অর্থে অশ্বষ্ঠেরা ভিষক্, বৈদ্যা ইত্যাদি সংজ্ঞা গ্রাপ্ত হওয়া সম্ভব হইল (২৩) তখন চরক আর সূশ্রুতসংহিতার কথিত উক্ত ভিষক্ শব্দের অর্থে অশ্বষ্ঠকেই বুঝিতে হইবে। যদি চরক আর সূশ্রুতসংহিতার বিধি-ও-ইতিহাসানুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণই প্রাচীনকালে ভিষক্ ছিলেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি, তাহা হইলে মনুসংহিতা প্রভৃতির বিধি ও ইতিহাসানুসারে অশ্বষ্ঠগণও অতি প্রাচীনকালেই ভিষক্ ছিলেন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

সূশ্রুতসংহিতার, “শিষ্যোপনয়নী” অধ্যায়ের,—

“ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যানাং মনুতমমশ্বয়-বয়ঃ শীল-শৌচাচার-বিনয়,” ইত্যাদি বচনের টীকার উল্লনাচাধ্যা বলিয়াছেন,—

“ব্রাহ্মণাদিনু মধ্যে অশ্বতমং একতমম্ অন্বয়াদিযুক্তং। অত্র অশ্বয়ম্ আয়ু-কৌদাধ্যায় কুলং।”

চরকসংহিতার রোগভিষগ্ভিষজীতীয় অধ্যায়ের অধ্যাপনা বিধির “তদ্বিদা-

মুতু্যাব্যধিভর্যাবশ্চৈঃ চতুঃপ্রায়ৈঃ সূত্ৰাণিভিঃ।

কিং পুনর্ভিষজ্ঞো সনৈঃ পূজ্যঃ স্তান্ ভিত্তিশক্তিঃ ॥

শীলবান্ মতিমান্ যুক্তো বিজ্ঞাতিঃ শাস্ত্রপাবগঃ।

প্রাণিভিঃ সর্ববৎ পূজ্যঃ প্রাণাচাধ্যা স চি স্মৃতঃ ॥

১অ, চিকিৎসাস্থান, চরকসং।

(২৩) “সূতানামশ্বসারথ্যমশ্বতানাং চিকিৎসিতম্।

বৈদেহকানাং শ্রীকায়ং মাগধানাং বণিকৃপথঃ ॥ ৪৭ ॥” ১অ, মনুসং।

“ঋত্বিক্ পুরোহিতাচাধ্যাক্ষাভুলাতিথিসংপ্রভৈঃ।

বালবৃদ্ধাতুরৈকৈদৈর্জ্যোতিসম্বন্ধবাকবৈঃ ॥ ১৭২ ॥” ৪অ, মনুসং।

তাৎ—“বৈদ্যা বিজ্ঞানসো ভিষজ্ঞো বা।” মেধাতিথি।

উক্ত ১০ অধ্যায়ের মনুসংহিতা দেখা যায় যে, মনু অশ্বত্মদিগকেই চিকিৎসক বলিয়াছেন। চিকিৎসাবৃত্তি বলিলেই যে চিকিৎসক বলা হয় একথা আমরা পূর্বেও অনেক বার বলিয়াছি। চিকিৎসক আর বৈদ্য এক কথাই, হুতরাং উক্ত চতুর্থাধ্যায়ের ১৭২ শ্লোকের বৈদ্য শব্দ যে অশ্বত্মবাক, উক্ত ১০ অধ্যায়ের ৪৭ শ্লোকে অশ্বত্মের চিকিৎসাবৃত্তি বর্ণাতে তাহাই উক্ত হইতেছে।

কুলজং" ও "তদ্বিদ্যাবৃত্তং" টীকাকারেয়া এই দুই বাক্যেরও আয়ুর্বেদাধারী কুলজ, আয়ুর্বেদব্যবসায়িকুলে জাত,—অর্থ করাতে বুঝিতে হইবে তাঁহারাও তদর্থে ব্রাহ্মণের মধ্যে অঘষ্ঠকেই ধরিয়া (২৪) লইয়াছেন, যেহেতু মনু-সংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের ইতিহাসানুসারে জানিতে পারা যায়, প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণের মধ্যে একমাত্র অঘষ্ঠবংশই আয়ুর্বেদাধারী ও আয়ুর্বেদ-ব্যবসায়ী কুল। যদি বল, মহর্ষি চরক ও সূশ্রুত স্পষ্টতঃ অঘষ্ঠ না বলিয়া ওরূপ করিয়া বলিয়াছেন কেন? উত্তর—তৎকালে অঘষ্ঠ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। মনুসংহিতা প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রে উক্ত না হইলেও তাঁহারা যখন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির মধ্যেও আয়ুর্বেদাধারী কুল বলিলেন, তখন অঘষ্ঠকে ব্রাহ্মণ না বলিয়া অঘষ্ঠ বলিতে পারেন না, কারণ অঘষ্ঠ তখন স্বতন্ত্র কোন জাতি নহে। যাহা হউক, সূশ্রুত ও চরকসংহিতায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে আয়ুর্বেদে শিষ্য

(২৪) "অধ্যাপনে কৃতবুদ্ধিবাচাৰ্য্যঃ—শিষ্যমেবাদিতঃ পরীক্ষেত ॥" ১৪ ॥ ইত্যাদি। ১৫.১৬ শ্লোক দেখ। উদারসংঃ তদ্বিদ্যাকুলজমথবা তদ্বিদ্যাবৃত্তং তদ্বাভিনিবেশিনং ॥ ১৭ ॥

গঙ্গাধরকবিরাজ প্রকাশিত। ৮ত, বিমানস্থান, চরকসং।

টীকা—“উদারসংঃ মনস উল্ল্যং মহতং যন্ত তং তদ্বিদ্যাকুলজং তদায়ুর্বেদীয়তন্ত্রব্যবসায়িনাং কুলে জাতমথবা তদ্বিদ্যাবৃত্তং তস্মিন্ তন্ত্রে অধীতে জায়তে যা বিদ্যা সা বিদ্যা যন্ত স তদ্বিদ্যাংস্তেন বৃত্তং উপাঙ্কিতার্থেনাবর্তয়ন্তং তদ্বাভিনিবেশিনং যথাংস্বেহভিনিবেশো মূবার্থে জ্ঞাত্বাৎ।” ইত্যাদি। গঙ্গাধর রায় কবিরাজ কবিরাজকৃত জরকল্পতরু টীকা।

টীকা—“তদ্বিদ্যাবৃত্তনিত্যাযুর্বেদজ্ঞানপরম্।” চক্রপাণিদত্ত কৃত।

(কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিনাথ বিশারদ প্রকাশিত)

কবিরাজ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরাজ প্রকাশিত চরকসংহিতা দেখ।

উক্ত চরকবচনের অর্থবাশদগ্রহণকরত কেহ বলিতে পারেন যে, অর্থবাশদ দ্বারা মহর্ষি চরক তদ্বিদ্যাকুলজ ও তদ্বিদ্যাবৃত্ত এই উভয় বাক্যকে পৃথক্ করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, তদ্বিদ্যাকুলজ ও তদ্বিদ্যাবৃত্ত বলিতে একমাত্র অঘষ্ঠকেই বুঝাবে, যেহেতু প্রাচীন কালে তাঁহারা আয়ুর্বেদাধারী কুল ও তদ্ব্যবসায়ী ছিলেন। বংশপরম্পরা অল্প কোন বংশই যে আয়ুর্বেদাধ্যয়ন ও তদ্ব্যবসায় করিতেন একরূপ নিশ্চিত প্রমাণ নাই। প্রথমে আধা-প্রকৃতি ইত্যাদি বলিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যকে উপলক্ষ করত শেষ তাহা হইতে উদ্ভবমক্ষে অপরূপ দ্বারা তদ্বিদ্যাকুলজ ও তদ্বিদ্যাবৃত্ত এই দুই শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

করিবার বিধি (২৫) ও তাঁহাদের মধ্যে আয়ুর্বেদাধ্যায়ী কুল থাকা প্রকাশ থাকিলেও তাঁহারা যে ধর্মশাস্ত্রমুদিত আয়ুর্বেদাধ্যায়ী কুল নহেন, তাহা মনুসংহিতা প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র দ্বারা পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইতেছে । আয়ুর্বেদপাঠকরা ও চিকিৎসাব্যবসায়করা স্বর্ণিত কার্য্য নহে, সুতরাং প্রাচীন কালে তাহা দ্বিজাতিমাত্রেই বিশেষ কারণে করিলেও (২৬) ধর্মশাস্ত্রের বিধি ও ইতিহাস দ্বারা ব্যক্ত হয় যে অশ্বঠেবাই উহা বিশেষরূপে করিতেন অর্থাৎ তাঁহারা ই উক্ত

(২৫) ১৮।১২ চীকা দেখ ।

এস্থলে মনুসংহিতা ও চরকসংহিতা দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে যে, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আয়ুর্বেদাধ্যায়ী কুল বলিয়া একটি বংশ ছিল এবং মনুসংহিতা প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রের মতের সহিত ইহার ঐক্য করিয়া অবশ্যই বলিতে হইবে, উক্ত আয়ুর্বেদাধ্যায়ী কুলই অশ্বঠ । এমতাবস্থায় প্রমাণ হইতেছে, অশ্বঠ প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণজাতি । মনুসংহিতা প্রভৃতিতে দৈবাৎ বা অজ্ঞ কোন সাংসারিক অহবিধাহেতু ব্রাহ্মণ গুরু না পাওয়া গেলে ব্রাহ্মণেরও ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য গুরুর নিকট বেদাধ্যয়নকরিবার বিধি আছে, এবং মনুসংহিতার ১০ম অধ্যায়ে ও অশ্বাস্ত্র সংহিতায়ও আপেক্ষিকভাবে ব্রাহ্মণদিগের ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রবৃত্তি পধ্যস্ত অবলম্বন করিবার বিধিও রহিয়াছে । এমতাবস্থায় বৈদ্যবৃত্তি যে অনাপদেও কচিং কচিং আয়ের অবলম্বন সকলেই করিতেন তাহা বলা বাহুল্য । বৈদ্যবৃত্তি অশ্বঠ ব্রাহ্মণদিগের শাস্ত্রীয় বৃত্তি হওয়াতে উহা কাহারও সম্বন্ধে নীচবৃত্তি নহে ।

“পুবাণঃ মানবো ধর্মঃ সাক্ষো বেদশ্চিকিৎসিতম্ ।

আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হস্তব্যানি হেতুভিঃ ॥ মনুসংহিতা ১ অধ্যায়

. ১শ্লোকের কুলশ্লোকটী চীকাধৃত মহাভারত বচন ।

“অঙ্গানি চতুরো বেদা মীমাংসা স্ত্রায়বিস্তরঃ ।

পূরণঃ ধর্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যাছেতাস্ততুর্দশঃ ॥ ২৮ ॥

আয়ুর্বেদো ধর্মুর্বেদো গাক্ষর্বেচেতি তে ত্রয়ঃ ।

অংশশাস্ত্রং চতুর্থম্ বিদ্যাছষ্টাদশৈব তু ॥ ২৯ ॥”

৬অ, ৩ অংশ, বিষ্ণুপুরাণ ।

এই সকল প্রমাণে প্রকাশ যে, আয়ুর্বেদ ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় । সুতরাং অশ্বঠের প্রতি বিশেষ বিধি থাকিলেও অশ্বঠের উহা পাঠ অসম্ভব নহে । অতএব অশ্বঠ পাঠ করিলেই যে আয়ুর্বেদবৃত্তি অবলম্বন করিতেন ইহা প্রমাণ হয় না ।

(২৬) “তজ্ঞানগ্রহাণঃ প্রাণিনাং ব্রাহ্মণৈরাস্ত্ররক্ষাং রাজ্ঞৈর্বৃত্ত্যর্থং বৈশ্ণৈঃ সামঃ স্তোত্রো ধর্ম্মাধিকামপ্রতিগ্রহাণঃ সর্কৈঃ ।” ৩০অ, সুব্রহ্মণ্য, চরকসং ।

বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় পরিস্ফুট হয় যে, প্রাচীনকালের বৈদ্য, অশ্বষ্ঠ শিষ্য পাইলে আর অশ্ব শিষ্য করিতেন না। অশ্বাশ্ব বংশীয়েরা আয়ুর্বেদ পাঠ ও চিকিৎসাব্যবসায় করিলেও ধর্মশাস্ত্রানুসারে উহা তাঁহাদিগের পরধর্ম (বৃদ্ধি) হওয়াতে এবং তাঁহারা চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতে না পারাতে বুঝিতে হইবে, আয়ুর্বেদ তাঁহাদিগের মধ্যে বংশানুক্রমে অধিক দিন প্রচলিত ছিল না, তাহা থাকিলে, “বৃত্তা জাতিঃ প্রবর্ততে,” এই ব্যাস বাক্যের সার্থকতাসম্পাদনের জন্ত আমরা প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণজাতির অন্তর্গত অশ্বষ্ঠকে যেমন অধুনা বৈদ্য বলিয়া এক স্বতন্ত্র জাতিরূপে দেখিতেছি, সেই প্রকার তাঁহাদিগকেও ভিন্ন ভিন্ন বৈদ্যজাতি (শ্রেণী) রূপে দেখিতে পাইতাম (২৭)।

মহাসংহিতায় অশ্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তির ইতিহাস রহিয়াছে কিন্তু উক্ত চরকবচনে ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রাণিদিগের প্রতি অনুগ্রহার্থ চিকিৎসা বিহিত হইয়াছে দেখিয়া অশ্বষ্ঠের ব্রাহ্মণত্ববিষয়ে কাহারও মনে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু এ সন্দেহ নিতান্তই মূলশূন্য কারণ, চরক বখন উক্ত বচনের শেষার্ধ্বে ব্রাহ্মণের পক্ষেও বৃত্তিনিমিত্তক চিকিৎসাব্যবসায় করিতে বিধি দিয়াছেন তখন ব্রাহ্মণ প্রাণিগণের প্রতি বিশেষ দয়াপূর্ণ হৃদয়ে (দয়াপরবশ হইয়া) চিকিৎসাব্যবসায় করিবেন, ইহাই চরকের অভিপ্রায়। মনু যে অশ্বষ্ঠদিগকে চিকিৎসাব্যবসায় করিতে বিধি দিয়াছেন তাহাতে এই বিধি নাই একথা বলা যায় না। আর একটা কথা এই যে, এই পুস্তকে বহুতর প্রাচীন ঋষের ইতিহাস ও বিধি দ্বারা অশ্বষ্ঠের ব্রাহ্মণজাতি স্বপ্রমাণ হইতেছে, তাহাতে বৃত্তিনিমিত্তক ব্রাহ্মণ চিকিৎসাব্যবসায় করিবেন না, একমাত্র অনুগ্রহার্থই করিবেন, ইহাও যদি চরকের এই বচনের অর্থ হইত তাহাতেও স্মার্তানুসারে অশ্বষ্ঠের ব্রাহ্মণজাতিত্বসম্বন্ধে কাহারও সন্দেহচিহ্ন হওয়া সম্ভব নহে। বরং উহাকে ধর্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ মত মনে করা কর্তব্য।

(২৭) “ন বিশেষবোহস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রাহ্মণিহঃ জগৎ।

ব্রাহ্মণা পূর্বস্বষ্টং হি কর্মণা বর্ণতাং গতঃ ॥”

গৌড়ে ব্রাহ্মণস্থত স্বর্ণধণ্ড, পদ্মপুরাণ বচন।

“চাতুর্ভূগ্যং ময়া সৃষ্টং স্তম্বকর্ম্মবিভাগশঃ।

তস্ত কর্তারমপি মাং বিদ্যাকর্তারনবঃ ॥” ৪৯, ভগবদ্গীতা।

“সর্বাসামেব জাতানাং বৃত্তিরেব গুরোরসী।

বৃত্তিঃ স্বর্ণ্যা চ পথ্যা চ বৃত্ত্যা জাতিঃ প্রবর্ততে ॥”

চন্দ্রপ্রভা বৈদ্যকুলপঞ্জিকাযুক্ত ব্যাস বচন।

উপরে যে সকল প্রমাণ প্রদর্শিত হইল, তাহার দ্বারাও একথা প্রকাশ পাইতেছে যে, প্রাচীন কালে অশ্বঠগণই আয়ুর্বেদে বিশেষ ব্যাপ্ত ছিলেন, সুতরাং আয়ুর্বেদাচার্যের মধ্যেও তাঁহারাষ্ট প্রধান ছিলেন বলিয়া বুঝিতে পারা যায় । এমতাবস্থায় বসিতে হইল, প্রাচীনকালে যাহারা আয়ুর্বেদপাঠ করিতেন তাঁহারা অশ্বঠাচার্যাদিগের নিকট উপনীত হইয়াই অধ্যয়নাদি করিতেন । কোন কারণবশতঃ অশ্বঠাচার্য না পাওয়া গেলে যে অশ্বঠের নিকট আয়ুর্বেদপাঠ করিতেন তাহা বলা বাহুল্য (২৮) । চরক ও সুশ্রুতসংহিতায় অধ্যাপনাবিধির আচার্য্য, ভিক্ষু ও ব্রাহ্মণ শব্দে যে অশ্বঠাচার্য্যকে বুঝায় তাহাও পূর্বের সমপ্রমাণ করা হইয়াছে । এই সকল প্রমাণ দ্বারা সাবাস্ত হয় যে, প্রাচীন কালে অশ্বঠগণ ব্রাহ্মণজাতি ছিলেন ; ব্রাহ্মণ না হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকে

এই সমুদায় প্রাচীন শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা প্রকাশ পায় যে, ভারতের জাতিভেদ সৃষ্টি বৃত্তি দ্বারা হইয়াছে এবং মনুষ্যদিগের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ গুণ (ক্রমতা) দেখিয়া তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছিল । ক্রমশঃ ভারতীয়দিগের উন্নতির সহিত ব্যবসায়ের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হইয়াছিল, ভারতের জাতিসংখ্যাও ততই বাড়িয়াছে । এই হেতুতে প্রাচীন ভারতের চারি জাতির স্থলে ৩৬ জাতিরও অধিক অল্প কাল আমরা দেখিতেছি । অশ্বঠের মত অশ্ব কাহারও যদি চিকিৎসা চিরবৃত্তি হইত তবে আরও বৈজ্ঞানিক জাতি আমরা দেখিতে পাইতাম ।

(২৮) “আয়ুর্বেদকৃত্যভ্যাসো ধর্মশাস্ত্রপারায়ণঃ ।

অধ্যয়নমধ্যাপনঃ চিকিৎসা বৈজ্ঞানিকগণ ॥”

ব্রহ্মপুত্র ও অশ্বাশ্ব শাস্ত্রীয় বৈদ্যের লক্ষণ ।

বৈদ্যেরা এই শ্লোকটী সুদীর্ঘকাল হইতে পাঠ করিয়া আসিতেছেন, তাহা সকলেই জানেন, উক্ত বচনে বৈদ্যের যে কয়টি লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাচীন কালে অশ্বঠেরাই আয়ুর্বেদাধ্যাপক ছিলেন, নতুবা বৈদ্যের উক্ত লক্ষণকে প্রলাপোক্তি মনে করিতে হয় । “বৈদ্যশব্দের অর্থ” অধ্যায়ে

“আয়ুর্বেদকৃত্যভ্যাসঃ শাস্ত্রজঃ প্রিয়দর্শনঃ ।

আর্য্যশীলশ্লোকেণৈব বৈজ্ঞানিক বিধীয়তে ॥”

এই যে চারক্য শ্লোক উক্ত করা হইয়াছে, তাহার সহিত উপরি উক্ত বৈদ্যের লক্ষণবিষয়ক বচনের ঐক্য দেখা যায়, সুতরাং চারক্যপণ্ডিতের সমকালেও যে বৈদ্যেরাই (অশ্বঠাচার্য্যেরাই) আয়ুর্বেদাচার্য্য ছিলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় । এবং বর্তমান সময়েও অশ্বঠেরাই আয়ুর্বেদাধ্যাপক ।

আয়ুর্বেদে উপনীত ও শিষ্য (অধ্যাপনাদি) করিবার অধিকার আর কোন্ জাতির আছে? অস্বর্গ্য যে ব্রাহ্মণজাতি তাহা “অস্বর্গ্য ব্রাহ্মণজাতি” অধ্যায়ে ধর্মশাস্ত্র দ্বারা বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইবে। অতএব চরক ও সুশ্রুতসংহিতায় আয়ুর্বেদাচার্য্যকে যে ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে তাহা অস্বর্গ্যার্থে, এই কথা বলিতে ভায় ও প্রাচীন ইতিহাসানুসারে কোন আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না ।

আয়ুর্বেদীয় চরকসংহিতা ও সুশ্রুতসংহিতায় উপরি উক্ত আয়ুর্বেদে উপনয়ন-বিধি দ্বারা এবং মনুসংহিতা প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে যে, প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ প্রথম উপনীত হইয়া ঋক্ যজু ও সামাদি বেদ অধ্যয়ন করিয়া আয়ুর্বেদাধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক হইলে তাঁহাদের পুনরায় আয়ুর্বেদে উপনীত হইতে হইত (২৯); ইহাতে অজ্ঞাত বেদ হইতে আয়ুর্বেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায় (৩০)। পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে চরকোক্ত “বিদ্যাসমনাশ্চো” ইত্যাদি

(২৯) “অথাভঃ শিষ্যোপনয়নমধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্তানঃ ।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানামমন্ত্রতমমম্বয়বয়ঃশীলশৌধ্যশোচাচারবিনয়শক্তিবল” ইত্যাদি। “অথোষাচ ভগবান্ ধর্মন্তরিরিতি” ইত্যাদি। শিষ্যোপনয়নমিতি উপনয়নং দীক্ষা। তদধিকৃত্য কুতোহধ্যায়ঃ শিষ্যোপনয়নন্তঃ তথা। অস্তে তু উপনয়নায়ান্বয়ানর্থকরণং। যদুপি ব্রাহ্মণাদয়ঃ প্রাপ্তপনীতাঃ তথাপি আয়ুর্বেদপঠনারম্ভে পুনরুপনয়নং। ঋগ্ যজুঃসামানি অধীতা অধর্ম্মারম্ভে পুনরুপনয়নং ধর্ম্মবেদারম্ভে চ। তদ্বদত্রাপি। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানামিত্যাদি।”

(নিবন্ধসংগ্রহ) উল্লিখিতার্থকৃত টীকা। ২৯, মনুসংহিতা, সুশ্রুতসংহিতা।

“অথ অধ্যাপনবিধিঃ। অধ্যাপনে কৃতবুদ্ধিরাচার্য্য শিষ্যানাদিতঃ পরীক্ষিতঃ। তদগ্ধা.....। উপনয়নে শুক্লপক্ষে প্রশস্তেহহনি.....। অধৈনমগ্নিসকালে ভিবক্ সকাশে চানুশিষ্যাৎ। ইত্যাদি। ৮অ, বিমানস্থান, চরকসংহিতা।

উক্ত চরকবচন তদ্রূপ উপনয়নবিধির সংক্ষিপ্ত মাত্র। ঐ স্থলে ভিবক্ হইবার ইচ্ছুক ব্যক্তিকে শাস্ত্রে পরীক্ষাকরিবার উপদেশ দেওয়াতেই বুঝিতে হইবে আয়ুর্বেদপাঠের পূর্বেই ঐ ব্যক্তির অজ্ঞাত বেদপাঠ সমাপ্ত হইয়াছে। ইহার পর আবার আচার্য্যকে পরীক্ষাকরায় উপদেশও আছে! অজ্ঞাত বেদে জ্ঞান না জন্মিলে এসকল ক্ষমতা তাহাতে সম্ভবে না। অতএব প্রাচীনকালে অজ্ঞাত বেদে কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণই আয়ুর্বেদ পড়িতেন তাহা স্পষ্টতঃ বুঝা গেল।

(৩০) আধর্ম্ম্যাবং যজুর্ভিষক ঋগ্ভিহোমং তথা মুনিঃ।

ঔগাভ্রং সামভিষক্রে ব্রহ্মত্বপাথর্কভিঃ ॥ ১২ ॥

বচন যাহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহার অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও আয়ুর্বেদেরই যে প্রাচীনকালে অধিক সম্মান ছিল, তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, এবং পূর্বে আমরা যে বলিয়াছি, ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আয়ুর্বেদাধ্যয়ন করিয়া বিদ্যাসমাপ্ত না করিলে বৈদ্যহটবার রীতি প্রাচীনকালে ছিল না, উপরি উক্ত প্রমাণ হইতে তাহাও সত্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইতেছে। আর এ অধ্যায়েও অষ্টগণই আয়ুর্বেদে বিশেষ পারগ ছিলেন সাস্বস্ত হওয়াতে পূর্ব অধ্যায়ে আমরা যে বলিয়াছি, অষ্টগণেরই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে সমুদায় বেদ সহ আয়ুর্বেদাধ্যয়নকরত বৈদ্য উপাধি লাভ-করেন সে কথাও মত্যা নহে। যদি বল প্রাচীনকালে অষ্টগণেরাশ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদজ্ঞ (বৈদ্য) ছিলেন, তাহা হইলে সূত্র গ্রন্থের বক্তা ধর্ম্মসূত্রি (দিবোদাস) ক্ষত্রিয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, অষ্টগণেরা প্রাচীন কালে আয়ুর্বেদে বিশেষ পারগ ছিলেন বলতে তাঁহাদের মধ্যে কেহই তৎকালে অমুগত ছিলেন না, একথা বলা হয় নাই। আয়ুর্বেদশাস্ত্রে (চরকসংহিতা দেখ) বৈদ্যের বখেষ্ঠ নিন্দা থাকায় বুঝিতে হইবে, অষ্টগণের মধ্যেও পূর্বকালে

ততঃ স ঋচযুক্ত্য ঋগেদং কৃতবান্ মুনিঃ ।

যজুঃষি চ যজুর্বেদং সামবেদঞ্চ সামভিঃ ॥ ১৩ ॥

রাজস্বধ্বংসবেদেন সর্বকর্মাণি স প্রভুঃ ।

কারয়ামাস মৈত্রেয় ব্রহ্মজ্ঞঃ যথা স্থিতিঃ ॥ ১৪ ॥ ৪অ, ৩খং বিষ্ণুপুরাণ ।

“তত্র ভবিষ্য। পৃষ্ঠেনৈবকতুর্গাম্যজুরধ্বংসবেদানামান্ননোহধ্বংসে ভক্তিরাদেস্তা। বেদো-
ধ্বংসঃ শস্তুরন-বলি-মঙ্গল-হোম-নিয়ম-প্রারম্ভিতোপবাস-মত্নাদি-পরিগ্রহণাচ্চিকিৎসাং প্রাহ
চিকিৎসা চায়ুষো হিতায়োপদিশ্যতে..... তদা আয়ুর্বেদ যত আয়ুর্বেদঃ ॥”

ইত্যাদি। ৩অ, সূত্রস্থান, চরকসংহিতা।

“ইহ ধ্বংসবেদো নাম যজুপাঙ্গমধ্বংসবেদস্তানুংপাদ্যৈব প্রজ্ঞাঃ শ্লোকশতসহস্রমধ্যায়সহস্রক
কৃতবান্ ঋষভুঃ।” ৩অ, সূত্রস্থান, সূত্রতসংহিতা।

উদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণীয় শ্লোকগুলিতে অস্ত্রাঙ্গ বেদ হইতে অধ্বংসবেদেরই শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ
পাইতেছে। চরক ও সূত্রতসংহিতার বচনে প্রকাশ আয়ুর্বেদ অধ্বংসবেদেরই অঙ্গবিশেষ।
প্রাচীনকালে যেমন অস্ত্রাঙ্গ বেদ হইতে অধ্বংসবেদের মাত্র অধিক ছিল, তেমনি তদন্তর্গত
যলিরা তৎকালে আয়ুর্বেদেরও অস্ত্রাঙ্গ বেদ হইতে মাত্র অধিক ছিল বুঝিতে হইবে। এই
কারণে অস্ত্রাঙ্গ বেদ পাঠ করিয়া প্রাচীনকালে অধ্বংসবেদ-ও আয়ুর্বেদ-পাঠকালে পুনরুপনীত
হইবার নিয়ম ছিল।

অনেক নিন্দিত অর্থাৎ মূর্ণ বৈদ্য ছিলেন (৩১)। যখন ক্ষত্রিয়গণেরও আয়ুর্বেদ পাঠের টিহাস চরক, সুশ্রুতসংহিতাতে উক্ত আছে, তখন ক্ষত্রিয়ের মধ্যে একমাত্র ধনুস্তরি শ্রেষ্ঠ বৈদ্য হওয়াও আমরা অসম্ভব মনে করি না। বিশেষ উক্ত ধনুস্তরি ক্ষত্রিয় হইলেও তিনি স্বর্গবৈদ্য ধনুস্তরির অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ (৩২)। তজ্জগাই সুশ্রুত প্রভৃতি হাঁহাব নিকট আয়ুর্বেদ শ্রবণ করেন।

(৩১) “পাণিচার্য্যদ্বাং চক্ষুরজ্ঞানাতীতভীতবৎ ।

নৌমরীকিতবশে রাজ্ঞা ভিষক্ চরতি কর্ণসু ॥

বদুচ্ছরা সমাপন্নমুর্ধা নিম্নতায়ুবাং ।

ভিষজ্ঞানী নিহন্ত্যাশু শতাত্মনিম্নতায়ুবাং ॥ ৯অ, সুদ্রহান; চরকসং ।

—“ভবন্ত্যয়িবেশ। প্রাণানামভিসরা হস্তারো রোগাণমিতি। অতো বিপরীতা রোগাণামভিসরা হস্তারঃ প্রাণানামিতি। ভিষক্ছয়প্রতিচ্ছরাঃ কণ্টক। ভূতলোকস্ত প্রতি-
ক্রপিকসহধর্ম্মাণো রাজ্ঞাঃ প্রমাদাক্রান্তি রাষ্ট্রাণি তেষামিদং বিশেষবিজ্ঞানমত্যর্থং বৈদ্য-
বেশেন প্রাচ্যমানাঃ” ইত্যাদি। ২৯অ, সুদ্রহান, চরকসংহিতা।

৩০অ, “ ” ” অজ্ঞ বৈদ্য দেখ।

“কুচেলঃ কর্কশঃ স্তবকঃ কুগ্রাসী শয়মাগতঃ ।

পকুবৈদ্যা ন পূজ্যন্তে ধনুস্তরিসমা যদি ॥”

আয়ুর্বেদশাস্ত্র, ভৈষজ্যরত্নাবলী : ১ম ভাগ, ভাবপ্রকাশধৃত

(৩২) একদা দেবরাজস্ত দৃষ্টিনিপতিতা ভূবি।

তত্র তেন নরা দৃষ্টা ব্যাধিভিঃ পরিপীড়িতাঃ ।

তান্ দৃষ্ট্বা হৃদয়ং তস্ত ব্যাধরা পরিপীড়িতম্ ।

দয়ার্জ্জুহৃদয়ঃ শক্রে ধনুস্তরিমুবাচ হ ॥

ধনুস্তরে সুরশ্রেষ্ঠঃ ভগবন্ কিঞ্চিচ্চ্যতে ।

ষোগ্যো ভবসি ভূতানামুপকারপরোভব ॥

উপকারায় লোকানাং কেন কিং ন কৃতং পুত্র ।

ত্রৈলোক্যাধিপতির্বিষ্ণুভূয়ঃস্তান্ধ্রিশবান্ ॥

তস্মাক্ত্বঃ পৃথিবীং বাহি কাশীমধ্যে নৃপোভব ।

প্রতিকারায় রোগাণামায়ুর্বেদং প্রকাশয় ॥

ইত্যুক্ত্বা সুরশাস্ত্রলুঃ সর্বভূতে হিতৈচ্ছমা ।

সমস্তমায়ুর্বেদেবং ধনুস্তরিসুপাদিশং ॥

স্বর্গবৈদ্য* অশ্বিনীকুমার ধনুস্তরিকে আমরা পরবর্তী অধ্যায়বিশেষে অর্ঘ্য বলিব ।
অতএব ঋষিগণ আধ্যাত্মিক ভাবে তাঁহার নিকট আয়ুর্কেদ শ্রবণ করিয়াছিলেন,
তাহাতে (শ্রবণকালে) দিবোদাসকে আধ্যাত্মিক ভাবে তাঁহার অর্ঘ্যই মনে
করিয়াছিলেন । আমাদেরও বিশ্বাস দিবোদাস একজন ক্ষণজন্মা মনুষ্য ও
সকল শাস্ত্রেই তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন এবং ক্ষত্রিয়নিবন্ধন যুদ্ধাদিতে ক্ষত
ও বাণবিদ্ধ ব্যক্তির শলোদ্ধার চিকিৎসায় তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা জন্মে, তাহা
হইতেই অস্ত্রচিকিৎসা প্রধান অষ্টাঙ্গায়ুর্কেদের (সূশ্রুতসংহিতার) সৃষ্টি হয় ।
তাঁহার ধনুস্তরিনামের অর্থের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আমরা এই কথা বলি-
লাম (৩৩) । যাঁহা হউক ধনুস্তরি আয়ুর্কেদরূপসারী ছিলেন না । তিনি
নৃপতি, অথচ আয়ুর্কেদজ্ঞমাত্র । তিনি স্বর্গবৈদ্য ধনুস্তরির অবতার জন্ত
তাঁহাকে বৈদ্য বলা হইত, এবং তিনি বানপ্রস্থ্যশ্রমে আয়ুর্কেদ বলেন (৩৪) ।

অদ্যো চায়ুবো বৈদমিষ্ট্রাঙ্কনুস্তরিঃ পুরা ।

আগত্য পৃথিবীঃ কাশ্মাঃ জাতো বাহুব্বেশ্বনি ।

নায়া তু সোহভবৎ খ্যাতো দিবোদাস ইতি ক্রিভৌ ।

বালএব বিরজোহভূচ্চচার স্তবহস্তপঃ ॥

যত্নেন মহতা ব্রহ্মা তং কাশ্ম্যাকরোন্নৃপম্ ।

ততো ধনুস্তরিলোকে কাশীরাজোংতিধীরতে ॥” ইত্যাদি ।

ধনুস্তরি প্রাদুর্ভাব, ১ম ভাগ, ভাবপ্রকাশ ।

(৩৩) “ধনুস্তরিসমিতি ধনুঃ শল্যশাস্ত্রঃ তন্ত্ৰ অস্ত্ৰং পারম্ এতি গচ্ছতীতি ধনুস্তরিত্তং ।
অপর্য ব্যাংপত্তিবিম্বুরভরায় লিখিতা ।” ১অ, সূত্রহান, সূশ্রুতসংহিতার

উন্ননাচার্যাকৃত নিবন্ধসংগ্রহ টীকা ।

“ধনুস্তরি—(ধনু—অস্ত্ৰ—ঋ গমন করা + ই—ক । ইনি সমুদ্রমন্ধান কালে তাহা হইতে
উৎখিত হইয়াছিলেন । সং পুং দেবচিকিৎসক । শিঃ—১ “অয়ং হি ‘ধনুস্তরি-
রাদিদেবো জরাকজামৃতাহরো নরাণাম্ ।.....কাশীরাজ, দিবোদাস ।”

১৭৫১৭৬ পৃষ্ঠা প্রকৃতিবাদ অভিধান ।

৩৪) “বিধামিত্তৌ মুনিশ্রেষ্ঠঃ পুত্রং সূশ্রুতমুক্তবান্ ।

বৎস বারাগসীং গচ্ছ স্বং বিধেধরবলভাম্ ॥

তত্র নায়া দিবোদাসঃ কাশীরাজোহস্তু বাহুজঃ ।

স হি ধনুস্তরিঃ সাক্ষাদায়ুর্কেদবিদ্যাং বরঃ ॥ ইত্যাদি ।

অশ্বঠের চিকিৎসাবৃত্তি, মহর্ষি উশনাও বলিয়াছেন (৩৫) কিন্তু তাঁহার মতে অষ্টাদ্যুর্বেদীয় (অর্থাৎ ধনুস্তরি কথিত সূত্রসংহিতার মতাবলম্বী) চিকিৎসক সূর্য ভিষক্ (৩৬) । সূত্রসংহিতা ও চরকসংহিতা এই দুই প্রাচীন চিকিৎসা-

গিত্ত্বচরনমাকর্ষ্য সূত্রতং কাশিকাং গতঃ ।

তেন সার্ব্বং সমধোতুঃ মুনিমুশুশতঃ বর্যো ॥

অথ ধনুস্তরিং সর্কে বানপ্রস্থাপ্রমে স্থিতং ।” ইত্যাদি ।

সৃষ্টিপ্রকরণ প্রথমভাগ, ভাবপ্রকাশ ।

(৩৫) “বৈজ্ঞান্যঃ বিধিবদ্বিপ্রাজ্ঞাতোহশ্বঠ উচ্যতে ।

কুৰ্য্যাজীবো ভবেত্তস্ত তথৈবাগ্নেয়বৃত্তিকঃ ।

ধ্বজিনী জীবিকাচৈব চিকিৎসাশাস্ত্রজীবকঃ ॥”

অশ্বঠদীপিকাধৃত, উশনাঃ সংহিতা ।

(৩৬) “বিধিনা ব্রাহ্মণ্যং প্রাপ্তো নৃপায়ান্ত্র সূমন্ত্রকঃ ।

জাতঃ সূর্য ইত্যুক্তঃ সোহমুলোমধ্বজঃ স্মৃতঃ ॥

ক্ষত্রবর্ণক্রিয়াঃ কুর্কন্ নিত্যনৈমিত্তিকীঃ ক্রিয়াম্ ।

অশ্বরথং হস্তিনঃ বা বাহয়েষা নৃপাজ্ঞয়া ।

সৈন্যপত্যঞ্চ ভৈষজ্যং কুৰ্য্যাজ্ঞীবোত্ত্ব বৃত্তিষু ॥

নৃপায়ং বিশ্রতশ্চৌৰ্য্যং যো জাতঃ স ভিষক্ স্মৃতঃ ।

অভিষিক্তনৃপশ্চেতৈঃ পরিপাল্যেত বৈদ্যকম্ ॥

আয়ুর্বেদমথষ্টাঙ্গং বেদোক্তং ধর্মমাচরণং ।

নৃপায়ং বিধিনা বিপ্রাজ্ঞাতো নৃপ ইতি স্মৃতঃ ॥” বট খণ্ড নব্যভারত

ও জাতিতত্ত্ববিবেকধৃত উশনাঃ সংহিতা বচন ।

মহর্ষি উশনার কথিত সূর্য ভিষক্ ও নৃপ, ইহাদের উৎপত্তিগত কোন প্রভেদ দেখা যায় না । ভিষকের উৎপত্তিতে যে একটু প্রাধান্য (পার্থক্য) দেখা যায় তাহা সামান্যমাত্র । তাহাতে ভিষক্ অবিধিকৃত একথা বলা যাইতে পারে না কারণ বর্তমান কালেও চুরি করিয়া কত্থা লইয়া অনেকেই বিবাহ করিয়া থাকেন । সুতরাং উক্ত সূর্য ভিষক্ আর নৃপ একই শ্রেণীর মনুষ্য হইতেছেন । মূর্দ্ধাভিষিক্তের উৎপত্তির সহিত ইহাদের উৎপত্তির কোন প্রভেদ নাই । যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় মূর্দ্ধাভিষিক্তের যে সকল বৃত্তি উক্ত আছে, উশনাও সূর্যের তৎ-সমুদয় বৃত্তিই কীর্তন করিয়াছেন । মূর্দ্ধাভিষিক্ত যে ব্রাহ্মণ তাহা অশ্বত্ত্বাঙ্গজাতি অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইবে । আমাদের বোধ হইতেছে যে কোন কোন প্রদেশের মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণেরা এই সকল বৃত্তিহেতু সূর্য ভিষক্ ও নৃপ নামে বিখ্যাত হন । যাজ্ঞবল্ক্যও সেই জন্ত মূর্দ্ধাভি-
ষিক্তের এই সকল বৃত্তি বলিয়াছেন ও উশনাও তাহাদেরই ইতিহাস বলিয়াছেন ।

শাস্ত্রের বিভিন্ন মতানুসারে সেকালের বৈদাগণও যে দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন সে ইতিহাস আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও আছে (৩৭)। উশনার প্রমাণানুসারে একমাত্র সুবর্ণাভষকদিগকেই অষ্টাঙ্গায়ুর্বেদীর চিকিৎসক বলিয়া স্বীকার করা বাইতে পারে না, যেহেতু ইতঃপূর্বেই প্রাচীন কালে উত্তর আয়ুর্বেদবিষয়েই অষ্টাঙ্গদিগেরই প্রাধান্যতা প্রমাণীকৃত হইয়াছে (৩৮)। অষ্টাঙ্গের অতি প্রাচীনকাল হইতে যদি উপরি উক্ত উত্তর মতে চিকিৎসা না করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে সুশ্রুতসংহিতার অভাব থাকিত ; তাহারা যে সকল সংগ্রহগ্রন্থের সৃষ্টি করিয়াছেন (৩৯) তাহাতে সুশ্রুতমত সংগৃহীত হইত না। অতএব একমাত্র অষ্টাঙ্গেরাই যে দুই ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ তাঁহাদিগের মধ্যেই কেহ চরকমতে, কেহ সুশ্রুতমতে চিকিৎসা করিতেন এবং কালে তাহারা অন্তর্চিকিৎসাত্যাগ করিয়া চরকমতেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাট (৪০)।

(৩৭) “তত্র ষাষন্তরীয়াণামধিকারঃ ক্রিয়াবিধৌ।”

বৈদ্যানাং কৃতবোধ্যানাং ব্যাধিশোধনরোপণে ॥

দাহে ষাষন্তরীয়াণামত্রাপি ভিষজাঃ বলম্।

ক্ষারপ্রয়োগে ভিষজাঃ ক্ষারতত্ত্ববিদাঃ বলম্।” অ, ঔষ্মরোগাধিকার,
চিকিৎসাস্থান, চরকসংহিতা।

(৩৮) ১৮/১৯২০/২১/২২/২৩ প্রভৃতি চীকাধৃত বচন ও তাহার অবলম্বনে যাহা বলা হইয়াছে তাহা দেখ।

(৩৯) বঙ্গদেশবাসী মাধবকর আর চক্রপাণি দত্ত সংগৃহীত “মাধব নিদান” (রোগবিনিশ্চয়) আর “চক্রদত্ত” নামক দুইখানি সংগ্রহে বহুতর সুশ্রুতসংহিতার বচন সংগৃহীত হইয়াছে। চক্রপাণিকৃত নিদানেও সুশ্রুতবচনের অভাব নাই। ইহা ভিন্ন পরিভাষা, জব্যাক্ষণ, রত্নাবলী, সারকৌমুদী প্রভৃতি অনেক সংগ্রহগ্রন্থে বিস্তর সুশ্রুতবচন সম্মিলিত হইয়াছে ॥

(৪০) “ষাট্রিংশত্বা যকৈর্দ্বাষশ্চরকস্ত তু তৈঃ পলম্।

অষ্টচত্বারিংশতা স্ত্রাৎ সুশ্রুতস্ত তু মাষকঃ ॥ ইত্যাদি।

তস্মাৎ পলং চতুঃষষ্ঠ্যা মাষকৈর্দ্বশরক্তিকৈঃ।

চরকানুমতং বৈদ্যৈশ্চিকিৎসাস্পৃহ্যতে ॥ ৫১ ॥” অরচিকিৎসাধ্যায়,

চক্রপাণিদত্ত কৃত চক্রদত্ত ॥

“হরিত্রাঘরষট্যাক্সসিংহীশক্রয়বৈঃ কৃতঃ।” ইত্যাদি।

বালরোগ, চক্রদত্ত ॥

উপনার কথিত সুবর্ণ ত্রিষক্ ও নৃপ ভারতের কোথাও আছে কি না তাহা আমরা জানি না, কিন্তু ইহা বলা যাইতে পারে যে, ঐ জাতি চিকিৎসাব্যবসায়-
করিয়া থাকিলেও চিকিৎসাবিষয়ে তাঁহারা অদ্বৈতের জ্ঞান প্রতিপত্তিলাভ করিতে
পারেন নাই এবং তাঁহারা অদ্বৈতের জ্ঞান চিবাচিকিৎসকও নহেন। তাঁহারা
চিকিৎসাবিষয়ে যদি অদ্বৈতের জ্ঞান প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারিতেন ও ভার-
তের চিরচিকিৎসক হইতেন, তাহা হইলে ভারতের স্থানে স্থানে আজও আমরা
এই শ্রেণীর চিকিৎসক দেখিতাম এবং অদ্বৈতের যেমন চিরচিকিৎসাবৃত্তিতে
বৈদ্যজাতি বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন, তাঁহারাও তেমনই বৈদ্যজাতি বলিয়া
বিখ্যাত হইতেন (৪১)। বঙ্গদেশের অদ্বৈত আর উত্তর পশ্চিম প্রদেশের শাকল-
দীপি ব্রাহ্মণ ব্যতীত চিকিৎসাব্যবসায় দ্বারা বৈদ্য বলিয়া জনসাধারণে পরিচিত
আছেন, এমন সম্ভাব্য ভারতের আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না (৪২)।

টীকা—সুশ্রুতেন কথ্যোক্তব্রব্যককে লিখ্যোঃ।” ইত্যাদি। তত্বচক্রিকা টীকা।

“মধুমন্তকসংযাবহবিঃপূরৈশ্চ যঃ ক্রমঃ।” ইত্যাদি।

তত্বচক্রিকাটীকা—“অনন্তবাত্তেত্যাদি। সুশ্রুতত্ব।” ইত্যাদি। শিরোরোগাধিকার চক্রদত্ত।

(৪১) ৪৪টীকাতে আমরা দেখাইব যে, অদ্বৈতকে চিকিৎসাবৃত্তি ভগবান্ মনুও প্রদান
করেন নাই। তাঁহারও পূর্ববর্তী শাস্ত্রকারদিগের বিধি ও রীতি অনুসারে অদ্বৈতের চিকিৎ-
সক। মনু সেই পূর্ববর্তী বিধি ও ইতিহাসের অনুবাদ করিয়াছেন। অতএব মনুসংহিতার
পরবর্তী সুশ্রুত, চরক ও উপনাঃ সংহিতা প্রভৃতিতে অদ্বৈত ভিন্ন অন্য শ্রেণীর আয়ুর্বেদ পাঠ
এবং চিকিৎসা ব্যবসায় করিবার ইতিহাস, বিধি উক্ত থাকিলেও বুঝিতে হইবে, তাঁহার বহু
পূর্বেই অদ্বৈতের চিকিৎসা বৃত্তি দ্বারা বৈদ্য বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। অতএব পরে কেহ
কেহ চিকিৎসাব্যবসায় করিলেও তাঁহারা যে কেবল বৈদ্যসংজ্ঞালাভ করিতে পারেন নাই
তাহা বলা বাহুল্য।

(৪২) “সর্কাসামের জাতীনাং বৃত্তিরেব গরীয়সী।

বৃত্তিঃ স্বর্গ্যা চ পুণ্যা চ বৃত্ত্যা জাতিঃ অবর্জতে ॥”

এই ব্যাসসংহিতার বচনের (ভারতীয়গণের রীতি) দ্বারা ই উত্তরকালে ইঁহারা বৈদ্য
বলিয়া এক স্বতন্ত্র জাতি হইয়াছেন। ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রদেশে চিকিৎসাব্যবসায়
বাহাদুরের জাতীয় ব্যবসায় তাঁহারা বৈদ্য বলিয়া খ্যাত হইলেও এখনও তাঁহারা একাংশের
শ্রেণীবিশেষ ব্রাহ্মণ জাতি বলিয়া ঐ অঞ্চলে পরিচিত। চিকিৎসা বখন ইঁহাদের জাতীয় বৃত্তি
তখন তঁহারা অর্থ শাস্ত্রোক্ত বৃত্তি করিতে হইবে, এবং একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে,

ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয় যে, ভারতীয় আৰ্যদিগের মধ্যে আর আর সম্প্রদায়ের লোকেরা আয়ুর্বেদপাঠ ও চিকিৎসাবৃত্তি করিলেও এমনভাবে (পুরুষাভুজ্ঞমে চিরকাল) করেন নাই যে তদ্বারা উত্তর কালে তাঁহারা চিকিৎসক (বৈদ্য) জাত হইতে পারেন (৪০) ।

“যে দ্বিজানামপসদা যে চাপধ্বংসজাঃ সূতাঃ ।

(৪৪) তে নিন্দিতৈর্কর্তৃভ্যুঃ দ্বিজানামেব কৰ্ম্মাভিঃ ॥” ৪৬ শ্লোক ।

১০অ, মনুসংহিতা ।

ইংহারাও মনুসংহিতার পূর্ববর্তী বিধি ও মনুসংহিতার ইতিহাসানুসারেই চিকিৎসাব্যবসায় করিতেছেন । কিন্তু মনুতে যখন অশুভ বাতীত আর কাহারও চিকিৎসাব্যবসায় উক্ত হয় নাই তখন উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় শাকলদীপীয় ব্রাহ্মণ চিকিৎসকগণের অশুভ ও বঙ্গদেশের অশুভদিগের ব্রাহ্মণজাতিত্ব এবং চিকিৎসাবৃত্তি ব্রাহ্মণের বৃত্তি বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে । এদেশীয় অশুভগণ কোন কারণে ব্রাহ্মণের অশাস্ত বৃত্তি (পৌরোহিত্য) হইতে বঞ্চিত হওয়ার বা পরিত্যাগ করাতে ব্রাহ্মণনাম হারাইরাছেন, এই মাত্র বিশেষ । অশুভ আর শাকলদীপি ব্রাহ্মণ যে এক তাহা “অশুভ ও শাকলদীপি” অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইবে ।

(৪৩) বর্তমান যুগে বঙ্গদেশে যাহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া প্রসিদ্ধ তাঁহাদের ও কায়স্থপ্রভৃতি জাতির মধ্যে অনেকেই আজকাল চিকিৎসাব্যবসায় করিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদিগকে কেহ বৈদ্য বলে না ও তাঁহারা কেহই বৈদ্য জাতি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারেন না । না পারিবার কারণ এই যে, তাঁহারা কেহই মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রোক্ত চির আয়ুর্বেদা-ধ্যায়ি কুল অর্থাৎ চিকিৎসকবংশ নহেন ।

(৪৪) “জীঘৃষন্তরজাতাসু মৈজৈরুৎপাদিতান্ সূতান্ ।

সদৃশানপি তানাহম্মাতৃদোষবিগহিতান্ ॥ ৬ ॥

অনন্তরান্ন জাতানাং বিধিরেষ সনাতনঃ ।

য্যোক্তরান্ন জাতানাং ধর্ম্ম্যং বিদ্বাদিমং বিধিন্ ॥ ৭ ॥” ১০অ, মনুসং ।

এই দুই শ্লোকের পূর্বশ্লোকে মনু যখন স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন, “সদৃশানপি তানাহম্মাতৃদোষ বিগহিতান্ ।” তখন অমূল্যমজ পুত্রগণকে পিতৃসদৃশ মনু বলেন নাই তাঁহার পূর্ববর্তী শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন যেহেতু “আহঃ” ক্রিয়ার কর্তা মনু বা তৎপুত্র ভূক্ত নহেন, তাঁহাদেরও পূর্ববর্তী ধর্ম্মগণ । উক্ত বিধিকে সনাতন ও ধর্ম্ম্যবিধি বলাতেও অমূল্যমগণ মনুরও পূর্ববর্তী বলিয়া সাব্যস্ত হয় ।

“ব্রাহ্মণাঐশ্বকস্তারামঘটো নাম জায়তে ॥” ইত্যাদি । ৮ ।

১০অ, মনুসংহিতা ।

বিজ্ঞানিদিগের মধ্যে যাহারা অপসদ, তাহারা বিজ্ঞগণের বৃত্তি দ্বারা, আর যাহারা অপধ্বংসজ্ঞ অর্থাৎ শূন্যের সহিত বিবাহ দ্বারা বাহাদের উৎপত্তি, তাহারা বিজ্ঞগণের নিন্দিত বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে ।

“সুতানামমখসাধ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং ।

বৈদহকানাং স্ত্রীকার্যং মাগধানাং বণিক্পথঃ ॥ ৪৭ ॥”

১০অ, মনুসংহিতা ।

শূন্যদিগের অখসারথা, অম্বষ্ঠগণের চিকিৎসা, বৈদহকদিগের স্ত্রীকার্য এবং মাগধগণের স্তল ও জলপথে বাণিজ্যবৃত্তি (৪৫) ।

উপার উক্ত মনুবচনের (৪৬ শ্লোকেব) আমবা যে অনুবাদ কবিলাম মনু সংহিতার ভাষা আব টীকাকাবের অর্থ গ্রহণ কবিন্না (৪৬ তাত্তা অগ্রাহ্য কবন্ত

এই জারতে ক্রিযাব অর্থ জন্মিয়া থাকে । তাহা হইলেই মনুর পূর্ব হইতেই অম্বষ্ঠনামা পুত্রেরা জন্মগ্রহণ করিয়া আসিতেছিলেন, নতুবা মনু কেন বলিবেন, অম্বষ্ঠ নামা পুত্র জন্মিয়া থাকে ?

“সুতানামমখসাধ্যমম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতম্ ।” ইত্যাদি । ১০অ, মনুসং ।

এ বচনে “চিকিৎসিতং” পদ “ত” প্রত্যযান্ত থাকাতে অম্বষ্ঠের চিকিৎসাবৃত্তি মনুরও পূর্ববর্তী শাস্ত্রকারদিগের প্রদত্ত তাত্তা বিলক্ষণরূপে বুঝা বাইতেছে । যখন ১০ অধ্যায়ের ৬ ৭৮ শ্লোকের অর্থ অম্বষ্ঠ মনুরও পূর্ববর্তী হয়, তখন ৪৬ শ্লোকের “বর্তমেষুঃ” মনুসংহিতার পূর্ববর্তী কোন কোন শাস্ত্রের অনুবাদ বিধি মনে করিতে হইবে । ৫ অধ্যায়ের ১ টীকার শেষাংশ পাঠ কর ।

(৪৫) উক্ত ৪৬ শ্লোকে বিজ্ঞগণের মধ্যে যাহারা অপসদ বলাতে একথা সাব্যস্ত হইতেছে যে, কথিত অম্বষ্ঠ সুত মাগধ প্রভৃতি সকলেই বিজ্ঞ । অম্বষ্ঠ যে বিজ্ঞ তাত্তা পূর্বের ৪১ শ্লোকেও আছে । ইহাতে চিকিৎসাপ্রভৃতি বৃত্তিগুলিকেও মনু বিজ্ঞবৃত্তি বলিতেছেন, কারণ অম্বষ্ঠ যখন বিজ্ঞ, তখন তাহাদের যে বৃত্তি তাহাকে অবশ্যই বিজ্ঞবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে ।

(৪৬) “ভাব্য—অপসদা তনুলোমাঃ প্রতিলামা অপধ্বংসজ্ঞাঃ ।..... বিজ্ঞানামুপ-
যোগিত্তিঃ প্রেযাকর্ষতিবর্তযেযুঃ আস্মনো নিদিতৈঃ প্রেযাকাষ্যদান্নিতানি ॥ ৪৬ ॥ যে ॥”

টীকা—“যে বিজ্ঞানামুপলোমোন উৎপন্নঃ যড়েভেৎপসদাঃ স্তুতা ইতি .. যে চাপ ধ্বংসজ্ঞাঃ প্রতিলোমানন্তে বিজ্ঞাত্যপকারকৈরেব নিদিতৈর্বক্ষ্যমাণৈঃ কর্ষতিজীবৈযুঃ ॥ ৪৬ ॥ কু ॥”

১০অ, মনুসংহিতা ।

কেহ বলিতে পারেন যে, চিকিৎসাবৃত্তি যদি ব্রাহ্মণের বৃত্তি হইবে, অশ্বষ্ঠেরা যদি ব্রাহ্মণ হইবেন, তাহা হইলে মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৪৬ শ্লোকে অশ্বষ্ঠের জন্ত দ্বিজগণের নিন্দিত বৃত্তি উক্ত (বিধিকৃত) হইরাছে কেন? আর অশ্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলে মনু তাহাকে অপসদই বা বলিলেন কেন? এই দুই প্রশ্নের প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, মনুসংহিতার ভাষা ও টীকাকারেরা উক্ত শ্লোকের অসঙ্গতার্থকরাতে তাহাদের দেখাদেখি ঐ শ্লোকের বিকৃত অনুবাদও স্থানে স্থানে প্রকাশিত হইরাছে। অশ্বষ্ঠ যে দ্বিজ তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইরাছে এবং পরেও দর্শিত হইবে। এ বচনেও মনু অশ্বষ্ঠকে দ্বিজই বলিতেছেন। দেখ মনু এ বচনে বলিতেছেন, দ্বিজগণের মধ্যে যাহারা অপসদ; এ অবস্থার অশ্বষ্ঠ নিশ্চই দ্বিজ হইতেছে। যে দ্বিজ সে দ্বিজগণের নিন্দিত কর্ম (অর্থাৎ শূদ্রকর্ম) করিবে, ইহা মনু বলেন নাই বুঝিতে হইবে। আরও দেখ, উক্ত বচনের অপধ্বংসজের অর্থ যদি শূদ্রধর্মী হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে মনু দ্বিজগণের মধ্যে যে ধরেন নাই ও ধরিতে পারেন না, তাহাও বলা বাহুল্য। এমতাবস্থায় দ্বিজগণের মধ্যে যাহারা অপসদ দ্বিজ, আর যাহারা শূদ্রধর্মী শূদ্র, তাহাদের সকলকেই মনু দ্বিজগণের নিন্দিত বৃত্তি অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন, ইহাও এক অসম্ভব কথা। ভগবান্ মনু প্রতিলোমজ হৃত প্রকৃতিকেও ১০ অধ্যায়ের ১৬১৭ শ্লোকে অপধ্বংসজ বলেন নাই, অপসদই বলিয়াছেন (৪৭); এবং ৪১ শ্লোকের

“যাহারা ষাণ্মলোম্যে দ্বিজাতি হইতে উৎপন্ন, উহাদিগকে অপসদ বলা যায় এবং যাহারা প্রতিলোম্যে উৎপন্ন, উহাদিগকে অপধ্বংসজ শব্দে বলা যায়, এই উভয় প্রকার জাতির ব্রাহ্মণাদির উপকারক গর্হিত কর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে।”

পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণিকৃত অনুবাদ।

ভাষ্যকার নিম্নের অর্থ ল্পষ্টই প্রব্যাক্ষ অর্থাৎ শূদ্রকর্ম করিয়াছেন।

(৪৭) “আয়োগবন্ড দ্বিত্বা চ চাণ্ডালশাধমোন্মাণং ।

প্রতিলোম্যেন জায়ন্তে শূদ্রাদপসদাঙ্গয়ঃ ॥ ১৬ ॥

বৈশ্বান্নাগধবদেহৌ ক্ষত্রিয়াং হৃত এব তু ।

প্রতীর্ণমেতে জায়ন্তেহপরেহপ্যপসদাঙ্গয়ঃ ॥ ১৭ ॥” ১০অ, মনুসং।

দেখা যায় যে, মনু উক্ত বচনদ্বয়ে ‘শূদ্রাং’ ও ‘প্রতীর্ণাং’ এই শব্দ প্রয়োগ-করত শূদ্রজাত প্রতিলোমজ হইতে দ্বিজোৎপন্ন প্রতিলোমজদিগকে পৃথক্ করিয়া তাহাদের শ্রেষ্ঠ দেখাইয়াছেন। অতএব ৪৬ শ্লোকের টীকা এইরূপ হইবে।

শেষার্ধে শূজের সহিত বিবাহসম্বন্ধ দ্বারা বাহ্যের উৎপত্তি তাঁহাদিগকেই অপধ্বংসজ বলাতে তিনি কেবল ৪৭টীকাধৃত ১৬শ্লোকোক্ত অপসদ অধোগবা-
দিকেই যে অপসদ ও অপধ্বংসজ উভয় বলিয়াছেন তাহা স্পষ্টই প্রকাশ
পায় (৪৮)। এতক্ষণ বাহ্য বাহ্য বলা হইল তাহাতে মনুর মতে সূত মার্গধ ও

বিজ্ঞানঃ মধ্যে যে অপসদ অমূলোমপ্রতিলোমজা আৰ্যাদ্যাদ্যায়ামুৎপন্নান্তে বিজ্ঞানামেব
কর্ষভিকর্ষয়েয়ুঃ। পুনর্বে চ শূজোৎপন্নঃ প্রতিলোমজা অপসদা অপধ্বংসজান্ত স্মৃতান্তে সর্কে
বিজ্ঞানঃ নিম্নিতৈঃ কর্ষভিঃ প্রেব্যকর্ষভিকর্ষয়েয়ুঃ ॥

৪৯ শ্লোকের অর্থও এইরূপ হওয়া উচিত :—

বজ্রান্তিভ্রমরঃ পুত্রাঃ ; যথা ব্রাহ্মণেন ব্রাহ্মণ্যাঃ ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ায়াঃ বৈশ্বেন বৈশ্বায়াঃ
অনন্তরজা অমূলোমপ্রতিলোমক্রমেণ আৰ্যাদ্যাদ্যায়াম্ যে জাতান্তে বটপুত্রাঃ বিজ্ঞধর্মিণঃ স্যুঃ।
যে পুনঃ শূজেণ বিজ্ঞকস্তায়াং গাকর্ষবিবাহাদিসম্বন্ধেন ব্যতিরেকেণ বা প্রাতিলোম্যেন
উৎপন্নো অপধ্বংসজাঃ পুত্রান্তে সর্কে শূজধর্মিণঃ স্মৃতঃ। শূজাচারসমানাচারসম্পন্নান্তে-
য়ুয়িতি।

(৪৮) “সজাতিজানন্তরজাঃ বটপুত্রাঃ বিজ্ঞধর্মিণঃ।

শূজাণস্ত সধর্মিণঃ সর্কেৎপধ্বংসজাঃ স্মৃতঃ ॥ ৪১।” ১অ মনুসংহিতা।

তাবা—“যে পুনরপধ্বংসজাঃ সঙ্করজান্তে শূজাণাঃ সধর্মিণঃ সমানাচারান্তর্ভুক্তগ্নৈরধিক্রিয়ন্ত
ইত্যর্থঃ। প্রতিলোমানান্ত বিশেষা বক্ষ্যন্তে অনন্তরগ্রহণমমূলোমোপলক্ষণার্থমেব
তেন ব্যবহিতোহপি ব্রাহ্মণ্যবৈজ্ঞকস্তায়াং জাতো গৃহতে বটপুত্রাঃ সংখ্যাতিরিক্তান শূজায়াঃ
পারশবঃ।” মেধাতিথি। ৪১।

টীকা—“যে পুনরন্তে বিজ্ঞাত্যুৎপন্নানপি স্মৃতাদয়ঃ প্রতিলোমজান্তে শূজধর্মিণো নৈবামুপনয়ন-
মন্তি।” ৪১। কুল্লুকভট্ট। ১অ, মনুসং।

বৈজ্ঞশব্দের অর্থ ও অব্যস্তশব্দের অর্থ অধ্যায়ের ২১ ও ২২টীকা দেখ।

এখানে দেখা যায় যে, মেধাতিথি স্বামী শূজের সহিত বিবাহসম্বন্ধোৎপন্ন পারশবকে বিজ্ঞ
মধ্যে গণনা করেন নাই। ভট্টকুল্লুকও সূতাদিকে বিজ্ঞাতি হইতে উৎপন্ন না বলিয়া থাকিতে
পারেন নাই। তাঁহারা যে অর্থে সূতাদিকে বিজ্ঞমধ্যে গণনা করেন নাই, ১০ অধ্যায়ের
৬৯ শ্লোকের অর্থ দ্বারা তাহাতে বাধা জন্মিতেছে; এবং ৪১ শ্লোকের “বটপুত্রাঃ” যে কেবল
অনন্তরজেরই বিশেষ তাহাও পরবর্তী ৬৯ শ্লোকের অর্থের দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে।
মনুভাষ্যকার ১০ অধ্যায়ের ৫১৩/১৪ শ্লোকের তাবো অনন্তরজ শব্দের অমূলোমজ প্রতি-
লোমজ উত্তরার্থই করিয়াছেন। ইহাতেও ব্যক্ত হয় যে, ভগবান্ মনু সর্বত্রই যে অমূলোম
অর্থ অনন্তরজ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা নহে। কচিংহুলে উত্তরার্থেও প্রয়োগ করি

বৈদেহক এই ভিন প্রতিলোমজ পুত্র (অপসদ) ও বিজ হইতেছে । দেখা যায় যে, মনু ইহাদিগকেও যে সকল বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, সে সমুদয়ই বিজবৃত্তি, শূদ্রবৃত্তি নহে (৪২) । অতএব চিকিৎসা বিজ্ঞানের নিদ্রিত বৃত্তি হইতেছে না । চিকিৎসা যে ব্রাহ্মণের বৃত্তি, তাহা এই অধ্যায়েই আমরা আৰ্য্য চিকিৎসকদিগের দৈবী চিকিৎসা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি । আমরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছি যে, ব্রাহ্মণ না হইলে যাজন ও অধ্যাপনাদি কার্য্যে অঙ্ক

রাছেন । ৩৯ শ্লোকের অর্থ দ্বারা ৪১ শ্লোকের অনন্তরজের অর্থ এইরূপ বলিয়াই নির্ণীত হয় শ্লোকটি বধা—

“সুবীজকৈব যুক্ষেত্রে জাতং সম্পদ্যতে বধা ।

তথার্থ্যাক্ষাত আৰ্য্যাণাং সৰ্ব্বং সংস্কারমহতি ॥ ৩৯ ॥ ১০অ, মনুসং ।

উক্ত ৩৯ ও তৎপূর্ববর্তী ৩৭ শ্লোকের আৰ্য্য শব্দের অর্থ গ্রহণ না করিয়া ভাষা আর টীকাকার প্রতিলোমক্রমে দ্বিজাত্যুৎপন্ন হৃত বৈদেহক ও মাগধকে শূদ্র বলিয়াছেন । কিন্তু পূর্ববর্তী ২৮ শ্লোকের (১০অ) ভাষ্যে মেধাতিথি সূতাদিগকে বিজ বলিয়াছেন, টীকাকার গৌতম বচন দ্বারা বাধা দিয়াছেন । মনুর বিধিতে বাধা গৌতমস্মৃতি দ্বারা দেওয়া যায় না ।

“বেদার্থোপনিবন্ধুত্বাৎ প্রাধান্ত্যং হি মনোঃ স্মৃতম্ ।

মদ্বর্থবিপরীতাহি সা স্মৃতিন' প্রশস্ততে ॥”

বিদ্যাশাগরকৃত বিধবাবিবাহ বিবরক ২য় ভাগধৃত বৃহস্পতি বচন ।

১০অ, মনুসংহিতার ১১/১২ শ্লোক দেখ ।

(১০) “পশুনাং যক্ষণং দানমিজ্য্যধ্যয়নমেবচ ।

বণিক্পথং কুসীদকং বৈশ্যস্ত কৃষিমেব চ ॥ ১০ ॥ ১অ, মনুসংহিতা ।

ভাষ্য—“বণিক্পথং বণিক্কর্ষণা হুলপথবারিগণাদিনা ধনাজ'মমুপবৃত্ত্যমানম্” ইত্যাদি । ১০ । মেধাতিথি ।

টীকা—“বণিক্পথং হুলজলাদিনা বাণিজ্যম্” ইত্যাদি । ১০ । কুস্ক ।

“হস্ত্যশ্বরথশিকা অস্ত্রধারণ মুর্দ্ধাবসিক্তানাং নৃত্যগীতনক্ৰজীবনং শস্ত্ররক্ষা চ মাহিষ্যাগান্” ইত্যাদি । কুস্কভট্ট । ১০অ, মনুসংহিতার ৬ শ্লোকের টীকা ।

উক্ত মনুবচন ও তাহার ভাষা টীকার সহিত এই অধ্যায়ের ৪৭ শ্লোকের অর্থ্যৎ যে সকল হৃতপ্রভৃতির ধর্ম (বৃত্তি) উক্ত হইয়াছে তাহার এবং ৮১/৮২/৮৩ শ্লোকের টীকাত্তা একত্র করিয়া দেখ, মনুজ হৃত অর্থাৎ প্রভৃতির বৃত্তিগুলি বিজবৃত্তি কি না ?

জ্ঞেয়র অধিকার নাই (৫০)। প্রাচীন কালে ক্ষত্রিয়াদির চিকিৎসাকার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার ইতিহাস চরক ও অষ্টাঙ্গসংহিতাদিতে থাকিলেও পুরোক্ত আশুরী মানুষী ও দৈবী এই জিবিধ চিকিৎসার মধ্যে যাজনকার্যাস্তর্গত দৈবী চিকিৎসা অর্থাৎ পূজা শাস্তি স্বস্ত্যয়নাদিতে তাঁহাদিগের অধিকার না থাকায় তাঁহারা বৈদ্য উপাধি পান নাই ও আর্য চিকিৎসার অকৃতকার্য হইরাছিলেন বুঝিতে হইবে। “বৈদ্যশব্দের অর্থ” অধ্যায়ে বৈদ্যের যে লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাঁহার সহিত ব্রাহ্মণের লক্ষণের একতা আছে (৫১)। যাজন আর অধ্যাপন এই দুইটি কার্যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কাহারও অধিকার নাই। ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অধ্যাপনামাত্র অধিকার থাকিলেও সে অধিকার আপেক্ষিক (৫২)। অতএব

(৫০) “অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনস্তথা ।

দানং প্রতিগ্রহশৈচ বট্ কর্ণাণ্যগ্রজঘনঃ ॥ ৭৫ ॥

যরাস্ত কর্ণণামন্ত্র জীণি কর্ণাণি জীবিকা ।

যাজনাধ্যাপনে চৈব বিদ্বদ্ভ্যাস্ত্র প্রতিগ্রহঃ ॥ ৭৬ ॥

ত্রয়ো ধর্ম্মা নিবর্তন্তে ব্রাহ্মণাং ক্ষত্রিয়ং প্রতি ।” ইত্যাদি ।

৭৭ ৭৮ ৭৯ প্রভৃতি শ্লোক দেখ । ১০অ, মনুসং ।

অষ্টাঙ্গ স্মৃতি ও পুরাণ দেখ ।

(৫১) “আয়ুর্কেন্দ্রকৃত্যভ্যাসো ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণঃ ।

অধ্যয়নমধ্যাপনঃ চিকিৎসা বৈজ্ঞানিকশাস্ত্র, জাতিতত্ত্ব-

নিবেক্ষিত চরকসংহিতা ও ব্রহ্মপুরাণ বচন ।

(৫২) “অত্রাহ্মণাদধ্যয়নমাপেক্ষ্যে বিধীয়তে ।

অমুত্রজ্যা চ শুক্রশা বাবদধ্যয়নং গুরোঃ ॥ ২৪১ ॥” ২অ, মনুসং ।

ভাষ্য—অপদঃ কালে আপেক্ষ্যে কালে ।..... । ব্রাহ্মণস্ত ক্ষত্রিয়াদনভাবে বৈশ্যাদধ্যয়নং ।”

ইত্যাদি ২৪১ । মেধাতিথি ।

টীকা—ব্রাহ্মণাদিত্যি । ব্রাহ্মণাদন্তো বা বিজঃ ক্ষত্রিয়স্তদভাবে বৈশ্যো বা তদধ্যয়নমাপেক্ষ্যে

কালে ব্রাহ্মণাধ্যাপকাসম্ভবে ব্রহ্মচারিণো বিধীয়তে । ২৪১ ” কুম্ভকট ।

নাব্রাহ্মণে গুরৌ শিষ্যো বাসমাত্যস্তিকং বসেৎ ।

ব্রাহ্মণে চাননুচানে কাজ্জন্ গতিমমুত্তমাম ॥ ২৪২ ॥ ২অ, মনুসং ।

ভাষ্য—ব্রাহ্মণে চাননুচানে ।..... । ব্রাহ্মণোহপি বদ্যনুচানো ব্রাহ্মজনিম্পন্নঃ ।

ন ভবতি ন চ ব্যাখ্যানাধ্যয়নশীলঃ ।” ইত্যাদি । ২৪২ । মেধাতিথি ।

চিকিৎসাবৃত্তি যেমন ব্রাহ্মণের, তেমনি অদ্বৈত অগসদ হইলেও ব্রাহ্মণজাতি বলিয়া
সীাব্যস্ত হইতেছে। মনুসংহিতার অগসদবিষয়ক বচনের দ্বারা প্রমাণ হইতেছে
যে, অদ্বৈত ছিল সাধারণের অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াদিরও অগসদ নহে। ব্রাহ্মণের মধ্যে,
ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকত্তা ও ক্ষত্রিয়কত্তা পত্নীর সন্তান ব্রাহ্মণ হইতে অগসদ অর্থাৎ
সম্মানে কিঞ্চৎ নিকৃষ্ট (৫৩)। পূর্বোক্ত প্রমাণসকলের দ্বারা সাব্যস্ত হয়,
কেবলমাত্র চিকিৎসাও ছিলসাধারণের বৃত্তি নহে, ব্রাহ্মণেরই একমাত্র ধর্মব্যাজ-

টীকা—ব্রাহ্মণে বা সান্ন্যবেদানকোতরি অমৃতমাংসভিত্তং যোক্ষ্যমঙ্গলমিচ্ছন্ শিষ্যোনাশ্রুতিষ্ঠেৎ ।

कूलकण्ठ । २४२ ।

অবর্তদিগের নিকট সেই সত্যরূপ হইতে এখানস্থ ব্রাহ্মণেরা যে আয়ুর্বেদাধ্যয়ন করিয়া আসিতেছেন, তাহা আপৎকালে নহে, ইহা অবর্তগণের ব্রাহ্মণজাতির লক্ষণ।

(৫৩) 'বিপ্রস্তু ত্রিষু বর্ষেষু নৃপতেক্কর্ণয়োদ্বয়োঃ ।

বৈশাখ বর্ষে চৈকস্মিন্ বড়েতেহপসদাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১০ ॥ ১০ অ. মনুসং।

ভাষ্য—এতে ত্রৈবর্ষিকানামেকান্তরদ্ব্যন্তরদ্ব্যজ্ঞাতা অপসরা এতে বেদিতব্যঃ। পুত্রাধ/কনদা
অপশীর্ণাঃ সমানজাতোয়া পুত্রাপেক্ষায়া ভিদ্যন্তে ॥ ১০ ॥” মেধাতিথি।

১০।—“বিশ্রান্তেতি। ব্রাহ্মণস্ত কতিরাণিঅরজ্জীবু কতিয়ন্ত বৈশাদিহরোজ্জিরোঃ বৈশন্ত
 শ্রুয়াঃ বর্ণত্রয়াণাং এতে যট্ পুত্রাঃ সর্বপুত্রাপেক্ষয়া অপসদা নিকট্টাঃ
 স্মতাঃ। ১০।” কল্পকণ্ঠ।

উক্ত লোক ও ভাহার ভাষ্য টীকার অর্থের প্রতি মনোভিনিবেশ করিলেই পরিষ্কৃত হয় যে, অমৃতের ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্তা জীর পুত্র ব্রাহ্মণ হইতে একট নিকট ব্রাহ্মণ।

“ब्रह्मा बुद्धाभिषिक्ताहि वैद्याः कृतविशारदाः ।

অমী নক্ৰ দ্বিজা এবাং যথা পূৰ্ব্বক গোৱবম ॥”

হারীতসংহিতায় এই বচনের অর্থ হইতেও তাহাই উপলব্ধ হয়, কারণ বৈদ্য কত্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেই অষট্ ব্রাহ্মণজাতি এইটি স্তবই ব্যতীত হয়। যেহেতু কত্রিয়ের উপরে ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর জাতি নাই। সূত, বৈদেহক ও মাগধ প্রভৃতি প্রতিজ্ঞোন্নত অপসদেরা যে কত্রিয় বৈষ্ণ হইতে নিকট কত্রিয় বৈষ্ণ, অর্থাৎ কত্রিয় বৈষ্ণ হইতে অপসদ তাহা পরবর্তী অষট্ ব্রাহ্মণ জাতি অধ্যায়ে বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইবে।

টীকাকার অপরদের অর্থ' নিকট বলিয়াছেন, ইহাতে এককালীন নীচ একথা মনে করা উচিত নহে। কুলীন হইতে শ্রোত্রিয় বতটুকু হীন তাহাই মনে করা উচিত। নিম্নলিখিত শ্লোকে কনিষ্ঠার্থে অর্থ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। "রামস্তুবাঃ অর্থস্তোভদঅর্থস্তদৈবঃ"।

ଆଦିପୁରୀ, ସହାୟତା ।

কভা হইতে উহা একটু অক্ষুণ্ণবৃত্তি । প্রাচীনকালের চিকিৎসক (অষষ্ঠ) যদি ব্রাহ্মণজাতি না হইতেন, আর চিকিৎসা যদি ব্রাহ্মণের বৃত্তি না হইত, তাহা হইলে চিকিৎসক সকল জাতির গুরুবৎ পূজ্য ও ন্যস্ত একথা, প্রাচীন শাস্ত্রে উক্ত হইত না (৫৪) । এখানেও আপত্তি হইবে । আপত্তি এই, যাহারা অপসদ ব্রাহ্মণ, তাঁহারা তাঁহাদিগের চটতে উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণগণের পূজ্য, একথা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? উত্তর, দেখা যায় যে, জন্মগত ঐ প্রকার উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট কোন কাজের নহে । কুলীন ব্রাহ্মণ হইতে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ অপসদ (নিকৃষ্ট) বটেন, কিন্তু শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণেরাও অনেক কুলীন ব্রাহ্মণের গুরু ও পুরোহিত আছেন, এবং কুলীন ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগকে পূজা প্রণামাদি করিতেছেন । সে কালের ব্যভিচারোৎপন্ন একান্ত নীচজাতিরী স্ত্রীলোকের গর্ভজাত সন্তান বাস বশিষ্ঠ পর্যন্তও সকল ব্রাহ্মণেরই সেকালে পূজনীয় হইরাছিলেন (৫৫) । গুণ-শ্রেষ্ঠগণ যে সকল কাণেই সকলের পূজনীয় ছিলেন, এখনও আছেন, তাহা বলা বাহুল্য । এমতাবস্থায় ব্রাহ্মণের বিবাহিতাপত্নী বৈশ্বকণ্ঠার পুত্র গুণশ্রেষ্ঠ অষষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা যে প্রাচীনকালে সকল ব্রাহ্মণের নিকট সম্মানপ্রাপ্ত হইতেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় ।

ধর্মযাজকতা হইতে কেবল চিকিৎসা যে একটু নিকৃষ্ট তাহা পূর্বে আমরা বলিয়াছি । অতএব চিকিৎসা যে ব্রাহ্মণের বৃত্তি তাহার অর্থ এই যে, চিকিৎসা

(৫৪) “প্রানিভিগুরুবৎ পূজ্যঃ প্রাণাচার্য্যঃ স হি স্মৃতঃ ।”

১অ, চিকিৎসাস্থান, চরকসংহিতা ।

“ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং বৈদ্যো নারায়ণঃ স্বয়ম্ ॥” হিন্দুশাস্ত্র ।

(৫৫) ব্রহ্মোবাচ । সচ্ছোত্রিয়কুলে জাতো হুত্রিয়ো নৈব পুজিতঃ ।

অসংকেত্রকুলে পূজ্যো ব্যাসবৈভাঙকো বধা ॥

কত্রিরাণাং কুলে জাতো বিদ্বামিত্রোহস্মি সংসমঃ ।

বেত্তাপুত্রো বশিষ্ঠশ্চ অস্ত্রে সিদ্ধা বিজাতয়ঃ ॥” ৩৩অ, সৃষ্টিখণ্ড, পদ্মশু ।

“ঐত্বা তু সর্পসত্যায় দীক্ষিতং জনমেজয়ম্ ।

অভ্যাগচ্ছদুর্বির্বিধান্ কৃকধৈপারমস্তুথা ॥

জনরায়াস বং কালী শক্ভেঃ পুত্রাং পরাশরায়ং ।

কর্মুগ্নব বনাধীপে পাণ্ডবানাং পিতামহম্ ॥” আদিপর্ক মহাভারত ।

ধর্মবাহকতা হইতে ব্রাহ্মণের পক্ষে নিরুপ্ত বৃত্তি। এ নিরুপ্ত বৃত্তি, স্থগিত (কুৎসিত) বা শূদ্রবৃত্তি নহে (৫৬)। ক্ষত্রিয় বৃত্তি বা বৈশ্যবৃত্তি ব্রাহ্মণের বৃত্তি হইতে নিরুপ্ত, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে স্থগিত (কুৎসিত) অথবা শূদ্রবৃত্তি বলা হইতে পারে না, যেহেতু তাহার ঐ আচার্য্যবংশ, দ্বিজ এবং তাঁহাদের বৃত্তি-শুণিও ধর্মবাহকতা, চিকিৎসার জ্ঞান উচ্চ বিষয় লইয়াই গঠিত। যদি বল, ব্রাহ্মণ যদি চিকিৎসক হইতেন ও প্রাচীনকালে চিকিৎসা যদি ব্রাহ্মণের বৃত্তি হইত, তাহা হইলে মনুসংহিতাপ্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রে চিকিৎসক ব্রাহ্মণদিগকে দেব ও পিতৃকার্য্যে বরণ, তাঁহাদের সহিত একপংক্তিতে ভোজন এবং তাঁহাদিগের অন্নভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে কিজন্য ? (৫৭)। উত্তর, সে সমস্তই চিকিৎসকদিগকে সংপথে রাখিবার নিমিত্ত অনুশাসনমাত্র। ধর্মবাহকদিগকে সংপথে রাখিবার জন্যও (অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞ না হইয়া প্রতিগ্রহাদি করিতে নিবারণ জন্যও) ঐ প্রকার অনুশাসন শ্লোক শাস্ত্রে যথেষ্ট উক্ত আছে (৫৮)। ঐ সমস্ত অনুশাসন

(৫৬) “বেদাভ্যাসো ব্রাহ্মণস্ত ক্ষত্রিয়স্ত চ ব্রহ্মণস্ ।

বার্তাকর্ষে বৈশ্যস্ত বিশিষ্টানি বর্কর্মসু ॥” ৮০ শ্লোক । ১০ অ মনুসং ।

এখানে ব্রাহ্মণের অস্তান্ত বৃত্তি হইতে অধ্যাপন বৃত্তিকেই শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া ব্রাহ্মণাদিকে কি আমরা স্থগিত বৃত্তি বলিব ?

(৫৭) “চিকিৎসকান্ দেবলকান্ মাংসবিক্রয়িশুখা ।

বিপণেন চ জীবন্তো বর্জ্যাঃ স্যুর্হব্যকব্যয়োঃ ॥ ১৫২ ॥

এতান্ বিগৃহীতানানপাণ্ডন্তেজান্ বিজাধমান্ ।

বিজ্ঞাপিতবরো বিদ্যামুতরয় বিবর্জয়েৎ ॥ ১৬৭ ॥” ৩ অ, মনুসংহিতা ।

“আবিকশিতকায়স্ত বৈদ্যো নক্ষত্রপাঠকঃ ।

চতুর্বিধো ন পূজ্যস্তে বৃহস্পতিসমা যদি ॥”

১৭৪ ১৭৫ ১৭৬ ১৭৭ ১৭৮ শ্লোক দেখ । অত্রিসংহিতা ।

“চিকিৎসকস্ত যুগয়োঃ কুরতোচ্ছিষ্টভোজিনঃ ।

উগ্রাঙ্গঃ স্তমিকান্নক পর্ষ্যচাস্তমনির্দিশঃ ॥ ২১২ ॥

পুয়কিৎসকস্তান্ন পুংস্তল্যাশ্বমিহ্মিয়ম্ ॥ ২২০ ॥ ইত্যাদি । ৫ অ, মনুসং ।

১ অধ্যায় বাজবল্যসংহিতা ও অস্তান্ত সংহিতা দেখ ।

(৫৮) “চিকিৎসকঃ কাণ্ডপৃষ্ঠঃ পুরাব্যাক্ষঃ পুরোহিতঃ ।

সংবৎসরো ব্রথাধ্যায়ী সর্কো তে শূদ্রসম্বিতাঃ ।

চিকিৎসক ও ধর্মযাজক অর্থাৎ অশাস্ত্রজ্ঞ ও অধাশ্রিকদিগের সম্বন্ধে বুঝিতে
হইবে। চিকিৎসা পাপকার্য্য নহে যে ব্রাহ্মণ তাহা করিলে সেজ্ঞাত আর্ষাদিগের
নিকটে (৫২) পাপী হইতেন? চিকিৎসক মনুষ্যের আরোগ্যপ্রদাতা, মনুষ্য-

শূদ্রকর্ম্ম যথৈতেষু বো ভূক্তে নিরপত্রঃ ।

অভোজ্যভোজনং প্রাপ্য ভন্নং প্রাপ্নোতি দারুণম্ ॥ ইত্যাদি ।

১৩৫অ, অনুশাসনপর্ব্ব, মহাত্মারত ।

“ব্রাহ্মণ্যেনে দরিদ্রাণ্যঃ কত্রিগ্নাণে পশুস্তথা ।

বৈজ্ঞানেন তু শূদ্রাণ্য শূদ্রাণ্যে নরকং ক্রবম্ ॥” অগ্নিরঃ সংহিতা ।

ব্যাস উবাচ—“অধাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি দানধর্ম্মমহত্তমম্ । ইত্যাদি ।

যদি জ্ঞাদধিকো বিপ্রঃ শীলবিদ্যাভিভিঃ শ্রমম্ ।

তন্মৈ যত্নেন দাতব্যমতিক্রম্য চ সন্নিধিম্ ॥

রূপাকৈব হিরণ্যক গামযং পৃথিবীং তিলান্ ।

অবিদ্বান্ প্রতিপ্লবীয়াদভ্যভবতি কাষ্ঠবৎ ॥” ২০অ, স্বর্গখণ্ড, পদ্মপু ।

“হ্রস্টাচারস্ত বিপ্রস্ত নিবিজ্ঞাচরণস্ত চ ।

অন্নং ভুক্ত্য দ্বিজঃ কুর্যাদিন্মেকমভোজনম্ ॥” ৫৩ ॥ ১২অ, পরাশরসং ।

“অত্রভানামুপাধায়ঃ কাণ্ডপৃষ্ঠস্তথৈব চ । ইত্যাদি । ৭৩টীকা দেখ ।

ঈদৃশৈত্রীজ্ঞৈর্ভুক্তমপাণ্ডক্তৈরেষু বিস্তিঃ ॥”

২০অ, অনুশাসন পর্ব্ব মহাত্মারত ।

(৫২) ৫৮ টীকার প্রমাণে দেখা যায় যে, পুরোহিত আর উপাধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত অভক্ষ্য, ও
ইহাদিগকেও অপাণ্ডক্তের বলিয়া উক্ত হইরাছে । এখন কি আমরা উপাধ্যায় আর পুরো-
হিতের কর্ম্মকে (ধর্ম্মযাজকতাকে) ও পাপকর্ম্ম মনে করিয়া তাহাদিগকে পাপী বলিয়া বিশ্বাস
করিব? তাহা করিলে চিকিৎসক ব্রাহ্মণদিগকেও পাপী বলা যাইতে পারে । মনুসংহিতার
চতুর্থাধ্যায়ের ২১০ শ্লোকে মনু দীক্ষিতের অনেকে অভক্ষ্য বলিয়াছেন, তাহা দীক্ষাকার তৎহার
অজ্ঞ কারণ দিয়াছেন । কিন্তু

“চিকিৎসকান্ দেবলকান্ যাসম্বিক্রিয়ণস্তথা ।

বিপণেন তু জীবন্তো বর্জ্যাঃ স্থায়ব্যাকব্যয়োঃ ॥ ১৫২ ॥ ১৬অ, মনুসং ।

ভাষ্য—“ভিবজ্জশ্চিকিৎসকাঃ দেবলকাঃ প্রতিমাণরিচারকাঃ আজীবনসম্বন্ধেনৈতো প্রতিবি-
ধোতে ধর্ম্মার্থেষু তু চিকিৎসকদেবলমোরদোষঃ ।” মেধাতিথি ।

টীকা—“চিকিৎসকো ভিবজ্ দেবলঃ প্রতিমাণরিচারকঃ বর্জনার্থে নৈতৎকর্ম্মকর্ম্মভোহং
নিষেধঃ ন তু ধর্ম্মার্থঃ ।” কুল্লকভট্ট ।

দিগের ধর্মাদিসাধনের মূল সহায় (৬০)। আর্ষেরা উন্মাদ ছিলেন না যে, তাঁহাদিগের এই প্রকার মহোপকারী ও সদ্‌বংশোৎপন্ন বিবিধ শাস্ত্রজ সংপথস্থিত চিকিৎসকদিগকে অকারণে, তাঁহারা ঐ প্রকার অপমান করিবেন ; আর যে

এই মনুষ্যচনের ভাষা ও টীকাতে প্রকাশ পাইতেছে যে এক্ষণের ধর্মার্থে চিকিৎসাকরা দোষ নহে বৃত্ত্যর্থ করাই দুষ্ট। ইহার পরে আমরা দেখাইব যে ব্রাহ্মণ ধর্মপথে থাকিয়া বৃত্ত্যর্থও চিকিৎসা করিতে পারেন। এখানে উক্ত ভাষা ও টীকা অবলম্বনে এইমাত্র বলিতেছি যে, চিকিৎসা যে পাপকার্য্য নহে তাহা উহাতেও প্রকাশিত আছে। মনুসংহিতাপ্রভৃতিতে ও পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডের ২৮ অধ্যায়ে পুংসলী প্রভৃতি পাণীর সঙ্গেই চিকিৎসকের, অন্নও অভক্ষ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পুংসলী আর চিকিৎসক কি তুল্য শ্রেণীর লোক ? চিকিৎসা কি এতই নিকট কার্য্য ? তাহা হইলে চিকিৎসকও ভক্তসমাজে স্থানপ্রাপ্ত হইতেন না ? প্রাচীন কালে চিকিৎসক ব্রাহ্মণেরা বৃত্ত্যর্থ চিকিৎসা করিয়া (অর্থাৎ সকলকে আরোগ্য করিয়া একমাত্র অর্থগ্রহণ করিতেই) পুংসলীর স্থায় গুরুতর দণ্ড হইতেন ইহা সম্ভবপর নহে, সুতরাং উহা নিতান্ত কুচিকিৎসকসম্বন্ধেই যে উক্ত হইয়াছে তাহাতে আর সংশয় নাই।

(৬০) “যাতিঃ ক্রিয়াভির্জ্ঞায়ন্তে শরীরে ধাতবঃ সমাঃ ।

সা চিকিৎসা বিকারাণাং কৰ্ম্ম তত্ত্বিযজ্ঞাঃ মতম্ ।

কথং শরীরে ধাতুনাং বৈষম্যাং ন ভবেদ্বিতি ।

সমানাকাশুবন্ধঃ স্তাদিত্যর্থং ক্রিয়তে ক্রিয়া ॥

চিকিৎসা প্রাণভূৎ তস্মাদ্ধাতা দেহস্থথাযুযাম্ ।

ধর্ম্মস্তার্থস্ত কামস্ত নৃলোকস্তোভয়স্ত চ ।”

ধাতা সম্পদ্যতে বৈজ্ঞো দানাদেহস্থথাযুযাম্ ॥” ১৬অ, সূত্রহান, চরকসং ।

“বহুবৃত্তং যথোদ্ভিষ্টং যঃ সম্যগবুভিষ্ঠতি ।

স সমাঃ শতমব্যাধিরাযুধা ন বিযুজ্যতে ॥” ... চরকসংহিতা ।”

“ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যমূলমুত্তমম্ ।

রোগান্তস্তপহর্ভারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্ত চ ॥ ১অ, সূত্রহান, চরকসং ।

“ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যঃ কারণং বভূবঃ ।

তস্মাদারোগ্যদানেন নরো ভবতি সর্ব্বদঃ ॥

অপ্যেকং নিরুজীকৃত্য ব্যাধিতং ভেষজৈর্নরঃ ।

প্রযাতি ব্রহ্মসদনং কুলসপ্তকসংযুতঃ ॥”

ভৈষজ্যরত্নাবলীধৃত নন্দিশূর্য্য বচন

সকল আর্থোরা চিকিৎসক হইতেন তাঁহারা এত দূর অজ্ঞান অপমান সহ্য করি-
য়াও আর্থীগণকে চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্যপ্রদান করিবেন? যে আর্থোরা
শূদ্রের পক্ষায় পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিতেন, ঐহাদের সহিত সত্যযুগ হইতে এই
কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত শূদ্রেরও ভোজ্যামতা ছিল, এই যুগত্রয় ব্যাপিয়া ঐহা-
দের পাচকের কার্য্য ভৃত্য শূদ্রেরা করিতেন, এই কলিযুগের প্রথমে অর্থাৎ কুরু
ও পাণ্ডবগণের অভ্যুদয়ের অনেক পরে ঐহারা শূদ্রের পাককরা অন্নবাজন
ভক্ষণ পরিত্যাগ করিয়াছেন (৬১), তাঁহারাই সংপৃথস্থিত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ চিকিৎ-
সককে শ্রাদ্ধাদিতে নিমন্ত্রণ করেন নাই, হব্য কবা দেন নাই, তাঁহাদের সহিত
একপংক্তিতে বসিয়া আহার করেন নাই, তাঁহাদের পাককরা অন্নাদি ভক্ষণ
করেন নাই, উদ্ধৃত অমুশাসনশ্লোকাবলম্বনে এই প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত
হওয়া যে একান্তই বাতুলের কার্য্য তাহাতে আর সন্দেহ কি (৬২)?

(৬১) “নাগ্নাচ্ছূদ্রস্ত পক্সাং বিধানশ্রাক্ষিনো বিজঃ ।

আদদীতামমেবান্নাদবৃত্তাবেকরাত্রিকম্ ॥” ১৫৩ । ৪অ, মনুসংহিতা ।

‘আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্তিক গোপালোদাসনাপিতো ।

এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যচ্চান্নানং নিবেদয়েৎ ॥” ২৫৩ ॥ ৪অ, মনুসং ।

“দাসনাপিতগোপালকুলমিত্তিকসীরিণঃ ।

এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যচ্চান্নানং নিবেদয়েৎ ॥” পরাশরসংহিতা ।

“ত্রিষু বর্ণেষু কর্তব্যং প”-ভোজনমেব চ ।

শুক্রধামভিঃশ্রান্নানং শূদ্রাণাম্ বিশেষতঃ ॥”

তিথিতত্ত্বত, বরাহপুরাণ, শংসরনিরসন পুস্তকত্বত ।

“কন্মুপকানি তৈলেন পায়সং দধিসক্তবঃ । দ্বিজৈরেতানি ভোজ্যানি শূদ্রেগেহকৃতান্তপি ।

ইতি কুর্মপুরাণদর্শনাৎ শূদ্রকৃতকন্মুপকাদীনি দেয়ানি শূদ্রেতরকৃতান্তপি ।.....এবঞ্চ গজা-
বাক্যাবল্যাং ত্রেবর্ণিকেন সিদ্ধান্তেন নৈবেদ্যং দেয়ং শূদ্রেণ দ্বিজশুশ্রূষারতেন চ । শুশ্রূষামভি-
পন্নানাং শূদ্রাণাম্ বরাননে । এতচ্চাতুর্কর্ণ্যপাককরণং কলীতরপরং । ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রেস্ত
পকতাদিক্রিয়াপি চ । ইত্যভিধায় । এতানি লোকশুশ্রূষার্থং কণেরাদৌ মহাশ্রুতিঃ । নিব-
র্ত্তিতানি কার্য্যাণি ব্যবহাপূর্ব্বকং বুধৈঃ ।”

রঘুনন্দনস্মার্ত্তত্বত, অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি । ঐ উদাহৃতত্বত, আদিত্যপুরাণ বচন দেখ ।

১অ, যজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ১৬২ হইতে ১৬৮ শ্লোক দেখ । বিষ্ণুসংহিতা, ৫৭অ, ১৬ শ্লোক দেখ ।

(৬২) পদ্মপুরাণের স্বর্ণখণ্ডের ২৮ অধ্যায়ে চিকিৎসক ব্রাহ্মণের অন্ন অভক্ষ্য বলিয়া

উক্ত অমুখ্যাসন শ্লোকগুলি হইতে এই কথা প্রকাশ পাইতেছে যে, প্রাচীন কালে চিকিৎসা একমাত্র ব্রাহ্মণদিগেরই জীবিকা ছিল, এবং চিকিৎসাব্যবসায়ী অষ্টগণও ব্রাহ্মণ ছিলেন । তাঁহাদের মধ্যে যাহারা ধর্ম্মপথপরিত্যাগ করিয়া ও শাস্ত্রাদিতে বিশেষ শিক্ষিত না হইয়া চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, আর্ঘ্য সমাজে তাঁহাদের বিশেষ নিন্দা সর্বত্র প্রচারিত হইত (৬৩) এবং তাঁহাদিগকে

পরে শূত্রের অর্থাৎ আর্জিক, কুলমিত্র, গোপাল, দাস ও নাপিত প্রভৃতির পাক করা অন্ন ও পায়স প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগের ভক্ষণের বিধিও রহিয়াছে, তাহাদের সহিত ভোজ্যান্নভার বিধিও আছে । ইহাতেই ব্যক্ত হয়, পূর্ব নিবেদন পাপী চিকিৎসকগণের পক্ষেই । ক্ষত্রিয়বৃত্তি ও বৈশ্যশূত্রবৃত্তি হইতে চিকিৎসাবৃত্তি নিকৃষ্ট নহে । পুংলো এবং স্ত্রীচিকিৎসক কখন একত্রোণীর লোক নয় ।

(৬৩) “পাপিচারাদ্বধ্যচক্ষুরজ্ঞানাতীতভীতবঃ :

নৌমরীকতবশেবাজ্ঞো ভিষক্ চরতি কর্ম্মহু ॥

যদুচ্ছরা সমাপন্নমুখাধ্য নিরতায়ুষ্ম ॥

ভিষক্ মানী নিহন্ত্যাশু শতাত্তনিয়তায়ুষ্যাম্ ॥” ৯অ, সূত্রস্থান, চরকসং ।

“ত্রিবিধা ভিষজা ইতি ।

ভিষক্ছয়চরঃ সন্তি সন্ত্যোকে সিদ্ধসাধিতাঃ ।

সন্তি বৈজ্ঞানৈয়ুঃস্বাস্ত্রিবিধা ভিষজো ভূমি ॥

বৈদ্যভাভোষধৈঃ পুণ্ড্রৈঃ পদ্মবৈবলোকনৈঃ ।

লভন্তে যে ভিষক্শব্দসংজ্ঞান্তে প্রতিরূপকাঃ ॥

ঐযশোজ্ঞানসিদ্ধানাং ব্যপদেশোদত্তবিধাঃ ।

বৈদ্যশব্দং লভন্তে যে জ্ঞেয়ান্তে সিদ্ধসাধিতাঃ ॥

প্রয়োগজ্ঞানবিজ্ঞানসিদ্ধিসিদ্ধাঃ সূত্রপ্রদাঃ ।

জীবিতাভিসরা যে স্যাবৈদ্যস্বঃ তে শবস্থিতম্ ॥” ১১অ, সূত্রস্থান, চরকসং ।

“সমুত্তৈনবিগ্নহীয়াস্তিষগল্পক্ৰতৈরপি ।

হস্তাংপ্রস্বাষ্টকেনাদাবিতরাংস্বাস্ত্রমানিনঃ ।

দন্তিনো মুখরা হজ্জাঃ প্রভুতাবল্লভাধিপঃ ॥” ৩০অ, সূত্রস্থান, চরকসং ।

“অসৎপক্ষাকগিত্ত্বার্ভিবস্তপারব্যসাধনাঃ ।

ভবন্ত্যানাপ্তাঃ শ্বেতস্ত্রে প্রায়ঃপরিকল্পনাঃ ।

তৎকালপাশসদৃশান্ বর্জ্যমেচ্ছান্তদৃশকান্ ॥” ৩০অ, “

“ত্রিবিধা ঋতু ভিষজা ভবন্তি অগ্নিবশ । প্রাণানামেকেহস্তিসরাহস্তারো রোগাণাং রোগাণা-

আর্য্য ব্রাহ্মণেরা সংপথে থাকিরা (জ্ঞানমতে প্রতিগ্রহ করিরা) ও আয়ুর্কেন্দ্রে বিশেষ শিক্ষিত হইয়া চিকিৎসাব্যবসায়করিবার নিমিত্ত উক্ত প্রকারে অপ-
মানিত করিতেন । একথা এই লক্ষ উপলব্ধি হয় যে, প্রাচীন কালে (পূর্ব পূর্ব
যুগে) ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পাককরা অন্নাদি আহার করিতেন (৬৪), যদি
চিকিৎসাবৃত্তি ক্ষত্রিয়াদির মধ্যে নিয়তরূপে থাকিত, আর অশ্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ না হইতেন,
তাহা হইলে উক্ত অনুশাসন শ্লোকে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও অশ্বষ্ঠ চিকিৎসকদিগের অন্ন
অভক্ষ্য ইত্যাদি কথা স্পষ্ট উক্ত থাকিত । ইহাতেই বুঝা যায় যে, ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-
প্রভৃতি কেহই নিয়তরূপে চিকিৎসাব্যবসায় করিতেন না, ব্রাহ্মণের মধ্যে অশ্বষ্ঠে-
রাই উহা নিয়তরূপে করিতেন । সুতরাং অনুশাসন শ্লোকগুলির মধ্যে কোন

কেহেভিসরা হস্তারঃ প্রাণানামিতি । ইত্যাদি । অতো বিপরীতা রোগাণামভিসরা হস্তারঃ
প্রাণিনামিতি তিব্ধ্বপ্রতিচ্ছরাঃ ।" ইত্যাদি । ২৯অ, সূত্রস্থান, চরকসং ।

"কুচেলঃ কর্কশস্তকো গ্রামীণঃ স্বয়মাগতঃ ।

পঞ্চ বৈজ্ঞা ন পূজ্যন্তে ধ্বজুরিসমা অপি ॥" প্রথমভাগ, ভাবপ্রকাশ ।

(৬৪) "ত্রৈবর্ষিকেন সিদ্ধাঙ্গেন নৈবেদ্যং শূদ্রেণ দ্বিজশুক্রবার্তন চ । বহুজং বরাহ-
পুরাণে ।

ত্রিষু বর্ষেষু কর্তব্যং পাকভোজনমেব চ ।

শুক্রবার্তিপন্নানাং শূদ্রাণাম্ বরাননে ॥"

তিথিতত্ত্ব, রঘুনন্দন স্মার্তস্বত, অষ্টাবিংশতি তত্বানি ।

"অমৃতং ব্রাহ্মণস্তান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পরঃ স্মৃতং ।

বৈশ্যস্ত চান্নমেবান্নং শূদ্রান্নং কৃধিরং ভবেৎ ॥ ৩৬ ॥"

অত্রি, অত্রিরা ও আপস্তম্ব সংহিতা ।

"বৈশ্বদেবেন হোমেন দেবতাভ্যর্চনৈর্জুগৈঃ ।

অমৃতং তেন বিপ্রান্নমুগধজুঃসামসংস্কৃতম্ ॥ ১৬

ব্যবহারান্নপূর্বেণ ধর্মেণ ছলবর্জিতম্ ।

ক্ষত্রিয়ান্নং পরন্তেন ভূতানাং যচ্চপালনং ॥ ১৭

ধকর্ষণা চ বুযুভৈরনুসৃত্যজ্যশক্তিভঃ ।

ধনু মজ্জাতিধিষ্মেন বৈজ্ঞান্নন্তেন সংস্কৃতম্ ॥ ১৮

অজ্ঞানতিমিরাকৃত্য মদ্যপানরতস্ত চ ।

কৃধিরন্তেন শূদ্রান্নং বিধিমন্ত্রবিবর্জিতম্ ॥ ১৯ ॥" আপস্তম্ব সংহিতা ।

কোন শ্লোকেও সেই ভৃত্তই চিকিৎসক ব্রাহ্মণ বলিয়া স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে (৬৫) ।
ভগবান্ মনুর মতে অশ্বত্থেরাই চিকিৎসক । এই চিকিৎসকের অর্থ যে বেদাদি
শাস্ত্রবিধর্জিত নহে, পূর্ণ বেদজ্ঞ তাত্ পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে । উক্ত ৬৫

৬১টীকার মনুসম্বন্ধে দ্বারা দেখান হইয়াছে, মনুর সমকালে সং শূদ্রের ও দাস নাসিত,
কুলমিত্র, অর্জসীরিপ্রভৃতির পাককরা অন্ন ব্রাহ্মণেরা ভক্ষণ করিতেন । এ অবস্থার ক্ষত্রিয়
বৈশ্যের পাক করা অন্ন যে তৎকালে ব্রাহ্মণেরা ভক্ষণ করিতেন তাহা মনুসংহিতার স্পষ্টতঃ না
থাকিলেও ভবিষ্যে সংশয়ের কোন কারণ নাই ।

(৬৫) “আবিকশিত্তকায়ন্ত বৈজ্ঞো নক্ষত্রপাঠকঃ ।

চতুর্বিধা ন পূজ্যন্তে বৃহস্পতিসমা যদি ॥” অত্রিসংহিতা ।

“ন ব্রাহ্মণং পরীক্ষেত দৈবে কর্মণি ধর্মবিৎ ।

পিত্র্যে কর্মণি তু আশ্তে পরীক্ষেত প্রযত্নতঃ ॥ ১৪৯ ॥

যে শুভনপতিতল্লীবা যে চ নাটিকব্রতঃ ।

তান্ হব্যকব্যরোপিপ্রাননর্হান্নমুরব্রবীৎ ॥ ১৫০ ॥ ইত্যাদি ।

এতান্ বিগর্হিতাচারানপাণ্ডিত্যান্ বিজ্ঞাধমান্ ।

বিজ্ঞাতিপ্রবরো বিধানুভয়ত্র বিবর্জয়েৎ ॥ ১৬৭ ॥”

১৫১ হইতে ১৬৬ শ্লোক দেখ ।

টীকা—“এতানিতি । এতান্ শুভনাট্যনিহ.....ব্রাহ্মণাপসদান্ ব্রাহ্মণঃ শ্রেষ্ঠঃ শাস্ত্রজ্ঞো
দৈবে পিত্র্যেচ ত্যজ্যেৎ ১৬৭ ৥” কুল্লুকভট্ট ৫৮৫৯ টীকা দেখ ।

“ভিষগ্ মিত্রাচারনুত্তমেষু ১৭১ । মধ্যমেষু মধ্যমন্ ১৭২ ।

দৈবে কর্মণি ব্রাহ্মণং ন পরীক্ষেত । ১ । অথত্বাৎ পিত্র্যে পরীক্ষেত । ২ । হীনান্নাধিকান্
বিবর্জয়েৎ । ৩ । বিকর্ষহাংস্ত । ৪ । বৈড়ালব্রতিকান্ । ৫ । বৃথালিঙ্গিনন্ । ৬ । নক্ষত্র-
জীবিনঃ । ৭ । দেবলকাস্ত । ৮ । চিকিৎসকান্ । ৯ । ১০ । ১১ । ১২ । ১৩ । শূদ্রবাজিনঃ ।
১৪ । ইত্যাদি ।

ব্রাহ্মণাপসদাহেতু কথিতাঃ পণ্ডিতী দ্বয়কাঃ ।

এতান্ বিবর্জয়েৎ বহ্নাচ্ছ্রীককর্মণি যত্নতঃ ॥ ৩০ ॥” ৮২অ, বিষ্ণুসং ।

“অথ পণ্ডিতপাবনাঃ । ১ । ত্রিণাটিকৈতঃ । ২ । ৩ । ৪ । বেদপারগঃ ৫ । বেদান্ত-
প্যেকস্ত পারগঃ । ৬ । পুরাণেতিহাসব্যাকরণপারগঃ । ৭ । ধর্মশাস্ত্রতাপ্যেকস্ত পারগঃ ৮ ॥
ইত্যাদি । ৮৩অ, বিষ্ণুসংহিতা ।

“ঋগ্ যজুঃপারগো বশ্ত সায়ান্ বশ্তাপি পারগঃ ।

অথর্কাদিরসোহধ্যোতা ব্রাহ্মণাঃ পণ্ডিতপাবনাঃ ॥” ১২অ, শতসং ।

টীকার অনুশাসন শ্লোকগুলির অর্থের প্রতি নিরপেক্ষভাবে দৃষ্টি করিলেই, ঐ সকল যে শাস্ত্রানিভিদ্ধ কুচরিত্রশীল চিকিৎসকসম্পর্কেই উক্ত তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। মহর্ষি বিষ্ণু কোন বৈদ বা বেদের কোন একটি অঙ্গবিশেষ কিংবা ইতিহাস, ব্যাকরণমায়ে ব্যাংগন ব্রাহ্মণদিগকেও পংক্তিপাবন বলিয়াছেন, শ্রাদ্ধে হব্য কব্য দিতে বলিয়াছেন। মহর্ষি শঙ্খ অথর্ববেদবেত্তা ব্রাহ্মণকে স্পষ্টই পংক্তিপাবন বলিয়াছেন। এমতাবস্থায় প্রাচীনকালের সমুদয় বেদবেদাঙ্গ সহ (অথর্ববেদের অঙ্গবিশেষ) আয়ুর্বেদজ্ঞ অশ্বথ ব্রাহ্মণগণ যে পংক্তিপাবন ব্রাহ্মণ ছিলেন, শ্রাদ্ধে হব্য কব্য প্রাপ্ত হইতেন তাহা বলা বাহুল্য (৬৬)।

“অশ্রোত্রিয়া অনমুবাচা অনয়ঃ শূদ্রধর্ম্মাণো ভবন্তি। নানৃগ্ভ্রাক্ষণো ভবতি। মানবঞ্চাজ শ্লোকমুদাহরন্তি।

যোহনধীত্য বিজ্ঞোবেদমন্ত্র্য কুরুতে শ্রমঃ।

স জীবন্তেব শূদ্রত্বমাপ্ত গচ্ছতি সাধনঃ॥

ন বশিক্ ন কুসীদজীবী। যে চ শূদ্রপ্রেষণং কুরুন্তি। ন শ্তেনো ন চিকিৎসকঃ।” ইত্যাদি।

৩অ, বশিষ্ঠসংহিতা।

“অথাতো ভক্ষ্যাতোজ্যাক্ বর্ণিষ্যামঃ। চিকিৎসকশৃগয়শূচলীদণ্ডিকশ্তেনাভিশপ্তবঙ-পতিতানামভোজ্যঃ।” ইত্যাদি। ১৪অ, বশিষ্ঠসং।

উক্ত বৈষ্ণবসংহিতার ১১১/১২ শ্লোকের অর্থ ব্যক্ত হয়, প্রাচীনকালে আয়ুর্বেদ না জানিয়া অনেকেই চিকিৎসাব্যবসায় করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। অতএব শাস্ত্রোক্ত অনুশাসনগুলি যে মূর্ণ চিকিৎসকদিগের জন্য তাহাতে সন্দেহ করা বৃথা।

(৬৬) “অথ বৈদ্যালক্ষণম্।

চিকিৎসাং কুরুতে যন্ত স চিকিৎসক উচ্যতে।

স চ যাদৃক্ সমীচীনতাদৃশোহপি নিগদ্যতে॥

তদ্বাধিগতশাস্ত্রার্থো দৃষ্টকর্মা শরংকৃতী।

লঘুহন্তঃ শুচিঃ শূরঃ সজ্ঞোপকরভেদজঃ॥

প্রত্যাংগমমতির্ধীমান্ ব্যবসারী প্রিয়বৈদঃ।

সত্যধর্ম্মগরো যন্ত বৈদ্য ইদৃক্ প্রপত্ততে॥”

পূর্ববঙ, ১ম ভাগ, ভাবপ্রকাশধৃত বচন।

উক্ত বচনে বৈদ্যের যে সমস্ত লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তাহাতে উপরি উক্ত অনুশাসন যে মূর্ণ-বৈদ্যবিষয়েই তাহা স্বীকার না করিয়া কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি থাকিতে পারেন? অত্রিসংহিতায়

মহুসংহিতা প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রে অশ্বত্থের চিকিৎসাব্যবসায় উক্ত হইয়াছে, কিন্তু অশ্বত্থ ব্রাহ্মণদিগকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকত্তা ও ক্ষত্রিয়কত্তা পত্নীর পুত্র ব্রাহ্মণদিগকে উক্ত ব্যবসায় করিতে কেহ নিষেধ করেন নাই, এবং অশ্বত্থেরা

অথর্ববেদের কিছু নিম্না দেখা যায়, কিন্তু অশ্বত্থ সমুদয় ব্রুতি ও পুরাণ শাস্ত্রে এক সাধ ও যজুর্বৈদের দ্বারা অথর্ববেদেরও প্রশংসা থাকায় অথর্ববেদকেও অশ্বত্থ বেদের দ্বারা গবিত্য মনে করিতে এবং অতুত্য় নিম্নার অশ্বত্থ অর্থ আছে, মনে করিতে হইবে। অথর্ববেদী ব্রাহ্মণ-গণ যে চিরকালই পণ্ডিত্যপাবন ব্রাহ্মণ তাহা কাহারও অবিরিত নাই। কেহ বলিতে পারেন যে, মহু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা অশ্বত্থব্রাহ্মণদিগকে চিকিৎসাব্যবসায় প্রদান করিয়াছেন, অতএব অশ্বত্থের উহা শাস্ত্রবিহিত কর্তব্য, তজ্জন্ত এতলে অশ্বত্থগণের অন্ত অভিক্য বলা হয় নাই। ব্রুতি-বিশৃঙ্খলনিবারণজন্ত ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকত্তা পত্নীর পুত্র ব্রাহ্মণগণের সম্বন্ধেই এ সকল অনু-শাসন ব্রুতিতে হইবে; কারণ ঠাহাদিগের ব্রুতি বাজন অধ্যাপনাদি। এ মত পূর্বে আমা-দেরও ছিল, কিন্তু সে সিদ্ধান্তে এখন আমরা এই জন্ত সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না যে, অশ্বত্থ ব্রাহ্মণেরাও যে পূর্বে বাজনাদি করিতেন তাহা এই অধ্যায়ে পূর্বে দেখান হইয়াছে। ঠাহারা সমুদয় বেদে পারগ বলিয়া বৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হন এবং সেই জন্ত মহু ও ঠাহার পূর্বাপরবর্তী শাস্ত্রকারগণ অশ্বত্থকে যে চিকিৎসাব্রুতি প্রদান করেন, তাহাও এই অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে। সমুদয় বেদপারগের অর্থই ঠাহারা সকল বেদের অধিকারী। মহুসংহিতা প্রভৃতিতে অশ্বত্থের চিকিৎসাব্রুতি উক্ত হইয়াছে, কিন্তু অশ্বত্থ বেদপাঠাদি ও ব্রাহ্মণের অশ্বত্থ ব্রুতি হইতে অশ্বত্থকে চ্যুত করা হয় নাই, এবং ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে যখন আপৎকালে ক্ষত্রিয়ব্রুতি বৈশ্বব্রুতি প্রভৃতি করিতে শাস্ত্রে (মহুপ্রভৃতির সংহিতাতে) বিধি আছে, তখন ঠাহার দ্বারা ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকত্তা পত্নীর পুত্র ব্রাহ্মণদিগকেও আপৎকালে চিকিৎসাব্রুতি অবলম্বন করিবারও বিধি দেওয়া হইয়াছে ব্রুতিতে হইবে, যেহেতু ক্ষত্রিয়ব্রুতি বৈশ্বব্রুতি হইতে চিকিৎসা নিকটব্রুতি নহে। এ অবস্থায় অশ্বত্থ ব্রাহ্মণেরা চিকিৎসা করিলেই পতিত হইবেন, এরূপ অনুশাসন বিধি শাস্ত্রে থাকিতে পারে না। মহুস মতে চিকিৎসা যখন অশ্বত্থ ব্রাহ্মণের ব্রুতি, তখন অশ্বত্থ ব্রাহ্মণ-দিগের সম্বন্ধে উহা আপদব্রুতি বা পরব্রুতি হইতে পারে না, উহাকে ব্রাহ্মণের ব্রুতি বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। অধ্যাপনাদি ঘটকর্তব্য ব্রাহ্মণের ব্রুতি, লক্ষণ। অশ্বত্থ ব্রাহ্মণ হইলে কোন হেতু দ্বারা তাহাকে যে উক্ত ঘটকর্তব্যচ্যুত করা যায় না তাহা বলা বাহুল্য।

“ব্রুত্বার্থং বাজয়েচ্চাস্তান্ অন্তানধ্যাপয়েৎ তথা ।

কুর্ধ্যাৎ প্রতিগ্রহাদানং গুরুর্থাং জায়তো ভিজঃ ॥ ২৩ ॥

৮অ, ৩অ, বিষ্ণুপুরাণ ।

এই শ্লোকেও জায়তঃ ব্রাহ্মণদিগকে যখন বাজন অধ্যাপনাদি দ্বারা অর্থোপার্জন করিতে

যখন ব্রাহ্মণজাতি, তখন ব্রহ্মন যাজনাদি ষট্‌কৰ্ম্মও (৬৭) তাঁহাদের সম্বন্ধে নিষিদ্ধ হয় নাই, ইহা বুঝিতে চটবে। প্রাচীনকালের আৰ্য্যগণ ব্যবসার বিভাগের পক্ষপাতী হইলেও আপদ্বশতঃ তাঁহারা সকলেই যে সকলের বৃত্তি অবলম্বন করিতেন, আৰ্য্যশাস্ত্রে তদ্বিষয়ে বর্ণিত প্রমাণ রহিয়াছে (৬৮)। এমতাবস্থায় অষ্টব্রাহ্মণ-গণের বৃত্তি যে চিকিৎসা, তাহা যে সকল ব্রাহ্মণেরাই আপদ্ব্যতিরেকেও করিতেন তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। উত্তর পশ্চিম ভারতের শাকলদীপি ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসাব্যবসার ও যাজনাদি ব্রাহ্মণের অন্ত্যস্ত বৃত্তি, এ উভয়ই করিয়া থাকেন। এই প্রমাণ হইতে এবং অষ্টদিগের উপরি উক্ত দৈবী চিকিৎসার অর্থাৎ পূজা, হোম, শাস্তি, স্বস্থায়নাদিতে অধিকার থাকায় এবং তদ্বারা ব্যাধির শাস্তিকরিবার প্রমাণ দ্বারা এই প্রাচীন ইতিহাস পরিবাক্ত হয় যে, পূর্ব পূর্ব যুগের অষ্টদিগেরও চিকিৎসা ও যাজনাদি সমুদয় ব্রাহ্মণবৃত্তিতে অধিকার ছিল, তাঁহারাও উক্ত উভয়বিধ কৰ্ম্মই করিতেন। অষ্টদিগের অধায়ন ও অধ্যাপনতে যে অধিকার আছে এবং চিকিৎসাব্যবসারেতু পূর্ব পূর্ব যুগের অষ্টেরা

দেওয়া হইয়াছে, তখন চিকিৎসা করিয়া ব্রাহ্মণেরা স্মারতঃ অর্থগ্রহণ করিতে পারিবেন না ইহা যে একান্তই শাস্ত্র ও যুক্তিহীন সিদ্ধান্ত তাহা কে না বুঝিবেন ?

(৬৭) “অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা ।

দানং প্রতিগ্রহকৈব ব্রাহ্মণানামকল্পনং ॥ ১০২ ॥” ১অ, মনুসংহিতা ।

অন্ত্যস্ত স্মৃতিপুরাণ দেখ ।

(৬৮) “অজীবন্ত যথোক্তেন ব্রাহ্মণঃ শ্বেন কৰ্ম্মণা ।

জীবৎ ক্ষত্রিয়ধর্মেণ সহস্র প্রত্যমন্তরঃ ॥ ৮১ ॥

উভাত্যামপ্যজীবন্ত কথং স্তাদিতি চেত্তবেৎ ।

কুৰিগোরক্ষমাস্থায় জীবৎষেত্তস্ত জীবিকাম্ ॥ ৮২ ॥

বৈশ্ববৃত্ত্যাপি জীবন্ত ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োহপিবা ।

হিংসাপ্রায়াং পরাধীনাং কুৰিং যত্নেন বর্জয়েৎ ॥ ৮৩ ॥

... ..

বৈশ্বোহজীবন্ স্বধর্মেণ শূদ্রবৃত্ত্যাপি বর্জয়েৎ ।

অনাচরমকার্য্যাপি নিবর্তেত চ শক্তিমান্ ॥ ৯৮ ॥” ১০অ, মনুসংহিতা ।

এক পৌতমসংহিতা ও অন্ত্যস্ত স্মৃতিপুরাণ দেখ ।

(বৈদোরা) যে ব্রাহ্মণেরও নমস্ত ছিলেন তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (৬২) ।
অতএব বৃত্তিহারাই প্রকাশ পাইতেছে যে, অষ্টম ব্রাহ্মণজাতি ও বৈদ্যবৃত্তি
ব্রাহ্মণের বৃত্তি ।

পুনরায় যদি বল, চিকিৎসাবৃত্তি (বৈদ্যবৃত্তি) যদি ব্রাহ্মণের বৃত্তি হইবে
আর অষ্টমেরও যদি ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে চিকিৎসা করিয়া অর্থেপার্জন করা
ব্রাহ্মণের পক্ষে মনুসংহিতা ও চরকসংহিতায় নিষিদ্ধ হইয়াছে কেন ? (৭০) ।

(৬৯) আমরা পুনঃ পুনঃ এই কথাটী বলিতেছি, ইহাতে অনেকেই বিরক্তিপ্রকাশ করিতে
পারেন, কিন্তু আমরা বলি, ইহাতো এ যুগের কথা নয় ? যে যুগে অষ্টমের ব্রাহ্মণ ছিলেন
সেই যুগের কথা । পূর্ব পূর্ব যুগে অনেক ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদিগের নমস্ত ছিলেন । যথা—

“ব্রাহ্মণৈশ্চ মহাত্মৈর্বেদবেদাঙ্গপারিগৈঃ ।

পৃথুরেব সমস্কাৰ্যো বৃতিপাতা সনাতনঃ ॥

পার্বিবেশ্চ মহাত্মণঃ পার্বিবহ্নমিহেন্দ্রভিঃ ।

আদিরাজো নমস্কাৰ্যো পৃথুরৈণাঃ প্রতাপমান ॥

যোধৈরপি চ বিক্রান্তৈঃ প্রাপ্তকামৈর্জয়ঃ সুধিঃ ॥

পৃথুরেব নমস্কাৰ্যো যোধানাঃ প্রথমো নৃ ॥

বৈশ্বৈরপি চ বিস্তাৰ্ধৈর্বৈশ্ববৃত্তিমমুষ্ঠিতৈঃ ।

পৃথুরেব নমস্কাৰ্যো বৃতিপাতা মহাতপাঃ ॥” ইত্যাদি ।

৬৯, পর্ব, হরিবংশ ।

“যখন মহারাজ পৃথু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ব এই তিন প্রধানবর্ণের পূজা ও নমস্ত তখন ত্রিব
র্ণের পরিচায়কস্বরূপ শুচিত্রত শূদ্রদিগের বিষয় আর বলিবার আবশ্যক কি ?”

প্রতাপচন্দ্র রায়ের অনুবাদ, পর্ব, হরিবংশ ।

“স্বয়ম্ভুতঃ শিরশ্চিহ্নঃ ভৈরবেণ রুধা যতঃ ।

অধিত্যাং সংহিতং তস্মাত্তো যাতৌ যজ্ঞভাগিনৌ ॥” পূর্বখণ্ড, ভাবপ্রকাশ

মহাভারত আদিপর্ব, হরিবংশ ও অষ্টাশ্ব পুরাণ শাস্ত্রে বৈশ্ব অধিনীকুমারধ্বজের যজ্ঞ
ভাগের বৃত্তান্ত আছে । যাহারা যজ্ঞভাগী ও দেবতা বলিয়া অসিদ্ধ ভূঁহারা যে ব্রাহ্মণ ও হন্য-
কবোর অধিকারী তাহা শাস্ত্রদর্শিত্বেরই অস্বীকারকরিবার উপায় নাই ।

(৭০) “চিকিৎসকান্ দেবলকান্ মাংসবিক্রয়ন্তথা ।

বিপণেন তু জীবন্তো বর্জাঃ স্ত্রীষ্যকব্যয়োঃ ॥ ১৫২ ॥”

ভাষ্য—“ভিষজ্জাতিচিকিৎসকাঃ । দেবলকাঃ প্রতিমাপরিচরকাঃ । আজীবনসম্বন্ধেনৈতৌ

প্রতিষিধ্যতে ধর্মাধিগে তু চিকিৎসকাদনচর্যোরদোষঃ । ১৫২ । মেধাতিথ্য ।

এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, মনুসংহিতাদিতে চিকিৎসাবৃত্তি ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে যে নিষিদ্ধ হয় নাই তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে । ব্রাহ্মণকে চিকিৎসা করিয়া অর্থ গ্রহণ করিতে মহর্ষি চরকও যে নিষেধ করেন নাই, এখানে তাহাই আমরা প্রচার করিব । এই আপত্তির পোষকার্থে ৭০ টীকাতে চরক সংহিতার যে বচন উদ্ধৃত করা হইল তাহাতে ব্রাহ্মণেরও চিকিৎসা ব্যবসায়করিবার স্পষ্ট বিধান রাখিয়াছে । উক্ত শ্লোকের অর্থের প্রত্যয় মনোভিনিবেশপূর্বক দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, মহর্ষি চরক লোভপ্রযুক্ত অন্ত্যায়রূপে কি ধনী কি দ্রুহি সকলের নিকটেই অর্থগ্রহণ করিয়া চিকিৎসা করিতে (ব্রাহ্মণ কেন, ক্ষত্রিয় বৈশ্যকেও) নিষেধ করিয়াছেন । ধর্ম্মপথে থাকিয়া অবস্থাপন্ন লোকের নিকট গ্রামমতে (উপযুক্তরূপে) অর্থগ্রহণকরত চিকিৎসাকর্য্যই তাহার অভিপ্রায় । এ অভিপ্রায় যে মনুপ্রভৃতি সকল শাস্ত্রকর্ত্তাবই তাহা বলা অতিরিক্তমাত্র । দেখা যায় যে, ধনশালী ব্যক্তি ও রাজার নিকট অর্থগ্রহণ করিবার স্পষ্ট বিধি মহর্ষি চরকও দিয়াছেন (৭১) । চিকিৎসা অতিশয় পুণ্য

টীকা—চিকিৎসকো ভিবক্ । দেবলো প্রতিমাপরিচারকঃ । বর্ত্তনার্থে নৈতৎ কৰ্ম্মকুৰ্ব্বতোহসং নিষেধঃ ন তু ধৰ্ম্মার্থঃ । ১৫২ ।" কুল্লুকভট্ট ।

"তত্রানুগ্রহার্থং প্রাণিনাং ব্রাহ্মণৈরান্নরক্ষার্থং রাজ্ঞৈঃ বৃত্ত্যর্থং বৈশ্ণৈঃ সামান্ততো বা ধৰ্ম্মার্থকামপ্রতিগ্রহার্থং সৰ্ব্বৈঃ ॥" ৩০অ, সূত্রস্থান চরকসংহিতা ।

পূর্ববর্ত্তী ২০ ও পরবর্ত্তী ৬৮ টীকাভূত শ্লোক দেখ ।

উদ্ধৃত মনুবচনের ভাষ্য ও টীকার ভাষ্যটীকাকার ব্রাহ্মণের পক্ষে ধর্ম্মার্থে চিকিৎসা বিহিত, বৃত্ত্যর্থ নয় । এই অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু মহর্ষি চরক ধর্ম্মপথে থাকিয়া ব্রাহ্মণকেও বৃত্ত্যর্থ চিকিৎসা করিতে বিধি দিয়াছেন । যখন আজীবন দক্ষিণাগ্রহণকরত পৌরোহিত্য ব্রাহ্মণের পক্ষে শাস্ত্রবিহিত, তখন বলিতে হইল, মহর্ষি চরকই মনুবচনের যথার্থ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, ভাষ্যটীকাকার করেন নাই । যজ্ঞাদি করিয়া তাহার দক্ষিণা না দিলে যজ্ঞ পণ্ড হয়, ইহা যখন ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা, তখন ২০ টীকাতে আমরা যে বৈদ্যকে চিকিৎসাকার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ উপযুক্ত অর্থ না দিলে মনুষ্যদিগের পাপ হয়, চিকিৎসাশাস্ত্র দ্বারা দেখাইয়াছি, তাহা ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে কেহই অশাস্ত্রিক বলিতে পারেন না ।

(৭১) বা পুনরীদ্রবাণাং বস্তুমতাং বা সকাশাৎ স্থথোপহারনিমিত্তা ভবত্যর্থলবাবাণ্টি-
রবক্ষণঞ্চ বা চ স্পরিগৃহীতানাং প্রাণিনামাতুৰ্য্যাদারক্ষ্যামোহত্যাগঃ ।"

৩০অ, সূত্রস্থান, চরকসংহিতা ।

কাৰ্য্য, ধৰ্ম্মভাবশূন্য হইয়া কেবল বৃত্তিনিমিত্ত অন্তায়রূপে অৰ্থগ্রহণকরত চিকিৎসাব্যবসায়করা তাঁহাৰ মতে একান্ত অকৰ্ত্তব্য । (২০টাকা দেখ) । মহৰ্ষি চরক, ব্রাহ্মণ চিকিৎসকদিগকে যে প্রকার অৰ্থগ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, ধৰ্ম্মশাস্ত্রে, ধৰ্ম্মযাজক-(পুরোহিত) দিগকেও সেইরূপ করিয়া প্রতিগ্রহ করিতে ধৰ্ম্মশাস্ত্রকারেরা নিষেধ করিয়াছেন (৭২) । যে ব্রাহ্মণকে ধৰ্ম্মযাজকতা (অধ্যাপনা, যাজনাদি) করিয়া প্রতিগ্রহ (অর্থাৎ দক্ষিণাগ্রহণ) করিবার বিধি ধৰ্ম্মশাস্ত্রকারেরা দিচ্ছিলেন (৭৩), তাঁহাৰ সম্বন্ধে চিকিৎসা

“ন বৈ কুৰ্ব্বীত লোভেন চিকিৎসাপুণ্যবিক্রয়ম্ ।

ঈশ্বরাণাং বহুমতাং লিপ্সেদথ বৃত্তয়ে ॥” প্রথমভাগ, ভাবপ্রকাশ ।

(৭২) ১অ, যাজবল্ক্য সংহিতা দেখ ।

“উচিতং প্রতিগৃহীয়াদ্ দত্তাচ্ছচিতমেব চ ।

তাবুভৌ গচ্ছতঃ স্বৰ্গং নরকঞ্চ বিবৰ্জয়েৎ ॥

ন বাধ্যপি প্রযচ্ছেত নাস্তিকে হৈতুকেহপি চ ।

ন পাবণ্ডেযু সৰ্কেযু নাবেদবিধিধৰ্ম্মবিৎ ॥

রূপ্যৈকৈব হিরণ্যক গামযঃ পৃথিবীঃ তিলম্ ।

অবিদ্বান্ প্রতিগৃহীয়ান্তস্মীভবতি কাত্তবৎ ॥

বিজ্ঞাতিভ্যো ধনংলিপ্সেৎ প্রশস্তেভ্যো দ্বিজোত্তমঃ ।

অপি রাজন্তবৈশ্ণাভ্যাং ন শূদ্রস্ত কথংন ॥

বৃত্তিসকোচমধিচ্ছেদ্নেচ্ছেত ধনবিস্তরম্ ।

ধনলোভে প্রসক্তস্ত ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে ॥”

৩০অ, স্বৰ্গখণ্ড পদ্মপুরাণ । ৩অ, উশনঃ সংহিতা দেখ ।

১৩অ, বিষ্ণুসংহিতা, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি ও শঙ্খসংহিতা দেখ ।

(৭৩) অধ্যাপনমধ্যয়নং যজ্ঞনং যাজনং তথা ।

দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব স্টক্ কৰ্ম্মণ্যগ্রহণনঃ ॥ ৭৫ ॥

যগ্নাক কৰ্ম্মণামস্ত্র ত্রাণি কৰ্ম্মাণি জীবিকা ।

যাজনাধ্যাপনকৈব বিভূজ্যাস্ত প্রতিগ্রহঃ ॥” ৭৬ ॥ ১০অ, মনুসংহিতা ।

দক্ষিণায়াঃ প্রদানেন স্মৃতিমেধাক নিলতি ।

সতিলনামৃগোজৈঃ দদ্যাৎ.....দক্ষিণাম্ ॥ ১০অ, সৃষ্টিখণ্ড, পদ্মপু ।

১৯/২০/৩১অ, , , , দেখ ।

করিয়া অর্থগ্রহণকরা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইবার কোন যুক্তি ও কাবণ নাই বলিয়া বুঝিতে হইবে । শাস্ত্রালোচনার প্রকাশ পায় যে, যাজ্ঞন অধ্যাপন প্রভৃতিতে অর্থ দেওয়ার ও লভ্যার বিধি শাস্ত্রে রচিয়াছে (৭৪) । আর্থা ব্রাহ্মণেরা যে উক্ত বিধি অবলম্বনে যাজ্ঞন, অধ্যাপন বৃত্তি দ্বারা বহু কাল হইতে জীবিকা

“ঋত্বিক্ যদি বুতোযজ্ঞে স্বকর্ম পরিহাপয়েৎ ।

তস্ত কৰ্ম্মানুরূপেণ দেয়োহংশঃ সহ কৰ্ত্তৃভিঃ ॥ ২০৬ ॥

দক্ষিণাম্ চ দত্তাম্ স্বকর্ম পরিহাপয়ন্ ।

কুসমেব লভেতাংশমশ্বেনৈব চ কারয়েৎ ॥ ২০৭ ॥

যস্মিন্ কর্ম্মণি যাস্তু শ্রাক্ষণাঃ প্রত্যঙ্গদক্ষিণাঃ ।

সএবতা অাদদীত ভজেরন্ সর্ব্ব এব বা ॥ ২০৮ ॥

রথং সরেত চাশ্বর্ষ্য ব্রহ্মাদানে চ বাজিনম্ ।

হোতা বাপি হরেদশ্বমুকাস্তা চাপানঃ কুরে ॥ ২০৯ ॥

২১১ ২১২/২১৩/২১৪ শ্লোক দেখ । ৮অ মনুসংহিতা । ১৯০/১৯১/১৯২ শ্লোক, ৩৬ অধ্যায়, হরিবংশ, ১০৩স, অনুশাসন পর্ব্ব, মহাভারত দেখ । অত্যাশ্রয় স্মৃতি ও পুরাণ দেখ, ব্রাহ্মণ-দিগের বহু অর্থ দক্ষিণাগ্রহণের কথা আছে ।

(৭৪) “ন পূর্ণং গুরবে কিঞ্চিদুপদকীত ধর্ম্মবিৎ ।

শ্রাত্ত্বস্ত গুরুণাজ্ঞপ্তঃ শক্ত্যা গুরুর্ধর্ম্মাহরেৎ ॥ ২৪৫ ॥

ক্ষত্রং তিরণ্যং গামশ্বং ছত্রোপানহমাসনং ।

ধাত্ত্বং শাককং বাসাংসি গুরবে প্রীতিমাবহেৎ ॥ ২৪৬ ॥ ২অ, মনুসংহিতা ।

“গুরবে তু ধনং দত্ত্বা শ্রায়ী তু তদনুজয়া ।

বেদব্রতানি বা পারং নীত্বাপ্যুভয়মেব বা ॥ ৫১ ॥

১অ, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ।

অধীতা চ গুরোরেকদান্ বেদো বা বেদমেব বা ।

গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ সংযমী গ্রামমাবসেৎ ॥ ৩অ, হারীতসংহিতা ।

৩অংশ, বিষ্ণুপুরাণের ১০ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোক দেখ ।

“সান্তানিকং যক্ষ্মার্ম্মগন্ধগং সর্ব্ববেদসং ।

গুরুর্ধ্বং পিতৃমাতৃধ্বং খাদ্যার্য্য্যুপতাপিনঃ ॥ ১ ॥

নবৈতান্ শ্রাতকান্ বিভ্রাদব্রাহ্মণান্ ধর্ম্মভিক্ষুকান্

নিঃশেষেণ দেয়সেতেভ্যো দানবিদ্যা বিশেষতঃ ২ ॥

নির্বাহ করিতেছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। যাজ্ঞনকার্যে অথাৎ পোরোহিত্যে একটি কপর্দকও ব্রাহ্মণদিগের (পুরোহিতের) ব্যয় করিতে হয় না, কিন্তু সেক্ষেপ স্থলেও দক্ষিণা না দিলে ব্রত সাক্ষ ও ফলদায়ক হয় না (৭৫)। এক্ষেপ অবস্থায় সমাধিকব্যায়সাধ্য যে চিকিৎসা বৃত্তি, তাহা ব্রাহ্মণেরা যে উপরি উক্ত যাজ্ঞন ও অধ্যাপনরূপ বৃত্তির শাস্ত্রাবধি অনুসারেই করিতে পারেন, তাহার জন্ত শাস্ত্রে স্পষ্ট বিধি থাকা যে অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক এবং প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণেরা যে উক্ত বিধি অনুসারেই চিকিৎসাবৃত্তিও করিতেন এবং আয়ুর্কৌদীয় চরক ও সূত্রসংহিতায় যে এই কারণেই ব্রাহ্মণের চিকিৎসাবৃত্তি উক্ত হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। যাজ্ঞন, অধ্যাপন হইতে চিকিৎসা কোন

এতেভ্যো হি দ্বিজাথেভ্যো দেয়মন্নং সদক্ষিণম্ ।

ইতরেভ্যো বহির্বেদি কৃতান্নং দেয়মুচ্যতে ॥ ৩ ॥

সর্ব্বরত্নানি ব্রাহ্মা তু যথার্থং প্রতিপাদয়েৎ ।

ব্রাহ্মণান্ বেদ বিদুষো যজ্ঞার্থং কৈব দক্ষিণাম্ ॥ ৪ ॥ ১১অ, মনুসংহিতা ।

(৭৫) “ব্রথাশক্তি দক্ষিণাভিঃ সমভ্যচ্যাত্তিরমন্ত” ॥ ইত্যাদি ॥ ৭৩অ, বিষ্ণুসং ।

“ব্রথা বিপ্রযচো যন্ত পুত্রাতি মমুজঃ শুভে ।

অদন্তা দক্ষিণাং বাপি স বাতি নরকং ধ্রুবম্ ॥”

ইতি নারদীয়াং অন্তএব ভবদেবভট্টেনাপি বামদেব্যগানান্তরং দক্ষিণোক্তা তথা বশিষ্ঠেন, ইত্যাদি। তিথিতত্ত্ব। দুর্গাপূজা। অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি। রঘুনন্দন কৃত।

“তথা ‘ব্রাহ্মণে দক্ষিণা দেয়া যত্র বা পরিকীর্তিতা ।

কর্মাণ্ডেহুচ্যমানান্নাং পূর্ণপাত্রাদিক। তবেৎ’ ॥ ইতি ।

ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টবচনেন দক্ষিণাদানন্ত কর্মান্ততাবিধানাৎ । ইত্যাদি। শ্রাক্ততত্ত্ব, ঐ ।

ব্যাসঃ—“অদ্বায়ুক্তঃ শুচির্দাস্তো দানং দদ্যাৎ সদক্ষিণম্ ।

অদক্ষিণন্ত যদানং তৎসর্ব্বং নিশ্চলং তবেৎ ॥

দক্ষিণাভিক্রপেতং হি কর্শ্ব সিন্ধাতি মানবে ।

সুবর্ণমেব সর্ব্বাস্থ দক্ষিণাস্থ বিধীয়তে ॥” ইত্যাদি। সংস্কারতত্ত্ব,

অষ্টাবিংশতি তত্ত্বানি, রঘুনন্দন স্মার্ত্তধৃতঃ । বিবাহপরিপাটী ।

এই বিধির অনুরূপ বিধি বৈজ্ঞান্যশাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে, উহাও ব্রাহ্মণদিগেরই কৃত যথা—

“চিকিৎসিতশরীরং যো ন নিষ্কৃণাতি ছন্দ্রতিঃ ।

স যৎ করোতি মুকুতং তৎ সর্ব্বং ভিষগমুতে ॥” ভৈষজ্যরত্নাবলীধৃত বচন,

২০টীকাধৃত চরকসংহিতার বচন ।

অংশেই লোকের অন্ন তিতকর নচে, এমন উপকার করিয়া ব্রাহ্মণেরা কাহারও নিকট প্রত্যাগকারগ্রহণ করিতে পারেন না, করিলে পাপী হন, প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণেরা এই জন্ত উহা করেন নাই, ইত্যাদি সিদ্ধান্ত যে একান্তই ভ্রমাত্মক, তাহা দূরদর্শিমায়েই অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। চরক যে বলিয়াছেন, বৃত্তি-নিমিত্ত বৈশ্ব চিকিৎসা করিবে, তাহার অর্থ ইহা নচে যে, বৈশ্ব চিকিৎসা করিয়া “যেন তেন প্রকারেণ” (অভ্যাসরূপে) সকলেরই অর্থশোষণ করিবে? বৃত্তিনিমিত্ত বৈশ্ব চিকিৎসা করিবে, তাঁহারও ধর্মপথে থাকিয়াই করিতে হইবে, ইহাই মহর্ষি চরকের অভিপ্রায়। এ বিধান ধর্মযাজক, চিকিৎসক, রাজা, বণিক, প্রজা সকলের সম্বন্ধেই, কেবল চিকিৎসা লইয়া যাহারা (স্তায়-বহিভূত) এ বিচার করেন, তাঁহাদিগকে একদেশদর্শী বলিতেই হইবে। প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসা করিয়া অর্থগ্রহণ করিতেন, তাহা ধর্মস্তরির সহিত তক্ষকের কথোপকথনেই প্রকাশ পাইতেছে (৭৬)।

(৭৬) “প্রাপ্তে চ দিবসে তস্মিন্ সপ্তমে দ্বিজসত্তমঃ ।

কাস্তপোহভ্যাগমধিষাংস্তং রাজানং চিকিৎসিতুম্ ॥

ঋতং হি তেন তদভূদবধা তং রাজসত্তমম্ ।

তক্ষকঃ পন্নগশ্চৈত্তো নেঘাতে যমসাদনম্ ॥

তং দষ্টং পন্নগেল্পেণ করিষ্যেহমপজ্ঞসম্ ।

তত্র মেহর্ষচ্চ ধর্মশ্চ ভবিতেনি বিচিস্তবন্ ॥

তং দদর্শ স নাগেল্পতক্ষকঃ কাস্তপং পথি ।

গচ্ছন্তমেকমনসং দ্বিজোভূত্বা বরোতিগঃ ॥

তমত্রবীৎ পন্নগেল্পঃ কাস্তপং মুনিসত্তমম্ ।

ক ভবাংস্তুরিতো যাতি কিঞ্চ কার্য্যং করিষ্যতি ॥

কাস্তপ উবাচ—নৃপঃ কুরুকুলোৎপন্নং পরিক্ষিতমরিলমম্ ।

তক্ষকঃ পন্নগশ্চৈত্তেজসাপি প্রধক্ষ্যতি ॥

* তং দষ্টং পন্নগেল্পেণ তেনাগ্নিসমতেজসাম্ ।

পাণ্ডবাণাং কুলধরং রাজানমমিতৌজসম্ ॥

গচ্ছামি ত্বরিতং সৌম্য সদ্যঃ কৰ্ত্তুমপজ্ঞবন্ ॥

তক্ষক উবাচ—অহং স তক্ষকো একম্ তং ধক্ষ্যামি মহীপতিম্ ।

নিবর্তম্য ন শক্তস্তং ময়া দষ্টং চিকিৎসিতুম্ ॥

সকল শাস্ত্রেই আয়ুর্বেদকে ব্রাহ্মণের শাস্ত্র, ব্রাহ্মণের পাঠ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে (৭৭) । ইহা প্রাচীনকালের আয়ুর্বেদবাস্যায়ী অষ্টাংগ (অর্থাৎ বৈদ্য)

কান্তপ উবাচ—অহং তং নৃপতিং গচ্ছা ত্বয়া দষ্টমপজ্ঞরম্ ।

করিয়ামি ইতি বুদ্ধির্কিঁদ্যাবলসমাশ্রিতঃ ॥

তক্ষক উবাচ—যদি দষ্টং ময়েহ ত্বং শক্তঃ কিঞ্চিৎ চিকিৎসিতুম্ ।

ততো বৃক্ষং ময়া দষ্টমিমং জীবয় কাশ্চপ ॥ ইত্যাদি ।

কাশ্চপ উবাচ—দশ নাগেজ বৃক্ষং ত্বং যন্তোতমপি মন্তসে ।

অহমেনং ত্বয়া দষ্টং জীবয়িষ্যে ভূজঙ্গম ॥ ইত্যাদি ।

তং দৃষ্ট্বা জীবিতং বৃক্ষং কাশ্চপেন মহাস্থনা ।

উবাচ তক্ষকো ব্রহ্মন্ নৈতদত্যাভ্যুতং ত্বয়া ॥ ইত্যাদি ।

কঃ ত্বমথভিগ্রেপ্সু ধ্বাসি তত্র তপোধন । ইত্যাদি ।

অহমেব প্রদাত্তামি তন্তে যদ্যপি দুর্লভম্ ॥ ইত্যাদি ।

কাশ্চপ উবাচ—ধনার্থী বামাহং তত্র তন্ত্রে দেহি ভূজঙ্গম ।

ততোহহং বিনিবর্তিষ্যে স্বাপতেয়ং প্রগৃহ্য বৈ ॥

তক্ষক উবাচ—বাবন্ধনং প্রার্থয়সে তস্মাত্ৰাজ্ঞন্ততোধিকং ।

অহমেব প্রদাত্তামি নিবর্ত্তম্ব দ্বিজোত্তম ॥ ইত্যাদি ।

২. কু। বিণ্ডং মুনিবর তক্ষকাদ্যাবদীপ্তিতম্ ।

নিবৃত্তে কাশ্চপে তস্মিন্ সময়েন মহাস্থনি ॥ ইত্যাদি ।

৪৩অ, আদিপর্ব, মহাভারত । ৪৭অ, আদিপর্ব ঐ ।

“বিষবিদ্যা বিশারদ দ্বিজোত্তম কাশ্চপ মুনী শ্রবণ করিয়াছিলেন যে, রাজা পরীক্ষিৎ তক্ষক দংশনে প্রাণত্যাগ করিবেন । তন্নিমিত্ত তিনি মনে বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, তক্ষক রাজাকে দংশন করিলে আমি মন্ত্রৌষধি বলে তাহাকে সম্ভাবিত করিব । তাহা হইলে আমার ধর্ম ও অর্থ উভয়ই লাভ হইবে । ইত্যাদি । তক্ষক কহিলেন, ব্রহ্মন্; আমিই সেই তক্ষক, তুমি দ্বাপ্ত হও, আমি দংশন করিলে তোমার সাধ্য কি তুমি তাহাকে রক্ষা কর । ইত্যাদি । কাশ্চপ তক্ষকবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে তক্ষক ! আমি ধনার্থী হইয়া তথায় গমন করিতেছি, তুমি আমার প্রচুর ধন দেও তাহা হইলেই নিবৃত্ত হইতেছি । তক্ষক কহিলেন, দ্বিজোত্তম ! আমি তদপেক্ষা অধিক দিতেছি তুমি নিবৃত্ত হও । । তখন তিনি তক্ষকের নিকট হইতে স্বাভিলষিত অর্থ লইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন ।” ঐকালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক অনুবাদ । ৪৩অ, আদিপর্ব, মহাভারত ।

(৭৭) “পুরাণং মানবো ধর্মঃ সাক্ষো বেদশ্চিকিৎসিতম্ ।

আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হস্তব্যানি হেতুভিঃ ॥”

দিগের ব্রাহ্মণজাতিদের এক উৎকৃষ্ট প্রমাণ । বঙ্গদেশে যাহারা বৈদ্যজাতি বলিয়া পারচিত তাঁহারা যে প্রাচীনকালের মনু পুত্রুতি শাস্ত্রোক্ত অশ্বষ্ঠ, তাহা তাঁহাদের চিরচিকিৎসাবৃত্তি হইতেই প্রকাশ পায় । বড় ছুংখের বিষয় যে, এদেশের বৈদ্যগণের মধ্যে চির অধ্যাপনা ও চির চিকিৎসাবৃত্তি ইহাদিগের ব্রাহ্মণজাতিদের ইতিহাস আজও সকলের নিকট ঘোষণা করিতেছে, কিন্তু তথাপি বর্তমান হিন্দুসমাজ, ইহাদিগকে শূদ্র, বর্ণসঙ্কর, বৈশ্য, ইত্যাদি কত কি বলিতেছেন, চিকিৎসা শূদ্রের বৃত্তি বলিয়া ইহাদিগকে কত যে নিরূপণ করিতেছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না । কেহ কেহ বা ইহাদিগকে জাল অশ্বষ্ঠ বলিতেও ক্রটি করিতেছেন না (৭৮) ।

ইতি বৈদ্যশ্রীগোপীচন্দ্র-সেনগুপ্ত-কবিরাজকৃত-বৈদ্যপুরাণভূত

ব্রাহ্মণাংশে পূর্বখণ্ডে বৈদ্যাবৃত্তিনাম

চতুর্থাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

মনুসংহিতার ১ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকের কুলুকভট্ট কৃত টীকাযুক্ত মহাত্ম্যত বচন ।

অঙ্গানি চতুরো বেদা মীমাংসা স্থায়বিস্তরঃ ।

পুরাণং ধর্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যা হ্যেতা চতুর্দশ ॥ ২৮ ॥

আয়ুর্বেদো ধর্মুর্বেদো গান্ধর্ববৈশ্বত ব তে ত্রয়ঃ ।

অর্থ শাস্ত্রং চতুর্থং বিদ্যাশ্রষ্টাদশৈব তু ॥ ২৯ ॥ ৬অ, ৩অংশ, বিষ্ণুপুরাণ ।

উক্ত মহাত্ম্যত আর বিষ্ণুপুরাণ বচনের দ্বারা কি প্রকাশ পাইতেছে না যে, আয়ুর্বেদ ব্রাহ্মণের বিদ্যা, ব্রাহ্মণের পাঠ্যশাস্ত্র ? আয়ুর্বেদ ব্রাহ্মণের বিদ্যা, ব্রাহ্মণের পাঠ্যশাস্ত্র হইলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বেদ-স্মৃতি-ও-পুরাণ-বিহিত কণ্ঠ সকল যেমন ব্রাহ্মণের বৃত্তি তেমনি আয়ুর্বেদোক্ত চিকিৎসাও ব্রাহ্মণের বৃত্তি ।

(৯০) বৈদ্যপুরাণের অপবাদাংশে বৈদ্যজাতির ঐ সকল মিথ্যা অপবাদের আলোচনা করা যাইবে ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

অধঃপতন । (১)

কি প্রকারে কোন সময়ে অধঃপতনের (বৈদ্যের) উৎপত্তি ঘইয়াছে, এ অধ্যায়ে তাহারই আলোচনা করা যাউক । ব্রাহ্মণ পিতা আর বৈশ্যকন্যা মাতা শুভেতে অধঃপতনের উৎপত্তি এই ইতিহাস বহু শাস্ত্রে আছে (২) । ঐ সময়ের শাস্ত্রের মধ্যে মনুসংহিতাই সর্ব পেক্ষা প্রাচীন । বৃহস্পতিসংহিতানুসারে মনুসংহিতা

(১) বৃহজ্জন্মপুরাণ, বৈদ্যরহস্ত, কায়স্থবংশাবলী, কায়স্থপুরাণ, জাতিমালা, বৈদ্য-ও-অধঃ-জাতিবিচার, বঙ্গ সামাজিকতা, বঙ্গ কায়স্থতত্ত্ব, অধঃ কোন বর্ণের প্রতিবাদ, ৬খণ্ড নব্য-ভারতের ৬৭ সংখ্যাপূত বর্ণভেদ প্রবন্ধ, ই খণ্ডের ১১/১২ সংখ্যাপূত বর্ণভেদ বৈদ্য প্রবন্ধ, রাজসাহি হইতে প্রকাশিত ২৫ ভাগ ৩৭/৩৮/৩৯/৪০/৪১/৪২/৪৩/৪৪/৪৫/৪৬/৪৭ সংখ্যা ও ২৬ ভাগের ১ হইতে ১৪ সংখ্যা প্রকাশিত বৈদ্যের অধঃস্থ দ্বিজত্ব ও সম্রাটের অধিকারিত্বের খণ্ডন" প্রবন্ধ এবং "Tribes and Castes of Bengal" by Chaitannya Krishna Nag Varma. এই সকল পুস্তকে ও প্রবন্ধে এবং গত ছেলেস উপলক্ষে "বৈদ্য বড় কি কায়স্থ বড়" এই আন্দোলনে বঙ্গবাসী ও বহুমতী প্রভৃতি সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে বৈদ্যজাতির (অধঃপতনের) উৎপত্তিসম্বন্ধে বিস্তারিত শাস্ত্রবিরুদ্ধ (কুৎসার্পণ) আন্দোলন হওয়াতেই এই অধ্যায়ের সৃষ্টি হইল । শাস্ত্রের অনেক স্থলেই ব্রাহ্মণ পুরুষ আর বৈশ্য স্ত্রীতে অধঃপতনের উৎপত্তি উক্ত আছে । এসকল স্থলে বিবাহপ্রসঙ্গ না থাকা যে সংক্ষেপোক্তি, তাহাই প্রচারকরা এ অধ্যায়ের বিশেষ প্রয়োজন ।

(২) "ব্রাহ্মণ্যবৈশ্যকজ্ঞানামধঃপতনো নাম জায়তে ।

নিষাদঃ শূদ্রকজ্ঞানায়ঃ যঃ পারশব উচ্যতে ॥ ৮ ॥ ১০ অ. মনুসং ।

"বিশ্রামজ্ঞাতিবিক্রোহি কজিয়ানঃ বিশজিয়ান্ ।

অধঃপতনো নিষাদঃ শূদ্রায়ঃ যঃ পারশবঃ স্মৃতঃ ॥ ১১ ॥

বৈশ্যগুরুজ্ঞান রাজজ্ঞানং মাহিষ্যোগ্রো তথা স্মৃতৌ ।

বৈশ্যাস্তু করণঃ শূদ্রায়ঃ বিশ্রামেষ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ১২ ॥ ১ অ. বাজসং ।

"বৈশ্যায়ঃ বিধিনা বিশ্রামজ্ঞাতোহধঃপতন উচ্যতে ।" ইত্যাদি । উশনাঃ সং ।

"বৈশ্যায়ঃ ব্রাহ্মণ্যজ্ঞাতোহধঃপতনো মুনিসত্তম ।

ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থে নির্দিষ্টো মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥"

পরশরসংহিতা ও জাতিমালাপূত পরশুরাম সংহিতা ঘটন ।

বেদেরই পরবর্তী শাস্ত্র (৩) । ঋগ্বেদেব শতপথ ব্রাহ্মণে ও ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণেও যখন মনুর নাম, মনুসংহিতার প্রশংসা আছে (৪) তখন মনুসংহিতা যে ঋগ্বেদে ব্রাহ্মণাংশের ও সমুদয় স্মৃতির পূর্ববর্তী এবং সমস্ত পুরাণ হইতে প্রাচীন তাহা অবশ্যই নিরাপত্তিতে স্বীকার করতে হইবে । পরাশরসংহিতার মতেও মনুসংহিতা সত্যযুগের ধর্মশাস্ত্র (৫) । উদ্ধৃত বৃহস্পতিসংহিতার প্রমাণানুসাবেও তাহাই সাব্যস্ত হয় । আগম শাস্ত্রমতে সত্যযুগে বেদোক্ত, ত্রেতাযুগে স্মৃত্যুক্ত,

এতদ্ভিন্ন গৌতমসংহিতা, স্থলপুত্রগোষ বিবরণ খণ্ডের বৈদ্যোৎপত্তিপ্রকরণ ও ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতির বৈদ্যোৎপত্তি (অম্বটোৎপত্তি) দেখ ।

উদ্ধৃত পরাশর ও-পরশুরামবচনে কেবল অম্বটের চিকিৎসাবৃদ্ধির বিধি নহে, উক্ত বচন যেমন অম্বটের উৎপত্তির ইতিহাস, তেমনি চিকিৎসাবৃদ্ধিরও ইতিহাস । কেন না উহাদের বহু পূর্ব হইতে মুনিগণকর্তৃক অম্বট যে চিকিৎসাকার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, উহাতে তাহাই প্রকাশ পায় ।

(৩) “বেদার্থোপনিবন্ধস্তাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্ ।

মম্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতি ন’ প্রশস্ততে ॥”

ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর কৃত দ্বিতীয় ভাগ বিধবাবিবাহ বিষয়ক

পুস্তক ধৃত বৃহস্পতিসংহিতা বচন ।

(৪) “তথা চ ছান্দোগ্যব্রাহ্মণে শ্রুয়তে, মনুর্কৈ যৎ কিকিদবদৎ তন্ত্বেষজং ভেষজতয়া ইতি । বৃহস্পতিরপ্যাহ ।

বেদার্থোপনিবন্ধস্তাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্ ।

মম্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতি ন’ প্রশস্ততে ॥

তাবচ্ছাস্ত্রাণি শোভন্তে তর্ক ব্যাকরণাণি চ ।

ধর্মার্থমোক্ষোপদেষ্টা মনুর্ষাষত্র দৃশ্যতে ॥” ইত্যাদি ।

১অ, মনুসংহিতার ১ শ্লোকের কুলকলটুকৃত মম্বর্থমুক্তাবলী দীক্ষাধৃত ।

“তত্র মনুর্কৈ যৎকিকিদবদন্ত্বেষজমিতি ঋচো যজ্ঞাষি সামানি মন্ত্রা আথর্কবাণাশ্চ যে সপ্তবিভিষন্ত যৎ প্রোক্তং তৎ সর্বং মনুরত্রবীদিত্যাদ্যার্থবাদেতিহাসপুরাণাদিত্যঃ ।” ইত্যাদি ।

১অ, মনুসংহিতার ১ শ্লোকের মেধাতিথি ভাষ্য ।

(৫) “কৃতে তু মানবো ধর্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ ।

ঋপরে শব্দলিখিতৌ কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ ॥ ২৩ ॥ ১অ, পরাশরসং ।

বিধবাবিবাহ বিষয়ক পুস্তক ২য় ভাগ, বিদ্যাসাগরধৃত ।

দ্বাপরে পুরাণোক্ত ও কলিতে আগমশাস্ত্রোক্ত ধর্ম (৬)। আগমের সহিত বৃহস্পতি আর পরাশরের যে মত মিল দেখা যাইতেছে, তৎসম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, সত্যযুগের শেষভাগে 'ঊণ ও রুত্তিভেদে আর্ষাদিগের মধ্যে জাতিভেদের (শ্রেণীবিভাগের) সৃষ্টি হওয়াতেই বেদোক্ত ধর্মসকলের সার ও তৎকালের সামাজিক রীতি নীতি প্রভৃতি লইয়া উভয়ের সামঞ্জস্য করত মনুসংহিতার সৃষ্টি হয় (৭)। এই হেতুই বৃহস্পতি আর পরাশর বলিয়াছেন, মনু প্রথমে বেদের অর্থগ্রহণপূর্বক স্মৃতিবচনা করেন ও মনুর কথিত ধর্ম সকল সত্যযুগের ধর্ম। যখন স্বাধ্বদেও মনু আর মনুসংহিতার নাম আছে, তখন মনুসংহিতা সত্যযুগেই প্রচলিত ছিল তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। স্মৃতির মীমাংসাবচন দ্বারা প্রকাশ পায় যে, সকল যুগেই বেদোক্ত ধর্মেরই প্রাধিক্য (৮) স্মরণ্যং সত্যযুগে মনুসংহিতা প্রচলিত থাকিলেও

(৬) “কুতে ঋত্ব্যদিতো মার্গস্তেতাযাঃ স্মৃতিচোদিতঃ।

দ্বাপরেহপি পুরাণোক্তঃ কলাবাগমসম্ভবঃ।” বিদ্যাসাগরকৃত বিধবা-

বিবাহবিষয়ক ২য় ভাগ পুস্তকস্থ আগম বচন।

(৭) বৃহস্পতি বলিতেছেন, মনু বেদের অর্থসঙ্কলনকরত স্মৃতি সংহিতারচনা করিয়াছেন। ইহাতেও মনুসংহিতা বেদেরই অব্যবহিত পরবর্তী শাস্ত্র হইতেছে। অতঃপর বৈদিক আচারের স্মৃতি তৎকালের আচারের ভিন্নতা হইয়াছিল, অতঃপর মনুসংহিতা কারণশূন্য হইয়া পড়ে। এই অধ্যায় স্থত ১০ টীকা ও পরবর্তী টীকাধৃত বৈদিক বচনগুলির আলোচনা করিলে বৈদিক কালে মনুজ্ঞ জাতি (শ্রেণী) বিভাগ না থাকা প্রকাশ পায় ও তৎকালে একমাত্র আর্ষ আর শূদ্র থাকা জানা যায়।

“ভগবান্ সর্ববর্ণানাং যথাবদনুপূর্বশঃ।

অন্তরপ্রভবানাক ধর্ম্যান্নো বক্তুমর্হসি ॥ ২ ॥” ১অ. মনুসংহিতা।

ঋষিদিগের এই উক্তি দ্বারা ইঙ্গিত প্রতীয়মান হয় যে, বৈদিককালের শেষেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়, কিন্তু বেদোক্ত আচারে তাহার সন্ধান নাই হওয়াতে অপেক্ষাকৃত ভিন্ন ভিন্ন আচারের প্রার্থী হইয়া মনুর নিকটে উপস্থিত হন।

(৮) “ঋতি স্মৃতি পুরাণানাং বিশোধো যত্র দৃশ্যতে।

তত্র শ্রোতং প্রমাণস্ত তয়োবৈধে স্মৃতির্রসঃ ॥”ব্যাসসংহিতা।

“ঋতিস্মৃতিবিরোধে তু ঋতিরেষ গরীয়সী” মীমাংসাশাস্ত্র।

তৎকালেও বেদেরই প্রাধান্ত ছিল বলিয়া, বোধ করি, সভ্যযুগে বেদোক্ত ধর্ম, এট কথা আগমশাস্ত্রে উক্ত হইয়া থাকিবে (৯) ।

বেদের দ্বারা, মহাভারত ও পদ্মপুরাণ দ্বারা সমগ্রাণ হয় যে, বৈদিক কালে জাতিভেদ ছিল না (১০) । কিন্তু ঋগ্বেদ আর অথর্ববেদোক্ত পুরুষসূক্ত দ্বারা প্রকাশ পায় যে, (অর্থাৎ এই উভয় প্রমাণের সামঞ্জস্য করিয়া জানা যায় যে) বৈদিক কালের শেষ ভাগেই ভারতীয় আয়োগ্যের মধ্যে গুণ-ও-বৃত্তিগত জাতিভেদের (শ্রেণীবিকাগের) সূত্রপাত হইয়াছিল (১১) ; এবং বর্তমান হিন্দুজাতিভেদ না হইলেও মনুসংহিতার অষ্টাঙ্গ অধ্যায় সহ ১০ অধ্যায়টি পাঠ

(৯) কোন স্মৃতিতেই আমরা এ পর্যন্ত আগমশাস্ত্রের উল্লেখ দেখি নাই । (৬)ঐক্যবৃত্ত আগমবচনেই প্রকাশ পায় যে, আগম হইতে স্মৃতিপুরাণই প্রাচীন ও পূর্ব পূর্ব যুগের ধর্মশাস্ত্র । সূতরাং আগম হইতে পুরাণ ও প্রাচীন স্মৃতিতে উক্ত বিষয়ে যে ইতিহাস আছে তাহাই বিশ্বাসযোগ্য ।

(১০) “কারুরহং ভিষক্ তাতঃ মাতা চ শত্ৰুপেযিনী ।” ঋগ্বেদসং ।

“ন বিশোধোহস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ ।

ব্রহ্মণা পূর্বসৃষ্টং হি কৰ্মণা বর্ণতাং গতম্ ॥”

হিন্দুধর্মের ঐষ্টতাধৃত মহাভারত বচন ।

“ন বিশোধোহস্তি বর্ণানাং সর্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ ।

ব্রহ্মণা পূর্ব সৃষ্টং হি কৰ্মণা বর্ণতাং গতম্ ॥” স্বর্গখণ্ড, পদ্মপুরাণ বচন ।

“একবর্ণমিদং সর্বং পূর্বমাসীৎ মুখিষ্ঠির ।

কর্মক্রিয়াবিভেদেন চাতুর্বর্ণ্যং প্রজায়তে ॥”

অনুশাসনপর্ক মহাভারত ।

“চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ ।” ৪অ, ভগবদ্গীতা ।

(১১) “মুখং কিমস্ত কিং বাহুঃ কিমুরুঃ পাদ উচ্যতে ।

ব্রাহ্মণোহস্ত মুখমাসীষাহু রাজজ্যোত্ভবৎ ।

উরুতদন্ত যবৈশ্চঃ পদ্ম্যাঃ শূত্রো অজায়ত ॥” অথর্ববেদীয় পুরুষ সূক্ত ।

“মুখং কিমস্ত কিং বাহুঃ কিমুরুঃ পাদ উচ্যতে ।

ব্রাহ্মণোহস্ত মুখমাসীষাহু রাজজ্যকৃতঃ ।

উরুতদন্ত যবৈশ্চঃ পদ্ম্যাঃ শূত্রো অজায়ত ॥” ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্ত ।

করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, মনুসংহিতানুষ্টির পূর্বেই উক্ত গুণ-ও-বৃত্তি-গত শ্রেণীবিভাগ ক্রমে বংশগত ও অতিশয় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের জাতিবৃত্তান্তে অশ্বষ্ঠের উৎপত্তিবিবরণ থাকার স্পষ্ট পরিবাক্ত হয় যে, সত্যযুগে (বৈদিককালেই) অশ্বষ্ঠদগের উৎপত্তি হয়। এতক্ষণ যাহা যাহা বলি হইল তাহাতে ইহাও প্রকাশ পাইতেছে যে, যে সময়ে জাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় নৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ হয়, সমুদয় স্মৃতি ও পুৰাণশাস্ত্রকর্তা হইতে ভগবান্ মনুই তাহার নিকটবর্তী। উদ্ধৃত বৃহস্পতি-আর-পরশুর-বচন দ্বারাই তাহা বিশেষরূপে সপ্রমাণ হইতেছে। এমতাবস্থায় অশ্বষ্ঠের উৎপত্তি ও জাতিবিবরণ ইতিহাস ভগবান্ মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সত্য ইতিহাস বলিয়া যে গ্রহণীয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অত্র কোন স্মৃতি কিংবা পুরাণকার তাহার বিপরীত ইতিহাস বলিয়া থাকিলেও তাহা মিথ্যা, যেহেতু সত্যযুগের (ভগবান্ মনুরও পূর্ববর্তী) অশ্বষ্ঠের উৎপত্তি ও জাতিবিবরণ ইতিহাস মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহার বিপরীত ইতিহাস, সত্যযুগ হইতে দুই তিন ও চতুর্যুগ দূর্বর্তী (ত্রৈতা দ্বাপর ও কলিযুগের) শাস্ত্রকারেরা কেহ প্রচার করিয়া থাকিলেও তাহা যে ভ্রান্ত ও যুক্তি অহুসারে সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। এমতাবস্থায় অশ্বষ্ঠের উৎপত্তি-ও-জাতি-বিবরণ ইতিহাসসম্বন্ধে আমরা মনুসংহিতাকেই মূল বলিয়া অবলম্বন করিলাম।

মনু বলিয়াছেন,—

“ব্রাহ্মণ বৈশ্বকক্ৰায়ামশ্বষ্ঠো নাম জায়তে ।

নিষাদঃ শূদ্রকক্ৰায়ং যঃ পারশব উচ্যতে ॥ ৮ ॥” ১০ অ, মনুসং ।

ব্রাহ্মণ হইতে তদীয় বিবাহিতা পত্নী বৈশ্বকক্ৰাতে উৎপন্ন সন্তানের নাম অশ্বষ্ঠ, আর ব্রাহ্মণ হইতে তদীয় বিবাহিতা স্ত্রী শূদ্রকক্ৰাতে জাত সন্তানের নাম নিষাদ; নিষাদের অপর নাম পারশব ।

এই বচনে বিবাহের প্রদত্ত স্পষ্ট নাট, কিন্তু আমরা পরিকাররূপে উহার অনুবাদে ব্রাহ্মণের স্বীয় বিবাহিতা পত্নীতে অশ্বষ্ঠের উৎপত্তি প্রচার-করিলাম, ইহাতে অনেকেরই আপত্তি থাকিতে পারে সুতরাং নিম্নে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে ।

“একান্তরা ব্রাহ্মণস্ত বৈশ্ণা তত্র জাতোহশ্বষ্ঠঃ স্মৃত্যন্তরে ভৃজ্জকণ্টকঃ

ইত্যুক্তঃ (১২) । । কথ্যগ্রহণং স্ত্রীমাত্রোপলক্ষণং ব্যাচক্ষতে বৈশ্বা-
স্ত্রিয়ামিত্যর্থঃ । ৮।” ৮শ্লোক, মেধাতিথি ভাষা, মনুসংহিতা ।

ব্রাহ্মণের একান্তর পত্নী বৈশ্বকৃত্তাতে জাত অশ্বঠ, অশ্ব স্মৃতিতে যাহাকে
ভূজ্জকণ্টক বলিয়া উক্ত হইয়াছে । । স্ত্রীমাত্র প্রদর্শনার্থী কথ্যশব্দ
গৃহীত হইয়াছে । উহার অর্থ বৈশ্বজাতীয় স্ত্রীতে (১৩) ।

(১২) মেধাতিথি অশ্বঠকে যে ভূজ্জকণ্টক বলিয়াছেন, তাহা ভুল, মনুসংহিতার ১০
অধ্যায়ের ২১ শ্লোক ও তাহার ভাষা চীকা দেখ । ভূজ্জকণ্টক শব্দ নহে উহাও ভ্রম, একুত-
পক্ষে ভূজ্জকণ্টক শব্দ যথা, ভূজ্জকণ্টক (ভূজ্জ—কণ্ট+কণ্—যোগ) সং পুং বর্ণ সঙ্কর জাতি-
বিশেষ । ২২১১ পৃষ্ঠা, প্রকৃতিবাদ অভিধান ।

“ব্রাত্যাস্তু জায়তে বিপ্রাং পাপাস্তা ভূজ্জকণ্টকঃ ।” ইত্যাদি । ২১ ।

১০অ, মনুসংহিতা ।

প্রধান ও প্রাচীন মনুসংহিতার এই শ্লোকে ভূজ্জকণ্টকের উৎপত্তিতে ব্রাত্যসম্পর্ক থাকায়
ও বিবাহসম্পর্ক না থাকায় ভূজ্জকণ্টক অশ্বঠ হইতে স্পষ্টতঃ ভিন্ন হইতেছে ।

(১৩) মেধাতিথি ভাষ্যের ‘একান্তর’ আমরা পত্নী অর্থ কেন করিলাম তাহা পক্ষ বস্তু
হইতেছে । মেধাতিথির এই “বৈশ্বস্ত্রিয়ামিত্যর্থঃ” বাক্যের কেহ বৈশ্বপত্নী অর্থ করিতে
পারেন । একপ করা নিতান্তই অদূরদর্শিতার পরিচায়ক, যেহেতু বিবাহ বিধিতে শব্দ
স্মৃতিতে আছে, “ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্বা ব্রাহ্মণস্ত প্রকীৰ্ত্তিতা ।” ব্রাহ্মণের পত্নীহঁতে ব্রাহ্মণী,
তবে কি শব্দ ব্রাহ্মণের বিবাহিতা পত্নীকে ব্রাহ্মণকে বিবাহ করিতে বলিয়াছেন ? আর
বাজবল্ক্যও “বিশঃ স্ত্রিয়ামশ্বঠঃ” বলিয়া পরে “বিন্নাশ্বেষ বিধিস্মৃতঃ” বলিয়াছেন । এখন
কি আমরা “বিশঃ স্ত্রিয়াং” বাক্যের বৈশ্বপত্নী অর্থ করিব ? তাহা করিলে যে তদুক্ত ‘বিন্নাসু’
অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির “বিবাহিতাসু পত্নীসু” বাক্যের সহিত বিরোধ হয় ? অতএব বুঝিতে হইবে
যে, শব্দসংহিতার ব্রাহ্মণের কস্তার্থেই ব্রাহ্মণী ও বাজবল্ক্য সংহিতাতেও বৈশ্বকস্তার্থেই
“বিশঃ স্ত্রিয়াং” আর মেধাতিথিও বৈশ্বকস্তার্থেই “বৈশ্বস্ত্রিয়া মিত্যর্থ” (বৈশ্বপত্নীতে) বলিয়া-
ছেন । মেধাতিথির উক্ত “একান্তর” বাক্যের নিশ্চয়ই পত্নী অর্থ যখন পরে প্রদর্শিত হইতেছে
তখন “বৈশ্বস্ত্রিয়ামিত্যর্থঃ” বাক্যের বৈশ্বপত্নী অর্থ করিলে যে “ব্রাহ্মণস্ত একান্তরার” অর্থের
সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় সে দিকে সকলেরই দৃষ্টি কর্তব্য ।

“তলুলোমকেশদশনাং মৃবঙ্গীমৃষহং স্ত্রিয়ং ॥” ৩অ, মনুসংহিতা ।

“স্ত্রিয়ং কস্তাধিকারায় কস্তাম্ ॥” ই শ্লোকভাষ্য মেধাতিথি ।

“কোমলাঙ্গী কস্তামৃষহং .” ই শ্লোকটীকা, কুল্লক ভট্ট ।

প্রমাণ বার বে, এই শ্লোকের “স্ত্রিয়ং” অর্থাৎ স্ত্রী শব্দের ভাষ্য ও টীকার উত্তরেই কস্তাধি-

“ব্রাহ্মণাদিতি । কত্মাশ্রয়াদিত্য উত্তরামিত্যাদিহাঃ “ব্রাহ্মণেশ্ববিধিঃ স্মৃতঃ”
 ইতি যাজ্ঞবল্ক্যেন ক্ষুদ্রিকৃৎস্বাচ্চ ব্রাহ্মণবৈশ্বকত্মায়াঃ উত্তরামশ্রয়্যা জায়তে,”
 ইত্যাদি কুল্লুকভট্ট টীকা । ১০ অ, মনুসংহিতা ।

ব্রাহ্মণু হহতে হাত । বচনে কত্মাশ্রয় যুক্ত থাকা হেতু এবং যাজ্ঞবল্ক্য ও
 ব্রাহ্মণের বিবাহিতা পত্নীতে অশ্রয়ের জন্য স্পষ্টরূপে বলিতে বুদ্ধিতে হইবে,
 ব্রাহ্মণের পত্নী বৈশ্বকত্মাতে ব্রাহ্মণ স্বামী কর্তৃক অশ্রয়ের জন্য ।

ভাষ্যকার মেধাতাত্ত্ব আর টীকাকার কুল্লুকভট্ট উক্ত বচনের ভাষ্য
 ও টীকাতে বিবাহিত স্ত্রীপুরুষ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পাত আর বৈশ্বকত্মাপত্নীতে যে
 অশ্রয়ের উৎপত্তি তাহা স্পষ্ট বলিয়াছেন । যদি বল, যাজ্ঞবল্ক্য যাহা বলিয়া
 থাকেন তাহা আমরা পরে দেখণ, এখানে মনুর কথা কী ? উত্তর,—মনুর
 কথা আমরা ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছি, কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যবচনের দ্বারাও মনুর
 উক্ত চক্ষোকে অর্থ করা কঠিন, যেহেতু তান মনুসংহিতা ও উক্ত শ্লোকের
 অর্থ জানতেন ; তানও অশ্রয়ের উৎপত্তির ইতিহাস বলিয়াছেন । তাঁহার
 সময়ে ব্রাহ্মণেরা বৈশ্বকত্মাকে বিবাহ করিতেন এবং ব্রাহ্মণের উক্ত ভাষ্যতে
 অশ্রয়নামা পুত্রগণেরও উৎপত্তি হইত, এই কথা তিনিও কহিয়াছেন, (এই
 অধ্যায়ের ২৮ টীকাধৃত যাজ্ঞবল্ক্য বচন দেখ) । ভগবান্ মনু তৃতীয় অধ্যায়ের ১২।১৩
 শ্লোকে অশ্রুগোমক্রমে ব্রাহ্মণাদির ক্ষত্রিয় কত্মা বৈশ্বকত্মা ও শূদ্রকত্মা ভাষ্যা
 হয় বলিয়া দীর্ঘম অধ্যায়ের ৫ শ্লোকে তাগাদগকে ব্রাহ্মণাদির অনুলোমা পত্নীমধ্যে
 গণনা করিয়া ১০ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকে সেই অনুলোম পত্নীগণের মধ্যে ব্রাহ্মণের
 বৈশ্বকন্যা পত্নীতে অশ্রয়ের উৎপত্তি, এই কথা কহিয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার
 “ব্রাহ্মণেশ্ববিধিঃ স্মৃতঃ” বচনের দ্বারা তাহা বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইতেছে ।
 যাজ্ঞবল্ক্য মনুর কথিত অশ্রয়োৎপত্তির ইতিহাস গোপন করিতে চেষ্টা পান নাই,

গ্রহণ করিয়াছেন : এরূপ অবস্থায় “বৈশ্বকত্মায়াঃ” এই বাক্যের ভাষ্য কবিত্তে মেধাতাত্ত্বি
 অন্তর্থে যে “বৈশ্বকত্মায়াঃ” বলেন নাই, বৈশ্বকত্মার্থেই বলিয়াছেন, তাহাতে কোন
 সন্দেহ নাই ।

“চতসো বিহিতা ভাষ্যা ব্রাহ্মণশ্রুতিঃ ।

ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া” ইত্যাদি । অনুশাসনপর্ব, মহাভারত ।

এখানেও ব্রাহ্মণকত্মা অর্থেই ব্রাহ্মণীশব্দের প্রয়োগ দেখা যায় ।

কিংবা তদ্বিপরীত কিছুই বলেন নাই যে তাঁহার প্রদত্ত বিধি ও টিতিভাস এখানে অপ্রামাণ্য হইবে । মনুসংহিতার ভাষ্য ও টীকাকার আলোচ্য বিষয়ে যে জন্য মনুসংহিতা অবলম্বন করেন নাই তাহা “অষ্টম ব্রাহ্মণজাতি” অধ্যায়ে বিবৃত হইবে ।

বিবাহবিষয়ে বহুশাস্ত্রের প্রমাণ থাকাসম্বন্ধেও বচনে কন্যাশব্দ থাকিতে যাহারা অষ্টমকে কন্যাগর্ভসম্বৃত্ত অর্থাৎ কানীন পুত্র বলিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, তাহা হইলে মনুপ্রভৃতি শাস্ত্রকার-গণ অষ্টমকে দাদশপুত্রকর্তৃনস্থলে কানীনপুত্রমধ্যে ধরিয়া লইতেন (১৪) ; অনুলোমজ পুত্র বলিতেন না (১৫) ও অষ্টম আর অনুলোমজ নামেরই সৃষ্টি

(১৪) “পিতৃবেশ্মনি কস্তা তু যং পুত্রং জনয়েজ্জহঃ ।

তং কানীনং বদেদ্রায়। বোহুঃ কস্তাসমুত্তমম্ ॥ ১৭২ ॥ ১অ, মনুসং ।

টীকা—‘পিতৃতি । পিতৃগৃহে কস্তা যং পুত্রম্ অপ্রকাশং জনয়েৎ তং কস্তাপরিণেতুঃ পুত্রং নামা কানীনং বদেৎ ।’ কুল্লুকভট্ট ।

“কানীনঃ পঞ্চমঃ পিতৃগৃহেহসংস্কৃত্যৈবোৎপাদিতঃ স চ পাণিগ্রাহকঃ ।”

১৫অ, বিকুসংহিতা ।

“কানীন পঞ্চমো বা পিতৃগৃহেহসংস্কৃত্য কামাচ্ছংপাদয়েন্মাতামহস্ত পুত্রো ভবতীত্যাহঃ ।”

১৭অ, বশিষ্ঠ সংহিতা ।

“কানীনঃ কস্তকাজাতো মাতামহনৃতোমতঃ ॥ ১৩২ ॥ ২অ, বাজবল্যসংহিতা ।

এখানে কেহ বলিয়াছেন, কানীন তাহার মাতার পাণিগ্রাহীতার, কেহ বলিয়াছেন, মাতা-সহের পুত্র, তাহাতে আমাদের কথার কোন ক্ষতি নাই । কুল্লকপারস বেদব্যাস কানীন ব্রাহ্মণ, কিন্তু তিনি পরশুরামের পুত্র হওয়ারে দেখা যায় যে তাঁহাতে উপরি উক্ত কোন বিধিই খাটে নাই । মনুসংহিতার উক্ত শ্লোকের কেহ সর্ব পুত্রক ধরিয়া লইয়াছেন তাহাও মিথ্যা ইতিহাস, সর্বর্ণে অসর্বর্ণেই পূর্বকালে কানীনপুত্র জন্মিত, তাহারও প্রমাণ পরশুরামপুত্র ।

(১৫) “একান্তরে স্বানুলোম্যাদযতোঐ বধা শ্রুতো ।” ইত্যাদি ।

১০অ, মনুসংহিতা ।

“অনুলোমানন্তরৈকান্তরমাতারাজাতাঃ সর্বাযতোঐ নিষ্যদ্যদোমন্তপারশবাঃ ।”

৪অ, গোতমসংহিতা ।

মনুসংহিতা ১০ অধ্যায়ের ৫৬৭/৮৯.১০/১১ শ্লোকের অর্থ ভাষ্য টীকা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ৫ হইতে ১০ শ্লোক পর্যন্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সর্বর্ণে অসর্বর্ণে উৎপন্ন

হইত না। অতএব নির্ণীত হইল যে অশ্বঠকে কিছুতেই কানীনপুত্র বলা যাইতে পারে না। অন্তের বিবাহিতা স্ত্রীতে অশ্বঠের জন্ম, এই কথা যাহারা প্রচার করেন বা করিয়াছেন, তাহাদের সন্তোষার্থ এখানে বলা যাইতেছে যে, অন্তের বিবাহিতা স্ত্রীতে (ক্ষেত্রে) ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদনের বিধিমতে যাহাদিগের জন্ম, তাহারা ক্ষেত্রস্বামীর ক্ষেত্রজ পুত্র, ক্ষেত্রস্বামীর জাতি (১৬)। মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা দ্বাদশপুত্রকর্তনস্থলে এই পুত্রও (ক্ষেত্রজ পুত্রও) কীৰ্তন করিয়াছেন (১৭)। অশ্বঠ যখন অহুলোমজ পুত্র, তখন তাহাকে ক্ষেত্রজপুত্র বলিলে কোন শাস্ত্রেই যে অহুলোমজ ও অশ্বঠনামা পুত্র উক্ত হইত না, অশ্বঠ নামই যে শাস্ত্রে থাকিত না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। মনুসংহিতার ৯ অধ্যায়ে যাহাকে ক্ষেত্রজ পুত্র বলা হইয়াছে, ১০ অধ্যায়ে পুনরায় তাহাকে অহুলোমজ ও অশ্বঠ বলিবার প্রয়োজন কি? একপাশে যে দ্বিকাক্তি দোষ হয়? বহু শাস্ত্র

স্ত্রীতে (ভার্য্যাতে) জাত সন্তানগণেরই বৃত্তান্ত উক্ত হইয়াছে। ৩ অধ্যায়ের ১২।১৩ শ্লোকে ব্রাহ্মণের বৈশ্বককৃত্যভার্য্যাও উক্ত আছে। ১০ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকোক্ত অশ্বঠ উক্ত ভার্য্যারই সন্তান। সুতরাং ৮ শ্লোকোক্ত বৈশ্বককৃত্য যে ব্রাহ্মণের বিবাহিতা স্ত্রী তাহা বলা বাহুল্য।

(১৬) “যন্তরজঃ প্রমীতস্ত স্ত্রীবস্ত ব্যাধিতস্ত বা।

অধর্মেণ নিযুক্তায়াং স পুত্রঃ ক্ষেত্রজঃ স্মৃতঃ ॥ ১৬৭ ॥

তথৈবাক্ষৌত্রণো বাজং পরক্ষেত্রপ্রবাণগঃ।

সুর্কস্তু ক্ষেত্রিণামর্থং ন বীজী লভতে কলম্ ॥ ৫১ ॥” ৯অ, মনুসং।

৫২।৫৩।৫৪ শ্লোক দেখ। ১০ শ্লোক, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা

ও ৪অ, পরাশরসংহিতা-দেখ।

ক্ষেত্রজপুত্রগণ যে ক্ষেত্রস্বামীর পুত্র ও জাতি তাহা জগন্নাথ ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু, বিদুর, দুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন।

(১৭) “ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এবচ।

গুঢ়োৎপন্নোহপবিক্রান্ত দায়াদা বাকবাশ্চ মট্ ॥ ১৫৯ ॥

কানীনশ্চ সহোদশ্চ ক্রীতঃ পোনর্ভবন্তথা ॥” ইত্যাদি। ১৬০।

৯অ, মনুসংহিতা। অন্তান্ত স্মৃতি পুরাণ দেখ।

দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, ক্ষেত্রজপুত্র এক, অনুলোমজ সন্তান অত্র (১৮) এবং ক্ষেত্রজপুত্রোৎপাদনের বিধান হইতে অনুলোমজ সন্তান অশ্বষ্ঠাদির উৎপত্তির বিধানও স্বতন্ত্র। অত্রের সধবা বা বিধবা পত্নীতে ব্যভিচারে বাহাদের উৎপত্তি, তাহারাও অশ্বষ্ঠ আখ্যা পাইতে পারে না, যেহেতু শাস্ত্রে তাহাদিগকে কুণ্ড ও গোলক আখ্যা প্রদান করত (১৯) ঐ সকল সন্তানকে অনুলোমজ অশ্বষ্ঠাদি হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে। অতএব কুণ্ড ও গোলক প্রভৃতি নিম্নিত সন্তান হইতে স্বতন্ত্র মন্বাদিশাস্ত্রে অশ্বষ্ঠ অনুলোমজ ও বিধিকৃত সন্তান বলিয়া উক্ত হইত না এবং অশ্বষ্ঠনামও যে থাকিত না তাহা বলা বাহুল্য-মাত্র। "

“অনন্তরান্ন জাতানাং বিধিরেষ সনাতনঃ ।

দ্যোকাস্তরান্ন জাতানাং ধর্ম্যাং বিদ্যাদিমং বিধিঃ ॥ ৭ ॥”

১০অ, মনুসংহিতা ।

(১৮) “অশ্বষ্ঠ শব্দের অর্থ” অধ্যায়ে আমরা দেখাইয়াছি যে, “অশ্ব”—স্থ—“ড” করিয়া অশ্বষ্ঠ হইয়াছে। অশ্বষ্ঠের অর্থ, পিতৃস্থ, অর্থাৎ পিতৃজাতি। অতএব অশ্বষ্ঠশব্দের সাধন, তাহার অর্থ ও উৎপত্তি আদি সমুদয়ই কানীনক্ষেত্রজ, কুণ্ড ও গোলকপ্রভৃতি হইতে স্বতন্ত্র হইতেছে। একুপাবস্থায় বাহারা অশ্বষ্ঠের (বৈদ্যের) উৎপত্তিতে নানাবিধ মিথ্যা অপবাদ-ঘোষণা করেন তাহারা যে ঈর্ষাপরবশ ও অস্ত্রের অযথাকুৎসাপ্রিয় ব্যক্তিগণের কল্পিত আধুনিক অবধাশাস্ত্রাবলম্বী তাহাতে আর কোন সংশয় নাই।

(১৯) “পরদারেষু জায়েতে দ্বৌ স্তৌ কুণ্ডগোলকৌ ।

পত্যৌ জীবতি কুণ্ডঃ স্তান্মৃতে ভর্তৃরি গোলকঃ ॥” ১৭৭ ॥ ৩অ, মনুসং ।

“ওষবাতাহতং বীজং যথা ক্ষেত্রে প্ররোহতি ।

ক্ষেত্রী তন্নভতে বীজং ন বীজী ভাগমর্হতি ॥ ১৭ ।

তদ্বৎ পরস্ত্রিয়াঃ পুত্রৌ দ্বৌ স্তৌ কুণ্ডগোলকৌ ॥

পত্যৌ জীবতি কুণ্ডঃ স্তান্মৃতে ভর্তৃরি গোলকঃ ॥ ১৮ ॥”

৪অ, পরাশরসংহিতা ।

অশ্বষ্ঠেরা ক্ষেত্রজপুত্র নহেন, ব্রাহ্মণের বিবাহিতা স্ত্রীতে জাত, ব্রাহ্মণের ওরসপুত্র, তাহা পরবর্তী ৯ অধ্যায়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা প্রদর্শিত হইবে। মনু ৯ অধ্যায়ের ক্ষেত্রজ পুত্রকে বিধিকৃত ও নিম্নিত উভয়ই বলিয়াছেন, কিন্তু অনুলোমজদিগকে সর্বত্রই বিধিকৃত বলিয়াছেন, কোথাও নিম্নিত বলেন নাই।

“আনুলোমেন বর্ণানাং যজ্ঞস্য স বিধিঃ স্মৃতঃ ।

প্রাতিলোমেন যজ্ঞস্য স এব বর্ণসংকরঃ ॥”

• অষ্টদীপিকাধৃত, নারদসংহিতা বচন

“বৈশ্বায়াং বিধিনা বিপ্রাজ্জাতোহষ্ট উচ্যতে ॥” ইত্যাদি ।

উশনাঃ সংহিতা ।

“বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্ ।

অষ্টো

... .. বিপ্রাশ্বেষাবাদঃ স্মৃতঃ ॥” ... যাজ্ঞবল্ক্যসং ।

এই সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা অনুলোমজ পুত্র অষ্টগণ বিধিকৃত বলিয়া সাব্যস্ত হইতেছে । বিবাহসম্বন্ধোৎপন্ন না হইলে তাহাদিগকে যে কিছুতেই সনাতন ও ধর্ম্মাবিসম্মত বলা যাইতে পারে না, উপরি উক্ত শ্লোকগুলির বিধি-শব্দের অর্থ ই যে বিবাহসম্বন্ধোৎপন্ন, তাহা সকলেরই স্বীকার করিতে হইবে । বিশেষতঃ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার “বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি” ইত্যাদি বচনের, বিপ্রাং বিপ্রান্মু ক্ষত্রিয়ায়াং বৈশ্বায়াং শূদ্রায়াঞ্চ মূর্দ্ধাভিষিক্তাষষ্ঠিনিষাদানাং এতজ্জন্ম-রূপবিধিভূতপূর্ব্বিপ্রণীতশাস্ত্রে উক্তো বিব্রতোহস্তি, অর্থ হওয়ার অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পত্নীতে ব্রাহ্মণকর্তৃক মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অষ্টাদির উৎপত্তির ইতিহাস থাকায় অনুলোমজ পুত্র অষ্ট যে শাস্ত্রোক্ত অনুশোমবিবাহসম্বন্ধযুক্ত ব্রাহ্মণ পতি আর বৈশ্বকথা পত্নীতে জাত, তাহা পণ্ডিতেরা সহজেই বুঝিবেন ।

“সবর্ণাণ্যে বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকশ্মণি ।

• কামতস্ত প্রবৃত্তানামিমাঃ স্ন্যঃ ক্রমশোবরাঃ ॥ ১২ ॥” ওঅ, মনুসং ।

এই শ্লোকের টীকায় কুল্লুকভট্ট বলিয়াছেন,—“কামতঃ পুনর্বিবাহে প্রবৃত্তানা-
নামেতা বক্ষ্যমাণা আনুলোমেন শ্রেষ্ঠা ভবেয়ুঃ ।”

“শূদ্রৈব ভাষ্যা শূদ্রস্ত সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতৈ ।

তে চ স্বাচৈব রাজ্ঞঃ স্ন্যঃ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ ॥ ১৩ ॥ ওঅ, মনুসং ।

এই শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথি বলিয়াছেন,—“উৎকৃষ্টজাতীয়া তু পূর্ব্বজ
ক্রমগ্রহণাদপ্রাপ্তা । সা চ শূদ্রা স্বা চ বৈশ্বা বৈশ্বস্ত । তে চ বৈশ্বাশূদ্রে স্বা চ

রাজতন্ত্ৰ। এবমগ্রজ্ঞাননো ব্রাহ্মণস্ত ক্রমেণ নির্দেশে কর্তব্যো শূদ্রশ্রক্ৰমেণ
... ... আনুপূৰ্বেণাবশ্যং সূচয়ঃ।”

“ব্রাহ্মণস্তানুপূৰ্বেণ চতস্রস্ত যদি জ্ঞিয়ঃ। ইত্যাদি ১৪৯। (২০)

১অ, মনুসংহিতা ।

এই শ্লোকের ভাষ্য মেধাতিথি বলিয়াছেন,—“অনুপূৰ্বগ্রহণং তৃতীয়ে
দর্শিতস্ত ক্রমস্তানুবাদঃ।”

উপরি উক্ত মনুসংহিতার তৃতীয় ও নবম অধ্যায়োক্ত শ্লোকগুলি এবং তাহার
ভাষ্য-টীকাদির অর্থের দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে যে, মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়োক্ত
একান্তরা, দ্ব্যস্তরা, অনস্তরা ও বিষ্ণুসংহিতায় “অনুলোমাসু মাতৃবর্ণা”র অনু-
লোমা প্রভৃতি শব্দ, মনুসংহিতার ৩ ও ১০ অধ্যায়োক্ত এবং অত্রাণ্ড
স্মৃতিপুরাণোক্ত ব্রাহ্মণদির অনুলোমবিবাহিতা পত্নীবোধক। ভাষ্য টীকাকারও
ঐরূপ বিবাহকে “আনুলোম্যেন” “আনুপূৰ্বেণ” বাক্যদ্বারা অনুলোমবিবাহ
বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অনুলোমক্রমে বিবাহ হওয়াতেই কিংবা বিবাহের
নাম অনুলোমবিবাহ, এই হেতুতেই উক্ত বিবাহিতা পত্নীকে যে শাস্ত্রে অনু-
লোমা, অনস্তরা, একান্তরা দ্ব্যস্তরা ইত্যাদি বলিয়া উক্ত হইয়াছে তাহাতে আর
সন্দেহ কি ? এমতাবস্থায় মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকের ভাষ্য মেধা-
তিথি যুে বলিয়াছেন, “ব্রাহ্মণস্ত একান্তরা বৈশ্বা” (ব্রাহ্মণের একান্তরা বৈশ্বা),
তাহার অর্থ ব্রাহ্মণের অনুলোমবিবাহিতা পত্নী করিতেই হইবে।

“ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্ৰকৃত্যয়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ ॥” ইত্যাদি। ১১।

১০অ, মনুসংহিতা ।

এই শ্লোকের টীকায় কুল্লুকভট্ট বলিয়াছেন,—“এবমনুলোমজানুত্মা প্রতি-
লোমজানাহ ক্ষত্রিয়াদিতি। অত্র বিবাহাসম্ভবাৎ কৃত্যগ্রহণং স্ত্রীমাত্রোপল-
ক্ষণার্থম্।” ইত্যাদি।

উপরে অনুলোমজ সন্তানগণের বিষয় বলিয়া সম্প্রতি প্রতিলোমজ সন্তান-
গণের উৎপত্তিবৃত্তান্ত ও নামাদি বলিতেছেন। এখানে বিবাহ অসম্ভব, সূতরাং

• (২০) এই পুস্তকের অনেক স্থলেই বঙ্গানুবাদ আছে বলিয়া এই স্থানের অনেকগুলি
শ্লোকের অনুবাদ বাহ্যল্যভয়ে দেওয়া হইল না।

বচনে কস্তাশব্দগ্রহণ কেবল জীমাত্তপ্রদর্শনার্থ করিয়াছেন (২১)। প্রতিলোমজ সন্তানবিষয়ক বচনের টীকা আরম্ভ করিয়া ভট্ট কুল্লুক এখানে বিবাহ অসম্ভব বলাতে পূর্বোক্ত অমূলোমজ অষ্ট প্রভৃতি পুত্রগণ বিবাহোৎপন্ন একথা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছেন। টীকাকার এখানে বিবাহ অসম্ভব একথা কেন বলিলেন ? না, শাস্ত্রের কোথাও প্রতিলোম বিবাহ অর্থাৎ নীচ বর্ণের পুরুষের উচ্চ বর্ণীয়া কস্তাকে বিবাহকরিবার বিধি নাই। সর্বত্রই উচ্চবর্ণীর পুরুষের নীচবর্ণীয়া কস্তাকে বিবাহকরিবার বিধি আছে। মনুসংহিতা, যাস্তবস্মাসংহিতা, রিগ্বেদ, অত্রি, বাস, বশিষ্ঠাদি সমুদয় স্মৃতি ও মহাভারত প্রভৃতি পুরাণে প্রতিলোমজ পুত্রগণের ধর্ম্মাদি উক্ত হইরাছে, কিন্তু কোথাও প্রতিলোমক্রমে বিবাহবিধি উক্ত

(২১) টীকাকার কুল্লুকভট্ট এখানে বিবাহ অসম্ভব বলিয়াছেন, তথাপি বচনে কস্তাশব্দ প্রযুক্ত থাকাতে এখানেও (প্রতিলোমেও) অনিন্দিত অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দ্রাবি, আর্য ও প্রাজাপত্য বিবাহ না হইলেও ব্রাহ্মণাদির কস্তাদিগের কস্তাবস্তাতেই (অদস্তা থাকিতেই) নীচবর্ণের পুরুষ ক্ষত্রিয়াদির সহিত নিন্দিত অর্থাৎ পাক্ষর্ব, আম্বর, রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ অবশ্যই হইত, এ অশ্রুই এখানেও বচনে কস্তাশব্দ প্রযুক্ত আছে এইরূপ বুঝিতে হইবে।

“কস্তাশব্দশ্চাক্র প্রকরণাদননুভূতসন্তোগামু জীষু বধতে।। নান্যন বিবাহোহস্তি সত্যপি কস্তাষ্বে ॥” (৩অ, মনুসংহিতার ১০ শ্লোকের মেধাতিথি ভাষ্য)। “অকস্তা-ত্বাদবিবাহতয়ৈব ন পত্না ইতি ।” (মনুসংহিতা ১০অ, শ্লোক, মেধাতিথি ভাষ্য)।

এই মেধাতিথির ভাষ্য দ্বারা ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, যে বচনেই কস্তাশব্দ উক্ত থাকিবে, সেইখানেই বুঝিতে হইবে, উক্ত স্ত্রী অন্তের বিবাহিতা বা সন্তোগ্যা নহে, এবং তাহাতে ব্রাহ্মণাদির মধ্যে কাহারও কর্তৃক পুত্রোৎপাদনের শ্রম দেখিলেই বুঝিতে হইবে ঐ কস্তা সেই পুরুষেরই পত্নী ; এমতাবস্থায় টীকাকার কুল্লুক ভট্টের ‘অত্র বিবাহাসম্ভবঃ’ ইহার অর্থ এই যে প্রতিলোমে ব্রাহ্ম, দ্রাবি, আর্য ও প্রাজাপত্য এই চারি অনিন্দিত (মন্ত্র ও যাগাদিযুক্ত) বিবাহ অসম্ভব। প্রতিলোমক্রমেও শাস্ত্রোক্ত আম্বর, পাক্ষর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ প্রভৃতি নিন্দিত বিবাহচতুষ্টয় নিশ্চয়ই হইত, অশ্রু ঐ সকল বিবাহের স্থল কোথায় ? প্রাচীনকালে যে ঐ সকল নিন্দিত বিবাহ হইত, তাহাতে কস্তা পিতাকর্তৃক মন্ত্রাদি দ্বারা প্রদত্তা না হওয়াতে শাস্ত্রকারেরা ঐ সকলকে প্রকৃত বিবাহমধ্যে গণনা করেন নাই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ সকল নিন্দিত বিবাহসম্বন্ধে স্ত্রীপুরুষেরাও যাবজ্জীবন পতি-ও পত্নীরূপে অবস্থিতি করিতেন। সুতরাং কস্তাশব্দের প্রয়োগ এখানেও যে সঙ্গত মতেই হইয়াছে, এবং স্মৃতিদি প্রতিলোমজাত সন্তানগণও যে এককালীন বিবাহসম্বন্ধবিবর্জিত স্ত্রীপুরুষ হইতে নহে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

হয় নাই। তাহা না হইলেও প্রতিলোমক্রমে অনিন্দিত বিবাহ যে একেবারেই হইত না তাহাও নহে। মহাভারত-ও-হবিবংশ-পাঠে জানা যায় যে, শুক্রাচার্যের কণ্ঠ্যকে যযাতি ও শুকদেবের কণ্ঠ্যকে অনুহ নৃপতি বিবাহ করেন। ঐ বিবাহকে বা তদুৎপন্ন সন্তানকে (যহু, তুর্বহু ও ব্রহ্মদত্ত প্রভৃতিকে) নিন্দিত বলিয়া শাস্ত্রের কোথাও উক্ত হয় নাই। ইহাতে ব্যক্ত হয়, বিশেষ বিশেষ স্থলে প্রতিলোমক্রমেও দুই একটি নিন্দিত বিবাহ যেমন ঘটত, তেমনি কচিং কচিং স্থলবিশেষে সর্বণ ও অনুলোমক্রমেও যে দুই একটি নিন্দিত বিবাহ না হইত তাহাও নহে। কিন্তু উহাতে শাস্ত্রবিধি-থাকাতো বৃষিতে পারা যায় এবং পুরাণাদি শাস্ত্রের অনেক স্থলে প্রমাণও পাওয়া যায় যে, প্রথমে সর্বণ বা অনুলোমে ঐ সকল নিন্দিত বিবাহ ঘটিলেও পরে তাহাতে মন্ত্র, যাগাদি প্রযুক্ত হইত। আর প্রতিলোমক্রমে বিবাহের বিধি শাস্ত্রে না থাকাতো ঐরূপে যে সকল নিন্দিত বিবাহ হইত তাহাতে অধিকাংশ স্থলেই মন্ত্রাদি প্রযুক্ত হইত না ; প্রাচীনকালের সর্বণ আর অনুলোম বিবাহের সহিত প্রতিলোম বিবাহের এই-মাত্র প্রভেদ ছিল। যাহা হউক, এই অধ্যায়ের ২৬টীকাধৃত শাস্ত্রীয় অনুলোম বিবাহের বিধি এবং মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের উপরি উক্ত ৮ শ্লোকোক্ত অষ্টচৌপত্তিবিষয়ক বচনের দ্বারা উপলব্ধি অর্থাৎ এই ইতিহাস পরিস্ফুট হয় যে, সত্যযুগে ভগবান্ মনুরও পূর্বে ব্রাহ্মণেরা যে বৈশ্বকণ্ঠাদিগকে বিবাহ করিতেন, অষ্টচৌরী উক্ত বিবাহিতা পুরুষ ও জ্ঞীদিগের (পতি ও পত্নীগণের) সন্তান।

উপরে শাস্ত্রীয় প্রমাণাবলী দ্বারা যাহা দেখান হইল, তাহাতে এবং এই অধ্যায়ের ২৬টীকাধৃত বিবাহবিষয়ক বচনাবলীতে প্রকাশ পাইতেছে যে, প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্বগণ যে ক্ষত্রিয় বৈশ্ব ও শূদ্রকণ্ঠাদিগকে বিবাহ করিতেন তাহারই নাম অনুলোম বিবাহ। উক্ত বিবাহের নাম অনুলোম বিবাহ হইলেই ইহাও প্রকাশ পায় যে, ব্রাহ্মণপ্রভৃতি যে ক্ষত্রিয় প্রভৃতির কণ্ঠ্যাদিগকে বিবাহ করিতেন উক্ত কণ্ঠ্যগণ ব্রাহ্মণাদির পরবর্ণে, এবং একবর্ণ ও দুই বর্ণ ব্যবধান বর্ণে উৎপন্ন বলিয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণাদির অনুলোমা, অনন্তর-জাতা, অনিস্তরজা, একান্তরজা ও দ্ব্যন্তরজা, অনন্তরা, একান্তরা ও দ্ব্যন্তরা নাম্নী পত্নী। তাঁহাদের ঐসকল আখ্যা একমাত্র অনুলোম বিবাহ হইতে উৎপন্ন

হইয়াছে। অতএব মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রের যে সকল শ্লোকে ও তাহার ভাষ্য টীকাতে, অমূলোমা, অনন্তরজাতা, অনন্তরজা, দ্ব্যন্তরজা, বোকাশ্তরজা, বোকাশ্তরা, অনন্তরা, একান্তরা, দ্ব্যন্তরা, অনন্তরজ, একান্তরজ, অমূলোমজ প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত আছে, তৎসমুদয়ের অর্থ ব্রাহ্মণদিগের অমূলোম বিবাহিতা পত্নী ও তদুৎপন্ন সন্তান (২২)। এমতাবস্থায় আমরা পূর্বে মূল হিতার ১০ অধ্যায়ের চশ্লোকের মেধাতিথি ভাষ্যের “ব্রাহ্মণস্ত একান্তরা বৈশ্রা”র অর্থ যে ব্রাহ্মণের ভাৰ্য্যা বলিয়াছি, তাহা একান্তই সত্য হইতেছে। এতক্ষণ শাস্ত্রীর প্রমাণাবলম্বনে যে সত্য প্রদর্শিত হইল তাহাতে আৰ্য্যশাস্ত্রকারদিগের এই অভিপ্রায় পরিস্ফুট হয় যে, শাস্ত্রের যে স্থলেই অমূলোমা ও অমূলোমজ প্রভৃতি পূৰ্ব্বপ্রদর্শিত শব্দগুলি আমরা দেখিব, সেই স্থলেই তাহার অর্থ অমূলোম বিবাহিতা পত্নী ও তদুৎপন্ন সন্তান।

ব্রাহ্মণের স্বীয় বিবাহিতা বৈশ্বকথা পত্নীতে ব্রাহ্মণ স্বামী কর্তৃক অবশেষের
উৎপত্তি সত্যযুগে হইরাছে তাহা প্রদীর্ঘত হইল। সত্যযুগে চইয়াছে, ইহার
অর্থ সত্যযুগে আরম্ভ হইয়াছে, যেহেতু ভগবান যমু বলিয়াছেন,—

(२२) "स्त्रीधनसुरजातासु द्विजैरुपादितान् सुतान् ।" इत्यादि । ७ ।

“অনন্তরাম্ জাতানাং বিধিরেষ সনাতনঃ।

ଦ୍ୟୋକାନ୍ତରାସୁ ଜାତାନାଂ ଧର୍ମ୍ୟାଂ ବିଦ୍ୟାଦିମଂ ବିଧିମ ॥ ୧ ॥”

এই ছুট শ্লোকের ভাষ্য, টীকা (৭ অধ্যায়স্থত) এবং ১৩১৪, ১৫৮৯, ১০১১, ১২৪১ প্রভৃতি শ্লোক দেখ। ১০অ, মনুসংহিতা। ২৪অ, বিষ্ণুসংহিতার ১ শ্লোক, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার ১ অধ্যায়ের ৫৭ শ্লোক ও ব্যাস, কাত্যায়ন, বশিষ্ঠ, শঙ্খসংহিতা ও মহাভারতের অশ্বাসানপর্ব বিবাহবিধি দেখ।

ব্রাহ্মণশাস্ত্রলোম্যেন স্ত্রিয়ে। ২২।

দে ভাৰ্ষ্যে ক্ষত্ৰিয়স্থান্যে বৈশ্বশ্ৰৈক। প্রকীৰ্ত্তিতা ॥

অম্বষ্ঠদীপিকাধৃত, নারদসংহিতা বচন ।

অমূলোমানন্তরৈকান্তরহস্যন্তরানু জাতাঃ সর্বগাঋগ্ণোঽনিষাদদৌম্বন্তপারশবাঃ ।

৪অ, গোতমসংহিতা ।

অনুলোমশব্দ হইতেই যে সৰ্বত্র “আনুলোম্যেন” “আনুশূৰ্বেণ” ইত্যাদি ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা সকলেরই মনে করা কৰ্ত্তব্য।

“ব্রাহ্মণাৰ্হেণ্ডকত্ৰাম্মম্বষ্ঠো নাম জায়তে ।”

ইত্যাদি । ৮ ।

১০৯, মনুসংহিতা ।

এই “জায়তে” ক্রিয়া বৰ্ত্তমানকালের । ভাষাকার মেধাতিথি যে উহার ভূতকালে “জাতঃ” (২৩) অর্থ করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই, এবং সেই অর্থেই স্থানে স্থানে অথবা বঙ্গভূবাদও হইয়াছে । উহাতে প্রথমতঃ এই সংস্থাপিত হইয়াছে যে, সত্যযুগে উক্ত একটিমাত্র অষ্টর্চনামা পুত্র হইয়াছিল, তাহারই সন্তানপরম্পরা অষ্টর্চজাত । অষ্টর্চজাতির আদিপুরুষ একজন অষ্টর্চ, এই কুসংস্কারের অনুবর্ত্তী হইয়া কল্পনা ও অষ্টর্চদিগের অথথাকুৎসাপ্রিয় গ্রন্থকারগণ আপন আপন ইচ্ছামত অনেক গ্রন্থেই (পুরাণ, পুস্তক প্রবন্ধাদিতেই) কল্পিত উপায়ে অষ্টর্চজাতির একটিমাত্র আদিপুরুষ অষ্টর্চ সৃষ্টি করিয়াছেন (২৪) । বাহা হউক, প্রকৃতপ্রস্তাবে “জায়তে” এই ক্রিয়াটি নিত্যপ্রবৃত্ত-বর্ত্তমানকালার্থে (২৫) প্রযুক্ত হইয়াছে । উহার অর্থ, অষ্টর্চনামা পুত্রের জন্ম হইতেছে, অর্থাৎ মনুরও পূর্ষ হইতে এ পর্য্যন্ত (মনুর সময় পর্য্যন্ত) উক্ত প্রকারে অষ্টর্চসংজ্ঞক পুত্রেরা জন্মগ্রহণ করিতেছে, এই কথা সত্যযুগের মনু উক্ত “জায়তে” ক্রিয়ার দ্বারা প্রচার করিয়া গিয়াছেন । এখানে অষ্টর্চশব্দ বহুজনখ্যাপক হইয়াও মনুবাণ্দের দ্বারা একবচনাস্তরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে । “অষ্টর্চো নাম জায়তে” ইহার অর্থ, অষ্টর্চাখ্যা বহুপুত্রের জন্ম হইতেছে বা হইয়া থাকে । যখন বহুশাস্ত্র দ্বারা সম্মত হইতেছে, সত্য হইতে এই কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত উপরি উক্ত

(২৩) “একান্তরা ব্রাহ্মণস্ত বৈশ্ণা তত্র জাতোঃষষ্ঠঃ ।” মেধাতিথি ।

টীকাকার কুল্লুকভট্ট উক্ত “জায়তে” ক্রিয়ার “জাতঃ” অর্থ করেন নাই । “জায়তে” “উৎপাদ্যতে” ইত্যাদি বর্ত্তমান কালখ্যাপক ক্রিয়াই ব্যাখ্যায় প্রয়োগ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমরা উক্ত জায়তে ক্রিয়ার যে অর্থ করিতেছি ১০ অধ্যায়ের অষ্টর্চবিষয়ক কোন শ্লোকের ব্যাখ্যাতে তিনি তাহার বিন্দুবিসর্গও ব্যক্ত করেন নাই । তবে ভাবে বুঝা যায় যে আমাদের (প্রদর্শিত) সিদ্ধান্ত তাহার মতের বিপরীত নহে ।

(২৪) স্বল্পপুরাণ বিবরণ খণ্ডীয় ও রেবাখণ্ডীয় এবং পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ প্রভৃতির বৈদ্যোৎপত্তি ও বৃহদ্রথপুরাণ, জাতিমালা ও বৈদ্যরহস্য দেখ ।

(২৫) “বর্ত্তমানকাল তিন ভাগে বিভক্ত ; বিশুদ্ধ বর্ত্তমান, নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান এবং ভূতাসন্ন ও ভবিষ্যদাসন্ন বর্ত্তমান ।” ইত্যাদি । ৭২পৃঃ সাহিত্যপ্রবেশ ব্যাকরণ ।

অমুলোম বিবাহ (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-কত্রিয়-বৈশ্বকর্ণের, কত্রিয় বৈশ্ব ও শূদ্রকণ্ঠাদিগকে বিবাহ-করা) আধ্যসমাজে প্রচলিত ছিল (২৬) তখন বুঝিতে হইবে, বল্লালসেন কিংবা দেবীবর প্রভৃতি ঘটকদিগের সময় হইতে ব্রাহ্মণদিগের কুলীন পুরুষ আর শ্রোত্রিয়কণ্ঠাতে (পতি-পত্নীতে) যেমন কুলীন ব্রাহ্মণের জন্ম অর্থাৎ কুলীন সন্তানগণের উৎপত্তি হইয়া আসিতেছে, তেমন সত্যযুগে মনুর এবং মনুসংহিতারও পূর্ব হইতে আরম্ভ হইয়া সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত (অর্থাৎ অসবর্ণ অমুলোমবিবাহ বন্ধ না হওয়া অবধি) এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ব্রাহ্মণের অমুলোমবিবাহিতা বৈশ্বকণ্ঠাপত্নীতে ব্রাহ্মণ স্বামী হইতে অম্বষ্ঠনামা ব্রাহ্মণপুত্রগণের জন্ম হইয়াছে । গৌতমসংহিতাতে অম্বষ্ঠাদির উৎপত্তিবিষয়ক

(২৬) “সবর্ণাণ্ডে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্মণি ।

কামতস্ত প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ ॥ ১২ ॥

শূদ্রেব ভার্য্যা শূদ্রস্ত সা স্বা চ বিশঃ স্মৃতে ।

তে চ স্বা চৈব রাজঃ স্যাস্তাশ্চ স্বাপাশ্রয়জননঃ ॥ ১৩ ॥” ওঅ, মনুসং ।

“অথ ব্রাহ্মণস্ত বর্ণানুক্রমেণ চ তিস্রো ভার্য্যা ভবন্তি । ১ ।” ২।৩।৪ শ্লোক দেখ ।

২৪অ, বিষ্ণুসংহিতা ।

৫৭।৫৮ শ্লোক ১অ যাজ্ঞবল্ক্য, ১১শ্লোক ১অ ব্যাস, ৬৭।৮ শ্লোক ৪অ মনুসংহিতা দেখ ।

“তিস্রো ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্ত ত্রৈভার্য্যো কত্রিয়স্ত চ ।

বৈশ্বঃ স্বজাত্যাং বিদেত তাষপত্যাং সমং পিতুঃ ॥”

৪৪অ, অমূলোমবিবাহ মহাভারত ।

“চতস্রো বিহিতা ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্ত বুধিষ্ঠির ।

ব্রাহ্মণী কত্রিয়া বৈশ্বা শূদ্রা চ রতিমিচ্ছতঃ ॥” অমূলোমবিবাহ মহাভারত ।

“কলৌ হুসবর্ণায়া অবিবাহাৎকামাহ বৃহন্নরদীয়ঃ ।..... দ্বিজানামসবর্ণানাং কণ্ঠা-
শূপযমস্তথা ।..... । এতানি লোকগুণার্থঃ কলেরাদৌ মহাস্বভিঃ । মিবিষ্ঠিতানি
কর্মণি ব্যবহাপূর্ব্বকং বুধৈঃ । সময়স্তাপি সাধুনাং প্রমাণং বেদবৎ ভবেৎ ”

রঘুনন্দনভট্টাচার্য্যকৃত অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি । উদ্ধাহতত্ব ।

মনুসংহিতা সত্যযুগের ও মহাভারত কলিযুগের শাস্ত্র, এই উভয় দ্বারাই এবং উদ্ধাহতত্ব-
বৃত্ত বৃহন্নরদীয় পুরাণের বচন দ্বারাই বুঝিতে পারা যায় যে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের
প্রথম পর্য্যন্ত অমূলোম (অসবর্ণ) বিবাহ আধ্যসমাজের মধ্যে প্রচলিত ছিল । পৌরাণিক-
দিগের অমূলোম দ্বারা তাহা আধ্যসমাজ হইতে উঠিয়া গিয়াছে । এবিষয়ে সত্যিকার
প্রমাণ দেওয়া অনাবশ্যক ।

যচনে অতীতকালের ক্রিয়া প্রযুক্ত থাকিলেও তাহাকে অদ্যতন (২৭) ভূত মনে করিতে হইবে । উহার দ্বারা অষ্টমের উৎপত্তি অতীতকালে একসময়ে হইয়াছে, এই সিদ্ধান্ত করিলে ব্রাহ্মণের উৎপত্তির নিবৃত্তিও গৌতমের পূর্বেই হওয়া সম্ভব হয় (২৮) ।

স্কন্দপুরাণীয় বিবরণখণ্ডের বৈদ্যোৎপত্তিপ্রকরণে ব্রাহ্মণদিগের বিবাহিতা

(২৭) “অতীতকাল চতুর্বিধ ; অদ্যতন, অনদ্যতন, পরোক ও পুরানিত্যবৃত্ত ।” ৮০পৃঃ, সাহিত্যপ্রবেশ ব্যাকরণ । কলাপ, রত্নমালা, মুক্তবোধ ও পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণ দেখ ।

(২৮) এই স্থলে মূলে আমরা বলিয়াছি যে, মনুরও পূর্বে অষ্টমের জন্ম হওয়া আরম্ভ হইয়াছে । ইহা শুনিয়া কেহ বলিতে পারেন, মনুর সন্তানগণই মানব, অষ্টমগণ মানববিধায় কিপ্রকারে মনু আর মনুসংহিতা হইতে প্রাচীন হইতে পারেন ? ইহার উত্তর এই যে, মনুসংহিতার ১ অধ্যায়ের ২ শ্লোকের অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র তাহার পূর্বেই হইয়াছে । সংহিতামধ্যেও তিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ারদির উৎপত্তি, ধর্ম এবং অষ্টমাদির উৎপত্তি বলিয়াছেন । সুতরাং ইহারা যে সংহিতাকর্তা মনুর পূর্ববর্তী, তাহাতে আপত্তি কারণশূন্য বলিয়া নির্ণীত হইল । মনুসংহিতার প্রথম-অধ্যায়ের ৫৮৫৯১১৯ শ্লোকে আছে, স্বায়ম্ভুব মনুও মনুসংহিতার সৃষ্টিকর্তা নহেন, তিনিও তাহার পিতামহ সৃষ্টিকর্তা হিরণ্যগর্ভ ব্রাহ্মণের নিকট মনুসংহিতা অধ্যয়ন করেন, এবং তিনি আপন পুত্র মরীচি ও ভৃগু প্রভৃতিকে অধ্যয়ন করান । ভৃগু অশ্বাশ্ব মহর্ষিদিগকে মনুসংহিতা বলেন । ১ অধ্যায়ের ৬১৬২৬৩ শ্লোকে আছে, মনু একজন নহেন, সাতজন । এই সমুদয় শ্লোকার্থ পর্যালোচনা করিলেও মনুসংহিতার প্রতি অধ্যায়ে উহা ভৃগুপ্রোক্ত বলিয়া উক্ত হওয়াতে শেষ এই ইতিহাসটি পাওয়া যায় যে, মনুসংহিতাও বেদের স্থায় বহুকালে বহু মনুদ্বারা রচিত ও পরিবর্তিত হইয়া শেষে ভৃগু নামক মুনিকর্তৃক সত্যযুগেই সমাপ্ত ও প্রচারিত হয় । আর মনুসংহিতার মতেই যখন মনু সাত জন, সাত জনই যখন প্রজাসৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া উক্ত আছে, তখন উপলব্ধি হয় যে, একমাত্র মনু হইতেই একসময়েই “মনোরপত্য” এই অর্থে মানব-শব্দ হয় নাই । প্রত্যেক মনু হইতেই মানব হইয়াছে । সংহিতাকর্তা অর্থাৎ ঋষিদিগকে মনুসংহিতা যিনি বলা আরম্ভ করেন তাহার পূর্বেও মনু থাকা যখন মনুসংহিতাবারা সম্ভব হয়, তখন মনুর পূর্ববর্তী হইলেই মানব হইতে পারে না, ইহার কোন যুক্তি নাই ।

“ব্রাহ্মণ্যাজীজনং পুত্রান্ বর্ণভ্যঃ আনুপূর্য্যাত্ ব্রাহ্মণস্তুতমাগধচাণ্ডালান্ তেভ্য এব ক্ষত্রিয়া মুক্তাভিষিক্তক্ষত্রিয়ধারপুরুশান্ তেভ্য এব বৈশ্যাস্তভৃক্ষকটকমাহিষ্যবৈশ্ববৈদে-হান্ ।” ইত্যাদি । ৪অ, গৌতমসংহিতা ।

দ্বী বৈশ্বকক্কাতে অষ্টদিগের উৎপত্তি স্পষ্টতঃ উক্ত হইয়াছে (২৯) । উক্ত প্রকরণের প্রথমে পৌরাণিকগণের স্বভাবোচিত অলৌকিক বর্ণনা থাকিলেও উহার মধ্যে ও শেষভাগে অষ্টদিগের উৎপত্তির ইতিহাস রহিয়াছে, তাহার

- (২৯) ১ । “আলমায়নগোত্রসমুত্তো বিভাওকো দ্বিজোত্তমঃ ।
 বারুণাবেদমাশ্রিত্য যজ্ঞবেদপরায়ণঃ ॥ ৯০ ॥
 বুবাহ বৈশ্বকক্কাঞ্চ মালিকাং নাম স্মরীম্ ।
 পুত্রকোহজ্ঞনয়ন্তস্তাং দেবো নামেতি বিশ্রুতঃ ॥ ৯১ ॥
- ২ । জমদগ্নিগোত্রসমুত্তো সাওকশ্চ দ্বিজোত্তমঃ ।
 কুৎসদেশঃ সমাশ্রিত্য সামবেদী দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৯৩ ॥
 উবাহ বৈশ্বকক্কাঞ্চ বেটিকাং নাম স্মরীম্ ।
 পুত্র একোহভবন্তস্ত ধরো নামেতি বিশ্রুতঃ ॥ ৯৪ ॥
- ৩ । বিষ্ণুগোত্রসমুত্তো বিরজো নাম দ্বিজোত্তমঃ ।
 মহারণ্যনিবাসী চ কথ্যেদেহপি সুশিক্ষিতঃ ॥ ৯৬ ॥
 উবাহ বৈশ্বকক্কাঞ্চ বিমলাং নাম স্মরীম্ ।
 পুত্র একোহভবন্তস্ত চল্লনামেতি বিশ্রুতঃ ॥ ৯৭ ॥
- ৪ । আঙ্গিরসকুলোদ্ভূতো হৃকদেশনিবাসী চ ।
 আঙ্গিরস ইতিথ্যাভো ধর্ম্মবান্ মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ১০৭ ॥
 বুবাহ বৈশ্বকক্কাঞ্চ স্মরীং রতিরঙ্গিণাম্ ।
 পুত্র একোহভবন্তস্ত নাম্য রক্ষিতে বিশ্রুতঃ ॥ ১০৮ ॥
- ৫ । গোতমস্ত মুনের্গোত্রো বিপ্রো বেদবিচক্ষণঃ ।
 দারিভাখো তু দেশেহসৌ যজ্ঞাৎ কৃতনিকেতনঃ ॥ ১০৯ ॥
 উবাহ বৈশ্বকক্কাঞ্চ সাবিত্রীং নাম স্মরীম্ ।
 একপুত্রোহভবজ্ঞাতো নাম্যাকর ইতি শ্রুতঃ ॥ ১১০ ॥
 সেনোদাসশ্চ শুণ্ডস্ত দেবো দত্তো ধরঃ করঃ ।
 কুণ্ডশ্চল্লোরক্ষিতশ্চ রাজসোমৌ তথাপি চ ॥ ৫২ ॥
 নন্দী কশ্চিৎ কুলান্যেব অষ্টানানাং ক্রমাগতঃ ॥ ৫৩ ॥
 পরাশরকুলোদ্ভূতঃ পরাশরেতি বিশ্রুতঃ ।
 উপবেশে বৈশ্বকক্কাঞ্চ শীলানাম্নীং পতিব্রতাম্ ॥ ১০৯ ॥” ইত্যাদি ।

এতদ্ভিন্ন ১১৩/১১৩/১১৪/১১৫/১১৬/১১৭/১১৮ ও ১ হইতে ৯ শ্লোক দেখ । বৈদ্যোৎপত্তি-
 প্রকরণ, বিবরণখণ্ড, স্কন্দপুরাণ ।

সহিত মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্র ও মহাভারতোক্ত অষ্টদিগের উৎপত্তির ইতিহাসের একতা থাকায়, তাহা অবিশ্বাসকরিবার কোন হেতু নাই। মহাভারতকারও ব্রাহ্মণের অন্তলোমবিবাহিতা স্ত্রী বৈশ্বকক্সাতে অষ্টর্ষের জন্ম বলিয়াছেন (৩০)। মহাভারত ও স্বন্দপুরাণ উভয়ই এই কলিযুগের লিখিত গ্রন্থ (৩১)। অতএব স্বন্দপুরাণের বিবরণধর্মীর বৈদ্যোৎপত্তির শেষভাগ (প্রথম অধ্যায়ের শেষভাগ ও দ্বিতীয় অধ্যায়) সত্য সত্যই যে অষ্টদিগের উৎপত্তি-বিবরণ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত ও মহাভারতীয় অষ্টোৎপত্তিবৃত্তান্তের সহিত উপরি উক্ত স্বন্দ-

(৩০) তিস্রো ভাৰ্য্যা ব্রাহ্মণস্ত যো ভাৰ্যো ক্ষত্রিয়স্য চ ।

বৈশ্বঃ স্বজাত্যাং বিন্মত তাষপত্যাং সমং পিতুঃ ॥”

৪৪অ, অনুশাসনপর্ব, মহাভারত ।

“ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ শ্রাদ্দসংশয়ম্ ।

ক্ষত্রিয়ানাং তথৈব শ্রাবৈশ্বায়ামপি চৈবহি ॥”

৪৭অ, অনুশাসনপর্ব, মহাভারত ।

উক্ত মহাভারতবচনের সঙ্গে মনুসংহিতা প্রভৃতির অষ্টবিষয়ক বচনের ঐক্য করিলেই বুঝা যায় যে, মনু প্রভৃতি যাহাকে ব্রাহ্মণের পুত্র অষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, মহাভারতকার তাহাকেই (অর্থাৎ মবাদি শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্মণের বৈশ্বকক্সা পত্নীতে জাত সন্তানই) ব্রাহ্মণ বলিতেছেন। যদি মবাদি শাস্ত্র দ্বারা এই পুস্তকের সর্বত্র অষ্টর্ষের ব্রাহ্মণজাতিত্বের প্রমাণ আমরা না দিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমরা যে বলিয়াছি, মহাভারতকারও অষ্টর্ষের উৎপত্তি বলিয়াছেন তাহাতে দোষ ঘটত।

(৩১) “শতেষু বটস্য সার্কেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে ।

কলৈর্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরু পাণ্ডবাঃ ॥”

প্রথম তরঙ্গ, কল্লণ রাজতরঙ্গিনী ।

“অথাতো হিমশৈলাগ্রে দেবদাক্ষবনালয়ে ।

ব্যাসমেকান্তমাসীনমপৃচ্ছন্তুঃ স্বয়ং পুরা ।

মানুষ্যাণাং হিতং ধর্মং বর্তমানে কলৌ যুগে ।

শৌচাচারং যথাবচ্চ বদ সত্যবতীহত ॥” ২অ, পরাশরসংহিতা ।

কুরুপাণ্ডব ও মহাভারতরচয়িতা ব্যাস যখন এই কলিযুগের, হইতেছেন, তখন মহাভারত আর স্বন্দপুরাণের সৃষ্টি যে এই কলিতে হইয়াছে তাহা কে না স্বীকার করিবেন ?

পুরাণীয় বৈদ্যোৎপত্তির ইতিহাসের যোগ করিলে স্বল্পপুরাণীয় বৈদ্যোৎপত্তির বৃত্তান্তের একটি বিশেষত্ব এই উপলব্ধি হয় যে, উক্ত পুরাণকার যে বলিতেছেন, উহাতে সত্যযুগের ইতিহাস বর্ণিত হইল তাহা মিথ্যা (৩২) । বাস্তবিকপক্ষে উহা যে সত্যযুগের অষ্টদিগের উৎপত্তি নহে, তাহা উক্ত প্রকরণের পূর্বাগ্ন রচনাপ্রণালীর অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় । উক্ত প্রকরণে স্বল্পপুরাণকার বলিতেছেন, শক্তি, ধনন্তরি, মোক্ষলা, কাশ্যপ, ভরদ্বাজ ও শাণ্ডিল্য প্রভৃতি পঞ্চবংশতি গোত্রীয় ব্রাহ্মণ মহর্ষিগণের অমূলোমবিবাহিতা বৈশ্বকল্পাপত্নীতে সেননামা অষ্ট পাঁচজন, দাস বা দাশনামা তিনজন, শুণ্ড নামে একজন, দেবনামক চারিজন, দত্ত তিনজন, করনামক দুই জন, ধরনামে দুই জন, চণ্ডনামে এক জন, কুণ্ড দুই জন, রক্তিত দুই জন, নন্দী দুই জন, রাজ এক জন, সোমনামে দুই জন, সমুদরে এই ত্রিশ জন অষ্ট সত্যযুগে জন্মগ্রহণ করেন (৩৩) ; এবং ইহাদেরই পৃথক পৃথক বংশ পৃথিবীতে বিস্তৃত হয় ও

(৩২) মনুস্মৃতি সংহিতা আর মহাভারত দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির প্রথম পর্বান্ত অবধির উৎপত্তি হইয়াছে । স্বল্পপুরাণ বলিতেছেন, কেবল সত্যযুগে মাত্র উৎপত্তি হয় । এতগুলি প্রাচীন প্রামাণ্য শাস্ত্রের কথা আলোচনা করিয়া একমাত্র স্বল্পপুরাণে বিশ্বাস করা যায় না ।

(৩৩) "গঙ্গা যমুনয়োর্যো পুণ্যভূমিনিবাসিনঃ ।

পঞ্চবংশতিহৃতান্তাসাং বৃহচ্চ মুনিসত্তমাঃ ॥ ৪৪ ॥

শক্তিগোত্রে চ গাকারী মলয়া ধনন্তরৌ তথা ।

কাশ্যপগোত্রে স্তুত্বা চ বিষ্ণুগোত্রে চ বিমলা ॥ ৪৫ ॥" ইত্যাদি ।

৪৬।৪৭।৪৮।৪৯।৫০।৫১।৫২ শ্লোক দেখ ।

বিবরণখণ্ড, বৈদ্যোৎপত্তি স্বল্পপুরাণ ।

"শক্তিগোত্রেহন্তবৎ সেনঃ প্রধানঃ কুলনায়কঃ । ইত্যাদি ।

তস্তাং স জনরামাস ধনন্তরিঃ সেনসংজ্ঞকম্ । ইত্যাদি ।

তস্তাং জাতৌ সেনদাসৌ চায়ুর্বেদবিচারকৌ । ইত্যাদি ।

তস্মাক্সাতাঃ সপ্তপুত্রা নানাশুণ্ডসমধিতাঃ ।

শুণ্ড-দত্ত-দেব-দাস-কুণ্ড-নন্দি-সসোমকাঃ ॥"

বৈদ্যোৎপত্তিপ্রকরণ, বিবরণখণ্ড, স্বল্পপুরাণ ।

বৈদ্যপুরাণের ব্রাহ্মণাংশের উত্তরখণ্ড, পৌরাণিক বৈদ্যোৎপত্তি অধ্যায়স্থত উক্ত বৈদ্যোৎপত্তিপ্রকরণ দেখ ।

ইহাদিগের সন্তানগণের বংশগত (আপন আপন পিতৃপুরুষের নাম) উপাধি অর্থাৎ সেন, দাস, গুপ্ত, দেব, দত্ত, ধর, কর, নন্দী, চন্দ্র, কুণ্ড, রাজ, সোম ও রক্ষিত (৩৪) প্রভৃতির সন্তানগণের উপাধিও সেন, দাস, গুপ্ত, দেব, দত্ত, ধর, কর প্রভৃতি ।

বর্তমান যুগের অষ্টম (বৈদ্য) দিগের মধ্যে স্বন্দপুরাণ বিবরণখণ্ডীয় বৈদ্যোৎপত্তি প্রকরণোক্ত পঞ্চবিংশতি গোত্রের চতুর্বিংশতি গোত্রেও সেন, দাস, গুপ্ত, দেব, দত্ত প্রভৃতির উপাধি (পদ্ধতি) থাকায়, পুরাণকারের এই অংশকে একান্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে । কিন্তু উপরি উক্ত সেন, দাস, গুপ্ত প্রভৃতির উপাধিও সেন-দাস-গুপ্ত-প্রভৃতি হওয়ার তাঁহাদের (স্বন্দপুরাণীয় বৈদ্যোৎপত্তি প্রকরণোক্ত সেন দাস গুপ্ত প্রভৃতি অষ্টমগণের) জন্ম যে, সত্য ত্রোতা স্বাপন্নয়ুগে হয় নাই, এই কলিয়ুগের শত্ৰু ধর, ধনুস্তরি, কাশ্যপ প্রভৃতি (৩৫) নামা ব্রাহ্মণ মহর্ষিগণের অনুলোমবিবাহিতা বৈশ্বকস্তা পত্নীতে

(৩৭) “সেনদাসৌ গুপ্তসংজ্ঞা দেবদত্তৌ ধরঃ করঃ ।

কুণ্ডশ্চন্দ্রো রক্ষিতশ্চ রাজসোমৌ তথাপি চ ॥ ৫২ ॥

নন্দী কশিৎ কুলাশ্চৈব অষ্টানানাং ক্রমাগতঃ । ইত্যাদি । ৫৩ ।

ইতি তে কথিতোভূপ । অষ্টমবংশনির্ণয়ঃ ।

বৈদ্যানাং পদ্ধতির্ষেবাং কথয়ামি বিশেষতঃ ॥ ১২৭ ॥

সেনো দাসৌ চ গুপ্তশ্চ দেবদত্তৌ ধরঃ করঃ ।

কুণ্ডশ্চন্দ্রো রক্ষিতশ্চ রাজঃ সোমস্তথাপি চ ॥ ১২৮ ॥

নন্দী চ কথিতাঃ সর্কে পদ্ধতীনাং ত্রয়োদশ ।

পৃথক্ কুলানি ভজন্তে বিভবঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১২৯ ॥

বৈদ্যোৎপত্তিপ্রকরণ, বিবরণখণ্ড, স্বন্দপু ।

স্বন্দপুরাণকার এখানে বাহা বাহা বলিয়াছেন, তাহাতে ব্যক্ত হয় যে উক্ত সেনদাস প্রভৃতির সন্তানগণের পদ্ধতিও সেনদাস গুপ্ত । এদেশের অষ্টমের (বৈদ্যের) মধ্যেও তাহাই দেখিতে পাওয়া যায় ।

(৩৫) “শত্ৰু ধরমুনির্নাম শত্রুগোত্রসমুদ্ভবঃ ।

চতুর্বেদবিচারজঃ কাশ্যকুজনিকेतনঃ ॥ ৬৮ ॥”

স্বন্দপুরাণীয় বৈদ্যোৎপত্তিপ্রকরণের এই শ্লোক এবং এই অধ্যায়ের ২৯৩৩ প্রভৃতি টীকা-ধৃত শ্লোকাবলির দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে, উক্ত শত্ৰু ধর, ধনুস্তরি, কাশ্যপ, মৌদাল্য

হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় (৩৬)। সত্য ত্রেতা ঋণের এবং কলিযুগের প্রথম অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের সময় পর্যন্ত পূর্বপুরুষের নামানুসারে এক একটি বংশের সৃষ্টি হওয়া জানা যায় (৩৭); কিন্তু পূর্বপুরুষের নাম উপাধি-রূপে ব্যবহারের নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং উক্ত এই কলিযুগেই

প্রভৃতি মুনিগণ, শক্ৰ, ধনন্তরি, কাশ্যপ মৌদালা, প্রভৃতি গোত্রজমাত্র। ইহার কেহই সত্যযুগের অত্রি, বশিষ্ঠ প্রভৃতির অন্তর্গত মুনি নহেন। মৎস্তপুরাণে যে ভৃগুবংশ উক্ত হইয়াছে, তাহাতে ভৃগু হইতে ২৪ পুরুষে সাবর্ণি, ২৫ পুরুষে বিষ্ণু, বাৎস্ত, মরীচি হইতে অনেক পুরুষ পরে সালঙ্কারন, ভরদ্বাজ ও বহুপুরুষ পরে বশিষ্ঠ, কাশ্যপ ও শাণ্ডিলীর নাম পাওয়া যায়। এই সকল বংশাবলী যে ধারাবাহিকরূপে লিখিত হয় নাই, কেবলমাত্র গোত্র-কার ঋষিদের নাম লিখা হইয়াছে তাহাও বুঝিতে পারা যায়। পরাশর ব্যাসের পরে ও শক্তি পরাশর ব্যাসের অনেক সন্তান উক্ত হইয়াছে। বাহা হউক, ৩১টাকার পরাশরসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের আরম্ভ বাক্যে যখন আমরা পরাশর ব্যাসকে এই কলিতে দেখিতেছি, তখন শক্তি পরাশর প্রভৃতি গোত্রের এই কলিতে, না হয়, কোন গোত্রের সৃষ্টি ঋণের যুগে হইয়াছে। এমতাবস্থায় স্বল্পপুরাণীয় বৈদ্যোৎপত্তি সত্যযুগের হইবে কি প্রকারে ?

১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০ অধ্যায় মৎস্তপুরাণ দেখ।

(৩৬) পিতৃপুরুষদিগের নাম উপাধি দেখিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি এই জন্ত যে, উত্তর পশ্চিম ভারতের বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও মিশ্র, গুপ্ত, নায়ক প্রভৃতি উপাধি দেখা যায়, ইহাও যে তাহাদের পিতৃপুরুষদিগের নামানুসারেই এই কলিযুগে হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মিশ্র উপাধিধারী অনেক ব্রাহ্মণ পালবংশীয় মুপতিগণের মজ্জী ছিলেন, ইহার দ্বারা বুঝা যায়, মিশ্র উপাধির সৃষ্টি উক্ত রাজত্বের বহু পূর্বে হইয়াছে। জগৎপাল, নারায়ণপাল, দেবপাল, স্থিরপাল প্রভৃতি নামের সকলের শেষেই পাল শব্দ থাকায় বুঝিতে হইবে যে অবশ্যই উক্ত মুপতিগণও তাহাদের পূর্বপুরুষ পালনামক কোন রাজা হইতে উক্ত পদ্ধতিধারণ করিয়াছিলেন। এদেশীয় রাষ্ট্রীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দেখা যায়, গঙ্গা উপাধ্যায়ের সন্তানগণের পদ্ধতি গঙ্গোপাধ্যায়, চট্ট উপাধ্যায়ের সন্তানগণের চট্টোপাধ্যায়, বন্দ্য উপাধ্যায়ের পুত্রগণের বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখা উপাধ্যায়ের পুত্রগণের উপাধি মুখোপাধ্যায় এবং মৈত্রের সন্তানগণের পদ্ধতি মৈত্রের, লাহেড়ির পুত্রগণের উপাধি লাহেড়ি। ইহাও যে এই কলিযুগের রীতি তাহা বলা বাহুল্য।

(৩৭) ভৃগুবংশ, অত্রিবংশ, স্বর্ধাবংশ, চন্দ্রবংশ, যদুবংশ, কুরুবংশ, মগধবংশ, রঘুবংশ ইত্যাদি।

হইরাছে (৩৮)। এই একমাত্র প্রমাণ হইতেই পরিব্যক্ত হয় যে, স্বল্পপুরাণের বিবরণখণ্ডেও অষ্টোৎপত্তি কলিযুগের, সত্যযুগের নহে। আমরা এই অধ্যায়েই উপরে প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছি যে, ব্রাহ্মণের অনুলোমবিবাহিতা বৈশ্বকথা ভাষ্যেতে অষ্টষ্ঠানামা সন্তানগণের জন্ম, সত্যযুগ হইতে কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত (অনুলোমক্রমে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত থাকি অবধি) এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া নিয়তই হইরাছে (৩৯)। মহাভারতের অনুশাসনপর্বে যে অসবর্ণ বিবাহ উক্ত হইরাছে, এই অধ্যায়ের ২৬টীকাতে তাহা প্রকাশিত আছে। শান্তনু, অম্বুহ, অর্জুন প্রভৃতি যে অনুলোম প্রতিলোমে অসবর্ণ বিবাহ করিয়াছেন, তাহার সহিত অনুশাসন-পর্বোক্ত অসবর্ণ বিবাহবিধির ঐক্য করিলে পরিস্ফুট হয়, মহাভারতস্থটির

(৩৮) ব্রাহ্মণ ক্রিয়াদি কোন জাতির মধ্যেই পূর্বপুরুষের নাম সত্য ত্রেতা যাপন এই তিনযুগে উপাধি থাকার নিয়ম কোন শাস্ত্রেই নাই। পূর্বপুরুষের নাম উপাধি (পদ্ধতি) রূপে ব্যবহারের রীতি যে এই কলিযুগে হইরাছে ৩৬টীকার প্রমাণেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং একমাত্র স্বল্পপুরাণের কথায় সত্যযুগে একমাত্র অষ্টষ্ঠের মধ্যে ঐ রীতি অর্থাৎ পদবী থাকা কোন মতেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

(৩৯) “কলৌ ত্বসবর্ণায়া বিবাহশ্চত্বাহ বৃহস্পতিবীরম্—

সমুদ্রযাত্রাশীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্ ।

বিজ্ঞানামসবর্ণানাং কস্তাস্থপমন্তথা ॥

দেবরেশ স্ততোৎপত্তির্দধুপকে পশোর্বধঃ ।

মাংসাদনং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থপ্রমন্তথা ॥

মন্তরাশ্চৈব কস্তায়াঃ পুনর্দানং পরস্য চ ।

দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাধমেধকৌ ॥

মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধঞ্চ তথা মথম্ ।

ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্যানাহম’নীবিণঃ ।” ।

“হোমোজিপর্যাপরভাষ্যরোরাদিত্যপুরণম্—

দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং ধারণঞ্চ কমণ্ডলোঃ ।

দেবরেশ স্ততোৎপত্তির্দধুপকে প্রদীয়তে ॥

কস্তানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ বিজ্ঞাতিভিঃ ।” ইত্যাদি ।

“এতানি লোকগুপ্তার্থং কলোয়াদৌ মহাস্বভিঃ ।

নিষর্তিতানি কর্মাণি ব্যবহাপূর্ব্বকং বুধৈঃ ॥ উদাহতম্,

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্মার্তকৃত, অষ্টাবিংশতিতথ্যানি ।

কালেও আৰ্য্যসমাজে অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত ছিল। এই অধ্যায়ের ৩১টীকার রাজতরঙ্গিণী-বাক্য ও পরাশরসংহিতার স্মারন্ত-বাক্য দ্বারা মহাভারতরচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নের (ব্যাসের) কলিযুগের ৬৫০ বৎসর পরেও জীবিত থাকা সাব্যস্ত হয়, বিশেষ হরিবংশ ভবিষ্যপর্কের প্রথম (১৯২ অধ্যায়েই) আমরা উক্ত ব্যাসকে, জনমেজয়কে পর্য্যস্ত উপদেশ দিতে দেখিতেছি। এ অবস্থার তিনি পাণ্ডবদিগের মহাপ্রস্থানের পরেও অনেক দিন এই পৃথিবীতে ছিলেন বলিয়া প্রমাণ হইতেছে। অতএব মহাভারতের সৃষ্টি, কল্যাকের ৭০০শত বৎসরের পরে ৮০০শত বৎসরের প্রথমে হইয়াছে এবং সে পর্য্যন্ত যে অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহা মহাভারত দ্বারাই প্রমাণীকৃত হইতেছে।

অগ্নিপূরাণ ও গরুড়পুরাণেও অসবর্ণ বিবাহের বিধি ও ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে (৪০)। বিষ্ণুপুরাণ, আদিত্যপুরাণ, বৃহন্নারদীয়পুরাণ, স্থলপুরাণ,

এখানে বৃহন্নারদীয়ে এই ইতিহাস পাওয়া যায় যে, অসবর্ণ বিবাহকে কলিযুগের পক্ষে তৎপূর্ববর্তী ঋষিগণ বর্জনীয় বলিয়াছেন। আর আদিত্যপুরাণকার বলিতেছেন, কলির প্রথমে অসবর্ণ বিবাহাদি কৰ্ম্ম করিতে পণ্ডিতদিগের কর্ত্ত্বক নিষিদ্ধ হইয়াছে। কলির আদি বলিতে অবশ্যই কলিযুগারম্ভের প্রথমের বৃত্তিতে হইবে, কিন্তু ইহার (এই নিবেদ) দ্বারা অসবর্ণ বিবাহাদি কলির বর্ষণনায় কত বৎসর পরে আৰ্য্যসমাজ হইতে উঠিয়া গিয়াছে তাহা নির্ণয় করা যায় না। অধিকন্তু এই অধ্যায়ের ৩১টীকাহৃত প্রমাণে দেখা যায় যে, কল্যাকের ৬৫০ বৎসরের পরে পাণ্ডবগণ ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অর্জুন অসবর্ণ বিবাহ করেন, নাগকন্তা উলূপীই তাঁহার অসবর্ণে উৎপন্ন। রাজর্ষি শান্তনুও দানুকন্তা সভাবতীকে বিবাহ করেন। শুকদেবের কুত্বীনামী কন্তাকে ব্রহ্মদত্তের পিতা অণুহ বিবাহ করেন। এসকল বিবাহই অসবর্ণ ও অশুলোম, প্রতিলোম। পাণ্ডবেরা অশ্বমেধ যজ্ঞ ও মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন। বৃতরাষ্ট্র বানপ্রস্থাত্মে গমন করেন ও সেই প্রস্থাত্মেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এসকল কথা হরিবংশ, মহাভারত আদিপর্ব্ব, অশ্বমেধপর্ব্ব ও স্বর্গারোহণপর্ব্বাদিতে আছে। এমতাবস্থায় কল্যাকের সহস্রবৎসরের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ সমাজ হইতে উঠিয়া গিয়াছে, তাহা সাব্যস্ত হয় না। হরিবংশের বিষ্ণুপর্ব্বের ১৪১ অধ্যায়ে দেখা যায়, চন্দ্রবংশীয় অণুহপুত্র উক্ত ব্রহ্মদত্ত নৃপতি গঞ্চশত স্ত্রীকে বিবাহ করেন, তন্মধ্যে দুই শত ব্রাহ্মণকন্তা, একশত ক্ষত্রিয়কন্তা, একশত বৈশ্যকন্তা ও একশত শূদ্রকন্তা। ইহার দ্বারা এই কলিযুগে অসবর্ণ অশুলোম প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত থাকা সাব্যস্ত হইতেছে।

(৪০) “বিপ্রশতভ্রো বিন্ধত ভার্য্যাভিস্তন্ত ভূমিপঃ।

যে চ বৈভো বধাকামং ভার্য্যাধেকাম চান্ত্যজঃ ॥ ১ ॥” ১৫৪অ, অগ্নিপু।

অগ্নিপুৰাণ, গৰুড়পুৰাণ প্রভৃতিতেও মহাভারতের নাম আছে (৪১)। ইহা হইতে এই ইতিহাস পাওয়া যায় যে, অগ্নিপুৰাণ, গৰুড়পুৰাণ, আদিভাষ্যপুৰাণ, বৃহন্নারদীয় ও স্বল্পপুৰাণ বিষ্ণুপুৰাণ হইতে কিঞ্চৎ পূর্ববর্তী না হইলেও সমসম কালের হইবেই হইবে। অগ্নিপুৰাণ, গৰুড়পুৰাণ ও স্বল্পপুৰাণীয় প্রমাণে যখন তৎকালে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত থাকা প্রকাশ, তখন আদিভাষ্যপুৰাণ ও বৃহন্নারদীয় পুৰাণের সৃষ্টিসময়ে যে অসবর্ণ বিবাহ উঠিয়া যায় নাই, নিষিদ্ধ বচন-গুলি যে পরবর্তী ব্রাহ্মণদিগের রচিত, তাহা একান্তই সত্য কথা। বিষ্ণুপুৰাণের তৃতীয়াংশের ৩৪৫৫৬ অধ্যায় দ্বারা সপ্রমাণ হয়, পরাশর ও তৎপুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এবং তাঁহার কতকগুলি শিষ্য ও অনুশিষ্য দ্বারা সমস্ত বেদ পুৰাণ সংহিতা রচিত হইয়াছে। এমতাবস্থায় পূর্বোক্ত কল্যাণের ৮০০ শত বৎসরের মধ্যেই সমুদয় পুৰাণ রচিত হইয়াছিল বুঝিতে হইবে, যেহেতু ইহারও অধিক কাল উক্ত পৌরাণিক ঋষিগণের জীবিত থাকা কোন মতেই সম্ভব হয় না। অতএব এতক্ষণে এইটি নির্ণীত হইল যে, কলিযুগের প্রথমে অর্থাৎ কল্যাণের পূর্বোক্ত ৮০০ শত বৎসরের মধ্যে কোন এক সময়ে বুদ্ধিষ্ঠিরাদির জন্মের পরে (বোধ হয় মহাভারত সৃষ্টিরও পরে) স্বল্পপুৰাণের বিবরণখণ্ডোক্ত

“তিস্রোবর্ণানুপূর্বকং যে তথৈক। যথাক্রমম্ ।

ব্রাহ্মণকত্রিয়বিশাং ভার্য্যাঃ স্বাঃ শূদ্রজন্মনঃ ॥ ৬ ॥” ৯৬অ, গৰুড়পুৰাণ ।

* (৪১) “ব্রাহ্মণং পান্ড্যং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা ।

অথাস্তং নারদীয়ঞ্চ মার্কণ্ডেয়ঞ্চ সপ্তমম্ ।

আগ্নেয়মষ্টমকৈব ভবিষ্যং নবমং তথা ॥ ২২ ॥

দশমং ব্রহ্মবৈবর্তং লৈঙ্গমেকাদশং স্মৃতম্ ।

বারাহং দ্বাদশকৈব স্বালংকাত্র ত্রয়োদশম্ ॥ ২৩ ॥

চতুর্দশং বামমঞ্চ কোর্ধ্বং পঞ্চদশং স্মৃতম্ ।

মাৎস্তঞ্চ গারুড়কৈব ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ ততঃপরম্ ॥ ২৪ ॥” ৩অ, ৩অং, বিষ্ণুপুৰাণ ।

“কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্ ।

কোহস্তো হি ভূবি মৈত্রেয় মহাভারতকৃন্তবেৎ ॥ ৫ ॥

তেন ব্যস্তা যথা বেদা মৎপুত্রেন মহাম্মনা ॥ ৬ ॥ ইত্যাদি ।”

৪অ, ৩অং, বিষ্ণুপুৰাণ ।

অষ্টদিগের উৎপত্তি হইয়াছে (৪২)। বর্তমান কলাক ৫০০৫ বৎসরের মধ্যে উক্ত ৮০০শত বিমোগ করিয়া বৃদ্ধিতে পারা যায় যে, উহা অন্য-হইতে ৪২০৫ বৎসরের পূর্বের ইতিহাস। যে অভিপ্রায়ে স্বন্দপুরাণকার কলিযুগের সেন

(৪২) বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতের ভবিষ্যদ্বাণী বৃত্তান্তে কলাকের ৩৮০০।৩৭৫৫ বর্ষ পর্যন্ত মগধের সিংহাসনে জরাসন্ধবংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকাল বর্ণিত হইয়াছে। পাণ্ডব-গণের সমকালের পরাশর ও ব্যাস তাঁহাদিগের পরবর্তী এত দীর্ঘকালের ইতিহাস বলিয়াছেন, ইহা যেমন আশ্চর্য, তেমনি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া তাঁহারা ইহা পুরাণে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও তেমনি অসম্ভব। স্বন্দপুরাণের ভবিষ্যদ্বাণীতেও কলাকের ৪৪০০ শত বৎসরের কথাও উক্ত হইয়াছে। অতএব পুরাণের এই ভাবী রাজাদিগের রাজত্বকাল যে উক্ত রাজা-দিগের পরবর্তী ব্রাহ্মণেরা ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া লিখিয়া পুরাণে সন্নিবেশিত করিয়াছেন তাহা সহজেই বৃদ্ধিতে পারা যায়, এবং ইহা যে নানা সময়ে হইয়াছে তাহাও বৃদ্ধিতে পারা যায়। বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশ ২৩২৪ অধ্যায়, শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধ ১২ অধ্যায় ও স্বন্দপুরাণীয় কুমারিকাখণ্ডের ষষ্ঠাব্যবস্থাপ্রায় দেখ।

“যাবৎ পরীক্ষিতোজন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।

এতদ্বর্ষসংস্রজ জ্যেষ্ঠং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥ ৩২ ॥” ২৪অ. ৪অং বিষ্ণুপু।

“আরভ্য ভবতোজন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।

এতদ্বর্ষসংস্রজ শতং পঞ্চদশোত্তরম্ ॥ ২১ ॥” ২অ. ১২স্ক, শ্রীমদ্ভাগবত।

বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতের ভবিষ্যদ্বাণী বৃত্তান্তের শেষে এই দুইটি বচন আছে। এই দুই বচনে পাঠের একতা দৃষ্ট হয় না। দেখা যায় যে, বিষ্ণুপুরাণবচনে যে স্থানে “জ্যেষ্ঠং” সেই স্থানে শ্রীমদ্ভাগবতে “শতং” আছে। কিন্তু ইহার কোনটি ঠিক তাহা বলিতে পারা যায় না। যাহা হউক, কেবল এইমাত্রই অনৈক্য নহে, এই উভয় গ্রন্থে জরাসন্ধ হইতে নন্দ্রের রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত যে সকল রাজাদিগের রাজত্বকালের বর্ষসংখ্যা উক্ত হইয়াছে, তাহা যোগ করিলে পঞ্চদশ শতেরও অধিক হয়। পরীক্ষিতকে জরাসন্ধের অতিশয় নিকটবর্তী বলিলে দোষ হয় না। জরাসন্ধ হইতে নন্দ্রের রাজ্যাভিষেক যদি পঞ্চদশশত বর্ষ ব্যবধান হয়, তাহা হইলে উপরি উক্ত বচনদ্বয়ের পরীক্ষিত হইতে নন্দ্রের রাজ্যাভিষেক কাল সহস্রবৎসরান্তে এই উক্তি সত্য হয় কি প্রকারে? কিন্তু আমরা ভবিষ্যদ্বৃত্তান্তের শেষের এই স্পষ্ট উক্তিকে কিছুতেই মিথ্যা বলিতে পারি না। পূর্বে যে নৃপতিগণের প্রত্যেকের রাজত্বকালের বর্ষসংখ্যা দেওয়া হইয়াছে অবশ্যই তাহার কোন কোন স্থলে ভ্রম বা দ্বিগুণিত আছে আমাদের এই বিশ্বাস। এই জন্য আমরা সেই দ্বিগুণিত অংশ অর্থাৎ পঞ্চশত বর্ষের মধ্যে উপরি উক্ত বচনদ্বয়ের কথিত ১০০।১১১৫ বৎসর গ্রহণপূর্বক উপরি উক্ত বর্ষকাল নির্ণয় করিলাম।

দাস প্রভৃতি অশ্বষ্টদিগকে সভ্যযুগের বলিয়াছেন, তাহা এই পুস্তকের ব্রাহ্মণাংশ উত্তরখণ্ডের পৌরাণিক বৈদ্যোৎপত্তি সমালোচনা অধ্যায়ে পরিব্যক্ত হইবে। অগ্নিবেশসংহিতা ও প্রাচীন বৈদ্যকুলপঞ্জিকাধৃত স্বন্দপুরাণীয় রেবাখণ্ডোক্ত বৈদ্যোৎপত্তিতেও আমরা উপরে যে সকল কথা বলিয়াছি তাহাই উক্ত হইয়াছে। উহা স্বন্দপুরাণীয় বৈদ্যোৎপত্তিরই একটু বিকৃতাংশ (পরিবর্তিতাংশ) বলিয়া বোধ হয়। জাতিমালা, বৃহদ্রক্ষপুরাণ, বৈদ্যরহস্য নামক কতকগুলি আধুনিক পুস্তকে অদ্যোৎপত্তি (বৈদ্যের জন্ম) উক্ত হইয়াছে, তাহা মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রামাণ্য বহু গ্রন্থের কথিত অদ্যোৎপত্তির ইতিহাসের বিপরীত, এজন্য তৎসমুদয়কে অদ্যোৎপত্তির সত্য ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না (৪৩)।

ইতি বৈদ্যাত্মীগোপীচন্দ্র-সেনগুপ্ত-কবিরাজকৃত-বৈদ্যপুরাবৃত্তে

ব্রাহ্মণাংশে পূর্বখণ্ডে অদ্যোৎপত্তিনাম

পঞ্চমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

পূর্বোক্ত গ্রামাণ্যবলম্বনে ইহাও বলা অসঙ্গত নয় যে, ভারতীয় স্মৃতিপুরাণগুলি যে সময়ে যাহা কর্তৃক রচিত হইয়া থাকুক, কিন্তু পরবর্তী ব্রাহ্মণদিগের লেখনী দ্বারা তাহা যে পুনঃ পুনঃ পরিবর্তিত পরিবর্জিত হইয়াছে তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই।

(৪৩) “বৃহদ্রক্ষপুরাণ” বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত, “জাতিমালা” মহেশচন্দ্র তর্করত্ন কৃত। বৈদ্যরহস্যও জনৈক বিকৃতমনা ব্রাহ্মণগণিত কর্তৃক রচিত ও প্রকাশিত। এই প্রকার আরও অনেক পুস্তক ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। এখানে এইমাত্র বক্তব্য যে, এই সকল ঈর্ষণাপরায়াণ আধুনিক গ্রন্থকারদিগের অথবা কুৎসাকে বিশ্বাস করিয়া প্রাচীন গ্রামাণ্য মনুসংহিতাপ্রভৃতি বহু গ্রন্থোক্ত পবিত্র ইতিহাসকে অবিবাস করা স্বাভাবিক ধীসম্পন্ন মনুষ্য-দিগের সম্পূর্ণই সাধ্যাতীত।

ষষ্ঠাধ্যায় (১)

অষ্টমাতা ব্রাহ্মণজাতি ।

অষ্টমাতার অর্থ ও অষ্টমাতাংপত্তি প্রকরণে প্রদর্শিত হইয়াছে যে সত্য হইতে কলির প্রথম পর্য্যন্ত অর্থাৎ যুগচতুষ্টয় ব্যাপিয়া, ব্রাহ্মণদিগের অনুলোমবিবাহিতা বহুসংখ্যক বৈশ্বকল্মাশ্বীতে ব্রাহ্মণ স্বামীদিগের কর্তৃক বহুসংখ্যক অষ্টমাতার উৎপত্তি হইয়াছে (২) । অর্থাৎদিগের সময়ে অর্থাৎ সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি-যুগের মহাভারত, স্বন্দপুরাণাদির সৃষ্টিকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণদিগের উক্ত বিবাহিতা পত্নীগণ যে, বিবাহসংস্কার দ্বারা বৈশ্বকল্মাশ্বী (শ্রেণী) হইতে বিচ্যুতা হইয়া ব্রাহ্মণজাতি (শ্রেণী) প্রাপ্ত হইতেন, এ অধ্যায়ে তাহাই (সেই ইতিহাসই) বিবৃত হইবে ।

মহু বলিয়াছেন,—

“সবর্ণাংগে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকশ্মণি ।

কামতস্ত প্রবৃত্তানামিমাঃ স্মাঃ ক্রমশোবরাঃ ॥ ১২ ॥” ওঅ, মনুসং ।

ভাষা—“সবর্ণা সমানজাতীয়া সা ভাবদগ্রে প্রথমতোহকৃতবিজাতীরদারপরি-গ্রহস্ত প্রশস্তা । কামতঃ পুনর্বিবাহে যদি তস্তাঃ কথঞ্চিৎ স্ত্রীতিন ভবতি কৃত্যবপত্যর্থো ব্যাপারো ন নিষ্পদ্যতে, তদা কামহেতুকায়ামিমা বক্ষ্যমাণা অসবর্ণা বরাঃ শ্রেষ্ঠা জাতব্যাঃ ।” ইত্যাদি । ১২ । মেধাতিথি ।

ওঅ, মনুসংহিতা ।

টীকা—“ব্রাহ্মণকল্মাশ্ববৈশ্বানাং প্রথমে বিবাহে কর্তব্যো সবর্ণা শ্রেষ্ঠা ভবতি । কামতঃ পুনর্বিবাহে প্রবৃত্তানামেতা বক্ষ্যমাণাশ্চ আনুলোম্যেন শ্রেষ্ঠা ভবেয়ুঃ । ১২ ।” কুল্লুকভট্ট । ওঅ, মনুসং ।

(১) অধ্যায়ের ১টীকাকেই হেতুরূপে গণ্য করিয়া এ অধ্যায়েরও সৃষ্টি হইল ।

(২) অষ্টমাতার ব্রাহ্মণ পিতা আর বৈশ্বকল্মাশ্ব মাতা, উভয়েই যে পতি-পত্নী, তাহা আমরা সর্বত্রই অতি বিস্তৃত করিয়া লিখিতেছি, ইহাকে কেহ কেহ বাহুল্য বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু যাহারা অষ্টমাতাকে পুত্রক, প্রবন্ধ ও যুখে যুখে শাস্ত্রবিধি-ও-ইতিহাসবিবর্ত্ত গালাগালি দিতে ভালবাসেন, আশা করি তাহারা ইহাকে বাহুল্য মনে করিবেন না ।

বিবাহবিষয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের প্রথমতঃ সর্বণী স্ত্রীকে বিবাহ করাই কর্তব্য (উত্তম) বাহা পূর্বে উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কামতঃ প্রবৃত্তগণের পক্ষে অর্থাৎ তাহাতে বাহাদেবু ইচ্ছা না হয় তাহাদের স্বয়ংক্রমে, পরবচনোক্ত শূদ্র কত্থা হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তর উচ্চবর্ণের অসর্বণী ও সর্বণী কত্থা শ্রেষ্ঠা হইয়া থাকে (৩)।

“শূদ্রৈব ভার্যা শূদ্রস্ত সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে ।

তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্ত্রাঃ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ ॥১৩৥” ওম, মনুসং ।

(৩) ভার্যা এবং স্ত্রীকাকার এই মনুবচনের যে অর্থ করিয়াছেন তাহা গ্রন্থকারের অভিপ্রেত নহে। যেহেতু প্রথমে সর্বণী স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া অপত্যাদিকামনানিবৃত্তি না হইলে সেই সমস্ত কামনাহেতু পুনরায় যে অসর্বণীকেই বিবাহ করিতে হইবে ইহার মুক্তি নাই, কারণ সেস্থলেও পুনরায় সর্বণীকে বিবাহ করিলেও সর্বপ্রকার কামনার নিবৃত্তি হইতে পারে। বর্তমান যুগে অসর্বণী বিবাহ নাই, তাহাতে কাম (অর্থাৎ নিমিত্ত) বশতঃ পুনঃ পুনঃ সর্বণীকে বিবাহ করিয়া কি কাহারও আকাজ্জার নিবৃত্তি হইতেছে না? যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতায় সর্বণী বহুভার্যা উক্ত হইয়াছে। (এই অধ্যায়ের ৩৫টীকা দেখ)। তাহাতে নিমিত্তবশতঃ বৃদ্ধিতে হইল, এবং তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ একথা বলা যাইতে পারে না। কামতঃ প্রবৃত্তগণ যেমন ইচ্ছা করিলে পুনঃ পুনঃ সর্বণীকে বিবাহ করিতে পারেন, তেমনি প্রথমেই পুনঃ পুনঃ অসর্বণীকেও বিবাহ করিতে পারেন, তাহা করিতে না দিলে যে কাহারও কামনার নিবৃত্তি হইতে পারে না, মনোমুগ্ধতা ভার্যা কেহ ল্যভ করিতে পারে না, তাহা বুদ্ধিমানেরা সহজেই বুঝিবেন। অতএব প্রথমে সর্বণীবিবাহ করাই কর্তব্য, কিন্তু সর্বণী মনোনীতা না হইলে প্রথমেই অসর্বণীকে বিবাহ করিবেন, ইহাই গ্রন্থকর্তার অভিপ্রায়। কিন্তু তাহাতেও পূর্বকালে ক্রমশঃ উচ্চজাতীয়াই তৎকালে শ্রেষ্ঠাঙ্গন পাইতেন, এষ্টমাত্র বিশেষ দেখা যায়। প্রজাপতি দ্বৈতের কত্থাদিগকে অত্রি-কাত্তপ-প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ প্রথমেই বিবাহ করিয়াছিলেন। ভৃগুবাংশীয় ব্রাহ্মণ ঋচিক-যমদগ্নি-প্রভৃতি মহর্ষিগণ প্রথমেই ক্ষত্রিয়কত্থাদিগকে বিবাহ করেন। ঋচিক চন্দ্রবাংশীয় গাধিরাজকত্থা সত্যবতীকে ও যমদগ্নি স্বর্ধ্যবাংশীয় রেণরাজার কত্থা রেণুকাকে এবং সৌরভি ঋষি স্বর্ধ্যবাংশীয় মাকাতা ভূপতির কত্থাদিগকে প্রথমেই বিবাহ করেন। মহর্ষি অগস্ত্যও ক্ষত্রিয় (জনকের) কত্থা লোপামুদ্রাকে প্রথমেই বিবাহ করেন। বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থে এই সকল ইতিহাস উক্ত হইয়াছে। ইহার দ্বারাও ভাষ্যটীকাকারের ব্যাখ্যায় দোষ ঘটতেছে। স্মার কথার অর্থ বাহাই হউক, তাহাতে অসর্বণী বিবাহ ও তজ্জনিত পত্নী পুত্রাদি নিমিত্ত হন না। মনুসংহিতার ৯অধ্যায়ের

ভাষা—“বর্ণভেদে সতি সৰ্গা নিরমো যথৈব ব্রাহ্মণস্ত কত্রিয়াদি জিরো ভবন্তি
এবং শূদ্রস্ত জাতিনানা রজকতক্ষদিজিরঃ প্রাপ্তাঃ । অতঃ সৰ্গের-
মুচ্যতে । উৎকৃষ্টজাতীয়া তু পূর্বত্র ক্রমগ্রহণাদপ্রাপ্তা । সা চ শূদ্রা স্বা চ
বৈশ্যা চ বৈশ্যস্ত । তে চ বৈশ্যশূদ্রে স্বা চ রাজহস্ত । এবমগ্রজন্মনো
ব্রাহ্মণস্ত ক্রমেণ নির্দিশে কৰ্তব্যে শূদ্রপ্রক্রমেণ নির্দেশঃ পূর্বোক্তমেবার্থ-
মুপোদ্বলয়তি যজ্ঞং বিকল্প আনুপূৰ্বেণ নাবশ্যং সমুচ্চয়ঃ । ১৩।”

মেধাতিথি । ৩অ, মহুসং ।

টীকা—“শূদ্রেবেতি । শূদ্রস্ত শূদ্রেব ভাৰ্য্যা ভবতি ন তৎকৃষ্টা বৈশ্যাদয়ন্তিস্রঃ ।
বৈশ্যস্ত চ শূদ্রা বৈশ্যা চ ভাৰ্য্যো মবাদিভিঃ স্মৃতে । কত্রিয়স্ত বৈশ্যশূদ্রে
কত্রিয়া চ । ব্রাহ্মণস্ত কত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা ব্রাহ্মণী চ । বশিষ্ঠোহপি শূদ্রা-
মপ্যেকে মন্ত্রবর্জ্যমিতি দ্বিজাতীনাং মন্ত্রমর্জিতং শূদ্রাবিবাচ্যমহ । ১৩।”

কুল্লুকভট্ট । ৩অ, মহুসং ।

শূদ্রের কেবল শূদ্রকন্যাই ভাৰ্য্যা হইয়া থাকে, বৈশ্যের সম্বন্ধে শূদ্র ও বৈশ্য
কন্যা শাস্ত্রে উক্ত আছে । শূদ্র, বৈশ্য ও কত্রিয়কন্যা কত্রিয়ের, এবং শূদ্র বৈশ্য
কত্রিয় ও ব্রাহ্মণকন্যা ব্রাহ্মণের শাস্ত্রবিধি মতে ভাৰ্য্যা হইয়া থাকে ।

উপরি উক্ত মহুবচন দুইটিতে দেখা যাউতেছে, অসবর্ণাকে ভাৰ্য্যাকরিবার
জগুই উক্ত শাস্ত্রবিধি এবং তদনুসারেই প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ অস-
বর্ণাকে ভাৰ্য্যা করিতেন । যাঁহাদিগকে আৰ্য্য ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ ভাৰ্য্যা করি-
তেন, তাঁহারা অসবর্ণে উৎপন্ন হইলেও ভাৰ্য্যাভূত যে আর অসবর্ণা থাকি-
তেন না, এবং এইরূপস্থলে মানুষের প্রেণী বা সম্প্রদায় (দলমাত্র) বাচক
অসবর্ণত্বের আর যে অন্তিম থাকিতে পারে না, তাহার অল্প প্রমাণ প্রদর্শন
করা বাহ্য । তথাপি অসবর্ণা নারী, আৰ্য্যাদিগের বিবাহসংস্কাররূপ বিশেষ
বিধি দ্বারা আৰ্য্য জাতিভেদ বিধি হঠতে মুক্তলাভকরত প্রাচীনকালে যে,
ব্রাহ্মণাদি পতির জাতি গোত্র প্রাপ্ত হইতেন, নিম্নে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা তাহা
প্রদর্শিত হইতেছে । আর উপরি উদ্ধৃত বচনের ক্রিয়াপদগুলির অর্থের প্রতি

১০৬।১০৭ শ্লোকে দ্বিতীয় তৃতীয়াদি পুত্রগণকে কামসন্তৃত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাই বলিয়া
কি তাহার যুগিত সন্তান ? তাহার কি পিতার ধনাধিকারী ও শ্রাদ্ধাধিকারী নহে ?

দৃষ্টিপাত (৪) করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, উহা কেবল মনুসংহিতার বিধি নহে, তাহার পূর্বেও ঐ বিধি ছিল এবং আর্যেরা তদনুসারে ঐরূপ বিবাহ করিতেন । অতএব ভগবান্ মনু উক্ত হই বচনকে আৰ্য্যজাতির অতি প্রাচীন বিধি ও ইতিহাস বলিতে হইবে । মনুসংহিতার পরবর্তী শাস্ত্রসকলেতেও আৰ্য্যদিগের ঐ প্রকার বিবাহের বিধি ও ইতিহাসের অভাব নাই (৫) ।

“পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সর্বণামুপদিষ্টতে ।

অসর্বণাম্বয়ং ক্ষেত্রো বিধিরুদ্রাহকশ্মণি ॥ ৪৩ ॥

শরঃ ক্ষত্রিয়রা গ্রাহ্যঃ প্রত্যোদো বৈশ্বকশ্মণা ।

বসনস্ত দশা গ্রাহ্যাঃ শূদ্রয়োংকুষ্ঠবেদনে ॥ ৪৪ ॥”

ভাষ্য—“পাণিগ্রহণং নাম গৃহ্যকারোক্তঃ সংস্কারঃ সর্বণা সমানজাতীয়া উচ্চমানা

(৪) “মৃত্যু” এই শব্দটি “ভবেয়াতাম্” (বিধিলিঙ্) ক্রিয়ার বিশেষণ, ইহার অর্থ পূর্ব হইতে বিধিবিহিতরূপে এই বিধি অনুসারে বিবাহ হইয়া আসিতেছে । “মৃত্যুঃ” ক্রিয়াটীও বিধিলিঙ্ । এই বিধি যে পূর্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে তাহাই অবগতকরণার্থে উহা প্রযুক্ত হইয়াছে, যেহেতু “অজ্ঞাতজ্ঞাপনমাজ্ঞা চ বিধিঃ ।”

(৫) “তিস্রো বর্ণামুপক্ৰেণ যে তথৈকা যথাক্রমম্ ।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং ভার্য্যাঃ স্বা শূদ্রজন্মনঃ ॥ ৫৭ ॥” ১অ, যাজ্ঞবল্ক্যসং ।

“উষহেৎ ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্বাক্ষ ক্ষত্রিযো বিশাম্ ।

স তু শূদ্রাঃ বিজঃ কশ্চিন্নাধমঃ পূর্ববর্ণজাম্ ॥” ২অ, ব্যাসঃ ।

“তিস্রস্ত ভার্য্যা বিপ্রস্ত যে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্ত চ ।

একৈব ভার্য্যা বৈশ্বস্ত তথা শূদ্রস্ত কীর্তিতা ॥

ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্বা ব্রাহ্মণস্ত প্রকীর্তিতা ।

বৈশ্বৈব ভার্য্যা বৈশ্বস্ত শূদ্রা শূদ্রস্ত কীর্তিতা ॥” ৩অ, শঙ্করঃ ।

“অথ ব্রাহ্মণস্ত বর্ণামুক্রমেণ চতস্রো ভার্য্যা ভবন্তি । ১। তিস্রঃ ক্ষত্রিয়স্ত । ২। যে বৈশ্বস্ত । ৩। একা শূদ্রস্ত । ৪।” ২৪অ, বিষ্ণুসং ।

“চতস্রো বিহিতা ভার্য্যা ব্রাহ্মণস্ত যুধিষ্ঠির ।

ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্বা শূদ্রা চ রতিমিচ্ছতঃ ॥

৪৭অ, অমৃশাসনপর্ব, মহাভারত ।

২৫অ, গরুড়পুরাণ, ১৫৪অ, অগ্নিপুৰাণ, ৭অ, ব্রহ্মণ্ড (বোধের ছাপা) ভবিষ্যপুরাণ,

১৭অ, একাদশ স্কন্দ, শ্রীমদ্ভাগবত । ৩৮অ, কাশীখণ্ড, স্কন্দপুরাণ দেখ ।

উপনিষদে শাস্ত্রেন বিধীয়তে কর্তব্যতয়া এবং প্রতিপাদ্যতে । অসবর্ণাস্থ
হুত্বাহকর্মে তত্রায়ং বক্ষ্যমাণো বিধিচ্ছেয়ঃ । ৪৩ । মে ।

ব্রাহ্মণেনোহুমানয়া ক্ষত্রিয়য়া শরো ব্রাহ্মণপাণিপরিশূভো গ্রাহ্যঃ পাণিগ্রহ-
ণস্থ স্থানে শরস্থ বিধানাৎ । প্রত্যেদো বলৌবর্দানামায়ামঃ ক্ষিত্রিতে যেন
বোহুমানা পীড়য়ন্তে হস্তিনামিরাঙ্কুশঃ বসনস্য বস্ত্রস্য দশা গ্রাহ্যা শূদ্রয়া
উৎকৃষ্টজাতিরৈব ব্রাহ্মণাদিবর্ণৈর্বেদনৈর্বিবাহৈঃ ॥ ৪৪ ॥ মে ।”

টীকা—“পানীতি । সমানজাতীয়াস্ত হস্তগ্রহণলক্ষণঃ সংস্কারো গৃহাদিশাস্ত্রেন
বিধীয়তে । বিজাতীয়াস্ত পুনরুহমানাস্থ বিবাহকর্ম্মাণ পাণিগ্রহণস্থানে অর-
মুত্তরশ্লোকে বক্ষ্যমাণো বিধিচ্ছেয়ঃ । ৪৩ । কু ।

শর ইতি । ক্ষত্রিয়য়া পাণিগ্রহণস্থানে ব্রাহ্মণবিবাহে ব্রাহ্মণহস্তপরিগৃহীত-
কাটৌকদেশঃ গ্রাহ্যঃ । শূদ্রয়া ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিবাহে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিধৃত-
প্রত্যেদৈকদেশঃ গ্রাহ্যঃ । শূদ্রয়া পুনর্বিজাতীয়াস্ত্রয়বিবাহে প্রাবৃতবসনদশা
গ্রাহ্যা । ৪৪ । কু ।” তঅ, মমুসং ।

বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে পাণিগ্রহণসংস্কার অর্থাৎ বিবাহমন্ত্রাদিপ্রয়োগ দ্বারা
বিবাহকরা, সবর্ণা অসবর্ণা স্ত্রী-বিবাহবিষয়েই উপদিষ্ট হইয়াছে । উক্ত কর্ম্ম-
কাণ্ডে—উদাহকর্মে (পাণিগ্রহণসংস্কারে) অসবর্ণা-বিবাহ-বিষয়ে পরবর্ত্তী
শ্লোকোক্ত বিধি উক্ত আছে ; সবর্ণা অসবর্ণা স্ত্রী-বিবাহে (পাণিগ্রহণসংস্কারে)
এইমাত্র বিশেষত্ব জানিবে । উৎকৃষ্ট বেদনে (অমূলোম বিবাহসংস্কারে)—ক্ষত্রিয়
কন্ডার সহিত ব্রাহ্মণের পাণিগ্রহণসংস্কারকালে ব্রাহ্মণ হস্তগ্রহণ না করিয়া
ক্ষত্রিয়কন্ডাধৃত শরের একদেশ হস্তদ্বারা ধারণ করিবেন । এইরূপ ব্রাহ্মণ বা
ক্ষত্রিয় যখন বৈশ্বকন্ডাকে বিবাহ করিবেন, তখন উক্ত সংস্কারকর্মে ব্রাহ্মণ
বা ক্ষত্রিয় বৈশ্বকন্ডাধৃত প্রত্যেদৈক (গোত্যাড়ন যষ্টির) একদেশ হস্তদ্বারা ধারণ
করিবেন । আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্ব যৎকালে শূদ্রকন্ডাকে বিবাহ করিবেন,
তৎকালে শূদ্রকন্ডার পরিধেয় বস্ত্রের দশা (অঞ্চল) হস্তদ্বারা ধারণকরত
বিবাহ (পাণিগ্রহণ) মন্ত্র পাঠ করিবেন । ৪৩.৪৪ । (৬) ।

(৬) ভাষ্য আর টীকাতে এখানে বরের হস্তধৃত শর, প্রত্যেদ এবং বরেরই উত্তরীয় বস্ত্রের
দশা, কন্ডা হস্তদ্বারা ধরিবে, এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এ বচনার্থও বিবাহ (পাণিগ্রহণ)
সংস্কাররীতির বিপরীত, যেহেতু বরই উহাতে কন্ডার হস্তগ্রহণ করিয়া থাকে ।

বর্তমান সময়ে অসবর্ণ বিবাহ নাই, অনূন সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল হইল হিন্দুসমাজ হইতে উহা একলালীন উঠিয়া গিয়াছে (৭) বলা যাইতে পারে। বর্তমান বৈদিক কৰ্ম্মকাণ্ড, যাহা “দশকৰ্ম্ম” বলিয়া খ্যাত, তাহার দ্বারা আমরা মনুসংহিতার উপরে যে অর্থ করিলাম তাহার প্রমাণ হইবে না। প্রাচীন কৰ্ম্মকাণ্ড ও (গোভিলাদি মুনিদিগের সংগৃহীত পুস্তকও) এখন হুল্লভ। কিন্তু এ সকল বিষয়সম্বন্ধে আমরা বলি যে, মনুর ভাষ্যকার উক্ত ৪৩ শ্লোকের ভাষ্যে স্পষ্টতঃ একস্থলে “গৃহকারোক্তসংস্কারঃ সৰ্বণান্ সমানজাতীরাশ্চ উহমানান্” (৮) অশ্লোক ৪৪শ্লোকের ভাষ্যে “ব্রাহ্মণেনোহুমানয়া ক্ষত্রিয়য়া” বাক্য যে প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাকেই আমরা দিগের উক্ত অনুবাদের সত্যতা বিষয়ক উপযুক্ত প্রমাণ বলিতে হইবে। ভাষ্য ও টীকাকারের অসবর্ণা কত্তার পাণিগ্রহণবিষয়ক উপরি উক্ত মনুসংহিতার ৪৩৪৪ শ্লোকের “উদ্বাহকৰ্ম্মণি।” “বৈদনৈবিবাহৈঃ” “পুনরুদ্বাহমানান্ বিবাহকৰ্ম্মণি” ইত্যাদি বাক্যের অর্থ যে, গৃহাদিশাস্ত্রোক্ত (বৈদিক কৰ্ম্মকাণ্ডোক্ত) পাণিগ্রহণসংস্কার, তাহা সকলেরই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। ভাষ্য ও টীকাকার যে পাণিগ্রহণসংস্কারার্থেই এখানে উদ্বাহ-

“যস্তাঃ কন্তায়া জামাতা পাণিঃ গ্রহীষ্যন্ত ভবতি পাণিগ্রহণঃ করিষ্যত্যত্যাৰ্থঃ। পাণিগ্রহণঃ, সংস্কারতত্ত্ব, অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি।”

(৭) এই কথা কেন বলা হইল, তাহা ব্রাহ্মণাংশ উত্তরখণ্ডের ‘গৌড়, আদি সপ্তমতী ব্রাহ্মণ অষ্টবিচারে’ পরিস্ফুট হইবে।

(৮) “উহমান (বহ বহনকরা + আন (শান) ঋ। য, ম—আগম) বিং ত্রিঃ আকৃষ্য-মাণ। ২। নীয়মান। ৩। যাহা বহন করা যায়। ‘যমোহুমানঃ কিল ভোগিবৈরিণঃ।’

৩৫৮পৃ, পণ্ডিত রামকলকৃত প্রকৃতিবাদ অভিধান।

অন্ততঃ হইতে আকর্ষণ করিয়া আনিতে হয়, তাহাকেই উহমান বলা যায়, এমনভাবেই ভাষ্যকারের,—

‘পাণিগ্রহণঃ নাম গৃহকারোক্তঃ সংস্কারঃ সৰ্বণান্ সমানজাতীরাশ্চ উহমানান্ উপদিগ্ধতে শাস্ত্রেণ বিধীয়তে’ ইত্যাদি বাক্যের উহমানান্ বাক্য যে ৪৩শ্লোকের পরবর্ত্তি চরণোক্ত “অসবর্ণান্” পদকে নির্দেশপূৰ্ব্বক ভাষ্যকার স্বীয় ভাষ্যে প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা সহজে প্রতীয়মান হয়। যদি উহমানার অর্থ বিবাহার্থ আকৃষ্যমাণা সৰ্বণা কর, তাহাতে বলিতে হইল, বিবাহার্থ আকৃষ্যমাণা অসবর্ণাও, যেহেতু সৰ্বণা অসবর্ণাই শাস্ত্রোক্ত বিবাহবিধিতে উক্ত হইয়াছে। ভাষ্যকারের “ব্রাহ্মণেনোহুমানয়া” বাক্যের দ্বারা ই তাহা প্রকাশ পাইতেছে।

কৰ্ম, বিবাহকৰ্ম, বেদন প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন ; তাহা বিবাহসংস্কার তাহাই পানিগ্রহণসংস্কার, ইহাই যে তাঁহাদের মত, তাহা আলোচিত মন্তব্যচনের পূর্ববর্তী বচনের ভাব্যটীকাতেই প্রকাশিত আছে (৯)।

“গুরুণামুদন্তঃ স্নাত্বা সমাগৃহ্যে যথাবিধি।

উবহেত দ্বিজো ভাষ্যাং সৰ্বণাং লক্ষণাং দ্বিতাম্ ॥ ৪ ॥” (১০)

৩অ, মন্ত্যসংহিতা।

ভাষা—“.....। উবহেত দ্বিজোভাষ্যাম্। উবহেতেতি বিবাহবিধিঃ।

সংস্কারকৰ্ম বিবাহঃ ভাষ্যামিতি দ্বিতীয়ানির্দেশাৎ। ন চ প্রাণিগ্ৰহণভাষ্যাসিদ্ধান্তি যত্না বিবাহসংস্কারঃ ক্রিয়তে ন চক্ষুষি ইব অঙ্গনসংস্কারঃ। কিং তর্হি নিবর্ততে বিবাহেন। যথা যুগং চিন্তীতি ছেননাদয়ঃ সংস্কারা যন্ত ক্রিয়ন্তে স যুগঃ। এবং বিবাহেনৈব ভাষ্যা ভবতীতি বিবাহশব্দেন পানিগ্রহণমুচ্যতে। তচ্চাত্র প্রধানম্। এবং হি স্মরন্তি বিবাহনং দারকৰ্ম পানিগ্রহণমিতি। ইহাপি বক্ষ্যতে পানিগ্রহণসংস্কার ইতি লাজ্জোমাদয়ঃ। ৪। যথাতিথি।”

টীকা—“গুরুণেতি। গুরুণা দত্তামুক্তঃ অগৃহ্যোক্তবিধিনা কৃতস্নানসমাবর্তনঃ

সমানবর্ণাং শুভলক্ষণাং কন্যাং বিবহেৎ। ৪।” কুল্লুকভট্ট। ৩অ, মন্ত্যসং।

পানিগ্রহণসংস্কার আর বিবাহসংস্কার যে একই কথা, তাহা ভাষ্যকার উদ্ধৃত ভাষ্যে স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন, টীকাকারের উক্ত “বিবহেৎ” ক্রিয়ার অর্থ যে, ‘পানিগ্রহণসংস্কারেণ সংস্কৃতাং কুৰ্ব্বাৎ’ অর্থাৎ বিবাহমন্ত্রসংস্কার দ্বারা ভাষ্যাক্রমে গ্রহণ করিবে, তাহা বলা বাহুল্য। উদ্ধৃত ১৬ শ্লোকের টীকায় দেখা যায় যে,

(৯) “পানিগ্রহণ, পানিপীড়ন (পানিগ্রহণ—পীড়ন, ৭মী—হিং) সং ক্রীং বিবাহ। শিং—

১ “পানিপীড়নবিধেরনস্তরম্।”

পানিগ্রহণিক (পানিগ্রহণ+কণ্—প্রয়োজনার্থে) বিং ক্রিঃ বিবাহের অঙ্গীভূত (মন্ত্য) শিং

১ পানিগ্রহণিকা যত্না নিরতং দারলক্ষণম্।” ১৪০৪৪পৃ, প্রকৃতিবাদ অভি, রামকমলকৃত।

“পানিগ্রহণ (ক্রী) পরিণয়, বিবাহ।” ৪২২পৃ, শব্দদীপ্তি অভিধান।

(১০) এই শ্লোকে সর্বণকে মাত্র বিবাহ-করিবার বিধি দেখা যায়, কিন্তু ইহার পরবর্তী

১২।১৩ শ্লোকে সর্বণা অসর্বণকেই বিবাহকরিবার বিধি উক্ত হওয়াতে এই শ্লোকোক্ত বিধিকে (পূর্ববিধিকে) সংক্ষেপোক্তি মনে করিতে হইবে।

কুল্লুক ভট্ট কেবল শূদ্রাবিবাহব্যতীত আর আর বিবাহ যে মন্ত্রযুক্ত তাহা স্বীকার করিয়াছেন । কিন্তু উহা বশিষ্ঠের মত হইলেও ব্রাহ্মণাদির শূদ্রাবিবাহ যে অমন্ত্র তাহা প্রধান সংহিতাকর্ত্তা মনুর মতে নহে, যেহেতু শূদ্রা বিবাহকে লক্ষ্য করিয়াও “অসবর্ণান্বয়ং ক্ষেয়ো বিধিরূদ্ধাহকর্মাণি।” “বসনস্ত দশা গ্রীষ্মা শূদ্রয়োংকৃষ্টবেদনে।” ভগবান্ মনুর এই সকল বাক্যেই তাহা পরিব্যক্ত হয় । অতএব আলোচিত ৪৩ শ্লোকের বিধিমত ৪৪ শ্লোকের নিয়মাবলম্বন করত প্রাচীনকালে পাণিগ্রহণপূর্বক আৰ্য্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্রকৃত্তাদিগকে বৈদিককর্ম্মকাণ্ডোক্ত সমস্ত বিবাহমন্ত্র পাঠ করিয়া বিবাহ করিতেন, মনুসংহিতার দ্বারা তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে । এখন দেখা যাউক, ৪৪ শ্লোকের নিয়ম কি ? ৪৪ শ্লোকোক্ত নিয়মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রতীয়মান হয় যে, বিবাহে যে পাণি (হস্ত) গ্রহণের নিয়ম আছে তাহারই কথঞ্চিৎ বিকৃত ভাব উহাতে নিহিত রহিয়াছে ; অর্থাৎ হস্তধারণ (হস্তস্পর্শ) না করিয়া অসবর্ণাবিবাহকালে বর ও কন্যা উভয়কে মনু, একটী শর, একখানি যষ্টি, ইত্যাদি হস্ত দ্বারা ধরিতে বলিয়াছেন । ইহা প্রাক-রাস্তরে পাণিগ্রহণই হইতেছে । এমতাবস্থায় আলোচিত ৪৩ শ্লোকের প্রথম চরণের অর্থ, আমরা ইগা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিতেছি যে, হস্তধারণপূর্বক বিবাহসংস্কার পূর্বকালে সবর্ণা বিবাহে হইত, মনু এই কথা বলিতেছেন । অতএব ৪৩ শ্লোকের প্রথম চরণের “পাণিগ্রহণসংস্কারঃ” বাক্যের আমরা যে বিবাহসংস্কার অর্থ করিয়াছি তাহা সত্য হইতেছে, এবং ইহাও প্রকাশ পাইতেছে যে, প্রাচীনকালে সবর্ণাবিবাহকালে হস্তগ্রহণপূর্বক যে বিবাহমন্ত্র ব্রাহ্মণাদি পাঠ করিতেন, হস্তধারণের পরিবর্তে অসবর্ণা অর্থাৎ ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা, শূদ্রকন্যা বিবাহেও পূর্বোক্তপ্রকারে (৪৪ শ্লোকের বিধিমতে) হস্ত-ধারণকরত সেই বিবাহমন্ত্রই পাঠ করিতেন, তাহারও নাম বিবাহসংস্কার বা পাণিগ্রহণসংস্কার । আলোচিত ৪৩ ৪৪ শ্লোকোক্ত-বিধির দ্বারা সর্বণে উৎপন্ন জীব একটু বেশি সম্মান রক্ষা করা হইয়াছে, ইগা ব্যতীত আর কিছুই নহে । স্পষ্টই দেখা যায়, উক্ত বিধিতে অসবর্ণা জ্ঞাতিগণের মধ্যেও উৎকৃষ্টবর্ণাদিগের উত্তরোত্তর সম্মানবৃদ্ধিকর হইয়াছে । এমতাবস্থায় উহার অর্থ সর্বণাকে একটু বেশি সম্মানে দেওয়া হইত ভিন্ন আর কি হইতে পারে ?

পাণিগ্রহণসংস্কার আর বিবাহসংস্কার যে এক তাহা কেবল আমাদের নহে, মনুসংহিতার ভাষা মার টীকাকারও যে তাহা ও টীকাতে তাহাই বলিয়াছেন, উপরে তাহা প্রদর্শিত হইল। আর এখানে ইহাও বলিয়া রাখা কর্তব্য যে, প্রাচীন কালে অসবর্ণী দ্বীর বিবাহকালে যদি পাণিগ্রহণসংস্কার না হইত তাহা হইলে ভগবান্ মনু যে আলোচিত ৪৩ শ্লোকের শেষ চরণ ও ৪৪ শ্লোকে এবং অশ্রাব্য সংহিতাকারগণ যে বলিয়াছেন অসবর্ণীর বিবাহসংস্কারকালে একটি শর, গোতাড়ন যষ্টি, বসনের দশা ইত্যাদি বরকল্পা হস্ত দ্বারা ধারণ করিবে, ইহা বলিবার কোন প্রয়োজনই আদৌ ছিল না (১১)। ভট্ট রঘুনন্দন পাণি-গ্রহণসংস্কারকে বিবাহ হইতে পৃথক্ করিয়াছেন (১২)। অসবর্ণবিবাহে পাণি-গ্রহণ হইত না বিবাহ হইত, ইহাই তাঁহার মত। দেখা যায় যে, দারকর্ণি, ভার্য্যাদ্ব্যসম্পাদক বা গ্রহণরূপ কৰ্ম্ম আর বিবাহ যে এক কথা তাহা ভট্টমহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার উদ্ধৃত রত্নাকর, লঘুহারীত প্রভৃতির ব্যাখ্যা, ঐসকল হইতে অতিশয় প্রাচীন মনুসংহিতার বিধি ও ইতিহাসের এবং হরি-বংশীয় ইতিহাস ও তাহা হইতে অতিশয় প্রাচীন মনুস্মৃতির বিধি ও ইতিহাসের বিরুদ্ধজ্ঞ তাহা গ্রাহযোগ্য নহে যথা,—

(১১) এই অধ্যায়ের ৫ম টীকাধৃত বচনগুলি দেখ।

(১২) “স। প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ণিণি মৈথুনে।” দারকর্ণিণি ভার্য্যাদ্ব্যসম্পাদক-কর্ণিণি।। তেন ভার্য্যাদ্ব্যসম্পাদকঃ গ্রহণং বিবাহঃ।। যত্ন-‘পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিয়তঃ দারলক্ষণম্। তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিধন্তিঃ সপ্তমে পদে।’ ইতি মনুবচনং তদ্বিবাহগতবিশেষসংস্কারার্থম্ অতএব নিষ্ঠেভ্যুক্তং তথাচ রত্নাকরঃ।, ‘পাণি-গ্রহণিকা মন্ত্রা বিবাহাস্তভূতা।’ ইতি ব্যক্তমাহ রত্নাকরধৃতো লঘুহারীতঃ। অত্রাপি ‘পাণিগ্রহণেন জায়াঃ কৃত্বাং জায়াপতিত্বং সপ্তমে পদে।’ ইতি বিবাহস্ত পাণিগ্রহণাৎ পূর্বং বৃত্তং এবেতি। শ্রব্যস্তং হরিবংশীয়ত্রিশক্-পাধ্যানে ‘পাণিগ্রহণমন্ত্রাণাং বিদ্বং চক্রে স হুশ্রীতিঃ। যেন ভার্য্যা কৃত্য পূর্বং কৃতোদ্বাহা পরস্ত বৈ॥’ কৃতোদ্বাহা পাণিগ্রহণাৎ পূর্বং কৃত্য ইত্যর্থঃ। ‘পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সবর্ণাস্থপদিষ্ঠতে। অসবর্ণাস্থয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহকর্ণিণি। শরঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহঃ প্রতোদো বৈশ্বকল্মষা। বসনস্ত দশা গ্রাহা শূদ্রয়োৎকৃষ্টবেদনে।’ ইতি মনুবচনান্তরেপি উদ্বাহপাণিগ্রহণয়োঃ পৃথক্ভ্যং প্রতীয়তে।”

উদ্বাহতত্ব, অষ্টাবিংশতি তৎপানি, রঘুনন্দন স্মার্ত্ত কৃত।

“বেদার্থোপনিষদৃৎ আখ্যাতং হি মনোঃ স্মৃতম্ ।

(১) মন্বর্ধবিপরীতা বা সা স্মৃতিং প্রশস্ততে ॥” বৃহস্পতি বচন ।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যপ্রণীত অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি উদাহতম্

ও বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিবাহবিষয়ক পুস্তকস্থত ।

(২) “ঋতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে ।

তত্র শ্রৌতং প্রমাণস্ত তরোর্বৈধে স্মৃতির্করাঃ ॥ ২২ । ১ অধ্যায় ।

ব্যাসসংহিতা । বিদ্যাসাগরস্থত ।

(১অ,) মনু স্বীয় সংহিতার বেদের অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন, সেই হেতু মনুর স্মৃতিই সকল স্মৃতি হইতে প্রধান । বাহা মনুর অর্থের বিপরীতার্থ প্রকাশ করে তেমন স্মৃতি গ্রহণযোগ্য নহে ; অর্থাৎ তেমন বিধি ও ইতিহাসকে গ্রহণ ও বিশ্বাস করা যাইতে পারে না ।

(২অ,) ঋতি স্মৃতি ও পুরাণের বিধি ও ইতিহাসের সহিত পরস্পর যদি বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে ঋতু্যুক্ত বিধি ও ইতিহাসই গ্রহণীয়, যদি পুরাণের সঙ্গে স্মৃতির ঐ প্রকার বিরোধ দৃষ্ট হয়, তবে স্মৃত্যুক্ত মতই (বিধি ইতিহাসই) গ্রহণীয় হইয়া থাকে ।

এসকল সীমাংসাবচন উক্ত পণ্ডিতপ্রবর তাঁহার ‘অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি’র অনেক স্থলেই উদ্ধৃত করিয়া ঐ সকলের বিপরীত স্মৃতি ও পুরাণের মত খণ্ডন করিয়াছেন । কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এখানে তাঁহার সে প্রবৃত্তি দেখা যায় না । ওঅ, মনুসংহিতার ৪৩৪৪ শ্লোক যাহা তাঁহার মতের পোষণার্থে তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্বারা যে বিবাহ হইতে পাণিগ্রহণ সংস্কার পৃথক্ হয় না, তাহা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে । ঐ স্থলেই ইহা সাব্যস্ত হয় যে, তিনি যেমন আলোচিত বিষয়ে স্বমতসংস্থাপন করিতে যত্ন করিয়াছেন, তাঁহার কথিত রত্নাকর আর লঘুহারীতেরও উদ্দেশ্য তাহাই । রঘুনন্দন পাণিগ্রহণসংস্কারকে বিবাহসংস্কারের অঙ্গবিশেষ বলিয়াছেন, অঙ্গবিশেষ হইলে যে বিবাহ হইতে উহা পৃথক্ হইতে পারে না সে দিকে একটুও দৃষ্টিপাত করেন নাই । হরিবংশ হইতে যে বচন উদ্ধৃত করিয়া তিনি বিবাহ হইতে পাণিগ্রহণকে পৃথক্ করিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত হয় নাই । হরিবংশে হরিবংশপর্বের দ্বাদশ অধ্যায়ে ত্রিশঙ্কু (অর্থাৎ সত্যব্রত) বৃত্তান্তে উক্ত বচন আছে, কিন্তু ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ঐ বৃত্তান্তেই

উক্ত হইয়াছে যে, পাণিগ্রহণমন্ত্রসকলের সমাপ্তি সপ্তপদীগমনান্তে হয়, তাহা না হইতেই সত্যব্রত (ত্রিশঙ্কু) পূর্বোক্ত স্রবশ্রীচরণ করিয়াছিলেন। অশ্রী-চরণটী এই, যথা—

“পাণিগ্রহণমন্ত্রাণাং বিস্রংচক্রে স হুর্ষতিঃ । (১৩)

যেন ভাষ্যা দ্বারা পূর্বক কৃতোদাহার পরন্তু বৈ ॥ ১২অ, হরিবংশপর্ব,
রঘুনন্দনকৃত উদাহৃতত্বত, ত্রিশঙ্কুপাখ্যান, হরিবংশ ।

এই বচনেও দেখা যায় যে, পাণিগ্রহণমন্ত্রসকলের বিস্র করে, এই কথা আছে। ইহার পরের ত্রৈলোক্য অধ্যায়ের বচনে যখন পাণিগ্রহণমন্ত্রসকলের নিবৃত্তি সপ্তপদী গমনান্তে হয়, তাহা হইতে দেখা নাই, স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে, তখন পাণিগ্রহণ অর্থাৎ বিবাহবিষয়ক অন্যান্য মন্ত্রপাঠের পরে সপ্তপদীগমনবিষয়ক মন্ত্রপাঠের পূর্বে বিষোৎপাদনপূর্বক কন্যাহরণকরাই প্রকাশ পাইতেছে। রামায়ণে অনুসন্ধান করিয়া আমরা এই বৃত্তান্ত পাই নাই। বিষ্ণুপুরাণে পাইরাছি যথা,—

“তস্মাৎ সত্যব্রতঃ । যোহিসৌ ত্রিশঙ্কুসংজ্ঞামবাপ চণ্ডালভাসুপগতশ্চ ।
দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং বিশ্বামিত্রকলত্রাপত্যপোষণার্থং ।” ইত্যাদি।

৩অ, ৪অং, বিষ্ণুপুরাণ ।

টীকা—“অপ্রোক্ষিতভক্ষণ-গুরুধেনুবধ-পিত্রাজ্ঞালজ্বনকূটপৈজ্জিভিঃ শঙ্কুভিরিব হৃদি
ব্যথাহেঁতুভিত্তিশঙ্কুসংজ্ঞামবাপ । তথ্যচ হরিবংশে ‘পিতৃশ্চাপন্নিতোষণ
শুরোদৌদ্ধৌবধেন চ । অপ্রোক্ষিতোগভোগাচ্চ ত্রিবিধস্তে ব্যতিক্রমঃ ।
এবং বিধস্ত শঙ্কুনি তানি দৃষ্ট্বা মহাযশাঃ । ত্রিশঙ্কুরিতি হোবাচ ত্রিশঙ্কুস্তেন
স স্তুতঃ ॥” ইতি । পরিশীলমানবিপ্রকন্যাহরণাৎ ।” ইত্যাদি ।

শ্রীধরস্বামী । ঐ ।

স্বামিকৃত টীকার এই “পরিশীলমানবিপ্রকন্যাহরণাৎ” বাক্য দ্বারা ই পরি-

• (১৩) “ত্রযাক্রণের সত্যব্রত নামে এক পুত্র জন্মে । হুর্ষতি সত্যব্রত কোন সময়ে অপর ব্যক্তির বিবাহিত ভাৰ্য্যাকে হরণ করিয়া পাণিগ্রহণ মন্ত্রের বিশেষ বিধ উৎপাদন করে।” ইত্যাদি । ১২অ, হরিবংশ । শ্রীমুক্ত প্রতাপরায়ের অনুবাদ ।

মূলে “কৃতোদাহার” পদ অশুদ্ধ, তাহা পরে প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত পদ অশুদ্ধ একান্ত রামমহাশয়ের কৃত “বিবাহিতাভাৰ্য্যাকে” এ অনুবাদও অশুদ্ধ হইয়াছে ।

ক্ষুট হয় যে, ঐ কন্যার পরিণয়সংস্কার (পাণিগ্রহণসংস্কার) হটেতেছিল, সমাপ্ত না হইতেই ত্রিশঙ্ক কর্তৃক অপহরণ হয় (১৪)। এমতাবস্থায় উক্ত বচনের “কৃতোদ্ধাহা” পদ অশুদ্ধ বলিয়া নির্ণীত হইতেছে। তাহা “কৃতোদ্ধাহাৎ” হইবে, অর্থাৎ কৃতোদ্ধাহাৎ পূর্বক সমাপ্তপাণিগ্রহণসংস্কারাৎ প্রাক্ পরস্ত ভাৰ্য্যা হতা, এইরূপ অর্থ হইবে। অতএব বিবাহ হইতে পাণিগ্রহণ ভিন্ন, সে ইতিহাস হরিবংশে নাই, ভট্টমহাশয়ের উক্ত চেষ্টা ও সিদ্ধান্ত একান্তই মূলশূন্য।

কন্যাদান, সপ্তপদী গমনাদি সমস্তই যে পাণিগ্রহণসংস্কার (অর্থাৎ বিবাহ) তাহা এই অধ্যায়েই পরে আমরা সপ্রমাণ করিব। সস্ত্রীত্ব পাণিগ্রহণসংস্কার বিষয়ে পদ্মপুরাণীয় একটি বচনের আলোচনা করা যাইতেছে।

“সবর্ণয়া কুশোগ্রাহো ধার্য্যঃ ক্ষত্রিয়য়া শরঃ ।

প্রতোদো বৈশ্ণৱা ধার্য্যো বাসান্তঃ শূদ্রা তথা ॥

অসবর্ণান্বেষ বিধিঃ স্মৃত উৎকৃষ্টবৈদনৈঃ ।

সবর্ণাভিস্ত সর্বাভিঃ পাণিগ্রাহস্বয়ং বিধিঃ ।”

৮৩অ, উত্তরখণ্ড, পদ্মপুরাণ ।

সবর্ণা কন্যার সহিত বিবাহ সময়ে কুশ, ক্ষত্রিয়কন্যার সহিত বিবাহকালে শর, বৈশ্যকন্যার সহ বিবাহসময়ে প্রতোদ (গোতাড়ন যন্ত্র) শূদ্রকন্যার সহিত উক্ত কার্য্যে বসনান্ত (অঞ্চল) হস্ত দ্বারা বর ও কন্যা উভয়ে ধারণ-করিবে। ব্রাহ্মণাদির অসবর্ণা অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রকন্যা ও ব্রাহ্মণাদির সবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণসংস্কারবিষয়ে এই বিধি জানিবেন।

উপরি উক্ত পদ্মপুরাণ বচনে দেখা যায় যে, পুরাণকার সবর্ণাকন্যা বিবাহ-

(১৪) “পাণিগ্রহণ মন্ত্রসকলের সপ্তমপদে নিষ্ঠা অর্থাৎ নিবৃত্ত হইয়া থাকে; সত্যত্রত কোন সময়ে কামপরবশ ও অধৈর্য্য হইয়া এই শীঘ্র অবমাননাপূর্বক অগ্রাহ করিয়াছিলেন।” ইত্যাদি। ১৩অ, হরিবংশ। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র রায় কৃত অনুবাদ ।

উক্ত অনুবাদের উক্ত নিবৃত্ত শব্দের অর্থ সমাপ্ত। সুতরাং হরিবংশের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ যাহা ১৪টীকাতে উক্ত হইল তাহাতেই প্রকাশ পায় যে পাণিগ্রহণ (বিবাহ) সংস্কার সমাপ্ত না হইতেই সত্যত্রত কন্যাহরণ করিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় হরিবংশ দ্বাদশ অধ্যায়ের “কৃতোদ্ধাহা” পদ এবং তাহার “বিবাহিত ভাৰ্য্যাকে” অনুবাদ যে অশুদ্ধ তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে।

স্থলেও বর কত্না উভয়কে কুশধারণপূর্বক, পাণিগ্রহণসংস্কারকরিবার বিধি দিয়াছেন। ইহাতেই বুঝা যায় যে, প্রাচীন কালে সর্বগা-বিবাহেও হস্তস্পর্শ না করিয়া তৎপরিবর্তে কুশধারণ করত কখন কখন পাণিগ্রহণসংস্কার সম্পন্ন হইত। হস্তধারণকরত 'বিবাহ না হইলেই পাণিগ্রহণসংস্কার হয় না এ সিদ্ধান্তের কোন মূল নাই। পদ্মপুরাণীয় উক্ত বিধি মন্বাদি স্মৃতিবিরুদ্ধ নহে। পদ্মপুরাণকার যদি বলিতেন অসর্বগার পাণিগ্রহণ-করত উক্ত সংস্কার করিবে, তাহা হইলেই বিরুদ্ধ হইত। পদ্মপুরাণীয় উক্ত বিধি মন্বাদিস্মৃতাক্ত বিধির স্পষ্টার্থবোধক। মনুশ্রুতিব প্রণীত শাস্ত্রে যে সকল বিধি নাই বা বাহা অস্পষ্ট আছে, তাহা অত্র উক্ত হইলেই তৎসমুদয়ের বিরুদ্ধ হয় না, তাহা মনে করিলে মন্বাদি স্মৃতির পরে যত স্মৃতিপুৰাণ হইয়াছে সমুদয়কেই বিরুদ্ধ বলিতে হইবে। বিশেষ আৰ্যশাস্ত্রমতে কুশ অতিশয় পবিত্র বস্তু। আৰ্যাদিগের কোন সংস্কারই (ধর্মকর্ম) কুশবাতীত সম্পন্ন হইত না, এখনও হয় না (১৫)। আৰ্যমতে হস্তগ্রহণ হইতে কুশগ্রহণকে অতি পবিত্র বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে, অতএব পদ্মপুরাণীয় উক্ত বিধি কিছুতেই বেদ ও স্মৃতি-বিরুদ্ধ হইতে পারে না।

“পাণিগ্রহণিকা মদ্রা নিয়তং দারলক্ষণম্।

তথাং নিষ্ঠা হু বিজ্ঞেয়া বিবাহঃ সপ্তমে পদে ॥ ২.৭ ॥”

৮ম, মনুসংহিতা।

ভাষ্য—“দারা ভাৰ্য্যা তস্য লক্ষণং নিমন্তং . বিবাহমন্ত্রস্তৈস্তত্র . প্রযুক্তে

(১৫) “দৰ্ভাঃ পবিত্রসিত্যুক্তমতঃ সক্ষাদিকশ্মণি।

সব্যঃ সোপগ্রঃ কাষ্যো দক্ষিণঃ সপবিত্রকঃ ॥ ৩ ॥

একাদশখণ্ড, কাত্যায়নসংহিতা।

“ব্রাহ্মণাসম্পত্তৌ কুশময়ব্রাহ্মণে . শ্রাদ্ধমুক্তং . শ্রাদ্ধবিবেকে ব্রাহ্মণানামসম্পত্তৌ . বুদ্ধ্য দভময়ান্ দ্বিজান্। শ্রাদ্ধং বুদ্ধ্য প্রযত্নেন পশ্চাৎ বিপ্রৈঃ দাপয়েৎ .” ইতি” ইত্যাদি। শ্রাদ্ধতত্ত্ব দেখ। রঘুনন্দন ভট্টকৃত অষ্টাবিংশতি তত্ত্বানি।

“ব্রশোহসি স্বং পবিত্রোহসি ব্রহ্মণা নিম্নিতঃ পুরা।”

ত্বয়ি স্নাতে স চ স্নাতো যস্তাৰ্থে গ্রহিবন্ধনম্ ॥”

বৈদিক কর্মকাণ্ড, (দশকর্ম)।

বিবাহাধ্যঃ সংস্কারো নিবর্তনঃ । বিজাতীনাং পুনর্মন্ত্রান্ত্র শূদ্রস্য দার-
প্রসঙ্গোহি তস্য মন্ত্রাঃ সন্তি ঐশ্বর্যজ্ঞঃ সর্বাশ্রিতিকর্তব্যতান্তি । অতো
বিবাহাধ্যঃ সংস্কারোপলক্ষণঃ মন্ত্রান্ত্রেষাং মন্ত্রাণাং নিষ্ঠা সমাপ্তিঃ সপ্তমে পদে
বিজ্ঞেয়া ।” ইত্যাদি ২ । ২২৭ । মেধাতিথি । (১৬)

টীকা—“পাণিগ্রহণিকা ইতি । বৈবাহিকা মন্ত্রা নিয়তং ভাৰ্য্যাত্ত্বে নিমিত্তং
তৈম্ম শ্রুত্যাশাস্ত্রং প্রযুক্তৈঃ ভাৰ্য্যাকনিষ্পত্তেঃ তেষাং মন্ত্রাণাং সখা সপ্তপদী
ভবেতি মন্ত্ৰেণ কত্মাণাঃ সপ্তমে পদে ভাৰ্য্যাকনিষ্পত্তেঃ শাস্ত্রজৈঃ সমাপ্ত-
ব্রিজেয়া এবং সপ্তপদীগমনাৎ প্রাক্ ভাৰ্য্যাকনিষ্পত্তেঃ সত্যমুশয়ে জহা-
মোর্দ্ধম্ ॥ ২২৭ ॥” কুল্লুক ভট্ট । ঐ ।

বিবাহবিষয়ক যে সকল মন্ত্র তৎসমস্তই ভাৰ্য্যাত্ত্বের কারণ, তৎসমুদয় প্রযুক্ত
হইলেই ভাৰ্য্যাত্ত্বের উৎপত্তি হইয়া থাকে । তৎসমুদয় মন্ত্রমধ্যে শেষ মন্ত্র
প্রযুক্ত না হওয়ার পূর্বেও ভাৰ্য্যাক্ত্র উৎপন্ন হয় না । ঐ সকল মন্ত্রের শেষ
সপ্তপদীগমনবিষয়ক মন্ত্র, তাহা প্রযুক্ত অর্থাৎ উক্ত মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক সপ্তপদী-
গমন সম্পন্ন হইলেই পাণিগ্রহণিক মন্ত্রের (বিবাহ মন্ত্রের) সমাপ্ত হয় ।

“পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ কত্মাস্থেব প্রাপ্তিষ্ঠিতাঃ ।

নাকন্যাস্থ কচিন্নৃণাং লুপ্তধর্ম্মক্রিয়া হি তাঃ ॥ ২২৬ ॥

৮অ, মনুসংহিতা ।

ভাষ্য—পাণিগ্রহণং বিবাহো দারমন্ত্রাণাং পরমার্থ-
তন্ত বিবাহবিধানী কত্মানুপযচ্ছেদিত বিহিতং তাদৃশমেবার্থমন্ত্রা
... .. কত্মানাং বিবাহমন্ত্রাণামধিকারত্বাৎ
... .. অপ্রাপ্তমৈথুনা স্ত্রী কত্মোচ্যতে । ২২৬ । মেঃ ।

টীকা—বৈবাহিকা মনুষ্যাণাং মন্ত্রাঃ কত্মাশকশ্রবণাৎ কত্মাস্থেব ব্যবস্থিতা না-
কত্মাবিসয়ে কচিৎ শাস্ত্রে ধর্ম্মবিবাহসিদ্ধয়ে ব্যবস্থিতা অসমবেতার্থত্বাৎ ।
ন তু কত্মযোনৌ বৈবাহিকমন্ত্রহোমাদিনিষেধকমিদং । যা গর্ভিণী সংজ্ঞয়তে

(১৬) ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন, শূদ্রের বিবাহমন্ত্রে অধিকার নাই । কিন্তু ৩
অধ্যায়ের ৬৭ শ্লোকের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন, “অত্র কেচিদাহঃ শূদ্রস্তাপি বৈবাহিকান্নিধারণ-
মন্তি তত্শাশি দারপরিগ্রহস্তোক্তত্বাৎ ।” মেঃ ।

তথা বোচুঃ কতাসমুদ্ভবমিতি কৃত্যোনৈব মনুনৈব বিবাহসংস্কারস্ত বক্ষ্য-
মানত্যাং । ইত্যাদি । ২২৬ । কুল্লকভট্ট ।

বিবাহবিধিতে, বিবাহবিষয়ক মন্ত্রগুলি কত্যা অর্থাৎ অপ্রাপ্তমৈথুনা জীর
বিবাহেই প্রযোজ্য হওয়ার বিধান দেখা যায়, প্রাপ্তমৈথুনা জী ঐ সমস্তের
প্রকৃত অধিকারিণী নহে, সে স্থলে (উক্ত জীব বিবাহে) কেবল ক্রিয়া ও
ধর্ম্মলোপ হয় বলিয়াই উক্ত মন্ত্র সকল প্রযুক্ত হইয়া থাকে । কিন্তু তাহা
উচ্চ ধর্ম্ম নহে, অধমকল্প ।

উপরি উদ্ধৃত মনুসংহিতার ২২৬২২৭ শ্লোকের 'পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ'
এই বাক্যের আমরা যে 'বিবাহমন্ত্রসকল' অর্থ করিলাম, দেখা যায় যে, ভাষা-
টীকাকারও তাহাই করিয়াছেন এবং বিবাহের আরম্ভ হইতে সপ্তপদীগমন
পর্যন্ত ঐ সকল মন্ত্রের সমাপ্তি হয় ও উক্ত মন্ত্র যে কতাবিবাহবিষয়েই প্রাপ্ত
তাঁহাও মনুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাবা বলিয়াছেন । ৩ অধ্যায়ের ১২ । ১৩ শ্লোকে
ভগবান্ মনু যে, ব্রাহ্মণাদির অসবর্ণ বিবাহের বিধি দিয়াছেন, তাঁহা কত্যা-
বিষয়েই । অতএব পূর্বোক্ত ৩ অধ্যায়ের ৪৩৪৪ শ্লোকে ও ৮ অধ্যায়ের
২২৭ । ২২৬ শ্লোকের সমুদয় বিধিই যে প্রাচীনকালে (মনুসংসমকালে) ব্রাহ্ম-
ণাদির ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-ও-শূদ্র-কতাবিবাহে নিরাপত্তিতে (১৭) প্রযুক্ত হইত

(১৭) শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা করিলে প্রকাশ পায় যে, মনু আর যাজবল্ক্য ব্যতীত
ব্রাহ্মণাদির শূদ্রাবিবাহে মন্ত্রপ্রযুক্ত হওয়া আর সকল শাস্ত্রকারেরই অমত । মনু তাঁহার
স্মৃতির তৃতীয় অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে শূদ্রাবিবাহের বিধি ও ৪৩৪৪ শ্লোকে তাহাতে মন্ত্র
প্রয়োগের (পাণিগ্রহণ সংস্কারের) বিধিও দিয়াছেন । কিন্তু তৃতীয় অধ্যায়ের ১৪১৫১৬
প্রভৃতি শ্লোকে ব্রাহ্মণাদির শূদ্রাবিবাহের নিন্দা করিতেও ক্রটি করেন নাই । এই জন্ত
মলে আমরা শূদ্রাবিবাহে মন্ত্রপ্রয়োগসম্বন্ধে আপত্তির আভাস দিয়াছি । কিন্তু তাই বলিয়া
মনুর পরবর্ত্তী কালে যে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ শূদ্রকতাকে বিবাহ করিতেন না, এবং তাহাতে
সর্ব্বত্রই মন্ত্রপ্রযুক্ত হইত না এমন কথা আমরা বলিতেছি না । যেহেতু এই কলিযুগের শাস্ত্র
মহাভারতের অনুল্লাসনপর্বেও দ্বিজগণের শূদ্রাবিবাহের ইতিহাস রহিয়াছে । মহর্ষি মনু
৩ অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে শূদ্রাবিবাহের বিধি দিয়াও ১৪১৫১৬ প্রভৃতি শ্লোকে তাহার নিন্দা
করিয়া পুনরায় ৩ অধ্যায়ের ৪৩৪৪ শ্লোকে তাহাতে যখন পাণিগ্রহণসংস্কারের বিধি দিয়াছেন
তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, তৎপরবর্ত্তী কালেও কপ-ও গুণসম্পন্ন শূদ্রার বিবাহে

তাহা বলা বাহুল্য। আর উদ্যাদান, কস্তাদান, হোম, সপ্তপদীগমন পর্যাস্ত বিবাহের অন্তর্গত সমুদায় ক্রিয়ার নামেই যে বিবাহসংস্কার বা পাণিগ্রহণসংস্কার, মনুসংহিতা অবলম্বনে ভাষ্য-টীকাকারও তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। এই কথা কেবল ভগবান্ মনুরও নহে, ইহা তৎপরবর্তী বহু শাস্ত্রের কথা (১৮) এবং বহু শাস্ত্রেই সর্বণা ও অনুলোমে অসর্বণা স্ত্রী বিবাহেই উপরি উক্ত প্রকারে হস্তগ্রহণপূর্বক পাণিগ্রহণসংস্কার (বিবাহসংস্কার) করিবার বিধি উক্ত হইরাছে (১৯)।

এত ক্ষণ যাতা প্রদর্শিত হইল তদ্বারা রঘুনন্দন যে, মনুর “পাণিগ্রহণিকা মন্ত্র” ও “পাণিগ্রহণসংস্কারঃ” ইত্যাদি বচন দ্বারা বিবাহ হইতে পাণি-

নিশ্চয়ই মন্ত্র প্রযুক্ত হইত। তাহা না হইলে, “স্বীরত্বং ওক্ষুনাদপি” এই বাক্যের প্রয়োগহল কোথায়? রাজর্ষি শাস্ত্রমুদাসকজ্ঞা সত্যবতীকে বিবাহ করেন। তাহাতে মন্ত্রপ্রযুক্ত না হইলে, তদুৎপন্ন সন্তানগণ নিশ্চয়ই সমাজে নিন্দিত হইতেন, তাহা হন নাই।

(১৮) “নোদকেন ন বাচা বা কস্তায়াঃ পতিরিষ্যতে।

পাণিগ্রহণসংস্কারাৎ পতিত্বঃ সপ্তমে পদে ॥” উদ্বাহতদ্ব্যুত যমসংহিতা।

“নচ সপ্তপদাভিগমনাভাবাৎ পতিত্বভার্য্যাঃ যৌরুৎপত্তিরিত্যাশঙ্কনীয়ং তত্র স্বীকারান স্তরমেব সংস্কারাভিধানাৎ।” সংগরনিরসনপুত্র পরাশর ভাষ্য। “হোমকরণেন তু ভার্য্যাং ॥”

ঐ ধৃত।

এই সকল বচনের প্রকৃতার্থ ইহাই প্রকাশ পায় যে, উদ্যাদান হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্ত পদগমন পর্যাস্ত মন্ত্রপ্রয়োগের নাম পাণিগ্রহণসংস্কার।

(১৯) “তাসাং সর্বণাবেদনে পাণিগ্রহিঃ ১। ৫। অসর্বণাবেদনে শরঃ ক্ষত্রিয়কস্তায়াঃ ১। প্রতোদো নৈশ্চকস্তায়াঃ ১। ৭। বসনদশান্তঃ শূদ্রকস্তায়াঃ ১। ৮।” ২৪অ, বিষ্ণুসংহিতা।

“পাণিগ্রহিঃ সর্বণাশ্চ গৃহীয়াৎ ক্ষত্রিয়া শরম্।

বৈশ্ণা প্রতোদমাদদ্যাৎ বেদনে ত্বগ্রজন্মনঃ ॥ ৬২ ॥” ১অ, যাজ্ঞবল্ক্যম্।

“পাণিগ্রহিঃ সর্বণাশ্চ গৃহীয়াৎ ক্ষত্রিয়া শরম্।

• বৈশ্ণা প্রতোদমাদদ্যাৎ বেদনে তু দ্বিজন্মনঃ ১। ৬৩ ॥” ৪অ, শাখ্যম্।

অনুলোমে অসর্বণ বিবাহ হইত বলাতে প্রতিলোমে হইত না তাহা নহে। যযাতি অনুহ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণকস্তাদিগকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ঐ সকল স্ত্রী ও তাঁহাদের গর্ভজ সন্তানগণ যে সমাজে নিন্দিত ছিলেন না তাহাতেই ব্যক্ত হয়। ঐ সকল প্রতিলোম বিবাহেও পাণিগ্রহণসংস্কার হইয়াছিল।

গ্রহণকে পৃথক্ করিয়া দেন, তাহা তাঁহার নিষিদ্ধ কৃত বলিয়া সাব্যস্ত হইতেছে। রঘুনন্দন সংস্কারতত্ত্বেও বিবাহ হইতে পাণিগ্রহণকে পৃথক্ করিয়াছেন। ইহা বলা অসম্ভব নহে যে, তাঁহার ঐ বিধিমতেই বর্ত্তমান সময়ে পূর্বদিন রাত্রিতে উদকদানাদি সহ কন্যাদান ও পর দিবসে হোম-সপ্তপদীগমনাদি হইয়া আসিতেছে, এবং পূর্ব রাত্রির ব্যাপাবকে বিবাহ আর পর দিবসীয় ক্রিয়াকে পাণিগ্রহণসংস্কার নাম দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহা প্রাচীন শাস্ত্র ও রীতি বিরুদ্ধ। বিবাহরাত্রিতেই বিবাহসংস্কারসম্পর্কীয় যাবতীয় কর্ম্ম নির্বাহ-করাই যে প্রাচীন রীতি ও বিধি তাহা সংস্কারতত্ত্বেকৃত “যদি বিবাহে যত্যাদিনা মহানিশাভূতা তৎপরদিনে সমাগশনার্থং ক্রিয়তে ইতি শমনীয়ং স্থানীপাকং কুর্য্যত।” ইত্যাদি কথাতেই প্রকাশ পায়। বিবাহরাত্রিতে কন্যাদানের পূর্বেই যে অগ্নিস্থাপন করিতে হয় (২০) এবং কন্যাদানকালে যে বরের দক্ষিণ হস্তে কন্যার দক্ষিণ হস্ত প্রদান-করত কন্যাদানমন্ত্রপাঠ ও বরকে “স্বস্তি” উচ্চারণ-করত কন্যাগ্রহণ (হস্তদ্বারা গ্রহণপূর্বক) স্বীকার করিতে হয়, তাহা ভট্ট মহাশয়ই শাস্ত্রীয়প্রমাণপ্রদানে আমাদিগকে দেখাইয়া-ছেন (২১)। আমরা বলি যে, ইহাই পাণিগ্রহণের (বিবাহের) আবস্ত। যখন

(২০) “অথ বিবাহঃ। অগ্নিন্ কালে অগ্নিসান্নিধ্যে স্নাতঃ স্নাতে হরোগিণী অব্যঞ্জে-পতিতঃ স্নানো পিতা কন্যাং দাস্ততি।” ইত্যাদি। সংস্কারতত্ত্বম্।

“ইতি বৃহস্পত্যুক্তে চ অত্র চ পারস্বরেন বহিঃশালায়ামুপলিপ্তে দেশে উদ্ধৃতা বোদ্ধিতে অগ্নিমুপসমাধায়েতি সূত্রাৎ প্রধানগৃহাঙ্গেন অগ্নিস্থাপনানন্তরং কুমার্যাঃ পাণিং গৃহীয়াৎ ত্রিযুত্তরাধিধিতি সূত্রান্তরেন পাণিগ্রহণবিধানাৎ যজুর্বেদিনাম্। সামগেয়কন্যাগ্রহণোপি দানাৎ পূর্বমগ্নিস্থাপনম্।

(২১) “অথ বিবাহপরিপাটী।। গৌতমঃ। ‘অন্তর্জাহ্নুকং কৃৎ। স কুশস্ত্ তিলোদকম্। ফলাংশমতিসকায় প্রদন্যাৎ শ্রদ্ধয়াদিতঃ।’ কন্যায় দৈবত প্রতিগ্রহপ্রকারমাহ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরম্। ‘কন্যাদানস্তথা দাসী প্রাজাপত্যঃ একীভিতাঃ।। করেগৃহ তথা কন্যাং দাসীদাসৌ দ্বিজোত্তমাঃ।’ করেগৃহ করং গৃহীত্ব। তদাহাদিতাপূরণম্। ‘ওকার-মুচ্চরন্ প্রাক্তো ত্রিবিং শত্ৰু মোদনম্। গৃহীয়াদক্ষিণে হস্তে তদন্তে স্বস্তি কীর্ত্তয়েৎ।’ ওকারস্ত স্বীকারার্থদ্বাৎ তেনৈবাত্র গ্রহণমুক্তম্।” ইত্যাদি।

রঘুনন্দনকৃত, সংস্কারতত্ত্ব, অষ্টাধিশিতিতত্ত্বানি।

অগ্নিস্থাপনকরার বিধি কতাদায়ক পূর্বেই, তখন সেই অগ্নিনির্মাণ করিয়া পর দিনে পুনরায় অগ্নিস্থাপনকরির হোমাদিকরির বিধি তিনি কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা দেখাইতে পারেন নাই। রঘুনন্দন সংস্কারতত্ত্বে বিবাহ হইতে পাণিগ্রহণকে যে পৃথক্ করিয়াছেন, তাহা বিবাহ, অর্হণ, বিবাহপরিপাটী বলিয়া তদনন্তর পাণিগ্রহণবিধি যে বলিয়াছেন তাহাতেই সুব্যক্ত হয়। আরও দেখুন, বিবাহসম্বন্ধে যে শুভদিনের প্রয়োজন তাহা যে রাত্রিতে বরহস্তে কস্তাসম্প্রদানকরা হয় সেই রাত্রিবিষয়েই। উক্ত শুভদিননির্ণয়কে কোন বচনে পাণিগ্রহণ, কোন বচনে বিবাহশব্দে উক্ত হওয়াতে, বিবাহ আর পাণি-গ্রহণকে এক কথা অর্থাৎ একই সংস্কার বলিয়া উপলব্ধি হয়, এবং পরদিবসে যখন শুভদিনের প্রয়োজন হয় না তখন দানই যে পাণিগ্রহণ তাহাও স্পষ্ট উপলব্ধি-হইতেছে (২২)। আমরা এখন দেখি, বিবাহরাত্রিতে অগ্নিস্থাপন করা হয় না, করিলেই তদঙ্গীয় হোম সপ্তশলীগমনাদি সেই রাত্রিতেই নির্বাহ করিতে হয়। দুই দিনে পাণিগ্রহণসংস্কারনির্বাচকরা ক্রিয়াপ্রবৃত্তিদ্বয়ের পক্ষে সুবিধাজনক হইলেও ইহা যে প্রাচীন রীতি নহে তাহা বলিতেই হইল; যেহেতু প্রাচীনকালে বিবাহাগ্নিকে আজীবন রক্ষাকরির বিধি দেখা যায়

(২২) অথ বিবাহপরিপাটী। ‘তত্র গোভিলঃ। পুণ্যে নক্ষত্রে দারান্ কুর্বীত।’ পুণ্যে দোষরহিতে জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্তপ্রশস্তে রোহিণ্যাদৌ। দারান্ পত্নীং কুর্বীত।”

সংস্কারতত্ত্ব।

“অথ বিবাহঃ।বস্তু, কস্তাবৃত্তিকস্মেবেষু মিথুনে চ ঋষে বুবে। অতিচারেহপি কর্তব্যং বিবাহাদি বৃধৈঃ সদা।। যদা তথা প্রাহ শুভে বিলগ্নে হিতায় পাণি-গ্রহণং বশিষ্ঠঃ।’। রেবত্যাশ্রমরোহিণী-স্বগশিরো-মূলানুবাধা মধ্যান্তান্তিষু তৌলিষষ্ঠমিথুনেবজ্ঞেহ পাণিগ্রহঃ।। পারশ্বরেণোক্তং যথা, কুমারীয়াঃ পাণিঃ পৃষ্ঠীয়াত্রিষু ত্রিষুত্রাদিষু।। বিকৃতাদৌ ত্রিকে চিত্রে জ্যেষ্ঠায়াং জলনে যমে। এভির্কির্বাহিতা কস্তা ভবত্যেব সুস্থঃখিতা।। ‘আদ্যে মধ্য চতুর্ভাগে নৈঋতশ্রাদ্ধ্য এব চ। রেবত্যন্তচতুর্ভাগে বিবাহঃ প্রাণনাশকঃ। (জ্যোতিষতত্ত্বম্, সংস্কারতত্ত্বম্)।

দীপিকারাম্।। যন্তাঃ শশী সপ্তশলাকভিন্নঃ পাপৈরপাপৈরথবা বিবাহে। রক্তাংগকৈবৈ তু রোদমানা অশানভূমিঃ প্রমদা প্রযাতি ॥ সপ্তশলাকবেধঃ।’ জ্যোতিষতত্ত্বম্।

রঘুনন্দনকৃত অষ্টাবিংশতি তত্ত্বানি।

(২৩)। এ বিবাহাশ্মির অর্থ—কতাদানের পূর্বকালীন স্থাপিতাশ্মি, পরদিব-সীম স্থাপিতাশ্মি নহে।

“অথ পাণিগ্রহণং। তত্র গোভিলঃ। পাণিগ্রহণে পুরস্তাচ্ছালায়া উপলিপ্তে অগ্নিরূপসমাহিতে ভবতি। পাণিগ্রহণে কর্তব্যে গৃহসমীপে দেশে উপসমাহিত-স্থণ্ডিলে রেখাদিরূপাক্ষজপান্তং বাদনেন সমাহিতোহগ্নির্ভবতি। গোভিলঃ।। বাগ্‌যতোহগ্নেণাশ্মিং পরিক্রমা দক্ষিণতো উদযুখোহবতিষ্ঠতে। অগ্নিস্থাপনানন্তরং বরস্ত সহায়ানাং মধ্যে একোহগাভজলেন ঘটং পূরয়িত্বা গৃহীতকুম্ভবজ্রাচ্ছাদিতদেহঃ দক্ষিণেনাশ্মিং বেষ্টয়িত্বা অগ্নিব্রহ্মণোদক্ষিণস্তাঙ্গিশি উদযুখোহবতিষ্ঠতে।” ইত্যাদি। সংস্কারতত্ত্বম্। অষ্টাবিংশতিতত্বানি।

এই অগ্নিস্থাপন কতাদানের পূর্বের। পাণিগ্রহণকে বিবাহ হইতে পৃথক্ করিবার অভিপ্রায়ে রঘুনন্দন যে পাণিগ্রহণবিধিতে উহা যুক্ত করিয়াছেন, তাহা উক্ত বচনের “বরস্ত সহায়ানাং মধ্যে” ও “উদযুখোহবতিষ্ঠতে” দ্বারা ই বুঝিতে পারা যায়। দেখ, “বরস্ত সহায়ানাং” বলিতে বরের আত্মীয় অর্থাৎ বরযাত্রাদিগকেই বুঝায়; তাঁহাদের মধ্যে “অবতিষ্ঠতে” এই ক্রিয়ার কর্তা অবশ্যই কতাদাতা, বর নহে; যেহেতু কতাসম্প্রদাতাকেই উদযুখে (উত্তরমুখে) অবস্থিতি করিতে হয়। কতাদানকালে সেই সভাতেই বর তাঁহার আত্মীয়স্বগণে বেষ্টিত থাকেন, অতঃ পরে আত্মীয়স্বগণে বেষ্টিত থাকিবার বিধি বা রীতি দেখা যায় না। “প্রত্যগ্‌যুধা বরয়ন্তি প্রাতঃগৃহান্ত প্রাশুধাঃ।। অতএব সর্বত্র প্রাশুধো দাতা গ্রহীতা চ উদঙ্‌মুখঃ সম্প্রদাতা প্রাতঃগ্রহীতা

(২৩) “বৈবাহিকায়ো কুর্বীত গৃহং কর্ম যথাবিধি।

পঞ্চমব্রহ্মবিধানঞ্চ পঞ্চিকায়াহিকীঃ গৃহী ॥ ৬৭ ॥”

ভাষ্য।—কৃতবিবাহো যস্মিন্ময়ৌ তত্র কুর্বীত গৃহং কর্ম।। অগ্নৌ তু বৈবাহিকে

.....। গৃহং কর্ম বৈবাহিকে অগ্নাবিতি ঋতম্। ইত্যাদি। মেধাতিথি।

টীকা।—..... বৈবাহিকায়ো সম্পাদ্যঃ মহাব্রহ্মবিধানক্চেতি। বিবাহে ভবে

বৈবাহিকঃ। আধ্যাত্মিকাসিদ্ধিট্ ১৭। তস্মিন্নগ্নৌ গৃহোক্তং কর্ম সাংপ্রাতঃহোমঃ

..... পাকং গৃহস্থঃ কুর্যাৎ। কুঃ।”

বিবাহ হইতে পাণিগ্রহণ স্বতন্ত্র ব্যাপার হইলে শাস্ত্রকারেরা এখানে যে বিবাহাশ্মি বলিতেন না তাহা বুঝিমানেরা অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

প্রাণ্ডমুখঃ।” ইত্যাদি তাঁহারা সংস্কারতত্ত্ব। বিবাহপরিপাটীকৃত প্রমাণ হইতেই প্রকাশ পায়, বর্তমান সময়ে কন্তাদানের পরদিবসে যে সংস্কার হয় তাহাতে বরপক্ষীর কাহাকেও দেখা যায় না, অর্থাৎ কন্তাদানকালের সভামধ্যে উক্ত ক্রিয়া হয় না, সুতরাং গোভিলের উক্ত বিধি যে কন্তাদানের পূর্বের তাহা বলা বাহুল্য। রঘুনন্দন স্বকৃত সংস্কারও উদ্বাহতত্বের অনেক স্থলে এমন অনেক বচন সংগ্রহ করিয়াছেন, যাহাতে উদকাদি দান, কন্তাদান, হোম ও সপ্তপদী গমনাদি সমুদয়ই বিবাহসংস্কার বলিয়া স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে (২৪)।

শাজ্জালোচনা করিলে কেবল সর্বণ ও অসর্বণ বিবাহকেই পাণিগ্রহণসংস্কার বলিয়া নীরব থাকিতে পারা যায় না। শাস্ত্রে যে গাক্কর, আশুর, রাক্ষস ও পৈশাচ প্রভৃতি নিন্দ্য বিবাহের বিধি ও ইতিহাস আছে (২৫) তৎসমুদয়

(২৪) “তথা চ গৃহস্থরদ্ধাকরে যাজ্ঞবল্ক্যঃ—

“বিবাহবিভতে তস্মৈ হোমকালে স্থাপয়িত্তে।

কন্তায় ঋতুরাগচ্ছৎ কথং কুর্কন্তি যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

স্বাপয়িত্বা তু তাং কন্তামর্জয়িত্বা যথা বিধিঃ” ইত্যাদি।

“মন্তুঃ। ‘মঙ্গলার্থং স্বস্ত্যয়নং যজ্ঞস্তাস্যং প্রজাপতেঃ। অমুজ্যতে বিবাহেষু প্রদানং স্বাম্য করণম্। ‘পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রা নিরতং দারলক্ষণম্। তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিধিত্তিঃ সপ্তমে পদে।’ স্বস্ত্যয়নং কুশলেন কালাতিবাহনহেতুকং করণসাধনাং কণকধারণাদি গুণ্য স্মৃতি ভবন্তোত্রবস্তুতি চ যশ্চ প্রজাপতিদৈবতো বৈবাহিকো হোনন্তং সর্বকং মঙ্গলার্থং। স্বাম্যকরণস্ত প্রদানং ন তু বাগদানং ; রদ্ধাকরকৃতাপি প্রদানেনৈব কন্তায়াং বরস্ত স্বাম্যং জায়তে কন্তা দাতুঃ স্বাম্যং নিবর্ততে ইতি ব্যাখ্যাতে নিষ্ঠা ভার্য্যাভ্যস্ত সমাপ্তিরূপা সপ্তমে পদে গতয়াং কন্তায়ামিতি বোধ্যম্।” উদ্বাহতত্ব, অষ্টাবিংশতি তত্বানি।

(২৫) ‘চতুর্গামপি বর্ণানাং শ্রেত্য চেহ হিতাহিতান্।

অষ্টাবিমান্ সমাসেন স্ত্রীবিবাহান্নিবোধতঃ ॥ ২০ ॥

ব্রাক্ষোদৈবন্তথৈবার্ঘ্যঃ প্রাজাপত্যন্তথামুরঃ।

গাক্করো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্টমোহধমঃ ॥ ২১/২২/২৩/২৪/২৫/২৬

ম্লোক দেখ। ৩অ, মনুসংহিতা।

ব্রাক্ষোদৈবন্তথৈবার্ঘ্যঃ প্রাজাপত্যন্তথামুরঃ।

গাক্কর, রাক্ষসো পুণো পৈশাচশ্চাষ্টমোহধমঃ ॥ ১০অ, ৩অং, বিষ্ণুপুরাণ।

বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য, শঙ্খ প্রভৃতি সংহিতা দেখ।

কেও পাণিগ্রহণসংস্কার বলিতে চাইবে। ইতিমান সময়ে (এখনও) আশুর বিবাহের অভাব নাই (২৬), উহাতে যে পাণিগ্রহণসংস্কার হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। ঐসমস্ত বিবাহ প্রথমে নিম্নিত উপায়ে ঘটিলেও পরে যে উহাতে পাণিগ্রহণসংস্কার হইত, আৰ্য্যশাস্ত্রে তদ্বিষয়ক প্রমাণ স্থলভ নহে (২৭)। এমতাবস্থায় সৰ্ব্বাঙ্গ বিবাহেই পাণিগ্রহণসংস্কার বিহিত, অসবর্ণ বিবাহে নহে ইহা বলা যাইতে পারে কিপ্রকারে? অপিচ তৃতীয় অধ্যায়ের ১৩শ্লোকে অনু-লোমক্রমে ব্রাহ্মণাদির ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রকণ্ডা ভাৰ্য্যা হইয়া থাকে, এ কথাই বা মনুপ্রভৃতি সংহিতাকারেরা বলিয়াছেন কিপ্রকারে? (২৮) পাণিগ্রহণসংস্কার-বর্জিত হইলে যে ভাৰ্য্যাক্ত-পতিত্ব হয় না তাহা পূর্বে আমরা বিশেষ-করিয়া দেখাইয়াছি। অতএব ভগবান্ মনু ৩ অধ্যায়ে যখন ব্রাহ্মণাদির ক্ষত্রিয় বৈশ্য-কণ্ডাপ্রভৃতি স্ত্রীকে ভাৰ্য্যা বলিয়াছেন, তখন উক্ত অধ্যায়ের ৪৩৪৪ শ্লোকে অসবর্ণার বিবাহেও যে তিনি উক্তরূপে পাণিগ্রহণকরত বিবাহসংস্কার করিতে বিধি দিয়াছেন (২৯) তাহাতে আর সন্দেহ কি? উদকদান, কণ্ডাদান (পাণি-

(২৬) “জাতিভোজ্যবিৎ দত্তা কণ্ডায়ৈব চ শক্তিভঃ ।

কণ্ডাপ্রদানং স্বাক্ষল্যাদাপুরো ধৰ্ম্ম উচ্যতে ॥ ৩১ ॥” ৩অ, মনুসং ।

(২৭) “বিক্রিত্য রক্ষিতং সম্যগুপযেনে স রক্ষিতম্ ।

রাক্ষসেন বিবাহেন সংপ্রাপ্তাঃ মধুহননঃ ॥ ১৪ ॥” ২৬অ, ৫অং, বিষ্ণু ।

—“ইতি মন্ত্রপুরাণোক্তাবশুস্তাবিশুভাশুভেষু গ্রহাদিদোষশাস্ত্যর্থঃ হোমহিরণ্যাদিনাং বিবাহাৎ প্রাক্ কর্তব্যং ভগবত্যা রক্ষিত্য। ভবিষ্যদ্বিবাহে-তথা দর্শনাৎ যথা ভাগবতে ‘চক্রঃ সামগ্ৰ্যজুম্ বৈবৰ্দ্ধন্য রক্ষাং বিজ্ঞোত্তমাঃ। পুরোহিতোহধৰ্ম্মবিধৌ জুহাব গ্রহ-শাস্তয়ে। হিরণ্যরূপ্যবাংসি তিলাংশ উড়মিশ্রিতান্। প্রাদাক্ষেনুশ বিপ্রোভ্যো রাজা বিধি-বিদ্যাং বরঃ।’ ইত্যাদি। উদাহতস্বয়ং অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি।

(২৮) “সপ্তপৌনর্ভবাঃ কণ্ডা বর্জনীয়া কুলাধমা। বাচা দত্তা মনোদত্তা কৃতকৌতুকমঙ্গলা। উদকম্পর্শিতা যেন বা চ পাণিগৃহীতিকা। অগ্নিঃ পরিণীতা যাতু। ইত্যাদি।

উদাহতস্ব ও বিদ্যাসাগরপ্রভৃৎকাস্তপ বচন।

এখানে স্পষ্ট বুঝা যায় যে সম্প্রদানবিহিতকন্টার্থে “পাণিগৃহীতিকা” পদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

(২৯) ১৯টীকায় বচনগুলিতে দেখা যায় যে, “বেদনে ত্র্যগ্নয়নঃ” ও “বেদনে তু দ্বিগ্নয়নঃ” পদ আছে। ইহাতেও স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, সৰ্ব্বাণ্ডবেদনে হস্তধারণকরত প্রাচীনকালে যে সংস্কার হইত, অসবর্ণাণ্ডবেদনে তৎপরিবর্তে শর ও প্রত্যোদকে বর কণ্ডা হস্তধারণ ধারণকরত

গ্রহণ) হোম সপ্তপদীগমনাদি ক্ষুদ্ররহি যে একমাত্র বিবাহসংস্কারের অন্তর্গত অনুসন্ধান করিলে আর্ঘ্যশাস্ত্র হইতে: তাহার অসংখ্য প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে (৩০) ।

“ঋতুকালভিগামী শ্রাৎ স্বদারনিরতঃ সদা ।

পক্ষবর্জঃ ব্রজেচ্চৈনাং তদব্রতো রতিকামায়া ॥ ৪৫ ॥”

৩অ, মনুসংহিতা ।

ভাষ্য—“উক্তো বিবাহঃ । তাস্মিন্মুখে সমুপযাতে দারত্বে তদহরেবেচ্ছরোপগমে । ন বিবাহানন্তরং তদহরেব গচ্ছেৎ কিস্তুহি ঋতুকালঃ প্রতীক্লেত ।” ইত্যাদি । ৪৫ । মেধাতিথি ।

টীকা— । “স্বদারনিরতঃ সদেতি নিত্যং স্বদারসম্বন্ধঃ শ্রাৎ নাশ্রভাৰ্ঘ্যা-
মুপগচ্ছেদিতি বিষানাং । অশ্রভাৰ্ঘ্যাং নোপগচ্ছেৎ ।
ইত্যাদি ।” ৪৫ শ্লোক কুল্লুকভট্ট । ৩অ, মনুসংহিতা ।

উপরি উক্ত বিবাহবিধি অনুসারে সর্বণ ও অসর্বণবিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পরে অর্থাৎ সর্বণে অসর্বণে উপরী দ্বীতে উক্ত বিবাহবিধি দ্বারা ভাৰ্ঘ্যত্ব

(অর্থাৎ উক্ত প্রকারে পাণিগ্রহণকরত) সেই সংস্কারই সংস্কৃত হইতেন । তাহা না হইলে শাস্ত্রে ঐপ্রকার বিধি উক্ত হইত না, হইবার কোন কারণ ছিল না, তাহা দূরদর্শী ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন ।

(৩০) মঙ্গলার্থঃ শাস্ত্রয়নং বজ্রশাসাং প্রজাপতেঃ ।

প্রযজ্যতে বিবাহেষু প্রদানং স্বাম্যাকারণম্ ॥ ১৫২ ॥ ৫অ ।

ভাষ্য—বিবাহবজ্রস্ত মঙ্গলার্থ ইত্যাত্ত্ববিবক্ষিতম্ । দানকরণং হি বিবাহইতি স্বর্ঘ্যতে ।

সত্যপি শ্বাস্যে নৈবান্তরেন বিবাহঃ ভাৰ্ঘ্য ভবতীতি ॥ ১৫২ ॥ মেধাতিথি ।

টীকা—মঙ্গলার্থমিতি । যদাসাং শাস্ত্রয়নং শাস্ত্রার্থমন্ত্রবচনাদিক্রপঃ যশাসাম্প্রজাপতিবাগঃ প্রজাপত্যুদ্দেশেনাজাহোমাজ্বকো বিবাহেষু ক্রিয়তে । যৎ পুনঃ প্রথমং সম্প্রদানং বাপদানাত্মকং তদেব ভর্তৃঃ স্বাম্যজনকং যন্তু নবমে বক্ষ্যতে ‘তেষাং নিষ্ঠা তু বিদ্যেয়া বিধন্তিঃ সপ্তমে পদে ইতি তদ্বাৰ্ঘ্যত্বসংস্কারার্থমিত্যবিরোধঃ ॥ ১৫২ ॥ কুঃ ।”

“অনৃত্যবতুকালে চ মন্ত্রসংস্কারকৃত্যপতিঃ ।” ইত্যাদি । ১৫৩ ॥

টীকা—“মন্ত্রসংস্কারো বিবাহঃ তৎকর্তা ভর্তা ।” ইত্যাদি । ১৫৩ ॥ কুঃ ।

ভাষ্য— । “মন্ত্রসংস্কারো বিবাহবিধিস্ততঃ কৰ্ত্তা মন্ত্রসংস্কারকৃৎ ।

ইত্যাদি ॥ ১৫৩ ॥ মেধাতিথি ।

সম্পর্ক উৎপন্ন হইলে স্বদারনিরত হইয়া উক্ত উভয়বিধ অর্থাৎ সর্বণে অসবর্ণে উৎপন্ন ভাষ্যাতে অমাবস্তাদিপর্ককালবর্জনকরত প্রত্যেক ঋতুকালে অবশ্য এবং পত্নীর প্রীতিবিধানার্থ অল্প-সময়েও গমন করিবে ।

পূর্বোক্ত ৪৩৪৪ শ্লোকের অর্থের সহিত যোগ করিয়া আমরা ভগবান মনুর এই ৪৫ শ্লোকের অর্থ করিলাম । স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, সর্বণে অসবর্ণে উৎপন্ন ভাষ্যাকে উপলক্ষ করিয়াই তিনি “স্বদারনিরতঃ” ও “এনাঃ” পদ বচনে প্রয়োগ করিয়াছেন । এ বচনের ভাষা আর টীকাতেও তাহাই প্রকাশ পাইতেছে, এবং অনুসন্ধান করিলে প্রকাশ পায় যে, এই বিধি কেবল মনুরই নহে, তৎপরবর্ত্তী সমুদয় শাস্ত্রকারেরই এই মত । তৎপরবর্ত্তী সমস্ত শাস্ত্রেই এই বিধি ও ইতিহাস রহিয়াছে (৩১) । অপিচ কেবল মনুসংহিতার ৩অধ্যায়ের ১৩শ্লোকেই বে ব্রাহ্মণাদির অনুলোমবিবাহিতা (অসবর্ণে উৎপন্ন) জীদিগকে ভাষ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে তাহাও নহে, প্রাচীন বহু শাস্ত্রেই ইহা দিগকে ভাষ্যা বলিয়া উক্ত হওয়াতে (৩২) বুঝিতে পারা যায়, প্রাচীনকালে অনুলোম (অসবর্ণ) বিবাহে বিবাহের অঙ্গীভূত সমুদয় সংস্কারই চইত ; এবং তাঁহারা (অনুলোমবিবাহিতা জীগণ) প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণাদির সম্পূর্ণ বিধি-সম্বৃত্তা পত্নী ছিলেন । যাহারা শাস্ত্রবিধিবিহিতা পত্নী, তাঁহারা অসবর্ণে উৎপন্ন হইলেও যখন বিবাহসংস্কার দ্বারা পত্নী (ভাষ্যা) হইতেন, তখন সেই হেতুতে তাঁহারা যে পতির স্বজাতিও হইতেন তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়, কারণ

(৩১) “কৃত্বা গান্ধাণি কৰ্ম্মাণি স্বভাষ্যাপোষণেনরঃ ।

ঋতুকালভিগামী স্ত্রাৎ প্রাপ্নোতি পরমাং গতিং ॥ ৯৬ ॥” সম্বর্ত্তসং ।

“ঋতুমতীভ্য যো ভাষ্যাং সন্নিধৌ নোপসপতি ।

অবাপ্নোতি সমন্দান্না ক্রণহতান্নভারতৌ ॥” রঘুনন্দন ভট্ট শ্রুত,

সংস্কারতত্ত্বশ্রুত গোভিল বচন ।

৪অ, ১৪শ্লোক, পরাশরসং ।

(৩২) “অথ ব্রাহ্মণস্ত বর্ণানুক্রমেণ চতস্রে ভাষ্যা ভবন্তি । ১ ।” ২৪অ, বিষ্ণুসং ।

“নানাবর্ণস্য ভাষ্যাস্থ সর্বণা সহচারিণী ।” ইত্যাদি । ২অ, ব্যাসসং ।

ঐতীকাধৃত বাজবল্ক্য, শব্দ্য, মহাভারত বচন এবং ২২টীকাধৃত নাবদসংহিতা বচন,

৩৫টীকা দেখ ।

বিবাহসংস্কার দ্বারা পত্নীত্ব জন্মিব্যাপ্ত পূর্বে স্বজাতিত্বের (স্বশ্রেণীত্বের) উদ্ভব না হইলে পত্নীত্ব-ভাষ্য্যাস হইত কিপ্রকারে ? অতএব প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণদিগের ক্ষত্রিয়কত্তা বৈশ্বকত্তাদি পত্নীগণ যে বিবাহসংস্কার দ্বারা তাঁহাদের পতির প্রতি স্বজাতি হইতেন তৎসময়ে আর অধিক প্রমাণ প্রদর্শনকরা অনাবশ্যক । তবে বর্তমান সমাজের প্রবোধার্থেই আরও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা উহা প্রমাণীকৃত হইতেছে ।

“আম্বারে স্বত্বিতস্ত্রে চ লোকাচারে চ সর্বথা ।

শরীরার্দ্ধঃ স্বতা জায়া পুণ্যাপুণ্যফলে সমা ॥” (৩৩)

অষ্টকুলচঞ্জিকাধৃত বৃহস্পতিসং ।

পরবর্তী ৩৫টীকাধৃত ব্যাসসং ২অ, ১৩। ১৪ শ্লোক দেখ ।

বেদ স্বতি তন্ত্র ও লোকাচারে জায়া সর্বথা পতির শরীরার্দ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং একমাত্র জায়াই স্বীয় পতির পাপ ও পুণ্যফল তুল্যাংশে ভোগ করিয়া থাকেন ।

যিনি শরীরার্দ্ধ তিনি যে স্বজাতি তাহা বলা বাহুল্য । এ বিষয়টি পূর্ব পূর্ব যুগের মনুষ্যদিগকে বুঝাইবার জন্য আর অধিক শাস্ত্রীয় প্রমাণের প্রয়োজন হইত না সত্য, কিন্তু এ যুগের মনুষ্যদিগের লক্ষণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এবিষয়ে আমাদের প্রমাণ দিতে হইতেছে ।

“বিবাহে চৈব নিবৃত্তে চতুর্থেহচনি রাত্রিষু ।

একং সা গতা তর্জুর্গোত্রে পিণ্ডে চ সূতকে ॥ ১ ॥

স্বগোত্রাৎ ব্রহ্মতে নারী বিবাহাৎ সপ্তমে পদে ।

পতিগোত্রেণ কর্তব্য তস্তা পিণ্ডোদকক্রিয়া ॥ ২ ॥”

উদাহৃতস্বধৃত লঘুহারীত ।

লিখিতসংহিতা বচন । বিদ্যাসাগরধৃত ।

বিবাহসংস্কার সুসম্পন্ন হইলে চতুর্থ রাত্রিতে পত্নী গোত্র-পিণ্ড-ও-অশৌচাদি

(৩৩) এই বচন এবং ইহার পরের উক্ত “পাণিগ্রহণিকা মন্ত্রাঃ” ইত্যাদি বচন বঙ্গবাসী প্রেসের ছাপা পুস্তকে নাই । বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিবাহ বিষয়ক পুস্তক ও রঘুনন্দনের “অষ্টাবিংশতি তত্ত্বানি” উদাহ ও সংস্কারতত্ত্ব, “বেদার্থোপনিষদ্ভ্যঃ” ইত্যাদি বৃহস্পতি বচনও উক্ত পুস্তকে নাই । অতএব উক্ত ছাপা পুথিতে এই সকল বচন নিশ্চয়ই পরিত্যক্ত হইয়াছে ।

বিবরে পতির সহিত সম্পূর্ণরূপে একতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিবাহসংস্কারের সমাপ্তিরূপ সপ্তপদীগ্রহণ হইতে নারী পিতৃগোত্র হইতে বিচ্যুত হইয়া পতিগোত্র প্রাপ্ত হয়, সেই হেতু, তাহার আত্মারিক্রিয়া পতিগোত্র উচ্চারণপূর্বক করিবে।

“পাণিগ্রহণিকামত্নাঃ পিতৃগোত্রাপহারকাঃ।

ভর্তৃর্গোত্রোপ নারীণাং দেবং পিতৃদেবং ততঃ ॥”

বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহবিষয়ক পুস্তক ২য় ভাগ ও উদ্ধাহতত্ব, সংশয়নিরসনধৃত বৃহস্পতিনচন।

বিবাহমন্ত্রসকল নারীদিগের পিতৃগোত্রের অপহারক, অতএব বিবাহের পর স্ত্রীদিগের শ্রাদ্ধ ও উদকক্রিয়াদি পতিগোত্র উচ্চারণপূর্বক করিবে (৩৪)।

অসবর্ণ (অনুলোম) বিবাহে যে পূর্ব পূর্ব যুগে পাণিগ্রহণবিষয়ক সমুদয় মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়া পতিত্ব-পত্নীত্ব-ভাবে উদ্ভব হইত, তাহা উপরে বহু শাস্ত্র

(৩৪) “সংস্কৃতায়ান্ত ভার্ঘ্যায়ান্ত সপিতৃকরণান্তিকম্।

পৈতৃকং ভজতে গোত্রম্ভক্ত পতিপৈতৃকং ॥”

উদ্ধাহতত্ব ও বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিবাহ

পুস্তকধৃত কাত্যায়ন বচন।

উক্ত কাত্যায়ন বচনাবলম্বনে যদি কেহ বলেন যে বিবাহ দ্বারা স্ত্রীর পতিগোত্র প্রাপ্ত হওয়া প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের সকলের মত নহে, সুতরাং সর্বত্রই ঐ রীতি ছিল, ইহা কি প্রকারে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? এ কথা উত্তর এই যে, বহু ঋষি মতের ও চিরপ্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে একমাত্র কাত্যায়ন ঋষির মত যে প্রাচীন আৰ্যসমাজে স্থানপ্রাপ্ত ও গ্রহণযোগ্য হইয়াছিল তাহা বিশ্বাস করিবারও কোন হেতু দেখা যায় না। গোত্রশব্দের অর্থ বংশ, বিবাহ দ্বারা স্ত্রী স্বামীগোত্র প্রাপ্ত হইলেই তাহার যে বংশে জন্ম, সে বংশের সহিত সম্বন্ধ থাকে না, সে সে-বংশীরা নহে, এমন কথা কোন শাস্ত্রকার বলেন নাই। কাত্যায়নবচনের মূল ভাংপড়া এই যে, বিবাহিতা স্ত্রীতে তাহার যুগ্ম পৰ্ব্বান্ত তাহার পিতৃকুলের সহিত সম্পর্ক থাকে, তৎপরে কেবল পতিকুলের সহিত সম্পর্ক থাকে। তাহা না থাকিলে মাতামহ মাতুল, মাতুলানী প্রভৃতির শ্রাদ্ধ ও ধনাধিকারী সকলেই হন কিপ্রকারে? অতএব কাত্যায়ন বাহ্য বলিয়াছেন তাহা সকলকারই মত। পরবর্তী ৩৫টীকায় দেখা যাইবে, কাত্যায়ন অসবর্ণ-উৎপন্ন স্ত্রীদিগকে ভার্ঘ্যায়ান্ত প্রদান করিয়াছেন।

দ্বারা বিশেষ করিয়া আমরা শুধুকে দেখাইরাছি। তাহার সহিত উক্ত বৃহস্পতি আর লিখিতসংহিতার বচনের অর্থ বোঁগ করিলে স্পষ্টই প্রাচীনকালের এই ইতিহাস পরিব্যক্ত হয় যে, ব্রাহ্মণাদির অনুলোমবিবাহিতা পত্নীগণ বিবাহ-সংস্কার দ্বারা তাঁহাদের পতির জাতি প্রাপ্ত চইতেন। গোত্রে, পিণ্ডে, অশৌচাদিতে স্বামীর সহিত একত্ব জন্মিলে এবং স্বামীর শরীরের অর্দ্ধাংশ হইলেও যদি অসবর্ণে উৎপন্ন রমণীদিগকে তাঁহাদের ব্রাহ্মণাদি স্বামীর জাতি বলিয়া ঐ যুগের হিন্দুসমাজ স্বীকার না করেন, সেই কারণে প্রস্তাবিত বিষয়ে আরও প্রমাণ পর্যালোচনা করা যাউতেছে।

শাস্ত্রালোচনা করিলে দেখা যায় যে, সকল শাস্ত্রেই অসবর্ণে উৎপন্ন পত্নীগণের ধর্ম্মকার্যাদি করিবার স্পষ্ট বিধি রহিয়াছে (৩৫)। সবর্ণে উৎপন্ন পত্নীর

(৩৫) “সবর্ণাশু বহুভার্যাসু বিদ্যমানাসু জ্যেষ্ঠয়া সহ ধর্ম্মকার্যং কুর্য্যাৎ ॥ ১ ॥

মিত্রাশু চ কনিষ্ঠয়াপি সমানবর্ণয়া ॥ ২ ॥ সমানবর্ণয়া অভাবে জনস্তর্যৈবাপি চ ॥ ৩ ॥ নত্বেব দ্বিজঃ শূদ্রয়া ॥ ৪ ॥” ২৬অ, বিকুসংহিতা।

সতামন্ত্যং সবর্ণয়াং ধর্ম্মকার্যং ন কারয়েৎ।

সবর্ণাশু বিবৌ ধর্ম্মে জ্যেষ্ঠয়া ন বিনেতরাঃ ॥ ৮৮ ॥ ১অ, বাজবল্যসং।

নৈকরাপি বিনা কার্যমাধানং ভার্যয়া সহ।

অকৃতং তৎ বিজানীয়াৎ সর্বাধাচারভঙ্গি যৎ ॥ ৫ ॥

বর্ণজ্যেষ্ঠেন বহ্নীভিঃ সবর্ণাভিষ্ঠ জ্ঞাতঃ।

কার্য্যমগ্নিচ্যুতেরাভিঃ সাক্ষীভিমধনং পুনঃ ॥ ৬ ॥

নাত্র শূদ্রোঃ প্রযুক্তো ন ত্রোহেষেবকারিণীম্।

নচৈবাত্রতস্তাং নাস্তপুংসা চ সহ সঙ্গতাসু ॥ ৭ ॥” ৮খণ্ড, কাত্যানসং।

নানাবর্ণাশু ভার্য্যাসু সবর্ণা সহচারিণী।

ধর্ম্মা ধর্ম্মেযু ধর্ম্মিষ্ঠা জ্যেষ্ঠা তন্ত স্বজাতিযু ॥ ১২ ॥ ২অ, ব্যাসসং।

নানাবর্ণে উৎপন্ন বহু ভার্য্যা এক ব্যক্তির থাকিলে, স্বজাতিতে উৎপন্ন ভার্য্যার সহিত এবং স্বজাতি উৎপন্ন বহুভার্য্যা এক ব্যক্তির থাকিলে তদ্ব্যতীত ধর্ম্মজ্যেষ্ঠার সহিত ব্যাস ধর্ম্ম কার্য্য করিতে বলিয়াছেন, ইহাতেই পরিস্ফুট হয় যে সবর্ণে উৎপন্ন ভার্য্যা না থাকিলে অসবর্ণে উৎপন্ন সহিতই ধর্ম্ম করিবে এইটী তাঁহার মত। উপরি উক্ত বচনের পরবর্ত্তী দুইটি বচনে যখন তিনি ভার্য্যাত্রয়েই পতির অর্দ্ধদেহ বলিয়াছেন তখন উক্ত ১২ শ্লোকের আমরা যে অর্থ করিলাম তাহা হইবেই হইবে। ১২ শ্লোকের পরে ব্যাস বলিতেছেন,—

জ্ঞান অসবর্ণে উৎপন্ন পত্নাদিগকেও প্রণাম সন্তানাদি করিবার জ্ঞাত ব্রাহ্মণশিষ্য ও পুত্রদিগের প্রতি উপদেশ আছে (৩৬) । ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের অনুলোম-বিবাহিতা (অসবর্ণে উৎপন্ন) পত্নাগণ প্রাচীনকালে যদি বিবাহসংস্কার দ্বারা পতির জাতি প্রাপ্ত না হইতেন তাহা হইলে ঐরূপ বিধি কখনই প্রাচীন আৰ্য্যশাস্ত্রে উক্ত হইত না । উদ্ধৃত প্রমাণবিষয়ক বচনগুলিতে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের শূদ্রকন্যাপত্নীর সহিত ধর্ম্মকর্ম্মাদি করিতে নিষিদ্ধ হওয়াতে (৩৭)

“পাটতোহয়ং দ্বিজাঃ পূর্বমেকদেহঃ স্বভূত্বা ।

পতরোহর্জেন চার্জেন পত্ন্যোহভূবন্নতি ক্রতিঃ ॥ ১৩ ॥

যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্জো ভবেৎ পূমান্ ।

নার্জং প্রজায়তে সর্বং প্রজায়েতেত্যপি ক্রতিঃ ॥ -৪ ॥” ২অ, ব্যাসসং ।

(৩৬) “গুরুবৎ প্রতিপূজ্যাঃ শ্বাঃ সর্বণা গুরুষোষিতঃ ।

অসবর্ণান্ত সংপূজ্যাঃ প্রত্নাথানাভিবাদনৈঃ ॥ ২১২ ॥” ২অ, মনুসং ।

“গুরুবৎ প্রতিপূজ্যাঃ সর্বণা গুরুষোষিতঃ ।

অসবর্ণান্ত সংপূজ্যাঃ প্রত্নাথানাভিবাদনৈঃ ॥” ১অ, উশনঃ সংহিতা ।

২৬খ, স্বর্গখণ্ড, পদ্মপুরাণ ।

“হীনবর্ণানাং গুরুপত্নীনাং দূরাভিবাদনং ন পাদোপসংস্পর্শনম্ ৫ ।” বিষ্ণুসংহিতার ৩২ অধ্যায়ের এই বচনার্থ কারগ্রাহ্য বোধ হয় উদ্ধৃত মনুবচনের ভাষ্য টীকাতে ভাষ্যদাতাকার ব্রাহ্মণ শিষ্যকে অসবর্ণে উৎপন্ন গুরুপত্নীর পাদসংস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতে নিষেধ করিয়াছেন । যথা, “অসবর্ণান্ত কেবলৈঃ প্রত্নাথানাভিবাদনৈঃ ।” (ভাষ্য) “অসবর্ণান্ত পুনঃ কেবলৈঃ প্রত্নাথানাভিবাদনৈঃ ।” (টীকা) কিন্তু আমরা বলি, বিষ্ণুর পূর্ববর্ত্তী মনুবচনের অর্থে যখন তাহা উপলব্ধ হয় না এবং উশনা ও পদ্মপুরাণ বচনেরও মনুবচনের সহিত তুল্যতা দেখা যায়, তখন বিষ্ণুর সময়ে তিনি ব্রাহ্মণ শিষ্যকে অসবর্ণে উৎপন্ন ব্রাহ্মণভাষ্যাদিগের পাদস্পর্শ করিতে না দিলেও মনু আর উশনা এবং পদ্মপুরাণের সমকালে যে ব্রাহ্মণ শিষ্যগণ উক্ত পত্নীগণের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেন তাহাতে সন্দেহ কি ? বিষ্ণুও পাদস্পর্শব্যতীত প্রণাম করিতে বলায়, দেখা যায় যে, তিনিও উক্ত গুরুপত্নীদিগকে ব্রাহ্মণ শিষ্যের পূজনীয় বলিয়াছেন । ইহাতেও অসবর্ণে উৎপন্ন ব্রাহ্মণপত্নীদিগের ব্রাহ্মণজাতিত্ব প্রকাশ পায় ।

(৩৭) মনুসংহিতার ৩অধ্যায়ের ১৩শ্লোকে শূদ্রকন্যাকেই ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের ভার্য্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে । উক্ত আখ্যায়ের ৪৩।৪৪ শ্লোকে শূদ্রকন্যাবিবাহেও বিবাহমন্ত্র প্রযুক্ত হওয়ার বিধি আছে । ইহাতে প্রকাশ পায় যে, মনুর পূর্বে ও তাঁহার সমকালে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের শূদ্রকন্যাপত্নী বিবাহসংস্কার দ্বারা ব্রাহ্মণাদি জাতি প্রাপ্ত হইতেন, তাহারও

পরিব্যক্ত হয় যে, বিজকস্তাপন্নগণ অনুলোমবিবাহ দ্বারাই নিশ্চয় স্বামীৰ জাতি
প্রাপ্ত হইতেন, সেই জন্যই প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণাদি বিজগণ সৰ্বে উৎপন্ন

তাঁহাদের ধৰ্ম্মপত্নী ছিলেন । ৯৩ অধ্যায়ের ২৩ শ্লোকে যে মন্ত্র শূদ্রকস্তা অক্ষমালাকে বশিষ্ঠের
আর শূদ্রকস্তা সারদীকে মল্লগালের ধৰ্ম্মপত্নী বলিয়াছেন, তাহাতেই তাহা স্পষ্ট প্রকাশ পায় ।
বাজবল্যক্য “বিন্নাষেব বিধিঃ স্মৃতঃ” বলাতে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনিও ব্রাহ্মণ কৃত্রিম
বৈজ্ঞের শূদ্রকস্তাপন্নীকে ধৰ্ম্মপত্নী বলিয়াছেন । তাঁহার সমকালেও শূদ্রকস্তাবিবাহে বিবাহ
সংস্কার হইত । বিষ্ণুসংহিতার ২৪২৬ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণাদির শূদ্রকস্তাভার্য্য উক্ত হইয়াও
তাঁহার সহিত ধৰ্ম্মকার্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে । বাজবল্যক্য ১ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণাদির শূদ্রকস্তা ভার্য্য্য হইয়া
বলিয়াছেন । শূদ্রকস্তা ভার্য্যার সহিত ধৰ্ম্মকার্য্য করিতে বিধি ও নিষেধ দেন নাই, কারণও
দেখান নাই । ব্যাসসংহিতার কটিং বিজগণের শূদ্রা-বিবাহের বিধি আছে । শম্ভুসংহিতার শূদ্রা
বিবাহের বিধি নাই । গোতমসংহিতার ব্রাহ্মণাদির শূদ্রকস্তা ভার্য্য্য উক্ত হইয়াছে । বশিষ্ঠ
সংহিতার মন্ত্রবশিত শূদ্রাবিবাহ উক্ত রহিয়াছে । মহাভারত অনুশাশনপক্ষেও ব্রাহ্মণাদির
শূদ্রকস্তা ভার্য্য্য থাকা প্রকাশ পায় । মন্ত্রসংহিতা সত্যযুগের ও মহাভারত কলিযুগের প্রথমের
রচিত শাস্ত্র । অতএব নির্ণীত হইতেছে যে, সত্য হইতে কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণাদি
বিজগণ শূদ্রকস্তাদিগকে বিবাহ করিতেন । তবে কেহ কেহ নিষেধ করিয়াছেন ও শূদ্রা-
বিবাহের নিষাধ করিয়াছেন এবং উহাকে অধম বিবাহ বলিয়াছেন, তাহা দ্বারা বুঝিতে হইবে
যে শূদ্রকস্তা মুল্লরী ও সচ্চরিত্রা হইলে সে স্থলে আর কোন আপত্তি হইত না । “স্ত্রীরত্নং
ছন্দ্রলোদপি” বাক্যের সে স্থলে সকলেই অনুসরণ করিতেন । এই কলিযুগের প্রথমে ধীবরকস্তা
সত্যবতী রাজর্ষি শান্তমুর ; স্নেহকস্তা শুকী ব্যাসদেবের ধৰ্ম্মপত্নী (শুকদেবের জননী)
ছিলেন ।

“নাদ্যাচ্ছূদ্রস্ত পকান্নং বিধানশ্রাদ্ধিনো বিদ্বঃ ।

আদদীতামমেবান্নাদিবৃন্তাবেকরাজিকম্ ॥” ২২৩ ॥ ৪৯, মনুসং ।

ভাষ্য টীকা দেখ ।

এই বচন দ্বারা প্রকাশ পায় যে, শূদ্র হই একাদ, এক শ্রাদ্ধাদিপঞ্চযজ্ঞসম্পন্ন, দ্বিতীয়
শ্রাদ্ধাদিপঞ্চযজ্ঞবিহীন । অতএব যত আপত্তি তৎসমস্তই আচারগুণবিহীন শূদ্রসম্বন্ধেই
বুঝিতে হইবে । প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণাদি বিজগণ সৎ শূদ্রের পাককরা অন্নাদি আহার
করিতেন (পরবর্ত্তী ৩৮ টীকা দেখ) এবং সৎ শূদ্রগণই তাঁহাদের পাচক ছিল । এ অবস্থায়
তাঁহাদের কস্তাগণ যে বিবাহমন্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণাদি জাতি প্রাপ্ত হইতেন তাহাতে বুদ্ধিমানেরা
সন্দেহ করিতে পারেন না । সৎ শূদ্র কস্তার কথা দূরে যাউক, স্বরূপা সচ্চরিত্রা হইলে তৎ-
কালে যে কটিং কটিং অসৎ শূদ্রলোৎপন্ন কস্তাদিগকেও আৰ্য্যেরা বিবাহ করিতেন এবং
তাঁহারা তাঁহাদের সজাতি হইতেন তাহা উপরেই আমরা দেখাইয়াছি ।

পত্নীগণের অভাবে অসবর্ণে উৎপন্ন বিজগৎপত্নীগণের সহিত ধর্মকাৰ্য্য করিতেন। যদি বল, অসবর্ণে উৎপন্ন জীবিবাহসংস্কার দ্বারা যদি পতির জাতি হইতেন, তবে তাঁহাদিগকে অসবর্ণা পত্নী বলিয়া উক্ত হইরাছে কেন? ইহার উত্তর এই যে, উহা বলিবার সুবিধার জন্য, এবং অসবর্ণে ঐসমস্ত পত্নীর জন্য জ্ঞাত তাঁহাদের পরিচয়ার্থ ও সবর্ণে অসবর্ণে উৎপন্ন পত্নীগণের অধিকারনির্ণয় ও সবর্ণে উৎপন্নর একটু সম্মানবৃদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাদিগকে ঐ প্রকারে চিহ্নিত করা হইরাছে, ইহার মধ্যে আর কোন কথা নাই। বিবাহসংস্কার দ্বারা উক্ত ভাষ্যাগণ স্বামীর জাতি হইলেও তাঁহাদিগের উৎপত্তি যে অসবর্ণে (ভিন্ন শ্রেণীতে) তাহাত মিথ্যা নহে? যেমন বর্তমান যুগের কুলীন ব্রাহ্মণগণ, কুলীন কন্যা, শ্রোত্রিয়কন্যাকে (উভয়কে) বিবাহ করিলে তাঁহারা উভয়েই স্বামীর গোত্র কুল প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাঁহাদের পরিচয়ার্থে তথাপি তাঁহাদিগকে কুলীন-কন্যা, শ্রোত্রিয়কন্যা ও তাঁহাদের সম্বানদিগকে কুলোনের দোহিত্র, শ্রোত্রিয়ের দোহিত্র বলিয়া কথিত হয়, তেমন প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণাদি বিজগণের মধ্যে সবর্ণে অসবর্ণে বিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকার ঐসকল বিবাহিতা স্ত্রীদিগের পরিচয়ার্থে সবর্ণা অসবর্ণা ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা, ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা ইত্যাদি শব্দ দ্বারা উক্ত ভাষ্যাগণকে চিহ্নিত করা হইত। পুনরায় যদি বল, অসবর্ণে জাত স্ত্রীগণ যদি বিবাহ দ্বারা পূর্ব পুরু যুগে পাতক স্বজাতি হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা সবর্ণে উৎপন্ন ভাষ্যা সম্বন্ধে পাতক সহ ধর্মকাৰ্য্য করিতে পারিতেন না কেন? উত্তর, উচ্চারণোক্তবা বলিয়া উহার দ্বারা উক্ত ভাষ্যার একটু বেশি সম্মানরক্ষা করা হইত, তাহা পূর্বে অনেকবার আমরা বলিয়াছি, এখানে এই মাত্র বলি যে, যেমন গোষ্ঠপ্রভৃ সঙ্ঘে কনিষ্ঠপুত্রের পিতৃ-মাতৃকাষ্যে অধিকার শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই, তেমন উহাও। এদণ্ড বিধান অনেক স্থলেই আছে, ইহাতে দোষস্পর্শ হইলে অনেকের অপেক্ষেই দোষস্পর্শ হয়।

“স তু যদন্তজাতীয়ঃ পাততঃ ক্রীষ এন চ।

বিকল্পস্থঃ সগোত্রোঢ়ো দাণো দীর্ঘাময়োহপিবা।

উঢ়াপি দেয়া সানাতৈশ্চ মহাভরণভূষণা ॥”

বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিবাহবিষয়ক পুস্তকম্বুত,

কাভ্যায়ন বটন।

এই বচনে “অন্যজাতীয়ঃ” পক্ষ দেখিয়া কেহ বলিতে পারেন যে, প্রাচীন কালে অমূল্য বিবাহও প্রাচীন সকল শাস্ত্রকারদিগের অতিশ্রেষ্ঠ নহে, তাহা না হইলে মহর্ষি কাত্যায়ন অন্যজাতীয় পুরুষের সহিত বিবাহিতা কন্যাকে পুনরায় বিবাহ দিতে বলিবেন কেন ? এ আপত্তি স্তনিত অখণ্ডনীয় বটে, কিন্তু নিম্নলিখিত হেতুতে উপরি উক্ত বচনের “অন্যজাতীয়ঃ” পদের অন্য শব্দের প্রাতি আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ হইতেছে। মহর্ষি কাত্যায়ন বলিতেছেন,

“বর্ণৈক্যেষ্ঠান বহুবীতিঃ সৰ্ণাভিচ্ছ জ্ঞাতঃ ।

কার্য্যমগ্নচূতেরাভিঃ স্বাধ্বাভির্মধনং পুনঃ ॥ ৬ ॥

নাত্ম শূদ্রীং প্রযুক্তীত ন দ্রোহদেবকারিণীম্ ।

ন চৈবাত্তত্বাং নানাপুংসা চ সহ সঙ্গতাম্ ॥ ৭ ॥

৮৭৩, কাত্যায়ন সংহিতা ।

“ব্রাহ্মণের সৰ্ণা অসবর্ণা বহু পত্নী থাকিলে, বর্ণজ্যেষ্ঠতাপ্রযুক্ত সৰ্ণা সাম্বী পত্নীগণই অগ্নিনিঃসরণ উদ্দেশে মছন করিবে। । তদভাবে দ্বিজাতি জাতীয়া অসবর্ণা যে কোন পত্নীও বিশেষরূপে অগ্নিমছন করিতে পারিবেন। শূদ্রজাতীয়া পত্নীকে এবিষয়ে নিরোগ করিবে না ; অগ্র পত্নীও যদি দ্রোহকারিণী দেবকারিণী, অত্রতচারিণী বা পরপুরুষসঙ্গতা হয় তাহা হইলে তাহাকেও এ কার্য্যে নিরোগ করিবে না।” ভট্টপন্নানিবাসী শ্রীযুক্ত গঙ্গানন্দ,

তর্করত্ন কর্তৃক অনুবাদ ।

এই বচনে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, অসবর্ণ (অমূল্য) বিবাহে তাঁহার অমত ছিল না, উহা তাঁহারও বিধি। যখন অসবর্ণে উৎপন্ন পত্নীদিগকে কাত্যায়ন ধর্ম্মকার্য্য করিতে বিধি দিয়াছেন, তখন উপরি উক্ত “অগ্রজাতীয়ঃ” পাঠকে বিকৃত না বলিলেই চলিতেছে না। তাহা না বলিলে ও উহার অর্থ অগ্র জাতিমাত্র করিলে কাত্যায়নবচনের সহিতই কাত্যায়নের বচনের বিরোধ হয়। অতএব বুঝিতে হইবে, উক্ত বচনের “স তু যদন্ত্যাজাতীয়ঃ” স্থলে অমূল্য বিবাহের প্রাতি ঘেবশতই হউক, আর লিপিকরদিগের ভ্রমবশতই হউক, “অন্ত্য” অগ্র হইয়াছে। অন্ত্যশব্দে চণ্ডালাদিকে বুঝিতে হইবে।

প্রাচীন শাস্ত্রের আলোচনা করিলে এই ইতিহাস পরিষ্কৃত হয় যে, সত্যযুগ হইতে এই কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের মধ্যে এই

পুণ্যকাল ব্যাপিরা ভোজ্যাত্নতা (পরম্পরের পাককরা অন্নাদি পুষ্কায়ের
আহার করিবার প্রথা) প্রচলিত ছিল ও অসবর্ণে উৎপন্ন কৃত্তাদিগকেও
আর্থেরা বিবাহ করিতেন (৩৮) সুতরাং আর্ষাশাস্ত্রোক্ত (সত্যযুগ হইতে কলি-
যুগ পর্যন্তের আর্ষাদিগের) বর্ণ বা জাতির অর্থ, বর্তমান যুগের তিন্মুগের বর্ণ
বা জাতির যে অর্থ সে অর্থ ছিল না । যখন বর্তমান ভেদভাব আর্ষাজ্ঞাতিভেদে
ছিল না, তখন তাহাকে তাহা বলিবার কোন উপায় নাট । যখন সত্যযুগ চটতে

(৩৮) “শুক্রো দাসগোপালকুলমিত্রাঙ্গীসীরিণঃ ।

ভোজ্যান্না নাপিতশ্চৈব যশ্চাজ্ঞানং নিবেদয়েৎ ॥ ১৬৮ ॥”

১অ, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ।

“আঙ্গিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালদাসনাগিতৌ ।

এতে শুক্রো ভোজ্যান্না যশ্চাজ্ঞানং নিবেদয়েৎ ॥” ৪অ, মনুসং ।

“দাসনাপিতগোপালকুলমিত্রাঙ্গীসীরিণঃ ।

এতে শুক্রো ভোজ্যান্না যশ্চাজ্ঞানং নিবেদয়েৎ ॥ ২০ ॥”

২১২২ শ্লোক দেখ । ১১অ, পরাশরসং ।

“জিহ্ব বর্ণেষু কর্তব্যঃ পাকান্তাজনমেব চ ।

শুক্রবামতিপন্নানাং শূদ্রাণাম্ বিশেষতঃ ॥” রঘুনন্দনস্মার্তকৃত ত্রিষিক্তক

পুত বৈদ্যবল্লি অধ্যায়ের ২৭৭৩ টীকাযুক্ত প্রমাণ দেখ ।

“শূদ্রৈব আর্ষা শত্রুস্ত স্য চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে ।

তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যাত্তা চ চাপ্রকল্পনঃ ॥” ১৩ ॥ ৩অ, মনুসং ।

এই অধ্যায়ের মেটীকাযুক্ত বচনাবলী দেখ ।

“অথ দ্বিকোত্তমাদ্রুজাতঃ সর্বর্ণাঃ স্নমমুদ্বাহেৎ ।

কলে মতি সন্ততাঃ লক্ষণৈশ্চ সমন্বিতাম ॥ সম্বর্ত্তমসিদ্ধি ।

সম্বর্ত্তসংহিতার এই বচন অবলম্বন করিয়া কেহ বলিতে পারেন, পাচীনকালে অসবর্ণবিবাহ
সকল শাস্ত্রকারের অভিপ্রেত ছিল না । সেই জন্য আমরা উক্ত বচন অবলম্বন করত বলিতেছি
সম্বর্ত্ত কোন স্থানে অসবর্ণ বিবাহ করিতে নিষেধ করেন নাট । এ অবস্থায় লক্ষ্য বসিতে পারা
যায়, সম্বর্ত্ত উহার বিরোধী ছিলেন না । বরং “সবর্ণাঃ” আর “কলে মতি সন্ততাঃ” বাক্য
দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, সম্বর্ত্ত সর্বর্ণ অসবর্ণ কৃত্তাকেই বিবাহ কবিত্তে বলিয়াছেন । শেষোক্ত
বাক্য দ্বারা তিনি ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-কৃত্তাদিগকে গ্রহণ করিয়া যে বিবাহবিষয়ে সকল শাস্ত্রকারদিগের
সহিত একমত হইয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই ।

কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত শূদ্রেবাই আৰ্য্যদিগের পাচক ছিলেন, (৫৯) তখন প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতি বা বর্ণের অর্থ এক আর্থের মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেণী, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রশ্রেণী মাত্র, অর্থাৎ বর্তমান যুগের এক-মাত্র ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে যেমন কুলীন, শ্রোত্রিয়, কাপ ও বংশজ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী । এষ্ট সকল প্রমাণাবলম্বন করত বলিতে হইল যে, বর্তমান যুগের ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ জাতি বা বর্ণ শব্দের যে অর্থ কবেন, যে প্রকার অন্ন-জল-ও বিবাহাদিসম্বন্ধবিবর্জিত-ভাষাবিশিষ্ট ভেদের সৃষ্টি করিয়াছেন, আৰ্য্যদিগের সময়ে ভ্রাতৃ ছিল না (৪০) । এমতাবস্থায় তৎকালের ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা বা শূদ্রকন্যা বিবাহসংস্কার দ্বারা যে ব্রাহ্মণাদি স্বামীব জাতি প্রাপ্ত হইতেন তাহাতে আর সংশয় কি ? বাহাদের সহিত ভোজ্যান্নতা ছিল ও বিবাহসম্বন্ধ

(৩৯) "তেনাদ্রিপরশরভাষ্যোবাদিত্যপুরাণম্ । দীর্ঘকালং ... । ইত্যাদি । শূদ্রেব দাসখোপালকুলমিত্রাজ্ঞসৌরিণাম্ । ভোজ্যান্নতা গৃহস্থস্ত্রীর্থসেবাতিদূষতঃ । ব্রাহ্মণাণিবু শূদ্রস্ত পক্ষতাদিক্রিমাপি চ । ... । এতানি লোকগুণ্যর্থং কলেরার্শৌ মহাজাতিঃ । নিবর্তিতানি কৰ্ম্মাণি ব্যবস্থাপূৰ্ব্বকং বুদ্ধৈঃ ।" ইত্যাদি ।

রঘুনন্দনস্মার্তকৃত, উদ্বাহতত্বং বচন ।

(৪০) মনুষ্যের কৃত জাতিভেদ বৃদ্ধিম, উহা ঈশ্বরের সৃজিত নহে কারণ মনুষ্যেবা সকলেই আকৃতিতে ও ইন্দ্রিয়াদিতে এক । গোতে, অশ্বতে, মনুষ্যেতে, পক্ষীতে যে জাতিভেদ মনুষ্যের ভিত্তবে সেপ্রকার জাতিভেদের কেহ সৃষ্টি কবিতে পারেন না । তবে ভিন্ন আচারের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দল বাধিতে পাবেন মাত্র । বর্তমান জাতিভেদের অর্থ কি ? না কতকগুলিন লোক একপ্রকার আচার ধর্ম অবলম্বন করিয়া থাকেন । মনুষ্যের মধ্যে সর্ব্ব অসর্ব্ব হইতে পারে না, কাবণ সকলেই মানুষ । কোন মানুষ মানুষ, কোন কোন মানুষ গো বা অশ্ব হইলে তাহা হইতে পারিত ।

প্রাচীন শাস্ত্রদ্বারা প্রাচীনকালের আৰ্য্যদিগের মধ্যে যে সকল বীতি থাকা সাব্যস্ত হইল, তাহাতে তৎকালে উহাদিগের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না বলিলেও মিথ্যাকথা বলা হয় না । যে স্থলে সকলের সঙ্কিত সকলের বিবাহসম্বন্ধ হয়, সকলেই সকলের পাককরা অন্নাদি আহার করেন, সেখানে জাতিভেদ আছে একথা কেহ বলিতে পাবেন না, তাহা বলিলে বর্তমান যুগের কানীন, শ্রোত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বংশজ, সিদ্ধ, সাধ্য প্রভৃতিকেও ভিন্ন জাতি বলিতেই হইবে । অতএব বুঝা যাইতেছে যে বর্তমান হিন্দু জাতিভেদ আখ্য জাতিভেদ নহে । উদ্বাহ সৃষ্টি এ কলিযুগে হইয়াছে । *

হইত তাহাদের কন্তা যদি বিবাহসংস্কার দ্বারা স্বামী জাতি (শ্রেণী) প্রাপ্ত না হইতেন, তাহা হইলে বর্তমান যুগের কুলীন ব্রাহ্মণ যে শ্রোত্রিয়, কষ্ট শ্রোত্রিয়ের কন্তাদিগকে বিবাহ করেন তাহারা বিবাহসংস্কার দ্বারা পতির শ্রেণী গোত্রাদি প্রাপ্ত হন কি প্রকারে ? প্রাচীনকালের আৰ্য্যজাতির যে অর্থ আমরা করিলাম, তাহাতে তাহারও অর্থ যখন ঐ প্রকার শ্রেণীবিশেষ, তখন এখানে আমরা আৰ্য্যদিগের বিবাহসম্পর্কীয় যে প্রাচীন ইতিহাস প্রচার করিতেছি, তাহাকে অপ্রকৃত বলিবার কোন হেতু দেখা যায় না। যে কুলের কন্তাকে বিবাহকরিবার ও যে কুলের পাককবা অন্নাদি আচারকরিবার রীতি, যে কালে ছিল, সেই কালে সেই কুলের উৎপত্তি বিবাহিতা পত্নীর দূরত্ব আর বিভিন্নতা যে বর্তমান যুগের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর দ্বারা ছিল, তাহা পুনঃ পুনঃ বলা অতিরিক্তমাত্র। আৰ্য্যদিগের মাতৃগর্ভে প্রথম জন্ম ও উপনয়ন সংস্কার দ্বারা দ্বিতীয় জন্ম হইত (৪১), এ অবস্থায় বিবাহসংস্কার দ্বারা তৎকালের উপরি উক্ত অর্থবিশিষ্ট এক জাতির (শ্রেণীর) কন্তা যে অন্য জাতি হইতেন তাহাকে কেহ অবিধি বলিতে পারেন না।

ইতি বৈদ্যাত্মীগোপীচন্দ্র-সেন গুপ্ত-কবিরাজকৃত-বৈদ্যপুরাণবৃত্তে

ব্রাহ্মণাংশে পূর্বখণ্ডে অষ্টমাতা ব্রাহ্মণজাতি

নাম ষষ্ঠাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

(৪১) “যে জন্মনি বিজাতীনাং মাতুঃ শ্রাৎ প্রথমঃ তমোঃ।

দ্বিতীয়ঃ ছন্দসাং মাতুর্গ্রহণাধিবদন্তরোঃ ॥ ২১ ॥” ১অ, ব্যাসসংহিতা।

বৈজ্ঞানিকের অর্থ অধ্যায়ের ৭ ও ১৩টীকা দেখ।

বাজবল্যাসং ১অ, ৩২ব্রো, মহুসং ২অ, ও অন্ত্যন্ত স্মৃতিপুরাণ দেখ।

যেকালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের উপনয়ন দ্বারা পুনরায় জন্ম হইত, সেই কালে সেই ব্রাহ্মণাদির কন্তাগণ যে বিবাহসংস্কার দ্বারা উপরি উক্ত অর্থবিশিষ্ট এক জাতি হইতে অন্য জাতি হইতেন তাহা তাহারা অবিধাস করিবেন তাহাদের নিকটে কেবল আমরাই একথা বলিতেছি না, মহুগও বলিয়াছেন,

“বৈবাহিকো বিধিঃ ক্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।

পতিসেবা গুরো বাসো গৃহার্থোহগ্নিপারিক্রিয়া ॥ ৬৭ ॥” ২অ, মহুসং।

সপ্তমাধ্যায় ।

অষ্টমার্ভা ব্রাহ্মণের অনিন্দিতা পত্নী ।

বিদ্যাসাগর মহাশয় তৃতীয় বহুবিবাহনামক পুস্তকে ব্রাহ্মণাদির অসবর্ণে উৎপন্ন বিবাহিতা পত্নীদিগকে (অমূলোমবিবাহিতাদিগকে) কাম্যবিবাহিতাপত্নী, অথবা ভাৰ্ঘ্যা ইত্যাদি বলিয়াছেন । মনুসংহিতার বিবাহবিধিকে তিনি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বিধিতে ভেদ করিয়াছেন । মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৪ শ্লোকের বিধিকে প্রথম, ৫ অধ্যায়ের ১৬৮ শ্লোকের বিধিকে দ্বিতীয়, ৯ অধ্যায়ের ৮০।৮১ শ্লোকোক্ত বিধিকে তৃতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়ের ১২।১৩ শ্লোকোক্ত বিধিকে বিবাহের চতুর্থ বিধি বলিয়াছেন (১) । হুংখের বিষয় এই যে, তাঁহার উক্ত মনুসংহিতার শ্লোকাবলিতে কিংবা মনুসংহিতার অন্যত্র অথবা আর

জ্ঞাদিগের বিবাহসংস্কারই যখন উপনয়নসংস্কার, উক্ত মনুসংহিতায় স্পষ্ট প্রকাশ, তখন আৰ্য্যপুরুষদিগের উপনয়নসংস্কাররূপ বিজ্ঞত্বজ্ঞের দ্বারা বিবাহসংস্কার দ্বারা আৰ্য্যনারীদেরও যে তরুণ আর একটি জন্ম তইত, ইহা যে আৰ্য্যের বস্তুতঃ সম্পূর্ণ বিবাহ করিতেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় ।

(১) মনু কহিয়াছেন,—

“স্করণামৃতঃ স্নাত্বা সমায়ত্তো বধাবিধি ।

উষহেতু যিজোভাৰ্ঘ্যঃ সৰ্ব্ণাং লক্ষণান্নিতাম্ ॥ ৩৪ ॥

বিবাহের এই প্রথম বিধি । ইত্যাদি ।

“ভাৰ্ঘ্যায়ৈ পূৰ্ব্বস্মারিণ্যৈ দক্ষাগ্নীনস্ত্যকর্ষণি ।

পুনর্দগ্নিক্রিয়াং কুৰ্ঘ্যাৎ পুনরাধান মেব চ ॥ ৫।২৬৮ ॥

... ..

বিবাহের এই দ্বিতীয় বিধি । ইত্যাদি ।

মন্ত্ৰপাঠসামুদ্রস্তা চ প্রতিকূলা চ বা ভবেৎ ।

ব্যাহিতা বাধিবেত্তব্য হিংস্রাৎখরী চ সৰ্বদা ॥ ৯।৮০।

বক্ষ্যষ্টমেহধিবেদ্যাকে বশমে তু মৃতপ্রজা ।

একাদশে জীবননী সন্ধ্যাস্তপ্রিয়বাদিনী ॥ ৯।৮১। (৫)

বিবাহের এই তৃতীয় বিধি । ইত্যাদি ।

কোন স্মৃতিপুরাণাদিতে বিবাহ ঐক্লপে চারি ভাগে বিভক্ত বলিয়া উক্ত হয় নাই। মহর্ষি মনু তাঁহার সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে বিবাহের প্রথম বিধি প্রদান করিয়া উক্ত অধ্যায়ের ১২।১৩ শ্লোকে বিবাহের দ্বিতীয় বিধি না বলিয়া পঞ্চমাধ্যায়ে বিবাহের দ্বিতীয় ও ৯ অধ্যায়ে তৃতীয় বিধি প্রদান করিয়াছেন, ইহাও নিতান্তই অসম্ভব কথা। পঞ্চম অধ্যায়ে দ্বিতীয়, নবম অধ্যায়ে তৃতীয় বিধি দিয়া তৎপরে আবার তৃতীয় অধ্যায়ে (প্রথম বিধির পরে) বিবাহের চতুর্থ বিধি দেওয়া কখনই সম্ভব হয় না। ৩ অধ্যায়ের ৪ শ্লোকে প্রথম ও ১২।১৩ শ্লোকে দ্বিতীয় বিধি না দিয়া চতুর্থ বিধি দিলে, তৃতীয় তৃতীয় বিধির পূর্বেই চতুর্থ বিধি দেওয়া হয়, ইহা যে বিধিপ্রণয়নের নিয়ম নহে তাহা বলা বাহুল্য। সুতরাং বলিতে হইল যে, বিবাহকে যে তিনি ঐ প্রকার চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের কৃত নহে, তাঁহার স্বকৃত (২)। উপার উক্ত কাল্লত মতকে আশ্রয় করিয়া বদ্যাসাগর মহাশয় বিবাহকে নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য এই ত্রিবিধ প্রকারে ভাগ করিয়াছেন। কিন্তু বিবাহ যে উক্ত ত্রিবিধ, তাহার প্রমাণ কোন বেদ, স্মৃতি অথবা পুরাণ হইতে দিতে পারেন নাই। তৎসম্বন্ধে কেবল পরাশরসংহিতার ভাষ্যকার মাধবাচার্য্য ও মিতাক্ষরা-

সর্বগাথ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ষণি।

• কামতস্ত প্রবৃত্তানামিমাঃ স্ত্যঃ ক্রমশোহবরাঃ ॥ ৩।১২ ॥

শূদ্রৈব ভাৰ্য্যা শূদ্রস্ত সাত স্ৱা চ বিশঃ স্মৃতে।

তে চ স্ৱা চৈব রাজশ্চ তাস্চ স্ৱা চাঐজ্ঞম্ননঃ ॥ ৩।১৩। (৭)

... ..

বিবাহের এই চতুর্থ বিধি। ইত্যাদি।

যে সমস্ত বিধি প্রদর্শিত হইল, তদনুসারে বিবাহ ত্রিবিধ—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য। ইঃ

৫।৩।৭ পৃ, বহবিবাহ পুস্তক।

“সর্বগাথ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ষণি।

কামতস্ত প্রবৃত্তানামিমাঃ স্ত্যঃ ক্রমশোহবরাঃ ॥

“অবরাঃ” জঘন্তাঃ (৪)।” বহবিবাহ ২য় পুস্তক, ১৫০ পৃষ্ঠা। ইত্যাদি।

বহবিবাহ পুস্তক পাঠ কর।

(২) যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি প্রাচীন সংহিতা ও পুরাণাদি দেখ, কোথাও বিবাহ ঐক্লপে বিভক্ত উক্ত হয় নাই।

কার বিজ্ঞানেবর, এবং দারভাগকার জীমুতবাহনের মতমাত্র উক্ত করিয়া-
ছেন। যদি কোন প্রাচীন বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদিতে বিবাহ উক্ত ত্রিবিধ
অর্থাৎ নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য বলিয়া উক্ত না হইয়া থাকে, তবে আধুনিক
কোন সংগ্রহকার কিংবা ভাষ্য-টীকাকারের মতকে এই বিষয়ে প্রামাণ্য বলিয়া
স্বীকার করা যাইতে পারে না। স্বভাবের একান্ত বিরুদ্ধ জ্ঞাতভেদ-প্রবৃত্তি-
বশতঃ তাঁহারা যে শাস্ত্রের অন্যায় অর্থ ও আর্ষাশাস্ত্রবহির্ভূত অযথা শাস্ত্রের সৃষ্টি
করিয়া গিয়াছেন, তাহা এই পুস্তকের সর্বত্রই প্রদর্শিত হইতেছে।

মহুসংহিতায় বিতায় অধ্যায়ের শেষ ২৪৯ শ্লোকের ও তৃতীয় অধ্যায়ের
১শ্লোকের অর্থের এবং টীকাভাষ্য (৩) আর একাদশ স্বন্ধ শ্রীমদ্ভাগবতের ৩০.৩১।
৩২.৩৩ শ্লোকের অর্থ-টীকা (৪) এবং বিদ্যাসাগরকৃত বহুবিবাহ পুস্তকের ১১১

(৩) “এবঞ্চরতি যো বিপ্রো ব্রহ্মচর্য্যমবিদুতঃ।

সংগচ্ছতুভুতং স্থানং ন চেহ জায়তে পুনঃ” ২৪৯ ॥ ২অ, মহুসং।

ভাষ্য—“এবমিতি নৈতিকবৃত্তিঃ প্রত্যবশ্যতি। এবং যো ব্রহ্মচর্য্যং চরত্যবিদুতঃ অখলঃ স
প্রাপ্নোতুভুতং স্থানং ধাম পরম্যন্তপ্রাপ্তিলক্ষণম্। ন চেহ জায়তে পুনঃ জায়তে ন
সংসারমাপদ্যতে ব্রহ্মরূপং সম্পদ্যত ইতি। ২৪৯,” মেধাতিথি।

টীকা—“এবঞ্চরতি আসমাগ্ধৈঃ শরীরস্থেত্যেনে যাবজ্জীবনমাচাৰ্য্যতক্রমণা মোক্ষলক্ষণং
ফলমুক্তম্।” ইত্যাদি। কুল্লভট্ট। ২৪৯। ২অ, মহুসং।

বটত্রিশদাদিকং চর্য্যং স্তরো ত্রৈরৈদিকং ব্রতম্।

তদন্ধিকং পাদিকং বা গ্রহণাস্তিকমেব বা ॥ ১ ॥ ৩অ, মহুসং।

ভাষ্য—ত্রিবিধঃ ব্রহ্মচারী পূৰ্ব্বত্র প্রতিপাদিতো নৈতিক উপকূৰ্ণাণশ্চেতি ইঃ। মেধাতিথি।

টীকা—পূৰ্ব্বআসমাগ্ধৈঃ শরীরস্থেত্যেনে নৈতিকব্রহ্মচর্য্যমুক্তম্ আসমাবর্তনাদিত্য-
নেন চোপকূৰ্ণাণস্ত সাবধি ব্রহ্মচর্য্যমুক্তম্ অতন্তত্বেব গার্হস্থ্যাধিকারঃ। ১। কুঃ।

(৪) “এবং বৃহদব্রতধরো ব্রাহ্মণোহগ্নিরিব জলন্।

মন্তস্ততীত্রতপনাং দন্ধকর্থাশয়োহমলঃ” ৩০ ॥

অথানন্তরমাবেক্ষন্ যথা ত্রিজাসিতাগমঃ।

স্তরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা স্নানাদ্গুৰ্ব্বমুদোদিতঃ ॥ ৩১ ॥

গৃহং বনং বা এবিশেৎ প্রব্রজেদ্বা বিজ্যোত্তমঃ।

আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেন্নাত্মা মৎপরশ্চরেৎ ॥ ৩২ ॥”

১৭অ, ১১২, শ্রীমদ্ভাগবত।

পৃষ্ঠাধৃত বামনপুরাণ ও ১৯০ পৃষ্ঠাধৃত বশিষ্ঠসংহিতার বচনের (৫) প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে বিবাহমাজ্জই কাম্য, যেহেতু এই সকল বচনেই স্পষ্টতঃ কামনার কথা আছে । ঐ সমস্ত বচনে যাঁহারা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অর্থাৎ আজীবন বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রতপালন করেন তাঁহাদিগকে নিকাম ও যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যত্যাগকরত বিবাহ করিতেন তাঁহাদিগকে সিকাম বলিয়া স্পষ্ট

টীকা—নিকামনৈষ্ঠিকস্ত তু মোক্ষং ফলমাহ এবমেবেতি । অমলো নিকামশ্চেৎ দক্ষঃ কৰ্ম্মাশয়ো-
হন্তঃকরণং যন্ত স তথাভূতঃ সন্ মন্তস্তো ভবতি ॥ ৩০ ॥

উপকুৰ্ব্বাণস্ত সমাবৰ্ত্তনপ্রকারমাহ অথেতি । অনন্তরং দ্বিতীয়মাশ্রমমাবেক্ষন্-প্রবেষ্টু-
মিচ্ছন্ যথা যথাবদ্বিবেচিততদেবার্হঃ স্নাত্যং অভ্যঙ্গাদিকং কৃৎস্মা সমাবৰ্ত্তেতেত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

ঐধরস্বামী ।

টীকা—তত্ত্বাধিকারানুরূপমাশ্রমবিকল্পসমুচ্চয়াবাহ গৃহমিতি । সিকামশ্চেৎ গৃহম্ অন্তঃকরণ-
শুদ্ধ্যা নিকামশ্চেৎ বনং প্রবেশেৎ ॥ ইঃ ॥ ৩২ ॥ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ।

নৈষ্ঠিকস্ত নৈক্ষত্র্যপ্রকারমাহ এবমিতি । ৩০ । উপকুৰ্ব্বাণস্ত সমাবৰ্ত্তনপ্রকারমাহ অথেতি ।
অবেক্ষন্ গৃহাশ্রমং প্রবেষ্টুমিচ্ছন্ ॥ ইঃ ॥ ৩১ ॥ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ।

টীকা—এবং বৃহদ্বিতী । মন্তস্তশ্চেত্তেন মন্তস্তেনৈব তীত্রেণ সত্য তপসা স্বধৰ্ম্মেণামলঃ শুদ্ধান্তঃ-
করণো ভবতি । দক্ষকৰ্ম্মাশয়ো মুক্তস্ত ভবতীত্যর্থঃ । ৩০।৩১ । সমুচ্চয়ং বস্তুং পক্ষান্তর-
মাহ আশ্রমাদিতি । ইঃ ॥ ৩২ ॥ ক্রমসম্পর্ভ ।

টীকা—“তস্ত ব্রহ্মচারিণঃ অধিকারশ্চিত্তশুদ্ধ্যশুদ্ধিলক্ষণঃ বিকলোহত্র এবং বা এবং বেতি সমু-
চ্চয়ং বস্তুং যদেতি পক্ষান্তরম্ ।” ইঃ ॥ ৩২ ॥ দীপিকাদীপন ।

(৫) ১। “চত্বার আশ্রমা ব্রহ্মচারিগৃহস্থবানপ্রস্থপরিব্রাজকাঃ ।

তেষাং বেদমধীত্য বেদো বা বেদান্ বা অবশীর্ণো ব্রহ্মচর্য্যো যমিচ্ছেত্তু তমাবিশেৎ ॥ ২১
২২ বশিষ্ঠসং ৭৭ । যে আশ্রমে ইচ্ছা হয় সেই আশ্রম অবলম্বন করিবেক । ঐ গৃষ্ঠাধৃত ।

২ । আচার্য্যেণাভ্যনুজ্ঞাতশ্চতুর্ণামেকমাশ্রমম্ ।

আবিমোক্ষং শরীরস্ত সোহনুতিষ্ঠেদন্যথাবিধি ॥ ২৩ ॥

‘২৩ চতুর্থগর্ত চিন্তামণি পরিশিষ্ট শেখণ্ডধৃত উশনা বচন ।

৩ । গার্হস্থ্যমিচ্ছন্ ভূপাল কুৰ্য্যাদ্দারপরিগ্রহম্ ।

ব্রহ্মচর্য্যেণ বা কালং নয়েৎ সঙ্কল্পপূর্ব্বকম্ ।

বৈখানসো বাধ ভবেৎ পরিব্রাড্ বা যথেষ্টয়া ॥ ২৪ ॥

২৪ চতুর্থগর্ত চিন্তামণি, পরিশেষ খণ্ডধৃত বামনপুরাণ ।

বহুবিবাহ পুস্তকধৃত ।

উক্ত হইয়াছে । এমতাবস্থায় বিবাহমাত্রই যে কাম্য তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতেছে না । উপরে যে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শিত হইল এবং অভিধানে নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য শব্দের যে সকল অর্থ উক্ত আছে, তাহার দ্বারা বিবাহ যে নিত্য তাহা সিদ্ধ হয় না । বিবাহমাত্রই কাম্য ও নৈমিত্তিক বলিয়া শাস্ত্র-কারদিগের মত, ইহা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যায় । মেধাতিথি, স্বামী এবং ভট্ট কুল্লুক যে মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১২ শ্লোকের ভাষ্য, টীকা করিয়াছেন তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথিত নিত্য আর কাম্য বিবাহ উভয়ই নৈমিত্তিক হইয়াছে (৬) ।

“গৃহার্থী সদৃশীং ভার্গ্যামুদ্বহেদজুগুপ্সিতাম্ ।

যবীরসীন্ত বয়সা যাং সৰ্বণামনু ক্রমাং ॥ ৩ - ॥”

টীকা—“সদৃশীং সৰ্বণাং । অজুগুপ্সিতাং কুলতো লক্ষণতৎপন্নিন্দিতাং কাম-

(৬) ভাষ্য—.....সৰ্বণা সমানজাতীয়া সা তাবদগ্রে প্রথমতো অকৃতবিজাতীয়দার-পরিগ্রহস্ত প্রশস্তা । কুতে সৰ্বণা বিবাহে যদি তস্তাং কথঞ্চিৎ শ্রীতিন’ ভবতি কৃতাবগত্যার্থো-ব্যাপারো ন নিষ্পাদ্যতে । তথা কামহেতুকায়ং প্রবৃত্তাইমা বক্ষ্যমাণাঃ সৰ্বণা বরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ শাস্ত্রাস্তু জ্ঞাতব্যাঃ । ইত্যাদি । ১২ । মেঃ ।

টীকা—সৰ্বণাঃ ইতি । ব্রাহ্মণকত্রিঃশ্রীতানাং প্রথমে বিবাহে কর্তব্যে সৰ্বণাঃ শ্রেষ্ঠাঃ ভবতি ।

কামতস্ত পুনর্বিবাহে প্রবৃত্তানামেতা বক্ষ্যমাণাঃ আমুলোমোন শ্রেষ্ঠাঃ ভবেয়ুঃ । ১২ ।

কুল্লুকভট্ট । ৩য়, মনুসংহিতা ।

প্রথমে সৰ্বণাকে বিবাহ করিবে, তাহাতে যদি সন্তানাদি-কামনা-নবৃত্তি না হয়, তবে নিম্নলিখিত মত বিবাহ করিবে । ইহাতেই প্রকাশ পাইল যে, প্রথমে যে সৰ্বণাকে বিবাহ করার বিধি তাহা সন্তানাদি কামনাহেতুই । সুতরাং ভাষ্যকারের কথাতেও বিবাহমাত্রই কাম্য হইতেছে । ভাষ্য টীকাতে ব্যক্ত হয় যে, প্রথমে সৰ্বণাকে বিবাহ করিয়া কামনার নিবৃত্তি না হইলে তৎপরে শূদ্রকস্তা হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিজগণের পক্ষে সৰ্ব্বাপেক্ষা সৰ্বণাকে বিবাহ করাই প্রশস্ত । কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন যে, সৰ্বণে উৎপন্ন পত্নী থাকিতে আর সৰ্বণাকে বিবাহ করিতে পারিবে না । ভাষ্য টীকাকার যে বলিয়াছেন, সৰ্বণাকে প্রথমে বিবাহ না করিয়া অসৰ্বণাকে বিবাহ করিতে পারিবে না, তাহার প্রতিবাদ আমরা যথাযথ্যে করিয়াছি । দুঃখের বিষয় এই যে, সৰ্বণাবিবাহই উক্ত কিন্তু তাহাতে অনিচ্ছাবশতঃ শূদ্রকস্তা হইতে আরম্ভ করিয়া সৰ্বণাই বিবাহবিষয়ে শ্রেষ্ঠা, বচনের এই সরলার্থ ইহারা কেহই করেন নাই ।

তত্ত্ব বামস্ত্রাসুদ্বহেৎ তাং সৰ্বণামনু তস্তানন্তরং তত্রাপি বর্ণক্রমেণোদ্বহেৎ
দিতার্থঃ । তিস্রো বর্ণানুপূৰ্ণেণ য়ে তথৈকা যথাক্রমাৎ । ব্রাহ্মণকৃত্রিয়-
বিশাং ভাৰ্য্যা স্ত্রাৎ শূদ্রজন্মনঃ ইতি স্মৃতে: ১৩৩ । শ্রীধরস্বামী ।

গৃহস্থশ্রমে প্রবেশার্থী ব্যক্তি (অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মচর্য্যাপরিভ্যাগ করিয়া)
দারপরিগ্রহ (বিবাহ) করিতে ইচ্ছা (কামনা) করেন, তিনি রূপগুণ ও
কুলসম্পন্ন বয়ঃকনিষ্ঠা সৰ্বণা অসবর্ণা নারীকে যথাক্রমে বিবাহ করিবেন ।

যথাক্রমে বিবাহ করিবেন ইহার অর্থ এই যে, সৰ্বণা হইতে আরম্ভ করিয়া
সবর্ণা, অসবর্ণার মধ্যে যে মনোনীতা হইবে সেই কন্তাকেই বিবাহ করিবে ।
বিদ্যাসাগর মহাশয় যে প্রবৃত্তির অনুগমন করিয়া মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের
১২ শ্লোকের “কামতত্ত্ব প্রবৃত্তানাম্” ইত্যাদি বচনের অসদর্থ করিয়াছেন, সেই
প্রবৃত্তিবশতঃ স্বামীও উপরি উক্ত বচনের টীকার (বচনের “গৃহস্থা” শব্দের
অর্থে সৰ্বণা অসবর্ণা বিবাহ বিষয়েই কামনার সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও) কেবল
অসবর্ণা স্থলেই “কামতত্ত্ব” বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন । এ প্রবৃত্তি মনু-ভাষ্য-
টীকাকারেরও এককালীন ছিল না, তাহা ভাষ্য-টীকার প্রকাশ পায় না । কি
আশ্চর্য্য ! সমুদয় শাস্ত্রেই গৃহস্থশ্রমকে সকাম বলিয়া উক্ত হইয়াছে । তথাপি
সবর্ণা বিবাহ নিত্য, অসবর্ণা বিবাহ কামা, এই সিদ্ধান্ত এত বড় বড় ব্রাহ্মণ
পণ্ডিতগণ কেন যে করিয়াছেন তাহা আমবা বুঝিতে পারিলাম না । গৃহস্থা-
শ্রম সকাম ইহার অর্থ কি ? না, উহাতে ক্লীকামনা, পুত্রকামনা, ধনকামনা
প্রভৃতি আছে, এরূপ স্থলে মনুবচনের “কামতত্ত্ব” বাক্য যে সৰ্বণা অসবর্ণা বিবাহ
বিষয়েই তাহা জ্ঞায়বান্ ব্যক্তিকে আর বুঝাইতে চয় না ।

“পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভাৰ্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনাত্” আৰ্য্যশাস্ত্র ।

৯অ, মনুসংহিতার ১৩৭।১৩৮ শ্লোক, ১৫অ, বিষ্ণুসংহিতার ৪৩।৪৪ শ্লোক,
রঘুনন্দনকৃত অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানির সংস্কারতত্ত্ব বিবাহপরিপাটী ও উদ্বাহতত্ত্ব
দেখ ।

এই শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা সৰ্বণ বিবাহকেও কামা, নৈমিত্তিক, ধর্ম্ম না বলিয়া
উপায় নাই । বস্তুতঃ বিবাহে যে রতি, সন্তান ও ধর্ম্ম এই তিনটি হেতু বা
কামনাই রহিয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না । বাহা হউক,
মনুসংহিতাপ্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রে বিবাহ অষ্টপ্রকার ব্যতীত কোন স্থলেও

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথিত প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বা চতুর্থ প্রকার উক্ত হয় নাই (৭) । সুতরাং কোন পুরাণকার বা স্মৃতিসংগ্রহকার কিংবা টীকাকারেরা বিবাহকে নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য ইত্যাদিতে বিভক্ত করিয়া থাকিলেও তাহা স্মৃতির অতিরিক্ত, যুক্তি ও স্মৃতিশাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহযোগ্য (৮) ।

মহাসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের বিবাহবিধির ১৪ হইতে ১৯ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণাদির শূদ্রকৃত্য পত্নীর নিন্দা আছে, তাহা আমরা পূর্বাধ্যায়ের বলিয়াছি ; এবং বিষ্ণুসংহিতা প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সম্বন্ধে শূদ্রকৃত্যপত্নীর সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিতেও নিষিদ্ধ হওয়া জানা যায়, (৯) কিন্তু মনু, বিষ্ণু, বাজবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতাতে দ্বিজগণের দ্বিজকৃত্য পত্নীমাত্রের সহিত ধর্ম্মকার্য্য করিবার বিধি ও তাঁহাদিগকে দ্বিজগণের ধর্ম্মপত্নী বলিয়া স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে (১০) । অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় যে অসবর্ণবিবাহমাত্রকেই কাম্য ও রত্যাৰ্থে (ধর্ম্মার্থে নহে) বলিয়াছেন, তাহা একান্তই আক্ষেপের বিষয় ।

(৭) "ব্রাহ্মোদৈবন্তধৈবার্ঘ্যঃ প্রাজাপত্যন্তধান্নয়ঃ ।

গাক্ষর্কো ব্রাহ্মসংশৈব পৈশাচশাষ্টমোহধমঃ ॥ ২১ ॥" ৩অ, মনুসং ।

অস্তান্ত স্মৃতি পুরাণ দেখ ।

(৮) ক্রতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো বত্র দৃশ্যতে ।

তত্র শ্রোতঃ প্রমাণস্ত তয়োদৈর্ঘ্যে স্মৃতির্কররা ॥ ব্যাসসং ।

বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিবাহ বিষয়ক ২য় খণ্ড পুস্তকপৃষ্ঠ ।

বেদার্থোপনিবন্ধে প্রাধাত্যং হি মনোঃ স্মৃতম্ ।

স্বর্ঘ্যবিপরীতা বা সা স্মৃতির্ন'প্রশস্ততে ॥ বিদ্যাসাগরকৃত ঐ পুস্তকপৃষ্ঠ

ও অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি, উদ্ধাহতত্বসংস্কার

তত্ত্বপৃষ্ঠ বৃহস্পতি বচন ।

(৯) ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়রোরাপত্তপি হি তিষ্ঠতোঃ ।

কশ্মিন্শিদিপি দৃষ্টান্তে শূদ্রাভ্যর্থোপদিষ্টতে ॥ ১৪ ॥ ৩অ, মনুসং ।

১৫।১৬।১৭।১৮।১৯ শ্লোক দেখ ।

এই অধ্যায়ের ২৫ টীকা ও শঙ্খসংহিতার ৪ অধ্যায়ের ৯ শ্লোক দেখ ।

দ্বিজস্ত শূদ্রা ভাৰ্য্যা তু ধর্ম্মার্থে ন ভবেৎ কচিৎ ।

রত্যাৰ্থমেব সা তস্ত রাগাক্ত প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ৫।৬।৭ শ্লোক দেখ ।

(১০) ৬ অধ্যায়ের ৩৫ টীকা দেখ ।

মহর্ষি মনু তৃতীয় অধ্যায়ের ১২।১৩ শ্লোকে সর্বণ ও অসর্বণ বিবাহের বিধি দিয়া ১০ অধ্যায়ের ৭ শ্লোকে ব্রাহ্মণ ক্রত্বিয়ের ক্রত্বিয়কত্তা বৈশ্বকত্তা পত্নীতে সন্তানোৎপাদনের বিধিকে সনাতন ও ধর্মবিধি বলিয়াছেন (১১)। যদি ইহারা কাম (অর্থৎ রতার্থ) পত্নী হইতেন, তাহা হইলে ইহাদিগের গর্ভে সন্তানোৎপাদনের বিধিকে মনুসংহিতায় কখনই সনাতন ও ধর্মবিধি বলিয়া উক্ত হইত না, এবং ১০ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকেও মনু ব্রাহ্মণাদির ক্রত্বিয়কত্তা, বৈশ্বকত্তা প্রভৃতি পত্নীর পুত্রদিগকেও ব্রাহ্মণাদি জাতি বলিতেন না (১২)। “পূর্বাণর-বিধে: পরবিধির্বলবান্।” “সামান্তবিশেষ্যোর্কিংশেষবিধির্কলবান্।” শাস্ত্রীয় এই গৌমাংসাবাক্য অবলম্বন করিয়া বলিতে হইবে, মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১২ শ্লোকের “কামতঃ” বাক্যের অর্থ, ধর্মকাম, পুত্রকাম ও রতিকাম, এবং উক্ত পদ সর্বণ অসর্বণ বিবাহকে উপলক্ষ করিয়াই প্রযুক্ত হইয়াছে। যে বিবাহে উক্ত ত্রিবিধ কামনা সিদ্ধ না হয় তাহা করিল সকাম মনুষ্যাগণ কিছুতেই বিবাহ-বিষয়ে পূর্ণকাম হইতে পারেন না। এই জন্যই মহর্ষি মনু, প্রথমে তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে সর্বণবিবাহের বিধি দিয়া উক্ত ত্রিবিধ উদ্দেশ্যসাধনে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে বলিয়া ১২।১৩ শ্লোকে তদ্বিচ্ছুক ব্যক্তিদিকে প্রথমেই সর্বণে অসর্বণেই বিবাহ করিতে নিষি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এখানেও নিমিত্তই প্রবল, বহুবিবাহ উদ্দেশ্য নহে। অতএব বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বলিয়াছেন, প্রথমে সর্বণকে বিবাহ না করিলে অসর্বণকে বিবাহ করিতে পারিবে না, অসর্বণ বিবাহ কেবল রতার্থে, তাহা প্রাচীন শাস্ত্রের কথা নহে,

(১১) অনন্তরাসু জাতানাং বিধিরেষ: সনাতনঃ ।

দ্যোকান্তরাসু জাতানাং ধর্মাং বিদ্যাধিমং বিধি ॥ ৭ ॥ ১০অ, মনুসং ।

(১২) সর্ববর্ণেষু তুল্যাসু পত্নীষকতযোনিযু ।

আনুলোমোন সন্তুতা জাত্যাঞ্জ্যেয়াস্তএব তে ॥ ৫ ॥

স্ত্রীধনন্তরজাতাসু যিজৈরুৎপাদিতান্ সূতান্ ।

সদৃশানপি তানাহর্ষাত্তদৌষবিগহিতান্ ॥ ৬ ॥ ১০অ, মনুসং ।

ভাষ্য এবং টীকাকার যে এই সকল শ্লোকের যথার্থ অর্থ গোপন করিয়াছেন, এই সমস্ত শ্লোকের প্রকৃতার্থ যে অনুলোমবিবাহোৎপন্ন পুত্রগণ তাহাদের পিতৃজাতি তাহা অষ্টমাধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হইবে।

এবং প্রকারান্তরে তাঁহার কথাতে বহু বিবাহ অবশ্য কর্তব্য (শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত) বলিয়া বুঝা যাইতেছে। মহাত্মারতকার যে প্রথমেই ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের অসবর্ণা বিবাহের বিধি ও ইতিহাস বলিয়াছেন (১৩) তাহার দ্বারাও মনুসংহিতার তৃতীয়াধ্যায়ের ১২।১০ শ্লোকের আমরা যে অর্থ করি, তাহাই প্রকাশ পায়। মহাত্মারতকার মনুবিরুদ্ধ বিধি দিয়াছেন, এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও অসম্ভব। মহাত্মারতপ্রণেতা মনুর উক্ত বচনের অর্থ বুঝেন নাই ইহাও বিশ্বাসযোগ্য নহে।

• মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১২ শ্লোকে মনু কামপ্রবৃত্ত দ্বিজগণকে তৎপরবর্তী ১৩ শ্লোকোক্ত সবর্ণা অসবর্ণা স্ত্রীদিগকেই বিবাহ করিতে বলিয়াছেন, এবং পরবর্তী শ্লোকেও সবর্ণা অসবর্ণা কত্কাই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রথমে নীচ বর্ণীয়া কত্কা উক্ত হইয়া ক্রমশঃ উচ্চবর্ণা কত্কা উক্ত আছে। এমতাবস্থায় ১২শ্লোকে “ক্রমশোৎসবরাঃ” পাঠ করিলে ব্রাহ্মণাদির সম্বন্ধে শূদ্রকত্কা ভাষ্যা হইতে বৈশ্যকত্কা ভাষ্যা, বৈশ্যকত্কা হইতে ক্ষত্রিয়কত্কা ভাষ্যা, ক্ষত্রিয়কত্কা ভাষ্যা হইতে ব্রাহ্মণকত্কা ভাষ্যা অবরা (অশ্রেষ্ঠা) (বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জঘন্যা) এই কথা মনু বলিয়াছেন বলিয়া নির্ণীত হয়। বহুবিবাহ পুস্তকে দেখা যায় যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং মাধবাচার্য্য প্রভৃতি উক্ত বচনের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে বচনের ক্রমশঃ শব্দের অর্থ ও পরবর্ত্তিবচনেও ব্রাহ্মণের সবর্ণা কত্কা উক্ত হইয়াছে তাহা পরিগৃহীত হয় নাই (১৪)। মনু এখানে কেবল অনুলো-

(১৩) “ভিন্নঃ কৃদ্ভা পুরা ভাষ্যাঃ পশ্চাদ্বিলেত ব্রাহ্মণীম্।

সা জ্যেষ্ঠা সা চ পূজ্যা স্তাৎ সা চ ভাষ্যা পরীমসী।”

৪৭অ, অনুশাসনপর্ব, মহাত্মারত।

ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকত্কা ভাষ্যার প্রশংসা অনেক হলেই আছে, সে জন্ত আমরা এই বচন উদ্ধৃত করি নাই। পূর্বকালে ব্রাহ্মণেরা যে ব্রাহ্মণকত্কা কে বিবাহ না করিয়া আপনাদিগের স্বাধীন ইচ্ছানুসারে প্রথমেই ক্ষত্রিয়কত্কা, বৈশ্য ও শূদ্রাদিগের মধ্যে কাহাকেও বিবাহ করিতেন, সেই ইতিহাস প্রদর্শনার্থ উহা উদ্ধৃত হইল।

(১৪) “উপসংহার—পরিণেবে আমার বক্তব্য এই যে,

সবর্ণাশ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ষণি।

কামতন্ত প্রযুক্তানামিমাঃ স্ত্র্যাঃ ক্রমশোৎসবরাঃ ॥ ৩। ১২।

দ্বিজগণের পক্ষে অশ্রে সবর্ণা বিবাহই বিহিত। কিন্তু বাহারা রতিকামনায় বিবাহ করিতে

লোমার্ধেই ক্রমশঃ শব্দের ব্যবহার করেন নাই, শূদ্রকন্যা হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরোত্তরার্থেও ব্যবহার করিয়াছেন। বাহা হউক, ১৩শ্লোকে প্রথমে শূদ্রকন্যা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উচ্চজাতীয়া কন্যা যে উক্ত হইয়াছে, তৎপ্রতি তাঁহারা কেহই দৃষ্টিপাত করেন নাই। কেবল অসবর্ণা কন্যাাদিগকে অবরা, অশ্রেষ্ঠা, জঘন্যা ইত্যাদি বলিবার অভিপ্রায়ে মনুবচনের ‘বরাকে’ ‘অবরা’ করিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য, উক্ত বচনের “ক্রমশঃ” শব্দের অর্থগ্রহণ করিলে যে উপরি উক্ত দোষ ঘটে তৎপ্রতি তাঁহাদের একজনেরও দৃষ্টিপাত হয় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বলিয়াছেন, “বরাঃ” এই পাঠ গ্রহণ করিলেই সর্বণা হইতে অসবর্ণা-দিগকেই শ্রেষ্ঠা বলিতে হয়, বচনের “ক্রমশঃ” শব্দের প্রতি দৃষ্টি না থাকিতেই তাঁহার এই ভ্রম ঘটিয়াছে। বচনের “ক্রমশোবরাঃ” পাঠের অর্থ এই যে, পরবর্তী শ্লোকোক্ত শূদ্রকন্যা ভাষ্যা হইতে বৈশ্বকন্যা ভাষ্যা বৈশ্বের পক্ষে শ্রেষ্ঠা, এবং শূদ্রকন্যা হইতে বৈশ্বকন্যা, তাহা হইতে ক্ষত্রিয়কন্যা ভাষ্যা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেষ্ঠা, আর শূদ্রকন্যা হইতে বৈশ্বকন্যা, তাহা হইতে ক্ষত্রিয়কন্যা, তাহা হইতে ব্রাহ্মণ-কন্যা ভাষ্যা ব্রাহ্মণের পক্ষে শ্রেষ্ঠা। “অবরাঃ” ই যথার্থ পাঠ, ইহা স্বীকার করিলে, পরবর্তী শ্লোকোক্ত ক্রমশঃ পশ্চাত্ত্ব উচ্চবর্ণীয়া কন্যাগণ ব্রাহ্মণাদির ভাষ্যা বিষয়ে ক্রমশঃ অশ্রেষ্ঠা হন ; অর্থাৎ বৈশ্বের শূদ্রকন্যা ভাষ্যা হইতে বৈশ্বকন্যা ; ক্ষত্রিয়ের শূদ্রকন্যা, তাহা হইতে বৈশ্বকন্যা, তাহা হইতে ক্ষত্রিয়কন্যা ; ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্র, বৈশ্ব, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণকন্যা ভাষ্যা ক্রমশঃ অশ্রেষ্ঠা, মনুবচনের এই অর্থ হয়। ইহা যে অসম্ভব ও অসম্ভব তাহা বলা বাহুল্য। যদি বল, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্বের বৈশ্বকন্যা হইতে গণনা করিয়া “ক্রমশোবরাঃ” বলিতে হইবে। তাহার উত্তর এই যে, উক্ত বচনের চরণেই প্রতি দৃষ্টি করিলে উহা স্পষ্টতঃ বিপরীত ও অসম্মত ভাবে অর্থকরা প্রকাশ পায়, এবং এইরূপ করিয়া বচনের “বরাঃ” পাঠ স্থলে “অবরাঃ” যোগ করা আর “বরাঃ” পাঠই থাকা, উভয়ই তুল্য কথা। অতএব,—

প্রবৃত্ত হয় তাহারা অনুলোমক্রমে বর্ণান্তরে বিবাহ করিবেক।” ১৩০ পৃষ্ঠা বহবিবাহ পুস্তক। ১৩০ পৃষ্ঠা হইতে উক্ত পুস্তক পাঠ কর। বিদ্যাসাগর মহাশয় বহবিবাহ পুস্তকের অনেক স্থলেই এই বচনের অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু কোন স্থানেই বচনের ক্রমশঃ শব্দের অর্থ গ্রহণ করেন নাই।

“সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ণণি ।

কামতন্ত প্রবৃত্তানামিমাঃ স্ত্যঃ ক্রমশোবরাঃ ॥ ১২ ॥ ওঅ, মনুসং ।

বিদ্যাসাগর মহাশয় এই মনুবচনের “ক্রমশঃ” শব্দ পরিত্যাগ করত কেবল শব্দের যে অর্থ করিয়াছেন তাহাতে “ক্রমশঃ” বাক্যের অর্থ যোগ করিলেই তৎপরবর্তী,—

“শূদ্রৈব ভাৰ্য্যা শূদ্রস্ত সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে ।

তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্ত্য স্তাশ্চ স্বা চাগ্রজ্ঞানঃ ॥ ১৩ ॥”

ওঅ, মনুসংহিতা ।

এই মনুবচনোক্ত ব্রাহ্মণকতা সৰ্ব্বাপেক্ষা “অবরা” এই কথা প্রকাশ পাইতেছে । সুতরাং উক্ত বচনে কিছুতেই “অবরা” পাঠ যুক্ত হইতে পারে না । বচনের “বরাঃ” এই পাঠই শুদ্ধ এবং তাহাই যে গ্রন্থকর্তার লিখিত তাহাতে আর সন্দেহ নাই । উক্ত বচনে “অবরাঃ” পাঠ সত্য হইলে বচনের “ক্রমশঃ” শব্দের পরিবর্তে ‘যথাপূৰ্ব্ব’ পাঠ সংযুক্ত থাকিত এবং বচনটির শেষ চরণ এইরূপ হইত,—

কামপ্রবৃত্তানামিমা যথাপূৰ্ব্বঃ স্ত্যাবরাঃ ।

আজ পর্য্যন্ত আমরা হস্তলিখিত পুরাতন ও ছাপার যে কয়েক খানি মনু-সংহিতা (পুস্তক) দেখিয়াছি তাহার সমুদয় পুস্তকেই “বরাঃ” পাঠ আছে । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের “অবরাঃ” পাঠই যদি সত্য হয় এবং তাহার জঘন্তার্থই যদি আমরা বিশ্বাস করিয়া লই, তাহাতেও ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকতা ভাৰ্য্যা হইতে ক্ষত্রিয়কতা, তাহা হইতে বৈশ্যকন্যা ভাৰ্য্যা সম্মানে কিঞ্চিৎ নূন এই কথা বুঝিতে হইবে, তাহার অর্থ ঘণিতা, কুৎসিতা বা রত্যা পত্নী হইবেনা ; জঘন্যা বলিলেই সর্বত্রই তাহার ঘণিতার্থ হয় না (১৫) বিদ্যাসাগর মহাশয় আলোচিত

(১৫) “ঋচিকন্তুস্ত পুত্রস্ত জমদগ্নিস্ততোহভবৎ ।

জমদগ্নেস্ত চক্ষার আসন্ পুত্রা মহাঘ্ননঃ ॥

রামস্তুবাং জঘন্তোহভুদজঘন্তুগৈবুতঃ । ৬৪অ, আদিপর্ক, মহাভারত ।

এখানে স্পষ্টই দেখা যায় যে, জঘন্ত শব্দের কনিষ্ঠার্থ গৃহীত হইয়াছে । এমনি কোন পুস্তকে যদি অবরা পাঠ থাকে তাহা হইলে তাহারও ঐ বিবেচনা করিয়া অর্থ করিতে হইবে ।

বচনের বরাকে অবরা করিয়া তাহার অর্থ জঘন্যা অর্থাৎ ঘৃণিতা ইত্যাদি করিয়াছেন, কিন্তু কুল্লুক ভট্ট যে বচনের প্রশস্তার্থ শ্রেষ্ঠার্থ করিয়াছেন তৎ-সম্বন্ধে তাঁহার সমধিক আপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় (১৬)। কুল্লুক ভট্ট কৃত উক্ত ৩ অধ্যায়ের ১২ শ্লোকের টীকাতে দুইটি শ্রেষ্ঠা শব্দ আছে, ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি উক্ত বচনের প্রশস্তা আর বরা উভয় শব্দেরই শ্রেষ্ঠার্থ করিয়াছেন। মনুর উক্ত বচনে পূর্বাধিকার যে “বরাঃ” পাঠ সংযুক্ত আছে, কুল্লুক ভট্ট কৃত টীকাই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। যথা,—

“সবর্ণাগ্র ইতি। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং প্রথমে বিবাহে কর্তব্যে সর্বা শ্রেষ্ঠা ভবতি। কামতঃ পুনর্বিবাহে প্রবৃত্তানামেতা বক্ষ্যমাণা আনুলৌম্যোন শ্রেষ্ঠা ভবেয়ুঃ। ১২। ৩অ, মনুসং।

বচনে “অবরাঃ” পাঠ ছিল, কুল্লুক ভট্ট তাহারই শ্রেষ্ঠার্থ করিয়াছেন, তাহা কদাচ সম্ভবপর নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ভট্ট কুল্লুকের টীকাসম্বন্ধে লিপিকর-দিগের ভ্রম বলিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিলেও ভট্ট মেধাতিথির ভাষ্য তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিতেছে যথা,—

—“তদা কামভেতুকায়াং প্রবৃত্ত্যামিমা বক্ষ্যমাণাঃ সর্বা বরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ শাস্ত্রাতু জ্ঞাতব্যাঃ।.....। ১২ মে,। ৩অ, মনুসং।

মনুবচনের “অবরাঃ” পাঠ সত্য হইলে মেধাতিথি ভাষ্যে কিছুতেই “বরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ” স্পষ্ট উক্ত হইত না। কুল্লুক ভট্ট ইহাতে মেধাতিথি স্বামী প্রাচীন (১৭) এবং পরাশরসংহিতার ভাষ্যকার মাধবাচার্য ও মিতাক্ষরকার বিজ্ঞানেশ্বর, দারু-ভাগকার জীমূতবাহন অপেক্ষা কুল্লুক ভট্ট প্রাচীন (১৮)। সুতরাং মনুসংহিতার

(১৬) প্রশস্ত (প্র—শনস স্তুতি করা+ত (জ)—ঈ) বিং ত্রিঃ প্রশংসনীয়। ২। শ্রেষ্ঠ। ১১৩৮ পৃঃ পণ্ডিত রামকমলকৃত প্রকৃতিবাদ অভিধান।

(১৭) মনুসংহিতার মধ্যমূর্ত্তাবলী টীকাতে ভট্ট কুল্লুক অনেক স্থলেই মনুভাষ্যকার মেধাতিথি স্বামীকে তাঁহার পূর্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সে সম্বন্ধে অল্প প্রমাণ প্রদর্শনকরা নিম্নয়োজন।

(১৮) গৌড়ে ব্রাহ্মণ পুস্তকের ১০৫।১০৬ পৃষ্ঠাতে উদয়নাচার্য্য ভাট্টার জন্মকাল ১২৫০ শকাব্দা নির্ণীত এবং উদয়ন কুল্লুকের নিকট (তাঁহার কাশীধামে বাসকর। কালে) দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ষোড়শখণ্ড নবম ও দশম সংখ্যা (পৌষ, আষাঢ় মাসের) ১৩০৫ সনের নব্যভারত, মাসিক পত্রিকার (নবম সংখ্যায়) ৪৭৯ পৃষ্ঠাতে মাধবাচার্য্যের কাল

উক্ত বচনের “বরাঃ” পাঠকে মাধবাচার্য্য, বিজ্ঞানেশ্বর ও জীমূতবাহন প্রভৃতিই যে “অবরাঃ” করিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হয় ।

মহাসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ১২ শ্লোকে “বিজ্ঞাতীনাং” ও ১৩ শ্লোকে চতুর্কর্ণের ভাষ্যা উক্ত হইয়াছে । এই জন্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় ১২ শ্লোককে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের এবং ১৩ শ্লোককে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির বিবাহবিধিবিষয়ক বলিয়াছেন । কিন্তু বিবাহবিধিবিষয়ক তৃতীয়াধ্যায়ের ৫১২-৫২১ প্রভৃতি শ্লোক দ্বারা যে উক্ত অধ্যায়টিই ব্রাহ্মণাদি-চাতুর্কর্ণ্য-বিবাহবিধিবিষয়ক বলিয়া প্রমাণীকৃত হয়, (১৯), তৎপ্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য

১৩০- হইতে ৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উক্ত হইয়াছে । অতএব উদয়নাচার্য্য আর মাধবাচার্য্য হইতে কুল্লুক ভট্ট যে প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না । দায়ভাগকার জীমূতবাহন আর মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বর, মেধাতিথি কুল্লুকভট্ট হইতে প্রাচীন হইলে মহাসংহিতার ৯ অধ্যায়ের দায়তত্ত্বের ভাষ্যটীকাতে অবশ্যই তাঁহাদের নাম থাকিত । ইহার দ্বারাই ব্যক্ত হয় যে দায়ভাগ ও মিতাক্ষরাকার ইঁহাদিগের পরবর্তী ।

“রঘুনন্দন কৃত অষ্টাবিংশতি তত্ত্বানি” স্মৃতিসংগ্রহের দায়তত্ত্ব দায়ভাগ ও মিতাক্ষরাকার জীমূতবাহন, বিজ্ঞানেশ্বরের নাম আছে । রঘুনন্দন চৈতন্যদেবের সমপাঠী ছিলেন । গোড়ে ব্রাহ্মণ নামক পুস্তকের ১০৬ পৃষ্ঠাতে ১৪০৭ শকাব্দে চৈতন্যের জন্মকাল উক্ত আছে । উদয়নাচার্য্য ও কুল্লুকভট্টের উপরি উক্ত কাল ১২৫০, চৈতন্যের জন্মকাল ১৪০৭ মধ্যে নিয়োগ করিলে ১৩৭ বৎসর অবশিষ্ট থাকে, সম্ভবতঃ এই কালের মধ্যে রঘুনন্দনের পূর্বে এবং উদয়নের ও কুল্লুকভট্টের পরে দায়ভাগ ও মিতাক্ষরাকার জীমূতবাহন, বিজ্ঞানেশ্বর প্রচলিত হইয়াছিলেন বলিয়া অবধারণিত হয় । সম্প্রতি চৈতন্যাব্দের ৪১১ বৎসর চলিতেছে, ইঁহাদিগকে অদ্য হইতে ৫০০ শত বৎসরের মধ্যবর্তী এবং উদয়ন ও কুল্লুককে অদ্য হইতে ৬০০ বৎসরের মধ্যবর্তী বলা যাইতে পারে । গোড়ে ব্রাহ্মণ পুস্তকের ১৩০ হইতে ১৫১ পৃষ্ঠাতে বারেন্দ্রশ্রেণীতে বাৎস্ত গোত্রে ছান্দড় হইতে ৮৯ পুরুষে মেধাতিথির নাম এবং ভট্টনারায়ণ হইতে ২১ পুরুষে কুল্লুক ভট্টের নাম, আর ছান্দড় হইতে ১৫১৬ পুরুষে বাগভট্টের নাম পাওয়া যায় । মাধবাচার্য্য লক্ষরবিজয়নামক গ্রন্থে এই বাগভট্টের নাম করিতে গোড়ে ব্রাহ্মণকার যে পরাশর ইহঁতে ৭৮ পুরুষে মাধবাচার্য্যের নাম গণনা করিয়াছেন তাহা বিতর্ক বলিয়া বোধ হয় না । মাধবাচার্য্যের পূর্বে আরও অনেকের নাম যে তিনি জানিতে পারেন নাই তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে ।

(১৯) “অসপিণ্ডা চ বা মাতুরসগোত্রা চ বা পিতৃঃ ।

সি প্রশস্তা বিজাতীনাঃ দারকর্ষণি মৈথুনে ॥ ৫ ॥ ৩৯, বহুয়ঃ ।

করেন নাই। উক্ত “দ্বিজাতীনাং” পদের ভাষা মেধাতিথি যে শব্দকেও ধরিতা লইয়াছেন (২০) তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। মনুতে ইহা আরও আছে (২১)। শাস্ত্রের যথার্থ অর্থ গ্রহণ-কল্পিলে স্পষ্টতঃ উপলব্ধি হয় যে, নিমিত্ত ব্যতীত এক জ্ঞী বিদ্যমানেনে অল্প ভাষ্যা করিবার বিধি শাস্ত্রকারেরা প্রদান করেন নাই। যে সকল নিমিত্তবশতঃ শাস্ত্রে পুনরায় বিবাহের বিধি দেখিতে পাওয়া যায় (২২) তাহা অসবর্ণে উৎপন্ন ভাষ্যাসত্ত্বেও ঘটতে পারে।

বড় দুঃখের বিষয় এই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তদীয় বিধবাবিবাহবিষয়ক পুস্তকে বেদ-স্মৃতি-বিরুদ্ধ পুরাণকে এবং মনুবিরুদ্ধ স্মৃতিকে মীমাংসাবচনের দ্বারা অগ্রাহ্য করিয়া (২৩) এবং উক্ত পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডের ১ হইতে ৩৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পরাশর সংহিতার ভাষ্যকার মাধবাচার্য্যের শাস্ত্রব্যাখ্যাবিষয়ে শাস্ত্রবহি-ভূত যথেষ্ট কল্পনা থাকা স্বীকার করত তাহাও অগ্রাহ্যপূর্বক কলিতে বিধবা-বিবাহ দেওয়া কর্তব্য শাস্ত্র দ্বারা তাহা দেখাইয়াছেন, এবং উক্ত পুস্তকের

(২০) ভাষ্য—কণ্ঠাই কত্রিয়বৈশ্যয়োর্বিবাহেহপি বন্ধনামবধেদনিয়মঃ। উচ্যতে সর্ববর্ণ-বিষয়মেতৎ উদ্ধং সপ্তমাং পিতৃবজ্জন্ত ইতি। ৫। মেধাতিথি। ৩অ, মনুসং।

(২১) পিতৃবজ্জন্ত নিবৃত্তা বিপ্রশ্চলক্ষয়েহগ্নিমান্।

পিণ্ডাঘাহার্য্যকং শ্রাদ্ধং কুর্ধ্যান্নাসানুমানিকম্ ॥ ১২২ ॥

(২২) ভাষ্যায়ৈ পূর্বনারিণ্যৈ দজ্ঞাগ্নিনন্ত্যকর্ষণি।

পুনর্দারক্রিয়াং কুর্ধ্যাৎ পুনরাধানমেবচ ॥ ১৬৮ ॥ ৫অ, মনুসং।

মদ্যপানসাপুরস্তা চ প্রতিকূলা চ বা ভবেৎ।

ব্যাধিতা বাধিবেত্তব্য্য হিংস্রাহর্থস্ত্রী চ সর্বদা ॥ ৮০ ॥ ৯অ, মনুসং।

বন্ধ্যাপ্টমেহধিবেত্তাক্কে দশমে তু মৃতপ্রজা।

একাদশে জ্ঞাননৌ সদ্যস্তুপ্রিয়বাদিনী ॥ ৮১ ॥ ঐ ।

১৪২পৃ, বহুবিবাহ পুস্তকধৃত।

(২৩) “ঋতিস্মৃতিপুরাণানাং বিরোধো যত্র দৃশ্যতে।

তত্র শ্রোতং প্রমাণস্তত্ত্বয়োর্দ্বৈধে স্মৃতিবর্জা ॥” ৫২পৃ, বিধবাবিবাহবিষয়ক

দ্বিতীয় খণ্ড পুস্তকধৃত ব্যাসবচন।

“বেদার্থোপনিবন্ধস্য প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।

মৰ্ণবিপরীতা যা সা স্মৃতিন’প্রশস্ততে ॥”-৩৬পৃ, উক্ত ২য় খণ্ড পুস্তকধৃত

বৃহস্পতি বচন।

দ্বিতীয় খণ্ডের ১৫৪ পৃষ্ঠাতে শাস্ত্রবিরুদ্ধ দেশাচারের অসারতাসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন (২৪) কিন্তু শাস্ত্রোক্ত অসবর্ণবিবাহ স্থলে বেদ স্মৃতি ও মনুবিরুদ্ধ স্মৃতিপুরাণাদি ও সংগ্রহকার, ভাষ্য টীকাকার প্রভৃতির স্বকল্পিত বাক্য অবলম্বন করত অসবর্ণবিবাহ যে একমাত্র রতিনিমিত্তক ও জঘন্য, আধোরা রত্যর্থে ভিন্ন ধর্ম্মার্থে বা প্রথমে কখনই অসবর্ণবিবাহ করেন নাই ; উহা তাঁহাদের অবশ্য কর্তব্য ছিল না ; কলিতে অসবর্ণবিবাহ করা অকর্তব্য ও দেশাচারবিরুদ্ধ, ইত্যাদি কথা সাধারণ্যে ঘোষণা করিতে যথাসাধ্য ক্রটি করেন নাই।

ভবিষ্যপুরাণ বলিয়া একখানি পুরাণ দেবনাগর অক্ষরে অল্প দিন হইল বাষ্পেতে ছাপা হইয়াছে। এই পুস্তকের বিবাহবিধিবিষয়ক বচনগুলি প্রায়ই মনুসংহিতার অনুরূপ এবং “অবরাঃ” পাঠও আছে (২৫) ইহা দেখিয়া

(২৪) “(১১১) এক্ষণে এই এক আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে কলিযুগে বিধবাবিবাহ শাস্ত্রানুগারে কর্তব্য কর্ম্ম হইলেও শিষ্টাচার বিরুদ্ধ বলিয়া অবলম্বন করা যাইতে পারে না। এই আপত্তির নিরাকরণ করিতে হইলে ইহাই অনুসন্ধান করিতে হইবেক যে শিষ্টাচারকে কোন্ স্থলে প্রমাণ বলিয়া অবলম্বন করা যাইবেক। ভগবান্ বশিষ্ঠ স্বীয় সংহিতাতে এ বিষয়ের সীমাংসা করিয়াছেন। যথা,

“লোকে প্রেত্য বা বিহিতো ধর্ম্মঃ। তদলাভে শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্ ॥” বশিষ্ঠসং।

কি লৌকিক কি পারলৌকিক উভয় বিষয়েই শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম অবলম্বনীয়। শাস্ত্রে বিধান না থাকিলে শিষ্টাচার প্রমাণ।”

(২৫) ব্রাহ্মণানাং প্রশস্তা স্ত্রীঃ সর্বণা দারকর্ম্মণি।

কামতন্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্ত্রীঃ ক্রমশোহবরাঃ ॥ ৩ ॥

কৃত্তাপি সর্বণা স্ত্রীঃ প্রথমা দ্বিজসন্তম।

যে চাপরে তথাপ্রাপ্তে কামতন্তু ন ধর্ম্মতঃ ॥ ৪ ॥

বৈজ্ঞেয়িকা তথা প্রোক্তা সর্বণা চৈব ধর্ম্মতঃ।

তথাবরা কামতন্তু দ্বিজয়া ন তু ধর্ম্মতঃ ॥ ৫ ॥

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্ত ধর্ম্মতো মনুরব্রবীৎ।

চতুর্গামপি বর্ণানাং পরিণেতা দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৬ ॥

ন ব্রাহ্মণকস্ত্রিয়োরাপদ্যপি হি তিষ্ঠতোঃ।

কস্মিঃ শিচদপি বৃত্তান্তে শূদ্রাভার্য্যোপদৃশ্যতে ॥ ৭ ॥ ইত্যাদি।

৭অ, ভবিষ্যপুরাণ, (ব্রাহ্মণকর্ক)।

কেহ বলিতে পারেন, বিদ্যাশাগর মহাশয়ের প্রদর্শিত “অবরা” পাঠই শুদ্ধ ও সত্য। কিন্তু উক্ত পুরাণের প্রতিসর্গ পর্বে সাহেবুদ্দিন কুতুবুদ্দিনের দিল্লিজয়, শঙ্করাচার্য্য, মাধবাচার্য্য, জ্ঞানদেব, চৈতন্যদেব প্রভৃতির জন্ম, কলিকাতা শান্তিপুর ইত্যাদি নামের উৎপত্তি ও ইংরাজরাজত্বের ইতিহাস পর্য্যন্ত (২৬) ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া লিপিবদ্ধ হওয়াতে উক্ত পুরাণকে আধুনিক কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কর্তৃক রচিত পরিবর্দ্ধিত, পরিবর্দ্ধিত স্বীকার করিতেই হইবে। যাহা হউক, উক্ত পুরাণের বিবাহবিষয়ক বচনগুলির কোন কোন স্থলে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, বিশ্ব প্রভৃতি স্মৃতিবচনের অনুরূপ ও বিপরীত জ্ঞান উহা গ্রাহ্য যোগ্য নহে। পক্ষান্তরে দেখিতে গেলে, উক্ত পুরাণবচনের “ক্রমশোহবরাঃ” পাঠ দ্বারা মনু-সংহিতার আলোচিত বচনের “বরাঃ” পাঠই শুদ্ধ ও সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মে। কারণ উক্ত পুরাণ বচনে “ক্রমশোহবরাঃ” লিখিত হইয়া তৎপরবর্ত্তী বচনে ব্রাহ্মণাদির সম্বন্ধে ব্রাহ্মণকত্তা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ নিকৃষ্ট জাতীয়া কত্তা বিবাহ বিষয়ে উক্ত হইয়াছে। আর মনুবচনে “ক্রমশোবরাঃ” বলিয়া প্রথমে শূদ্রকত্তাকে গ্রহণ করত বিবাহবিষয়ে ক্রমশই উৎকৃষ্ট জাতীয়া কত্তা উক্ত হইয়াছে। ব্যাকরণ মতে “ক্রমশঃ” “অবরাঃ” যেমন “ক্রমশোহবরাঃ” হয় তেমনি ক্রমশঃ বরাঃও “ক্রমশোবরাঃ” হয়।

ইতি বৈদ্যাত্ৰীগোপীচন্দ্র-সেনগুপ্ত-কবিরাজকৃত-বৈদ্যাপুরাবৃত্তে

ব্রাহ্মণাংশে পূর্বখণ্ডে অষ্টমাত্মা ব্রাহ্মণস্থানিন্দিতা

পত্নী নাম সপ্তমাধারঃ সমাপ্তঃ।

এই সকল কীৰ্ত্তি যখন আধুনিক ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়দিগের তখন উহাতে কোন শাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদির শূদ্রা ভার্য্যা উপদিষ্ট হয় নাই, মনুর এই বচনটি উদ্ধৃত না করিয়া যদি কোন শাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদির ক্ষত্রিয়কত্তা বৈশ্যকত্তা ভার্য্যা উক্ত হয় নাই, এইরূপ একটি বচন রচনা করিয়া উক্ত স্থানে সন্নিবেশিত করিতেন তাহা হইলেই বা আমরা কি করিতাম।

(২৬) ভবিষ্যপুরাণ, বোধের ছাপা, প্রতিসর্গ পর্ব দেখ। (দেবনাগর অক্ষরে)।

৮. অষ্টমাধ্যায় ।

অষ্টম ব্রাহ্মণজাতি ।

ব্রহ্মাধারে অষ্টমাতা বৈশ্যকল্পার বিবাহসংস্কার দ্বারা ব্রাহ্মণজাতি প্রাপ্ত হওয়া প্রমাণীকৃত হইরাছে । মাতা পিতা উভয়েই ব্রাহ্মণজাতি হইলে তদ্বৎপর সন্তান যে ব্রাহ্মণজাতি হয়, তৎসম্বন্ধে অধিক আলোচনা করা বাহুল্য । কিন্তু বাহুল্য হইলেও আমরা এখানে বাহুল্য মনে করি না, যেহেতু লুপ্তপ্রায় প্রাচীন ইতিহাসকে জাগ্রৎ করিতে হইলে তৎসম্বন্ধে যত প্রমাণ দেওয়া বাইতে পারে ততই তাহা পরিচ্ছন্নরূপে প্রকাশিত হইবে । অতএব সম্প্রতি শাস্ত্রোক্ত বহু প্রমাণ দ্বারা বর্তমান অষ্টম জাতির (শ্রেণীর) ব্রাহ্মণজাতিত্বের প্রাচীন ইতিহাস এই অধ্যায়ে আরও প্রচারিত হইতেছে ।

“সর্ববর্ণেষু তুল্যান্ন পত্নীষকৃতযোনিষু ।

অমুলোমোন সন্ততা জাত্যা স্তেরাস্ত এব তে ॥৫॥ ১০অ, মনুসং ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের তুল্যা অর্থাৎ স্ব স্ব বর্ণোৎপত্তা এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অনুলোমবিবাহবিধি দ্বারা তুল্যা (অর্থাৎ সমবর্ণা) অকৃতযোনি বিবাহিতা জাতি ব্রাহ্মণাদি স্বামী কর্তৃক জাত পুত্র সকল তাহাদিগের আপন আপন পিতৃতুল্য শ্রেষ্ঠ জাতি জানিবে (১) ।

(১) শূদ্রের নীচে আর জাতি নাই, সুতরাং শূদ্রের অনুলোম বিবাহও নাই । এই কারণেই শূদ্রের অনুলোমজ পুত্র বলাও হয় নাই । ভাষ্যকার মনুসংহিতার ৩ অধ্যায়ের ১২।১৩ শ্লোকের ভাষ্যে শূদ্রের নীচে বহু জাতি দেখাইয়া শূদ্রেরও অনুলোমবিবাহ বলিয়াছেন । “বৈধে ব্রাহ্মণস্ত ক্ষত্রিয়াদি-স্ত্রিয়ো ভবন্তি এবং শূদ্রস্ত জাতিন্যূনা রজকতক্ষকাদিস্ত্রিয়ঃ প্রাপ্তাঃ ।” কিন্তু ইহা মনুর মত নহে, যেহেতু তাহা হইলে মনু উক্ত অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে “শূদ্রেব ভার্ঘ্যা শূদ্রস্ত” অর্থাৎ শূদ্রের কেবল শূদ্রাই ভার্ঘ্যা, এ কথা বলিতেন না । ভাষ্য-কারের কথিত রজক-তক্ষকাদিও শূদ্রজাতির অন্তর্গত, অন্ত্যজ শূদ্রমাত্র । মনুসংহিতার ৯ অধ্যায়ের ১৫৭ শ্লোক বধা,—

শূদ্রেব তু সর্বর্ণেব নাস্তা ভার্ঘ্যা বিধীয়তে ।

তস্তাং জাতাঃ সমাংশাঃ স্য্যদ্বি পুত্রশতং ভবেৎ ॥”

অষ্টোৎপত্তি অধ্যায়ে আমরা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা বিশেষ করিয়া দেখাই-
রাছি যে, সন্তান বা পত্নীর বিষয় লইয়া শাস্ত্রের যে স্থানেই অনুলোমজ, আনুলো-
মোন, আনুপূর্ণ্য ইত্যাদি বাক্য প্রযুক্ত আছে, সেই স্থলেই তাহার অনুলোম
বিবাহোৎপন্ন পুত্র এবং অনুলোমবিবাহিতা পত্নী অর্থ করিতে হইবে। সুতরাং
সেই চেতুতে আমরা উল্লিখিত মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকের উপরি
উক্ত অনুবাদ করিলাম অর্থাৎ উক্ত শ্লোকের “আনুলোমোন” বাক্যের অনুলোম
বিবাহিতা অর্থ গ্রহণ করা হইল।

“ব্রাহ্মণস্তানুলোমোন জিহ্নোহুশাস্ত্রম্ এব তু ।

দে ভার্যো ক্ষত্রিয়স্তাস্ত্র বৈশ্যশ্চৈকা প্রকীর্তিতা ॥”

নারদসংহিতা বচন ।

অনুলোমক্রমে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণে উৎপন্ন কন্তা,
ক্ষত্রিয়ের বৈশ্য ও শূদ্র এই দুই বর্ণে উৎপন্ন কন্তা, বৈশ্যের শূদ্রবর্ণোৎপন্ন কন্তা
ভার্যা হইয়া থাকে ।

উপরি উক্ত নারদসংহিতা বচনে দেখা যায়, ব্রাহ্মণের “আনুলোমোন”
অর্থাৎ অনুলোম বিবাহ দ্বারা তিন পত্নী, ক্ষত্রিয়ের দুই, বৈশ্যের এক পত্নী
প্রাচীন কালে হইত, ও তাহাদিগকে ‘আনুলোমোন জিহ্নঃ পত্নাঃ’ অর্থাৎ অনু-
লোমবিবাহবিধিসম্বৃত্তা পত্নীগণ বলা যাইত। অতএব মনুর উক্ত ৫ শ্লোকের
যে “তুল্যান্ন, আনুলোমোন অক্ষতবোনিষু পত্নীষু সম্বৃত্তাঃ পুত্রাঃ” অর্থ হইবে,
তাহাতে আর সন্দেহ কি ? শাস্ত্রমতে অষ্ট ব্রাহ্মণের অনুলোমা পত্নীর গর্ভজাত
পুত্র উক্ত মনু আর গৌতম বচনেও তাহা স্পষ্ট প্রকাশিত আছে এবং মনু-
সংহিতার ভাষ্য টীকাকারও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। যথা,—

“একান্তরে তানুলোমাদষ্টোত্তরো যথা স্মৃতৌ ।” ইত্যাদি । ১৩।

ভাষ্য—“প্রতিলোমবিবাহঃ শূদ্রস্ত নৈব্যাতে । উক্তানুবাদোহয়ং তস্তাং জাতাঃ সমাংশাঃ স্য-
রিতি । পঞ্চমস্ত জাত্যান্তরম্যাবাদেবযুক্তং সর্বর্ণেব তস্য ভার্য্যা নাশ্চাত্ত্বীতি ॥

১৫৭ ॥ যেঃ ।”

আমোচিত পঞ্চম শ্লোকের অক্ষতবোনির অর্থ, কন্তাবস্থায় বিবাহিতা। অক্ষতবোনি
পত্নীতে জাত পুত্রগণ স্বজাতি হইবে বলিতে ক্ষতবোনি পত্নীতে জাত পুত্র হইবে না বুঝার না,
বেহেতু অপরিচ্ছন্ন, গুণোৎপন্ন, কানীন প্রভৃতি পুত্রদিগকেও মনু যে স্বজাতিত্ব প্রদান-করিয়াছেন
তাহা এই অধ্যায়েই পরে দর্শিত হইবে।

ভাষ্য—“একান্তরে বর্ণে ব্রাহ্মণাঐশ্বকন্ত্যামম্বষ্ঠো এতাবানুলোম্যেন।”
মেধাতিথি।

টীকা—একান্তর ইতি ।..... এতাবানুলোম্যেন। ইত্যাদি। কুল্লুকভট্ট।
১০অ, মনুসংহিতা।

“অনুলোমানন্তরৈকান্তরদ্ব্যন্তরাস্থ জাতাঃ সর্বর্ণাঐশ্বষ্ঠোগ্রনিষাদদৌগ্ধস্তপার-
শ্বাঃ।” ৪অ, গৌতমসংহিতা।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির অব্যবহিত ও একবর্ণ, দুই বর্ণ ব্যবহিত বর্ণে উৎপন্ন
অনুলোমবিবাহিতা পত্নীতে সর্বর্ণ, অম্বষ্ঠ, উগ্র, নিষাদ, দৌগ্ধস্তনামক পুত্রদিগের
জন্ম হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণের একান্তরা পত্নী ঐশ্বকত্বাতে ব্রাহ্মণস্বামী কর্তৃক
জাত সন্তানের নাম অম্বষ্ঠ।

আমরা উদ্ধৃত মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকের “আনুলোম্যেন”
বাক্যের অনুলোমবিবাহিতা অর্থ করিলাম। মনুসংহিতার ভাষ্য টীকাকার উক্ত
সংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৬৪৬২৮৪১১১১৩১৪ প্রভৃতি শ্লোকের আনুলোম্যেন
বাক্যের ব্রাহ্মণাদির অনুলোম বিবাহিতা ভাষ্যা অর্থ করিয়াছেন (২)। অথচ

(৭) ভাষ্য—অনন্তরাস্থব্যবহিতানুলোম্যেন ষ উৎপন্নঃ পুত্রাঃ ইত্যাদি। ৬। মে।

টীকা—“জীষিতি। আনুলোম্যেনাব্যবহিতবর্ণজাতীয়াস্থ ভাষ্যাস্থ।” ইত্যাদি। ৬। কুঃ।

ভাষ্য—“.....। অনন্তরজা অনুলোমা ব্রাহ্মণাৎ ক্ষত্রিয়ঐশ্বর্যেঃ।” ইঃ। ৪১। মে।

টীকা—“.....। দ্বিজাতীনাং সমানজাতীয়াস্থ তথা আনুলোম্যেনোৎপন্নঃ ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়-
বৈশ্বর্যেঃ।” ইঃ। ৪১। কুঃ।

ভাষ্য—“অপসদা অনুলোমাঃ।” ইঃ। ৪৬। মে।

টীকা—“যে দ্বিজানামানুলোম্যেন উৎপন্নঃ ষড়্ভেতেঃপসদা স্মৃতা ইতি।” ইঃ। ৪৬। কুঃ।

ভাষ্য—“অনুলোমো পূর্ববিধিঃ প্রাতিলোম্যেন ত্রয়মুচ্যতে। ১১।” মে।

টীকা—“এবমনুলোমজানুস্ত। প্রাতিলোমজানাহ ক্ষত্রিয়াদিতি।” ১১। কুঃ।

ভাষ্য—“একান্তরে বর্ণে ব্রাহ্মণাঐশ্বকন্ত্যামম্বষ্ঠঃ ক্ষত্রিয়াৎ শূদ্রায়ামুগ্রঃ এতাবানুলোম্যেন।”

৩১। মে।

টীকা—“একান্তরেঃপি বর্ণে ব্রাহ্মণাঐশ্বকন্ত্যামম্বষ্ঠঃ এতাবানুলোম্যেন। ১৩। কুঃ।

ভাষ্য—“.....। “অনন্তরানুলোমা।” ইঃ। ১৪। মে।

টীকা—“.....। “দ্বিজাতীনামমন্তরৈকান্তরদ্ব্যন্তরজাতিস্ত্রীষু আনুলোম্যেন উৎপন্নঃ পূর্ব-
মুতাঃ।” ইঃ। ১৪। কুঃ।

আলোচিত ৫ শ্লোকের ভাষ্য ও টীকাতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রে গবাখাদি বৎ (গো, অশ্ব, কুকুর বিড়াল প্রভৃতির ভিন্নতার স্থার) প্রভেদ থাকা প্রকাশ করিয়াও এই বচনের “আনুলোমোন” পদ তাহার পরবর্ত্তী শ্লোকের অর্থের জন্ত মনু প্রয়োগ করিয়াছেন, এই কথা উভয়েই বলিয়া, ব্রাহ্মণাদির স্বশ্ব বর্ণে উৎপন্ন পত্নীতে জাত পুত্রগণ ব্রাহ্মণাদি জাতি, এই কথা উভয়েই কহিয়াছেন (৩) । প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণাদি জাতিতে যে গবাখাদিবৎ প্রভেদ ছিল না, মানুষ্যের মধ্যে যে সেরূপ প্রভেদ হইতে পারে না, প্রাচীন কালের জাতিভেদের অর্থ যে কুলীন, শ্রোত্রিয় ও বংশঃ ইত্যাদি ছিল, তাহা অস্বষ্টমাতা ব্রাহ্মণজাতি অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে (৪) । এখানে বক্তব্য এই যে, মনুষ্যের মধ্যে যে (প্রাচীন

(৩) ভাষ্য—“..... । সর্ববর্ণেষু তন্নক্ষণং জাতৈর্বাৎ তুল্যাস্থ সমানজাতীয়াস্তু ভর্তৃসভূ-
তাস্থ পত্নীষূঢ়াস্থ জাতাঃ এব জাত্যা জ্ঞেয়া প্রায়শ্চ যা যন্ত মাতাপিত্রোজাতি নৈবাপত্য-
শ্রোতামিহ জাতস্য বেদিতব্যম্ ।” ইঃ । আনুলোম্যগ্রহণমন্তর্যর্থম্ ।
ইঃ । সজাতীয়াঃ সজাতীয়াঃ জাতঃ সর্বোকে সজাতীয়ো ভবতি । যথা গোগবি
গৌরপাঃ বিড়বার্যামধঃ । ৫ । মেঘাতিথি ।

টীকা—“সংস্কেতি । ব্রাহ্মণাদিষু বর্ণেষু চতুর্ষপি সমানজাতীয়াস্তু যথাশাস্ত্রপরিণীতাস্থ অক্ষত-
যোনিষু আনুলোম্যেন ব্রাহ্মণেন ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়েণ ক্ষত্রিয়ায়ামিত্যেনানুক্রমেণ যে
জাতান্তে মাতাপিত্রোজাতিয়া যুক্তাঃ সজাতীয়া এব জাতব্যঃ । আনুলোম্যগ্রহণকাজ
অসোপযোগিমুত্তরশ্লোকে উপলোক্যতে । গবাখাদিবদবয়বসম্মিলনেন ব্রাহ্মণজাদি
জাত্যাভিব্যঞ্জকত্বাভাবে এতদব্রাহ্মণলক্ষণযুক্তং ।” ইত্যাদি । ৫ । কুঃ ।

১০ অ. মনুসংহিতা ।

(৪) বৈদ্যপুরাণ ৮ অধ্যায়ের ৬৪ ও ৬ অধ্যায়ের ২ টীকা দেখা ।

মেঘাতিথি আলোচিত ৫ শ্লোকের ভাষ্যের প্রথমে লিখিয়াছেন, “কে পুনরমী ব্রাহ্মণাদয়ো
নাম । ন হেবাং পরস্পরৌ ভেদঃ শক্যোঃ বসাতুম্ । বাস্তবধীনাবিগমাহি জাতয়ো ন চ
ব্যক্তয়ঃ স্বাবয়বসম্মিলনবিশেষাবগমগুণঃ শক্রবৃন্তি তাসাং ভেদমাবেদয়িতুম্ । ন চ ব্রাহ্মণ-
ক্ষত্রিয়াদীনং গবাশ্বেষ বা আকারভেদোহস্তু যেন রূপসমবায়াস্চাক্ষুধ্যঃ স্ত্যঃ । নাপি
বিদীনঘূততৈলগন্ধরসাদিভেদেন ক্রিয়ান্তরগোচরাঃ । নাপি শৌচাচারশিক্ষলকেশব্রাহ্মাদিধর্ম্মৈঃ
শক্যভেদাবসনান্তেষাং সর্বত্র সঙ্করোপলক্ষেঃ । ব্যবহারেণ পুরুষাধীনো বিপ্রলভভূমিভ্রাত্ত্বাচ্চ
পুরুষাণাং নান্ত্যতো বস্তৃসিদ্ধিরিত্যতো জাতিলক্ষণমুচ্যতে ।” সর্বেষু তন্নক্ষণং জাতৈর্বাৎ
তুল্যাস্থ সমানজাতীয়াস্তু ।” ইত্যাদি । ৫ । মে । ১০ অ. মনুসং ।

কালের ব্রাহ্মণাদির মধ্যে যে) গবাস্বৎ জাতিভেদ থাকা সাব্যস্ত হইতে পারে না, ৪টীকাধৃত প্রমাণে দেখা যায়, তাহাও ভাষ্যকার মেধাতিথি স্বীকার করিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! ব্রাহ্মণাদির জাতিভেদ কেবল ব্যবহারের ভিন্নতা ও বিরোধ, এবং উহাই কেবল জাতির লক্ষণ, ভাষ্যকার ইহা স্বীকার করিয়াও ১০ অধ্যায়ের ৪১ শ্লোকের ভাষ্যে “অনন্তরজানাং তুল্যাভিধানং তদ্ব্যর্থ-প্রাপ্ত্যর্থাম্” অর্থাৎ অনুলোমবিবাহোৎপন্ন পুত্রগণকে পিতৃতুল্য ও তদ্ব্যর্থবিশিষ্ট বলিয়াও, উপরি উক্ত লক্ষণযুক্ত জাতির তুল্য জাতীয়া পত্নীতে জাত পুত্রগণমাত্র স্বজাতি হয় কহিয়াছেন, এবং পশুদিগের মধ্যে গোজাতীর স্ত্রীপুরুষে গো, অশ্ব-জাতীর স্ত্রীপুরুষে অশ্ব যেমন হয়, তেমনি ব্রাহ্মণজাতীর স্ত্রীপুরুষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় জাতীর স্ত্রীপুরুষে ক্ষত্রিয় হয় ইত্যাদি কহিয়া অনুলোমজ পুত্রগণকে পিতৃজাতি হইতে চূত করিয়াছেন, এবং পূর্বে ব্রাহ্মণাদি জাতিতে গবাস্বৎ প্রভেদ হইতে পারে না বলিয়া পরে আবার সেই কল্পিত প্রভেদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি সকলেই অবশ্য মনুষ্য ছিলেন, সকলেরই ছই হাত, ছই পা, মনুষ্যের জায় চক্ষু, কর্ণ, নাসা ইত্যাদি আকৃতি ও কথা প্রভৃতি একরূপ ছিল, সকলেই একই মনুষ্যযোনি, এরূপ স্থলে মনুসংহিতার টীকা ও ভাষ্যকার প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদিতে গবাস্ব ও গর্দভবৎ প্রভেদ থাকা কি হেতুতে বলিয়াছেন (৫), জিজ্ঞাসা করি। পিতৃপুরুষ-গণের তুলনা গো, গর্দভ ও অশ্বের সঙ্গে করা কি তাঁহাদের সম্বন্ধে উত্তম কার্য্য হইরাছে? তাঁহারাওত প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণদিগেরই সম্বান? প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণাদি জাতির মধ্যে বৃত্তিগত এবং কোন স্থলে আচারগত পার্থক্য ব্যতীত আর কোন পার্থক্যভাব ছিল না, উপরি উক্ত পার্থক্য ভাষ্য টীকাকারেরা কল্পনা করিয়া কত দূর সংকার্য্য করিয়া গিয়াছেন, সে বিচার পাঠক মহাশয়েরাই করিবেন। আমাদের এখানে পুনরায় বক্তব্য এই যে, যদি আলোচিত

(৫) “অনুলোমপ্রতিলোমমুর্দ্ধাবসিক্ষাষষ্ঠকর্তৃবৈদিকাদয়ঃ। ন হি তে মাতাপিত্রোরন্ত-
তরয়পি জাত্যা ব্যপদেষ্টং বুজাতে। যথা রাসভাবসংযোগজঃ খরো ন রাসভোনামো
জাত্যন্তরমেব ” ২। মেঃ। ১০অ, মনুসং।

টীকা—অনুলোমপ্রতিলোমজাতানাং অষষ্ঠকরণকর্তৃপ্রভৃতীনাং তেষাং বিজাতীয়মৈখনসম্ভবভেদ-
ধরতুরগীষ সম্পর্কাৎ।” ইঃ। ২। কুঃ। ১০অ, মনুসং।

পঞ্চম শ্লোকের পরবর্তী শ্লোকে “জীঘনস্তরজাতান্” পদ না থাকিত, তাহা হইলেও আমরা কিছুকালের জন্ত ভাষ্য ও টীকাকারের উক্ত সিদ্ধান্তে সম্মত হইতে পারিতাম । পরবর্তী ৬ শ্লোকে “জীঘনস্তরজাতান্” পদ আছে, তাহাতে যদি পূর্ববর্তী ৫ শ্লোকের “আনুলোমোন” বাক্য যোগ করা যায়, তাহা হইলে পরবর্তী শ্লোকে নিশ্চয়ই দ্বিকৃতি দোষ ঘটে । কারণ, অনস্তরজাতান্ জীঘ্, আর আনুলোমোন জীঘ্, এই উভয়ই একই কথা । ভাষ্য আর টীকাকার উপরি উক্ত “সর্ববর্ণেষু” ইত্যাদি বচনের পরবর্তী ৬ শ্লোকের “জীঘনস্তরজাতান্” বাক্যের আনুলোমোন (অনুলোম বিবাহ দ্বারা) অর্থ করিয়াছেন (৬) । এমতাবস্থায় পূর্ব শ্লোকের “আনুলোমোন” বাক্য যে আর পরবর্তী ৬ শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না তাহা পুনঃ পুনঃ বলা বাহুল্য ।

টীকাকার আলোচিত ৫ শ্লোকের ব্যাখ্যায় একবার বলিয়াছেন, এ বচনের আনুলোমোন পরবর্তী শ্লোকের অন্বয়ে যুক্ত হইয়া অর্থ প্রকাশ করিবে, আবার ৫ শ্লোকের ব্যাখ্যাতেই “আনুলোমোন” ইত্যাদি বাহা বাহা কহিয়াছেন তাহাতে উপলব্ধি হয় যে, আলোচিত ৫ শ্লোকোক্ত “আনুলোমোন” বাক্যের অর্থ তিনি উক্ত শ্লোকের টীকাতেই করিয়াছেন (৭) ।

(৬) ভাষ্য—“অনস্তরাব্যবহিতান্ আনুলোমোন ব উৎপন্নঃ পুত্রা শ্বে সদৃশা জ্ঞেয়ান তু তজ্জাতীয়াঃ ।” ইঃ । ৬ । মে ।

টীকা—“আনুলোমোনাব্যবহিতবর্ণজাতীয়াহ্ ভাৰ্ধ্যাহ্ দ্বিজাতিভিঃ ষ্ণ উৎপাদিতাঃ পুত্রাঃ । ইঃ । ৬ । কুঃ । ১০অ, মহুসং ।

(৭) “ব্রাহ্মণাদিষু বর্ণেষু চতুষ্পি সমানজাতীয়াহ্ যথাশাস্ত্রং পরিণীতান্ অক্ষতযোনিষু (আনুলোমোন ব্রাহ্মণেন ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়েন ক্ষত্রিয়ায়াঃ ইত্যেনানামুক্রমেণ) যে জ্ঞাতান্তে মাতাপিত্রো জাত্যা যুক্তান্তজাতীয়া এব জ্ঞাতব্যাঃ । ৫ । কুঃ । ১০অ, মহুসং ।

এখানে দেখা যায় যে টীকাকার তাহার ব্যাখ্যায় “আনুলোমোন” হইতে “ইত্যেনানামুক্রমেণ” পর্যন্ত দ্বিকৃতি করিয়াছেন । ব্রাহ্মণাদি জাতির সমানজাতীয়া যথাশাস্ত্রং পরিণীতা অক্ষতযোনি পত্নীতে জাত পুত্রগণ তাহাদের মাতাপিতার জাতি ইহাতে বৃত্তিতে পারা যায় যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের ব্রাহ্মণকন্তা, ক্ষত্রিয়কন্তা, বৈশ্যকন্তা ও শূদ্রকন্তা অর্থাৎ স্বজাতিতে উৎপন্ন পত্নীতে জাত সন্তানগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র হয় । এস্থলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্তা পত্নীতে জাত পুত্র ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কন্তাপত্নীসমূহ পুত্র ব্রাহ্মণ হয়, ইত্যাদি বিপরীতার্থ কেহ গ্রহণ করিবেন এরূপ আশঙ্কা দেখা যায় না । অতএব “আনুলো-

“আনুলোমোন সম্ভূতাঃ” বাক্যের অর্থ তুল্যাস্থ পত্নীষু জাতাঃ অর্থাৎ তুল্য-জাতীয়া পত্নীতে জাত পুত্রগণ ইহাতে পারে না, যেহেতু অনুলোম বা আনুলোম্য আর তুল্য শব্দ একার্থ বোধক নহে (১) । ৫ শ্লোকের দ্বিতীয় চরণে যখন “জাত্যাঙ্কেষাস্ত এব তে” আছে, তাহার অর্থই যখন তুল্যজাতীয়া পত্নীতে জাত পুত্রগণ, সেই সেই জাতি জানিবে, তখন টীকাকার কুল্লুকভট্ট যে আনুলোমোন বাক্যেরও সেই অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে উক্ত বচনের “তুল্যাস্থ পত্নীষু সম্ভূতা জাত্যাঙ্কেষাস্ত এব তে” বাক্যের অর্থই ছইবার করা হইয়াছে। দেখ, আলোচিত পাঁচ শ্লোকের “সর্ববর্ণেষু” বাক্যের অর্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়ে তুল্যাস্থ পত্নীষু সম্ভূতার অর্থ, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণজাতিতে, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়জাতিতে, বৈশ্যের বৈশ্যজাতিতে, শূদ্রের শূদ্রজাতিতে উৎপন্ন পত্নীতে জাত পুত্রগণ ; আর বচনের “জাত্যাঙ্কেষাস্ত এতে”র অর্থ, তাহার সেই সেই জাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকণ্ঠাপত্নীতে জাত পুত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কণ্ঠাপত্নীতে জাত সন্তান ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের বৈশ্যকণ্ঠাপত্নীতে জাত বৈশ্য ও শূদ্রের শূদ্রকণ্ঠা-ভার্যাতে পুত্র শূদ্রজাতি জানিবে, এই মাত্র হইলে তাহার মধ্যে পুনরায় “আনুলোমোন ইত্যেনান্নক্রমেণ যে জাতাস্তে তজ্জাতীয়া এব জাতব্যাঃ” অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকণ্ঠাপত্নীতে ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কণ্ঠাপত্নীতে ইত্যাদি অন্নক্রমে জাত

মোন” বাক্য দ্বারাও টীকাকার যে উহাই আমাদিগকে বুঝাইয়াছেন, তাহা যে, দ্বিকল্পিত তাহা বুদ্ধিমান পাঠক অবশ্যই স্বীকার করিবেন ।

(৮) অনুলোমের অর্থ অন্নক্রম, যথাক্রম, যার পর যা, স্বাভাবিক গতিতে । বিপরীত ভাবে নয়, অনুলোমে ভব এই অর্থে “য” কবিয়া আনুলোম্য হয় । আনুলোম্য দ্বারা এই অর্থে “আনুলোমোন” হইয়াছে । “আনুলোমোন” বাক্যের অর্থ এস্থলে অনুলোম বিবাহ দ্বারা । নিম্নোক্ত আভিধানিক প্রমাণেও তাহা ব্যক্ত হইতেছে ।

“অনুলোম (অনু সহিত বা অনুসারে—লোমন্ শরীরের লোম । প্রতিলোম দেখ) সং পুং অন্নক্রম, যথাক্রম । বিং ত্রিৎ অনুকুল । অং, প্রতি রোমে । ক্রিং বিং সহজ দিকে, বিপরীত দিকে নয় । ‘প্রকৃত প্রণালীতে, বিপরীত প্রণালীতে নয় । যথাক্রমে যারপর যা এই নিয়মে ।

৭০পৃ, প্রকৃতিবাদ অভিধান ।

সাধারণতঃ অনুলোমের এই অর্থ । কিন্তু যখন শরের অনুলোম, বিবাহবিষয়ে অনুলোম-বিবাহ এইরূপ উক্ত হয়, তখন শরের উর্দ্ধগতি ও নীচবর্ণের কণ্ঠার উচ্চবর্ণের সহিত বিবাহ বুঝিতে হইবে ।

সন্তানেরা সেই সেই জাতি জানিবে, ইত্যাদি বাক্য যোজন্য করিলে যে বচনের একই কথার অর্থ দুই বার করা হয়, তাহা বুদ্ধিমানেরা অবশ্যই স্বীকার করিবেন ।

“আনুলোমোন” পদের অর্থ যে অনুলোম বিবাহ দ্বারা, তাহা পঞ্চমাধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ব্রাহ্মণাদির তুল্য জাতিতে উৎপন্ন পত্নীতে জাত পুত্রগণ যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি হয়, ইহা বলিবার জ্ঞত্বই বচনে “তএব তে” আছে । আনুলোমোন বাক্যের অর্থ স্বতন্ত্ররূপে করিতে হইবে উহার দ্বারাও তাহা বুঝা যাইতেছে ।

“সমানবর্ণান্স পুত্রাঃ সর্বণা ভবন্তি । ১ ।” ১৬অ, বিষ্ণুসং ।

“সবর্ণেভ্যঃ সর্বণান্স জায়ন্তে নৈ স্বজাতয়ঃ ।” ইঃ ।

১অ, যাঁজবল্ক্যসং ।

এই দুইটি বচনের অর্থও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের তুল্য জাতিতে উৎপন্ন পত্নীর পুত্রগণ যথানুক্রমে ব্রাহ্মণাদি জাতি হয় । অতএব ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, মনুর উক্ত ৫ শ্লোকে যে “জাত্যা জ্ঞেয়াঃ” আছে, তুল্যজাতীয়া পত্নীতে জাত পুত্র, তুল্য জাতি ইহা বলিবার (বুঝাইবার) পক্ষে তাহাই যথেষ্ট অর্থাৎ,—

সর্ববর্ণেষু তুল্যান্স পত্নীযু সমুত্ভাঃ পুত্রা জাত্যা জ্ঞেয়াঃ ।

এই মাত্র বলিলেই উহা পরিব্যক্ত হয় । তাহাতে “তএব তে” থাকাই স্পষ্টার্থক বা অতিরিক্ত । এমতাবস্থায় যাহারা ঐ কথামাত্র বুঝাইবার জ্ঞত্বই বচনে “তএব তে” থাকা সত্ত্বেও পুনরায় উহার “আনুলোমোন” বাক্যকেও ঐ কথামাত্র বুঝাইবার জ্ঞত্বই প্রয়োগ করিবেন, তাহারা যে মনুর উক্ত বচনের “আনুলোমোন” ও “তএব তে” বাক্যের প্রকৃতার্থ গোপন করিতে ইচ্ছা করেন তাহা বুদ্ধিমানের মধ্যে কে না বুঝিবেন ?

তে—এব—তে, তএব তে, স্মৃত্যং ত এখানে তে । ইহার স্মর্থ তাহারাই তাহার অর্থাৎ তাহাদিগের তুল্য তাহার । প্রথম “তে” ব্রাহ্মণাদিতে এবং দ্বিতীয় “তে” তাহাদিগের স্ব স্ব পুত্রবোধক ‘সমুত্ভাঃ’ শব্দের যোগ হইয়াছে । ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রেষু তুল্যান্স অক্ষতযোনিষু পত্নীযু, অর্থাৎ স্ব-স্ব-বর্ণোৎপন্নাক্ষতযোনিষু ভাৰ্য্যান্স, জাতাঃ পুত্রা স্তে এব জাত্যা জ্ঞেয়াঃ ব্রাহ্মণাদয়ো

জাতরঃ সন্তি ; যো বেন জাতঃ স তস্ত জাতিৰ্ভবেদিত্তি ভাবঃ । এখানে “ব্রাহ্মণাদিঃ” প্রয়োগ না করিলেও যে অর্থের কোন ব্যাঘাত ঘটে না তাহা পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। বাহা হউক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের তুল্য বর্ণে উৎপত্তা পত্নীতে জাত পুত্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়, এই হইল অর্থ। তাহারা তাহাদের মাতাপিতার জাতি হয় এক্ষণে অনুবাদ কিছু-তেই হইতে পারে না। ভাষ্য টীকাকার উভয়েই ব্রাহ্মণাদির অমূল্যম বিবাহিতা পত্নীর পুত্রদিগকে তাহাদের পিতৃজাতি বলিবেন না, স্বতন্ত্র জাতি বলিবেন, এই অভিপ্রায়েই যে উক্ত বচনের ভাষ্য টীকাতে মাতাপিতার জাতি হয় বর্ণিয়াছেন, তাহা পরে প্রদর্শিত হইবে।

ভাষ্য টীকাকার এখানে ব্রাহ্মণাদির অমূল্যমবিবাহোৎপন্ন পুত্রদিগকে পরিভ্যাগ করিয়াছেন, ইহা যে মন্তব্য কথা (সত্যযুগের জাতিবিষয়ক ইতিহাস) নহে, তাহা নিরোদ্ধৃত প্রমাণ হইতে পরিব্যক্ত হইতেছে। ভাষ্য টীকাকার উভয়েই বলিয়াছেন, আলোচিত বচনের “আমূল্যমোম” পরবর্তী ৬ শ্লোকে যুক্ত হইয়া অর্থ প্রকাশ করিবে (৯)। কিন্তু পরবর্তী বচনের অর্থ করিতে গিয়া তাহারা “আমূল্যমোম” পদের বিন্দু বিসর্গও বলেন নাই (১০)। বলিবেন কিপ্রকারে ৭ বলিতে গেলেই যে সেন্থলেও ঈকান্তি দোষেই পতিত হন ? ভাষ্যকার আলোচিত বচনের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, এ বচনের “আমূল্যমোম” উক্তর শ্লোকের অন্ত এ বচনে মন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী শ্লোকের ভাষ্যে কহিয়াছেন, এই বচনে মন্ত বাহা উপদেশ দিয়াছেন, তদ্বারা পূর্ব শ্লোকের “আমূল্যমোম” অনর্থক প্রযুক্ত বলিয়া সাব্যস্ত হইল (১১)। দেখা যায় যে, ভাষ্যকার পরবর্তী “জীৱনন্তরজাতাসু” বচনেরও প্রকৃতার্থ না করিয়া (ব্রাহ্মণাদির অনন্তর জাতিতে উৎপত্তা ভাষ্যার জাত পুত্রগণ তাহাদের পিতৃজাতিও নহে, মাতৃজাতিও নহে)

(৯) এই অধ্যায়ের ৩ টীকা দেখ।

(১০) এই অধ্যায়ের ৬ টীকা দেখ। উক্ত টীকাতে মন্তভাষ্য ও টীকাতে যে “আমূল্যমোম” আছে, তাহা “জীৱনন্তরজাতাসু” পদকে উপলক্ষ করিয়া উক্ত হইয়াছে। কেহ উহাকে পূর্ব-বর্তী ৫ শ্লোকের “আমূল্যমোম” মনে করিবেন না।

(১১) “অত আমূল্যমাত্মগ্রহণং পূর্বশ্লোকে বহুত্বশূদ্ধ্যর্থমিতি তদ্বিহানর্থকমতঃ পরেহু শ্লোকেষু পুনরুক্তিতে ।” ৬। মেধাতিথি। ১০অ, মন্তঃ।

এই অস্ত্রার অর্থ করিয়া আলোচিত ৫ শ্লোকের “আম্বুলোমোন” বাক্যের অনর্থ-কতা দেখাইয়াছেন । আমাদের মতে ভাষাকার নানা কথা মা বলিয়া আলো-চিত ৫ শ্লোকে মনু পাদপূরণার্থে “আম্বুলোমোন” কহিয়াছেন, বলিলেই ভাল করিতেন । টীকাকার কুল্লুকভট্ট এইরূপ কথা স্পষ্ট না বলিলেও অনন্তরজ (অম্বুলোম বিবাহোৎসব) পুত্রগণ যে তাহাদের পিতৃজাতিও নহে মাতৃজাতিও নহে, পিতৃজাতি হইতে নিকট মাতৃজাতি হইতে উৎকৃষ্ট তাহা তিনিও বলিয়াছেন (১২) । ভাষাকার ৫ শ্লোকের ভাষ্যে অম্বুলোমজ অর্ষষ্ঠদিগকে মাতৃজাতি বলিয়াছেন এবং তৎপ্রমাণার্থে বিষ্ণু আর যাজ্ঞবল্ক্য বচনও উদ্ধৃত করিয়া-ছেন (১৩) । কিন্তু ১০ অধ্যায়ের ৬ শ্লোকের ভাষ্যে অম্বুলোমজ পুত্রদিগকে কোন জাতিতেই প্রদান করেন নাই, পিতৃজাতি হইতে নিকট মাতৃজাতি হইতে উৎকৃষ্ট বলিয়াছেন (১৪) ।

উপরে প্রমাণ দ্বারা যাহা প্রদর্শিত হইল তাহাতে স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে যে, ভাষ্য আর টীকাকারের আলোচিত “সর্ব্ববর্ণেশু” ইত্যাদি শ্লোকের যে অর্থ করিয়াছেন তাহাতে উক্ত বচনের “আম্বুলোমোন” বাক্যের অর্থ এককালীন গৃহীত হয় নাই “তএব তে”রও প্রকৃতার্থ উপেক্ষিত হইয়াছে । সুতরাং বলিতে হইল, মনুর ভাষাকার ও টীকাকার আলোচিত বচন ও তৎপরবর্তী “ত্রীধনস্তর-জাতাম্” ইত্যাদি বচনের অর্থ করিতে যাইয়া ভগবান্ মনুর অর্থ গ্রহণ করেন নাই । স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তাঁহারা কতকগুলিন মিথ্যা কথা বলিয়া ও অস্ত্রান্ত স্মৃতি হইতে ছই একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া মনুর অর্থ গোপন করিতে

(১২) “পিতৃসদৃশান্ ন তু পিতৃজাতীয়ান্ সন্ধ্যায় আহঃ । পিতৃসদৃশগ্রহণাম্মাতৃজাতে-
নংকৃষ্টঃ পিতৃজাতিতো নিকৃষ্টাশ্জেয়াঃ । ৬ । কুঃ ।

(১৩) অনন্তরপ্রভবশ্চাম্বুলোমপ্রতিলোমশ্চআম্বুলোমা মাতৃজাতীয়াঃ প্রতিলোমশ্চ ধর্ম-
হীনাঃ । ইত্যাদি । ৫ । মে ।

(১৪) “তৎসদৃশগ্রহণাম্মাতৃ উৎকৃষ্টান্ পিতৃতো নিকৃষ্টান্ ।” ৬ । মে ।

পিতৃসদৃশ বলিলে যে পিতৃজাতি হয় না, পিতৃজাতি হইতে নিকট মাতৃজাতি হইতে উৎ-
কৃষ্ট হয়, ইহা ভাষ্য আর টীকাকারের নিজের কথা ও আশ্চর্য্য বৃত্তি । মনুসংহিতার ১০ অধ্যা-
য়ের ৫ শ্লোকের “আম্বুলোমোন” পদের অর্থ নানা গোলমাল করিয়া পরিত্যাগ করাতেই যে
তাঁহাদের ৬ শ্লোকের এই প্রকার অর্থ করিবার সুবিধা হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই ।

ও তাহাতে বাধা জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। অত্যাশ্চর্য্য স্থিতি হইতে তাঁহারা যে সকল বচন আলোচিত বচনের ব্যাখ্যাস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার অর্থ দ্বারা অনুলোমজ সন্তানগণ যে জাতিই হউক না কেন তাহা এখানে অগ্রে দেখা উচিত নয়, কারণ মনুসংহিতা সকল সংহিতার পূর্বে সত্য-যুগে হইয়াছে, সকল সংহিতার প্রধান (১৫)। অতএব সত্যযুগের মনু এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, তাহাই আমরা অগ্রে দেখিব।

প্রকৃত রূপে এই যে, শাস্ত্রমতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কেবল তুল্যজাতীয়া পত্নীই পত্নী নহে, অনুলোমক্রমে অর্থাৎ পর পর বর্ণে প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বর্থাশাস্ত্র বিবাহিতা আরও পত্নী হইত (১৬)। ভগবান্ মনু তৃতীয়াধ্যায়ের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের তুল্যজাতীয়া ও অনুলোম বিবাহিতা অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণে উৎপন্ন এই উভয়বিধ পত্নীই হইয়া থাকে এবং নবমাধ্যায়ের উক্ত

(১৫) “কুতে তু মানবোধর্গস্ত্রেতায়ঃ পৌতমঃ স্মৃতঃ।

ঋপরে শখলিখিতো কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ ॥” ১অ, পরাশরসং।

(বিদ্যাসাগর ধৃত)

“বেদার্থোপনিবদ্ধাঃ প্রাধাত্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।

মম্বথবিপরীতা বা সা স্মৃতিন’ প্রশস্ততে ॥” বৃহস্পতিসং।

(বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিবাহ পুস্তক ২য় খণ্ডধৃত)

(১৬) প্রাচীনকালে অনুলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল, অনুলোমবিবাহোৎপন্ন অশ্বত্থ, করগাদির বিদ্যমানতা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। অশ্বত্থোৎপত্তি ও অশ্বত্থমাতা ব্রাহ্মণজাতি অধ্যায়ে তৎসম্পর্কীয় বহু প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত পুরাণবচনে প্রকাশ পায় যে, এই কুলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত আর্য্যদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল। প্রচলিত না থাকিলে তাহা করিতে নিষেধ ও যত্নপূর্ব্বক তাহা সমাজ হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, এরূপ ইতিহাস পুরাণে পাওয়া বাইত না। প্রতিবাদী মহাশয়েরা পাছে অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত থাকা অস্বীকার করেন এই ভয়ে এখানে আমরা এই কথাগুলি বলিলাম ও তৎসম্পর্কীয় প্রমাণও উদ্ধৃত করিলাম।

“কলৌ ত্র্যসবর্ণীয়া অবিবাহত্বমাহ বৃহস্পারদীয়ঃ সমুদ্রযাত্রাধীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণম্।
 দ্বিজানামসবর্ণীয়া কস্ত্যাস্বপমস্তথা।। হোমোজি পরাশর ভাষ্যদ্বারা দিত্যাপুরাণম্।
। কস্ত্যানামসবর্ণীনাং বিবাহশ্চ দ্বিজাদিভিঃ।। এতানি লোকগুণ্যার্থং কলে-
 রাদৌ মহাবীতিঃ। নিবর্তিতানি কস্ত্যাপি ব্যবহ্যপূর্ব্বকং বুধৈঃ ॥” উদ্বাহতত্বম্, রঘুনন্দনভট্ট কৃত
 অষ্টাবিংশতি তত্ত্বানি।

পত্নীগণের গর্ভজাত পুত্রদিগের দায়ভাগবিধিও বলিয়াছেন (১৭), এবং তৃতীয়া-
ধ্যায়ের ৪৩৪৪ প্রভৃতি শ্লোকের বিধি দ্বারা ভগবান্ মনু অমূলোমবিবাহ-
হিতা পত্নীদিগকে ব্রাহ্মণাদি স্বামীর জাতিত্বও প্রদান করিয়াছেন ; উহা অম্বষ্ঠ-
মাতা ব্রাহ্মণজাতি অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে (১৮), ঐ সকল পত্নীর গর্ভজাত
পুত্রগণ যে তাহাদের পিতার জাতি, তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিবার অভিপ্রায়ে
১০ অধ্যায়ের ৫শ্লোকে ভগবান্ মনু “আমূলোম্যেন” বাক্য প্রয়োগ করিয়া
ব্রাহ্মণাদির তুল্য জাতিতে উৎপন্ন ও অমূলোমবিবাহিতা (অসবর্ণে উৎপন্ন)
উভয়বিধ পত্নীদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্য আর টীকাকার উক্ত তৃতীয়
এবং নবমাধ্যায়ের শ্লোকের ব্যাখ্যাত্বলে “আমূলপূর্বেণ” “আমূলোম্যেন” বাক্য
দ্বারা উক্ত স্ত্রীদিগকে ব্রাহ্মণাদির অমূলোমবিবাহিতা পত্নী ও তৃতীয়াধ্যায়ের
৪৩৪৪ শ্লোকের ব্যাখ্যায় অমূলোমবিবাহিতা পত্নীদিগকে বিবাহসংস্কার দ্বারা
ব্রাহ্মণাদি স্বামীর জাতি বলিয়া এবং তাহাদের গর্ভজাত পুত্রগণ যে ব্রাহ্মণাদির
পুত্র ব্রাহ্মণাদি, তাহা স্বীকার করিয়াছেন (১৯)। কিন্তু ১০ অধ্যায়োক্ত অম্বষ্ঠাদি

(১৭) সৰ্বণাশ্রে দ্বিজাতীনঃ প্রশস্তা দারকর্ষণি।

কামতন্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোবরাঃ ॥ ১২ ॥ ৩অ, মনুসং।

ভাষ্য—..... কূতে সৰ্বণবিবাহে যদি তন্তুঃ কথঞ্চিৎ প্রীতিনি ভবতি কৃতাবপত্যার্থো
ব্যাপ্যো ন নিষাদ্যতে।প্রবৃত্তানামিমা বক্ষ্যমাণাঃ.....জাতব্যাঃ। ১২। মে।

টীকা—ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানাং বক্ষ্যমাণা আমূলোম্যেন শ্রেষ্ঠা ভবেয়ুঃ। ১২। কুঃ।

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্ত সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।

তে চ স্বা চৈব রাজশ্চ তশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ ॥ ১৩ ॥

ভাষ্য—.....। সা চ শূদ্রা স্বা চ বৈশ্যা বৈশ্যস্ত তে চ বৈশ্যাশূদ্রে স্বা চ রাজশ্চৈব
অগ্রজন্মেনো ব্রাহ্মণস্ত ক্রমেণ নির্দেশে কর্তব্যে। ১৩। মেঃ।

.....। শূদ্রস্ত শূদ্রৈব ভার্য্যা ভবতি। বৈশ্যস্ত চ শূদ্রা বৈশ্যা চ ভার্য্যে মদ্বা-
দিভিঃ স্মৃতে। ক্ষত্রিয়স্ত বৈশ্যাশূদ্রে ক্ষত্রিয়া চ। ব্রাহ্মণস্ত ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা
ব্রাহ্মণী চ। ১৩। কুঃ। ৩অ, মনুসং।

(১৮) বর্ধাধ্যায়স্থ উক্ত ৪৩৪৪ শ্লোক ও তাহার ভাষ্য টীকা দেখ।

(১৯) “ব্রাহ্মণস্তামূলপূর্বেণ চত্বস্ত্ব যদি দ্বিঃ।

তাসাং জাতেষু পুত্রেষু বিভাগেহয়ং বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪৯ ॥” ৩অ, মনুসং।

অনুলোমজ (অনন্তরজ) পুত্রগণ যে তৃতীয়াধ্যায়োক্ত ব্রাহ্মণাদির অনুলোমবিবাহিতা পত্নীর সন্তান, নবমাধ্যায়োক্ত ব্রাহ্মণের অনুলোমবিবাহিতা ভার্য্যাতে জাত পুত্র, তৎসম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও বলেন নাই। মনুসংহিতার দশমাধ্যায়োক্ত অশ্ব-ঠাদি পুত্রগণ যে উক্ত সংহিতার তৃতীয়াধ্যায়োক্ত ব্রাহ্মণাদির অনুলোমবিবাহিতা পত্নীগণেরই সন্তান, তাহা ১০ অধ্যায়ের একটি শ্লোকের ব্যাখ্যাতেও ভাষ্য টীকাকার বলেন নাই। কেবল নবমাধ্যায়ের ১৪৯ শ্লোকের ভাষ্যে (বাহা এই অধ্যায়ের ১৯ টীকাতে উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে) মেধাতিথি বলিয়াছেন যে, তৃতীয়াধ্যায়ে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণাদি চতুর্ধর্গীয়া ভার্য্যাই উক্ত হইয়াছে। টীকাকার কুল্লুকভট্ট ১০ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকের টীকাতে অশ্বঠমাতা বৈশ্বকন্তা যে ব্রাহ্মণের বিবাহিতা জ্ঞী, তাহার প্রমাণ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন (২০) তথাপি অশ্বঠ যে মনুসংহিতার তৃতীয়াধ্যায়ের ১৩ শ্লোকোক্ত ব্রাহ্মণের অনুলোম-বিবাহিতা পত্নী বৈশ্বকন্তার পুত্র, তাহা প্রকাশ করেন নাই, এবং ৩ অধ্যায়ের ৪৩৪৪ শ্লোকের ভাষ্য টীকাতে অনুলোমবিবাহিতা পত্নীদিগকে পাণিগ্রহণ-সংস্কারে সংস্কৃতা ও পতির জাতিগোত্রা স্বীকার করিয়া, ১০ অধ্যায়ের ৫৬৭ প্রভৃতি শ্লোকের ভাষ্য টীকাতে ব্রাহ্মণাদির উক্ত পত্নীগণের গর্ভজ সন্তানদিগকে একবার মাতৃজাতি, আবার পিতৃজাতিও না, মাতৃজাতিও না, পিতৃজাতি হইতে নিকৃষ্ট মাতৃজাতি হইতে উৎকৃষ্ট ইত্যাদি কত কথাই যে কহিয়াছেন, কত

ভাষ্য—আনুপূর্বগ্রহণং তৃতীয়ে দশিতস্ত ক্রমস্তানুবাদঃ অয়মপি বক্ষ্যমাণসংক্ষেপপ্রতি-
জ্ঞানার্থঃ। ১৪৯। মেঃ।

টীকা—“ব্রাহ্মণস্ত যদি ক্রমেণ ব্রাহ্মণাদ্যাক্তত্বো ভাৰ্য্যা ভবেয়ুঃ তদা তাসাং পুত্রেবৃৎপন্নেষু
অয়ং বক্ষ্যমাণো বিভাগবিধিম’বাদিতিক্তঃ। ১৪৯।” কুঃ।

অশ্বঠমাতা ব্রাহ্মণজাতি নামক বঠাধ্যায় দেখ।

উদ্ধৃত শ্লোক ও তাহার ভাষ্য টীকার দ্বারা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে, মনু অনুলোমজ পুত্র অশ্বঠান্নিক পিতৃজাতি, পিতৃদায়াদ বলিয়াছেন। মনুসংহিতার পঞ্চমাধ্যায়ের ৫৯। ৬০ শ্লোক ও তাহার ভাষ্য টীকাতে অনুলোম পুত্রগণকে পিতৃসপিও উক্ত হইয়াছে ও পিতৃগোত্রের সম্পূর্ণাংশোচগ্রহণকরিবার বিধি আছে। এ সকলকে মনুর সমকালের অনুলোমজ পুত্রগণের পিতৃজাতির ইতিহাস মনে করিতে হইবে। অনুলোমজ পুত্রগণ পিতৃজাতি হইলেই অশ্বঠ ব্রাহ্মণজাতি হইল।

(২০) “বিবাহেষ বিধিঃ স্মৃত ইতি যাজ্ঞবল্ক্যেন ক্ষুণ্ণীকৃতত্বাৎ। ৮।” ১০অ, মনুসং।

অসরলতাই প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পরিসীমা নাই। ভাষ্য টীকাকার মহাশয়েরা এখন জীবিত নাই, যদি পৃথিবীতে তাঁহাদিগের প্রতিনিধি কেহ থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, যাজ্ঞবল্ক্যের কথিত ব্রাহ্মণ ও তৎপত্নী বৈশ্বকন্তা আর মনুসংহিতার তৃতীয়াধ্যায়ের ব্রাহ্মণ ও তৎপত্নী বৈশ্বকন্তা এবং ৯ অধ্যায়োক্ত ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণের বৈশ্বকন্তাপত্নী ও তৎপুত্র, মহাভারতীয় অনুশাসনশর্যোক্ত ব্রাহ্মণপত্নী বৈশ্বকন্তা ও তৎপুত্র এবং মনুর ১০ অধ্যায়ের চন্দ্রোক্ত ব্রাহ্মণ আর তৎপত্নী বৈশ্বকন্তা ও তৎপুত্র অর্থাৎ কি এক নহে ?

এতক্ষণ শাস্ত্রীয়-প্রমাণ-প্রদর্শনপূর্বক যাহা যাহা বলা হইল তদ্বারা ইহা নির্ণীত হইতেছে যে, আলোচিত “সর্ববর্ণেষু” ইত্যাদি শ্লোকের “আনুলোম্যেন” বাক্য দ্বারা ভগবান্ মনু ব্রাহ্মণাদির অনুলোমবিবাহিতা ক্ষত্রিয়কন্তা, বৈশ্বকন্তা ও শূদ্রকন্তা পত্নীদিগকে গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব ও শূদ্রের তুল্যজাতীয়া আর অনুলোমবিবাহিতা পত্নীগণের (বিবাহসংস্কার দ্বারা যাহারা ব্রাহ্মণাদির তুল্যজাতীয়া হইতেন তাঁহাদের) গর্ভজাত পুত্রগণেরা সকলেই তাহাদের পিতৃজাতি, ভগবান্ মনুর এই কথা ; উক্ত বচনে “আনুলোম্যেন” “তএবতে” প্রয়োগের ইহাই বিশেষ কারণ (২১)। ভগবান্ মনু সত্যযুগে প্রথমে স্মৃতি রচনা করিয়াছেন (২২)। ভাষ্য টীকাকারের উদ্ধৃত বিষ্ণু আর যাজ্ঞবল্ক্য বচন মনুর উক্ত বিধি ও ইতিহাসের বিরুদ্ধ ও তৎপরবর্ত্তী হওয়াতে উহা সত্য বিধি সত্য ইতিহাস বলিয়া চায়মতে পরিগৃহীত হইতে পারে না (২৩)।

(২১) সর্ববর্ণেষু ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্বশূদ্রেষু তুল্যাস্থ এতেষাং তুল্যবর্ণেষুংগনাস্থ তথা আনুলোম্যেন অনুলোমবিবাহবিধিনা এতেষাং ক্ষত্রিয়বৈশ্বশূদ্রেষু উৎপন্নাস্থ বধাশাস্ত্রং পরিণীতাস্থ তুল্যাস্থ (সর্ববর্ণাস্থ) অক্ষতযোনিবিবাহিতাস্থ স্ত্রীষু সমুভাঃ পুত্রাঃ তে এব তে জাত্যা শ্রেষ্ঠজাতয়ো জ্ঞেয়া জাতব্যাঃ, ব্রাহ্মণাদীনাং তে পুত্রা ব্রাহ্মণাদীনাং স্বৰ্ণজাতয়ো বেদিতব্যা ইত্যর্থঃ।

(২২) “কুতে তু মানবো ধৰ্ম্মস্তেজায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।

দ্বাপরে শব্দলিখিতৌ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ ॥” >অ. পরাশরসং।

(২৩) “বেদার্থোপনিবন্ধুৎ প্রাধাত্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।

মধ্বর্ধবিপরীতা বা সা স্মৃতির্ন প্রশস্ততে ॥” বৃহস্পতিবচন।

বিদ্যাগাগরধৃত।

সত্যযুগের শাস্ত্রাদিতে যাহাদিগের পিতৃজাতির ইতিহাস রহিয়াছে ও তৎপরবর্ত্তী যুগের

পূর্ববর্তী অর্থাৎ “সর্ববর্ণেষু তুল্যাসু” ইত্যাদি বচনে মনু অমূলোমবিবাহ-
ভোগ্যপন পুত্রদিগকে তাহাদিগের পিতৃজাতি বলিয়াছেন, উক্ত বিধি সংহিতা-
কারের যে নিজের নহে, তাহারও পূর্ববর্তী শাস্ত্রকার ঋষিগণের বিধি, তাহাই
তৎপরবর্তী বচনে বলিতেছেন । যথা,—

“জীষনস্তরজাতাসু দ্বিগৈরুৎপাদিতান্ সূতান্ ।

সদৃশানপি তানাহর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্ ॥ ৬ ॥ ১০অ, মনুসং ।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণের অনন্তরজাতীয়া (অর্থাৎ পরবর্তী ক্ষত্রিয়
বৈশ্য ও শূদ্রবর্ণে উৎপন্ন) অমূলোমবিবাহিতা পত্নীতে জাত পুত্রগণ তাহাদের
মাতৃদোষবর্জিত ও পিতৃজাতি ইহা পূর্ববর্তী শাস্ত্রকার মহর্ষিগণের মত ।

এই শ্লোকের পূর্বশ্লোকেব অর্থ যখন অমূলোমবিবাহিতার পুত্রগণ পিতৃ-
জাতি, অস্বর্গ্যমাতা ব্রাহ্মণজাতি অধ্যায়েও যখন শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা দেখান
হইয়াছে যে, অমূলোমবিবাহিতা পত্নীগণ তাহাদের পতির জাতি, তখন ভাষা
টীকাকার এ বচনের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা কোন মতেই স্থিরতর থাকিতে
পারে না (২৪) তাহাতে পূর্ব বচনের সহিত এ বচনের অর্থের বিরোধ হয় ।
পিতৃসদৃশ বলিলে মাতৃদোষযুক্ত হইলেও তদ্বৎ পিতৃজাতিচ্যুত হয় না, স্বজা-
তীয়া পত্নীর পুত্রোৎপাদন সম্মানে হীন হয় মাত্র (২৫) । মনু পববর্তী ১০
অধ্যায়ের ১০ শ্লোকে তাহা স্পষ্টই বলিয়াছেন এবং ভাষা আর টীকাকারও তাহা

শাস্ত্রাদিতে তাহাদিগের মাতৃজাতি বা পিতা মাতা হইতে স্বতন্ত্র জাতির ইতিহাস থাকিলেও
তাহা গ্রহণীয় হইতে পারে না, যেহেতু পূর্বকৃত শাস্ত্রবিধি ঈর্ষাবশতঃ উল্লঙ্ঘন করত তাহার
সৃষ্টি হইয়াছে, উহা ক্লারণশূন্য ।

(২৪) ভাষা—“তৎসদৃশগ্রহণাত্মত উৎকৃষ্টান্ পিতৃতো নিকৃষ্টান্ । ৬ ।” মেঃ ।

টীকা—পিতৃসদৃশান্ ন তু পিতৃজাতীয়ান্ মন্যদয় আহঃ । পিতৃসদৃশ গ্রহণাত্মজাতৈরুৎকৃষ্টাঃ
পিতৃজাতিতো নিকৃষ্টাঃ জ্ঞেয়াঃ । ইঃ । ৬ । কুঃ ।

(২৫) প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র জাতির অর্থ যে এ যুগের ব্রাহ্মণজাতির
অন্তর্গত কুলীন কাপ শ্রোত্রিয় কষ্ট শ্রোত্রিয়াদি শ্রেণীমাত্র ছিল, তাহা আমরা শাস্ত্রীয় প্রমাণ
দ্বারা পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে দেখাইয়াছি । এরূপ অবস্থায় মাতৃদোষহেতু তৎকালে যে পিতৃ-
জাতিচ্যুত হইত না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় । বর্তমান যুগের কুলীন ব্রাহ্মণ যদি
কষ্টশ্রোত্রিয়ের কণ্ঠকে বিবাহ করেন তবে তৎপুত্র পুত্র অত্রাহ্মণ হয় না । কুলীনকণ্ঠাপত্নীর
গর্ভজ পুত্র হইতে অপসদ অর্থাৎ সম্মানে হীন হয় মাত্র ।

স্বাকার করিয়াছেন (২৬) পূর্ববর্তী “সর্ববর্ণেষু” ইত্যাদি শ্লোকে অমুলোমজ-
দিগকে পিতৃজাতি বলাতে পরবর্ত্তিবচনের সদৃশশব্দের অর্থ তৎসদৃশ নহে,
নিশ্চয়ই তাহাই বুঝিতে হইবে। অমুলোমজ-পুত্রগণ তাহাদের পিতৃসদৃশ
অর্থাৎ পিতৃজাতি, ইহা মহর্ষিগণ বলিয়াছেন। এই কথা উদ্ধৃত শ্লোকে থাকিতে
বুঝিতে হইবে, উগা কেবল মনুর বিধি নহে, তাহারও পূর্ববর্ত্তী শাস্ত্রকারদিগের
বিধি ও ইতিহাস (২৭)। মাতৃদোষ কর্তৃক বিশেষপ্রকারে গর্হিত আলোচিত
শ্লোকের “বিগর্হিতান্” পদের এই অর্থ করিলে, পিতৃসদৃশত্ব (জাতিত্ব) থাকে
না ; পূর্বশ্লোকের অর্থের সহিতও বিরোধ ঘটে। বিশেষ, ৩ অধ্যায়ের ৪৩৪
শ্লোকে যখন মনু পাণিগ্রহণসংস্কার দ্বারা অমুলোমা (অসবর্ণোৎপন্না) পত্নী-
দিগকে ব্রাহ্মণাদির ভাগ্যাত্ম, জাতিত্ব প্রদান করিয়াছেন, তখন ১০ অধ্যায়ের
৬ শ্লোকে অতিশয় গর্হিতার্থে “বিগর্হিতান্” বাক্য প্রযুক্ত হওয়া একান্তই
অসম্ভব, যেহেতু মাতৃদোষ যাগা, তাহাত বিবাহসংস্কার হইতেই চলিয়া গিয়াছে।
(২৮) বিবাহসংস্কারের যদি কোন মহত্ব না থাকে, তবে একের কন্যা তদ্বারা
অপবের ভাগ্যা হয় কি প্রকারে? যাগা হইক, এই সকল কারণে আমরা
৬ শ্লোকের “বিগর্হিতান্” বাক্যের “বি” উপসর্গের বিশেষার্থ না করিয়া বিবর্জিত
অর্থ গ্রহণ করিলাম। যেমন অমুলোম শব্দের অর্থ উত্তম নহে, কিন্তু অনেক

*(২৬) “বিপ্রস্ত ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতেক্কর্ণয়োবর্বোঃ।

বৈপ্রস্ত বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়্ভেদেহপসদাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১০।” ১০অ, মনুসং।

ভাষ্য—এতে ত্রৈবর্ণিকানামেকান্তরদ্ব্যস্তরস্ত্রীজাতা অপসদা বেদিতব্যাঃ। সমান-
জাতীয়া পুত্রাপেক্ষা ভিগ্নস্তে। ১০। মেঃ।

টীকা—ব্রাহ্মণস্ত কত্রিাদিত্রগন্তীষু বর্ণত্রয়াণাং এতে ষট্ পুত্রাঃ সর্বণাপুত্রকর্ষ্যাপেক্ষা
অপসদা নিকৃষ্টাঃ স্মৃতাঃ। ১০। কুঃ।

ভাষ্য আর টীকাকারের সমানজাতীয়া এবং সর্বণ পুত্রের অর্থ যে সমশ্রেণীতে উৎপন্না
পত্নীর পুত্র তাহা বলা বাহুল্য। অপসদের অর্থ কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট, ভিন্ন জাতি নহে। মনু
১০ অধ্যায়ের ৫৩ শ্লোকে যখন অমুলোমজদিগকে পিতৃজাতি বলিয়াছেন, তখন তাহাই
১০ শ্লোকের অপসদের অর্থ ভিন্নজাতি হইতে পারে না।

(২৭) উক্ত ৬ শ্লোকের “সদৃশানপি তানাহঃ” বাক্য দ্বারা ই এ কথা প্রকাশ পায়।

(২৮) “আসীতামরণাং ক্রান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।

যো ধর্ম এক পত্নীনাং কাক্ষন্তী তমমৃতমম্ ॥ ১৫৮।” ৫অ, মনুসং।

স্থলে অতিশয় উত্তমার্থে উহার প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় (২২)। বচনে “অপি” শব্দ থাকাতেও অমূল্যবিবাহোৎসব সম্বন্ধে গণের পিতৃজ্ঞাতির ইতিহাস নিশ্চয় পরিবর্তন হয় (৩০)। আর একটি কথা এই যে, বিবাহসংস্কার দ্বারা যাহাদের মাতৃগণকে মনু পতির জ্ঞাতিত্ব প্রদান করিলেন, তাহাদিগকে পুনরায় তিনি পিতৃজ্ঞাতিচ্যুত করিবেন কেন? বিবাহসংস্কার কর্তৃক যাহাদের মাতা ব্রাহ্মণজাতি হইতেন, তাহারা পিতৃজ্ঞাতিও নহে, মাতৃজ্ঞাতিও নহে, এই কথা মনুর বলিয়া যাহারা প্রচার করেন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেই হইবে, তবে কি মনু সময়ে সময়ে প্রলাপও বলিতেন?

আলোচিত ৫/৬ শ্লোকের বিধি কি প্রকার বিধি তাহাই ভগবান্ মনু তৎ পরবর্তী ৭ শ্লোকে বলিতেছেন। যথা,—

“অনন্তরাস্ম জাতানাং বিধিরেষঃ সনাতনঃ ।

যোক্তাস্ম জাতানাং ধর্ম্মাং বিদ্যাতিমং বিধিম্ ॥ ৭ ॥

১০অ, মনুসংহিতা ।

ব্রাহ্মণাদির অনন্তরজাতীয়া (অব্যবহিত পরবর্ণে উৎপন্ন) ও একান্তর জাতীয়া (এক বর্ণ ও দুই বর্ণ ব্যবধান বর্ণে উৎপন্ন) ভাঙ্গিতে জাত

(২২) আমাদের এই সিদ্ধান্তে যাহাদের মনস্তি না হইবে তাহাদিগকে আমরা এই কথা বলিব যে, উক্ত বচনের “বিবর্জিতান্” পদই কালে “বিগর্হিতান্” হইয়াছে। মনুবচনের “বরাঃ” পদকে যে আধুনিক ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ “অবরা” করিয়াছেন তাহা এই পুস্তকের ৭ অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(৩০) ৬ শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যাই সম্ভব। যথা —

দ্রৌণনস্তরেতি। ব্রাহ্মণকত্রিয়বৈশ্যানাং অনন্তরজাতাস্ম অর্থাৎ অনন্তরৈকান্তরদ্ব্যন্তরজাতাস্ম যথাশাস্ত্রং পরিণীতাস্ম ভাষ্যাস্ম ব্রাহ্মণাদিভিঃ স্বামিভিরুৎপাদিতান্ যথা ব্রাহ্মণেন স্বামিন কত্রিয়কস্ত্রায়াং বৈশ্যকস্ত্রায়াং শূদ্রকস্ত্রায়াং কত্রিয়েণ স্বামিনা বৈশ্যকস্ত্রায়াং শূদ্রকস্ত্রায়াং বৈশ্যেন স্বামিনা শূদ্রকস্ত্রায়াং যথাশাস্ত্রং পরিণীতাস্ম ভাষ্যাস্ম জাতান্ পুত্রান্ মাতৃদোষাৎ বিগর্হিতান্ বিগতগর্হিতান্ বিমুক্তান্ বিবর্জিতান্ ব্রাহ্মণাদীনাং পিতৃণাং সদৃশান্ জাতীয়াঃ পূর্বপূর্বমুত্ভাষ্য আহঃ। অপিশব্দাৎ স্থনিশ্চয়েন আহরতি। যত এষাং মাতৃণাম্ শাস্ত্র-বিধিনা বিবাহসংস্কারেণ তৃতীয়াধ্যায়েহপি মনুনা পত্ন্যাঃ স্বজাতিভ্যমুজ্জম্। ততো মেধাতিথি- [কুলুকমোরেতৎচনব্যাখ্যা নোচিতি ন চ পুনঃ সংগচ্ছতে।

পুত্রগণের এই পিতৃজাতিবিষয়ক বিধিকে যথাক্রমে সনাতন ও ধর্ম্যবিধি বলিয়া জানিবে।

ভাষা আর টীকাকার উপরি উক্ত ৬ শ্লোকের “অনন্তরাস্ত্র জাতাস্ত্র” পদের কেবল অব্যবহিত পরবর্ণে উৎপন্ন পত্নীতে অর্থ করিয়া উক্ত ৭ শ্লোকের

“অনন্তরাস্ত্র জাতানাং বিধিরেষঃ সনাতনঃ।”

এই প্রথম চরণের বিধিরেষঃ অর্থাৎ এই বিধিকে আলোচিত ৬ শ্লোকোক্ত ব্রাহ্মণাদির অব্যবহিত পরবর্ণে উৎপন্ন পত্নীতে জাত পুত্রগণের সম্পর্কীয় সনাতন বিধি বলিয়া, উক্ত ৭ শ্লোকের শেষ চরণের এই ধর্ম্যবিধি অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদির একান্তর দ্ব্যস্তরবর্ণে জাত পত্নীগণের গর্ভসম্ভূত পুত্রগণের এই জাতিনির্ণয়ক ধর্ম্যবিধি পরবর্তী শ্লোকে উক্ত হইয়াছে বলিয়াছেন (৩১)। দেখা যায় যে, পরবর্তী কোন শ্লোকই ব্রাহ্মণাদির একান্তরা দ্ব্যস্তরা (অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রকতা) পত্নীতে উৎপন্ন পুত্রগণের জাতিনির্ণয়ক বিধিবিষয়ক নহে। পরবর্তী ৮৯ প্রভৃতি শ্লোকে কেবলমাত্র কতকগুলি অনুলোমবিবাহোৎপন্ন পুত্রগণের নাম ও তাহাদের পিতামাতার পরিচরমাত্র উক্ত আছে। এমতাবস্থায় বলিতে হইল, ভাষা টীকাকার যে ৭ শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন তাহাও বিশেষরূপে অসমরলতাপূর্ণ। যখন স্পষ্টই দেখা যায় যে, পরবর্তী আর কোন শ্লোকই ব্রাহ্মণাদির একান্তরা, দ্ব্যস্তরা পত্নীতে জাত পুত্রগণের জাতিনির্ণয়ক নহে, তখন বুঝিতে হইবে, পূর্ববর্তী ৫৬ শ্লোকেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের অনন্তরা, একান্তরা, দ্ব্যস্তরা পত্নীতে জাত পুত্রগণের জাতি নির্ণীত হইয়াছে, এবং তন্মধ্যে ৬ শ্লোকোক্ত অনন্তরা পত্নীর গর্ভজ সন্তানগণের পিতৃজাতিত্বের বিধি সনাতন আর একান্তর দ্ব্যস্তরা পত্নীতে জাত সন্তানগণের পিতৃজাতিত্বের বিধি ধর্ম্য, এই দুই মত ৭ শ্লোকে বলিয়াছেন (৩২)। ভগবান্ মনু পূর্ববর্তী ৬ শ্লোকেই ব্রাহ্ম-

(৩১) ভাষ্য—“আদ্যেনাঙ্কিল্লোকেনোক্তমর্থমমুদঘতি। দ্বিতীয়েন বক্ষ্যমাণসংক্ষেপঃ।”

ইত্যাদি। ৭। মেঃ।

টীকা—“অনন্তরাধিতি। এষ পারস্পর্যাপত্তয়া নিত্যবিধিরনন্তরজাতিভার্যোৎপন্নানামুক্তঃ।

একেন দ্ব্যভ্যাং বর্ণাভ্যাং ব্যবহিতাস্তৎপন্নানাং যথা ব্রাহ্মণেন বৈশ্যায়ঃ ক্ষত্রিয়েণ শূদ্রায়ঃ ব্রাহ্মণেন শূদ্রায়ামিহঃ বক্ষ্যমাণঃ ধর্ম্মানপেতং-বিধিঃ জানীয়াৎ। ৭।” কুঃ।

(৩২) ৭ শ্লোকের টীকা এইরূপ হওয়া উচিত ছিল। যথা,—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানমনন্তরাব্যবহিতবর্ণোৎপন্নান্বলোমাস্ত্র ভাষ্যাস্ত্র ব্রাহ্মণাদিভিঃ পতি-

বাদির অনন্তরা, একান্তরা ও দ্ব্যন্তরা পত্নীমাত্রকে উপলক্ষ করিয়াই “ত্ৰীধনন্তর-জাতাহু” পদের অনন্তর শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। পরবর্তী ১৪৪১ শ্লোক ও তাহার মেধাতিথি এবং কুল্লুকভট্ট কৃত ভাষ্য টীকা দ্বারা আমরাইগের এই কথা একান্ত সত্য বলিয়া সাব্যস্ত হইতেছে (৩৩)। অতএব,

“সর্ববর্ণেষু তুল্যাহু পত্নীধন্যতযোনিষু।

আমুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়ান্ত এব তে ॥ ৫ ॥

ভিঃ সমুৎপন্নানাং পুত্রাণাং যথা, ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়কন্যায়াং ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যকন্যায়াং বৈশ্যেন শূদ্রকন্যায়াং পত্ন্যাং জাতানাং এব পূর্বলোকোক্তঃ পিতৃজাতিপ্রতিপাদকবিধিঃ সনাতনঃ স্বাভাবিকো নিত্যো বিধির্জ্ঞেয়ঃ। এবং তেযাং ব্রাহ্মণাদীনামেকান্তরদ্ব্যন্তরাহু যথা, ব্রাহ্মণেন স্বামিনা বৈশ্যকন্যায়াং শূদ্রকন্যায়াং ক্ষত্রিয়েণ স্বামিনা শূদ্রকন্যায়াং ভাৰ্য্যাসমুৎপন্নানাং পুত্রাণা-মিমং পূর্বলোকোক্তঃ বিধিঃ ধৰ্ম্মাৎ ধৰ্ম্মযুক্তং স্ত্রীয়াং ধৰ্ম্মলব্ধং বা বিজানীয়াৎ। পরেহপি শ্লোকে একান্তরদ্ব্যন্তরাহু ভাৰ্য্যাহু জাতানাং পিতৃজাতিপ্রতিপাদকবিধিনেইকতঃ। অতো নৈব মনো-রতিপ্রায়বিপরীতঃ। যতোহনন্তরবর্তিতুর্দশশ্লোকে “অনন্তরগ্রহণমনন্তরৈকান্তরদ্ব্যন্তরপ্রদর্শ-নার্থম্” ইতি মেধাতিথিঃ কুল্লুকোহপি স্বীকৃতবান্। পুত্রস্ত পিতৃজাতিত্বপ্রাপ্তিঃ স্বাভাবিকো ধৰ্ম্মানুমোদিতশ্চ, “বন্যাবীজপ্রভাবেন তিৰ্য্যগ্ জা স্বযয়োহভবন্।” এতেন বীজকেত্রদ্বৈধার্থ্যে বীজস্ত প্রাধান্যং মহাদিভিন্নপদীষ্টং ভবতি।

(৩৩) নিম্নস্থত বচনে অনন্তর শব্দ, অনন্তর একান্তর ও দ্ব্যন্তরার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে যথা,—

“পুত্রা যেননন্তরপত্নীজাঃ ক্রমেণোক্তা বিজয়নাম্।

তাননন্তরনামস্ত মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে ॥ ১৪।” ১০অ, মনুসং।

ভাষ্য—“যথা ব্রাহ্মণাং ক্ষত্রিয়ায়াং বৈশ্যয়াঞ্চ এবং ক্ষত্রিয়াহুভয়োস্তাননন্তরনামঃ প্রচক্ষতে।

অনন্তরাহুলোমাঃ।” ইঃ। ১৪। মেঃ।

টীকা—“..... অমন্তরগ্রহণমনন্তরবচৈকান্তরদ্ব্যন্তরপ্রদর্শনার্থম্। যে বিজানামনন্তরৈকান্তর-

দ্ব্যন্তরজাতিস্ত্রীষু আমুলোম্যেন উৎপন্নঃ পূর্বমুক্তাঃ পুত্রান্তান্।” ইঃ। ১৪। কুঃ।

মনুসংহিতা ১০ অধ্যায়ের ৪১ শ্লোক ও তাহার টীকা ভাষ্য দেখ। এই মাতৃদোষের অর্থ যে, পিতা হইতে মাতার নিয়ত্রেণীতে উৎপত্তিমাত্র, তাহা বলা বাহুল্য। অর্থাৎ অমুলোমজ পুত্রগণের মাঝে তাহাদের পিতা হইতে সম্মানে (অপেক্ষাকৃত) নিকট শ্রেণীতে উৎপন্ন এই হেতু তাহাদের অনন্তরজ নাম হইয়াছে, এই কথা মনু বলিয়াছেন। ভাষ্য টীকাকারেরা প্রকৃতার্থের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া এখানে অনর্থক ইহাদিগের মাতাপিতার অতিরিক্ত বর্ণ-সঙ্কর প্রচার করিয়াছেন। ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ তাহা এই গুণ্যকের সর্বত্রই প্রদর্শিত হইল।

“অনন্তরজ। (পুং) অনন্তরস্তানন্তরবর্ণীয়া ত্রিযা জায়তে জন—৬ ক্রমেণা ত্রীজাত পুত্র। ইত্যাদি। অনন্তরজ শব্দের অর্থ। বিবকোব অভিধান।

জীৱনন্তরজাতান্ন দ্বৈজৈরুৎপাদিতান্ন নুতান্ ।

সদৃশানপি তানাহর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্ ॥ ৬ ॥”

এই দুইটি শ্লোকেই ভগবান্ মহু সমুদায় অমুলোমজ পুত্রগণের জাতিনির্ণয় করত তাহা কি প্রকার বিধি তাহা ৭ শ্লোকে বলিয়াছেন বলিয়া উপলব্ধি হয়। অমুলোমজ পুত্রগণ তাহাদের পিতৃজাতি এবং তাহা সনাতন ও ধর্ম্যবিধি, মহু স্বীয় সংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৫৬৭ শ্লোকে বলিয়া, তৎপরে তাহাদিগের পিতা-মাতার পরিচয় ও তাহাদের মধ্যে কাহার কি নাম তাহাই বিস্তারপূর্বক বলিবার অভিপ্রায়ে কহিতেছেন :—

“ব্রাহ্মণা বৈশ্বকশ্চায়া মন্বন্তো নাম জায়তে ।

নিবাদঃ শূদ্রকশ্চায়াঃ যঃ পারশব উচ্যতে ॥ ৮ ॥” ১০অ, মহুসং ।

ব্রাহ্মণ হইতে তদীয় বৈশ্বকশ্চাপত্নীতে অম্বষ্ঠের ও শূদ্রকশ্চাপত্নীতে নিবাদের জন্ম হইয়া থাকে, নিবাদকে পারশবও বলা যায় ।

দেখা যায় যে, মহুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৫ শ্লোক হইতে ৬৭ শ্লোক পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণাদির তুল্যজাতিতে ও অসবর্ণে উৎপন্ন বিবাহিতা পত্নীতে ব্রাহ্মণাদি স্বামী কর্তৃক জাত পুত্রগণের বিষয়ই বর্ণিত হইয়া আসিতেছে এবং ৮ শ্লোক ও তৎপরবর্তী কতিপয় শ্লোকে অমুলোমবিবাহোৎপন্নগণের মধ্যে কাহার পিতামাতার উৎপত্তি কোন্ শ্রেণীতে তাহা এবং তাহাদের (উক্ত পুত্রগণের) কাহার কি নাম তাহাই বলা হইয়াছে। একরূপ স্থলে ৮শ্লোকোক্ত অম্বষ্ঠের পিতা ব্রাহ্মণ আর মাতা বৈশ্বকশ্চা যে পাতপত্নী তাহা প্রমাণ করিতে টীকাকার মহুসংহিতা পরিত্যাগ করিয়া যে কেবল যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ছিলেন (৩৪) এবং তিনি আর ভাষ্যকার, মহুসংহিতার ৩ অধ্যায় ৯ অধ্যায় ও ১০ অধ্যায়ের কোন একটি বচনও উক্ত বিষয়ের প্রমাণ স্থলে উদ্ধৃত করেন নাই, ইহা হইতে আর অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে ? (৩৫) ।

(৩৪) “বিন্নাস্থেব বিধিঃ স্মৃত ইতি যাজ্ঞবল্ক্যেন ক্ষুটীকৃতং ৭ ” ইঃ । ৮ । কুঃ ।

(৩৫) আলোচিত ৮ শ্লোকের অর্থ এই,—

ব্রাহ্মণাং স্বামিনো বৈশ্বকশ্চায়াঃ ভাষ্যায়ামন্বন্তো পুত্রো জায়তে । এতেন মনোঃ পূর্বকালাদায়ত্ন্য বহুকালপর্য্যন্তমন্বন্তো জায়তে ইতি নির্ণাতঃ ভবতি । নিত্যপ্রযুক্তবর্তমান-কালার্ধে জন্—লট্—তে+ জায়তে । এবং ব্রাহ্মণাচ্ছূদ্রকশ্চায়াঃ পত্ন্যাং নিবাদোনাম পুত্র

মহুসংহিতা প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অনুলোমক্রমে ছয় পত্নী উক্ত হইয়াছে (৩৬) । কিন্তু তন্মধ্যে ১০ অধ্যায়ের ৮:২ শ্লোকে মহু তিন পত্নীর সন্তান অর্থাৎ অশ্বঠ, নিবাদ ও উগ্রের নাম এবং তাঁহাদের পিতামাতার বংশের পরিচয় মাত্র (৩৭) বলিয়াছেন । অবশিষ্ট তিন পত্নীর (ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়কন্তা, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যকন্তা, বৈশ্যের শূদ্রকন্তা ভাষ্ক্যার) গর্ভজ সন্তানের অর্থাৎ মূর্দ্ধাবিস্ত-
বিস্ত, মাহিষ্য ও করণের নাম, তাঁহাদিগের পিতৃমাতৃবৃত্তান্ত কিছুই বলেন নাই । চাঁকাকার কুল্লকভট্ট যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা হইতে মূর্দ্ধাবিস্ত, মাহিষ্য ও করণের নাম এবং তাহাদের ধর্ম্মাদি (বৃত্তাদি) বিষয়ক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (৩৮) কিন্তু তাহা যে মহুর উক্ত ৬ শ্লোকের কথা নয়, তাহা উপরে আমরা উক্ত

উৎপদ্যতে । বতোহস্ত পূর্বপূর্ববচনেষু বিবাহিতপতিগত্বাসম্বন্ধিনঃ পুত্রা উক্তান্ততীয়েহপি ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানামানুলোম্যেন ক্ষত্রিয়কন্তা বৈশ্যকন্তা শূদ্রকন্তা ভাষ্ক্যোপদিশ্যতে ; ততো-
হষষ্ঠানারভ্যাভ্যায়োক্তাঃ সর্বৈহমুলোমজাঃ পুত্রা পতিপত্নীসন্তুতা বেদিতব্যাঃ । যজ্ঞপোষ ব্যাধ্যা ন ক্রিয়েত অস্ত পূর্ববচনে 'ধর্ম্ম্যং বিদ্বাদিমং বিধিম্' ইতি যদুক্তম্ তদনর্থকং স্যাৎ ।

(৩৬) "শূদ্রৈব ভাষ্ক্যশুশ্রুস্ত সা চ ষা চ বিশঃ স্মৃতে ।

তে চ ষাচৈব রাজঃ স্যস্তাশ্চ ষা চাশ্রজয়নঃ ॥ ১৩ ॥" ৩অ, মহুসং ।

"অথ ব্রাহ্মণস্ত বর্ণানুক্রমেণ চতস্রো ভাষ্ক্য ভবন্তি । ১ । তিস্রঃ ক্ষত্রিয়স্ত । ২ । দ্বৈ বৈশ্যস্ত । ৩ । একা শূদ্রস্ত । ৪ ।" ২৪অ, বিকুসং ।

মহাভারতের অনুশাসনপর্ব, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, ব্যাস, শঙ্খ, উশনাঃ হারীত গোতম প্রভৃতি সংহিতা, অগ্নিপু্রাণ ১৫৪অ, গরুড়পুরাণ ২৫ অ, দেখ ।

(৩৭) ব্রাহ্মণাবৈশ্যকন্তারানবধৌ নাম জায়তে ।

নিবাদঃ শূদ্রকন্তারায় যঃ পারশব উচ্যতে ॥ ৮ ॥

ক্ষত্রিয়াক্ষুদ্রকন্তারায় ক্রুরাচারবিহারবান্ ।

কশ্রুশূদ্রৈবপুংস্করত্রৌ নাম প্রজায়তে ॥ ৯ ॥ ১০অ, মহুসং ।

(৩৮) "ত্রীষিতি । আনুলোম্যেমাব্যবহিত বর্ণজাতীয়াহু ভাষ্ক্যাহু দ্বিজাতিভির্ষ উৎপা-
দিতাঃ পুত্রাঃ । ১' যথা ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ারাঃ ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যারাঃ বৈশ্যেন শূদ্রারাঃ তান্ মাতৃ-
ইনজাতীয়দ্ব্যধোণে গর্হিতান্ ন তু পিতৃজাতীয়ান্ সমাদয় আহঃ । পিতৃসদৃশগ্রহণাৎ
মাতৃজাতেকংকুষ্ঠাঃ পিতৃজাতিতো নিকৃষ্টা জেয়াঃ । এতেবাঞ্চ নামানি মূর্দ্ধাবিস্ত-
মাহিষ্যকরণাধ্যানি যাজ্ঞবল্ক্যাদিভিরুক্তানি । বৃত্তয়শ্চৈবামুনসোক্তাঃ । হস্ত্যশ্বরথশিক্ষা অস্ত্র-
ধারণঞ্চ মূর্দ্ধাবিস্তানাং বৃত্তাগীতনক্ষত্রজীবনং পশুরক্ষাচ মাহিষ্যাণাং দ্বিজাতিশুক্রবা ধন-
ধাত্তাধ্যাকতা হুর্গান্তঃপুররক্ষা চ পারশবোৎকরণানামিতি । ৬ । কুঃ । ১০অ, মহুসং ।

শ্লোকসম্বন্ধে যাহা যাহা কহিয়াছি তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়। অনুরূপে ব্রাহ্মণাদির ছয় পত্নী হয় ইহা যখন ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, (৩৯) ; নবমাধ্যায়ে তাহাদের গর্ভজ ছয় পুত্রের দায়ভাগ ও অশৌচ বিধিও কহিয়াছেন এবং ১০ অধ্যায়ের ৫৬৭ শ্লোকে তাহাদের পিতৃজাতিত্বের বিধি ও ঐতিহাস রহিয়াছে, তখন মনুর সময়ে উক্ত তিন পুত্র ছিল না বা তাহাদের নাম বৃত্তাদি বলিতে মনু (অশ্বঠ, নিষাদ, উগ্রের স্ত্রায় বলিতে) ভুলিয়া গিয়াছেন, ইহা নিতান্তই অসম্ভব। অতএব নিশ্চয়ই প্রতীয়মান হয় যে, মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৭ শ্লোকের পরে ও ৮ শ্লোকের পূর্বে এবং পরে এমন কতকগুলি শ্লোক ছিল, যাহাতে মূর্দ্ধাবসিক্ত, মাহিষ্য ও করণের নাম বৃত্তাদিও উক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে অনুলোমপুত্রগণের পিতৃজাতিত্ব ও পৈতৃক বৃত্তাদির বিধি এবং ঐতিহাস আরও পরিষ্কাররূপে থাকায় ঐ শ্লোকগুলি মনুসংহিতা হইতে পরি-
ত্যক্ত হইয়াছে (৪০)। সত্য কিছতেই গোপন থাকিবার নহে, অতএব সর্বো-

(৩৯) ৩৬টীকা দেখ।

(৪০) মনুসংহিতার ভাষ্য টীকাকারেরা উক্ত সংহিতার ৫৬৭ প্রভৃতি শ্লোকের প্রকৃতার্থ গোপন করত বৈরূপ অস্তায় বাগ্য্য করিয়া অনুলোমজ সন্তান মূর্দ্ধাভিষিক্ত অশ্বঠ মাহিষ্য উগ্রকরণাদিকে পিতৃজাতিচ্যুত করিয়াছেন, তাহাতে উপরি উক্ত কথা আমরা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। যাজ্ঞবল্ক্য গৌতম প্রভৃতি মনুর পরবর্ত্তিগণ মূর্দ্ধাভিষিক্ত প্রভৃতির নাম ও বৃত্তি বলিয়াছেন, কিন্তু মনু বলেন নাই ইহা কে বিশ্বাস করিতে পারে? মনুসংহিতার ভাষ্য টীকাকারদিগের এবং বুদ্ধধর্মপুরণকার প্রভৃতির লক্ষণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উপলব্ধি হয় যে, এই কলিযুগের অর্থাৎ অদ্য হইতে সহস্র বৎসরের মধ্যবর্ত্তী ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্তা পত্নীর সন্তান ব্রাহ্মণগণ অথবা পাণ্ডিত্যবলে আপনাদিগের প্রাধান্ত সংস্থাপন ও ব্রাহ্মণাদি বিজ-
গণের অনুলোমবিবাহোৎপন্ন সন্তান ব্রাহ্মণাদির জাতি ধর্ম বিনষ্ট করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। এ অবস্থায় মনুসংহিতা প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রের কলেবরও যে অক্ষুণ্ণ নাই, উল্লিখিত স্বার্থপরতাহেতু যে সকল শাস্ত্রেরই কোন কোন স্থল পরিত্যক্ত ও কোন কোন স্থল প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা বুদ্ধিমানেরা কিছতেই অস্বীকার করিবেন না। জমদগ্নি ও ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ। বর্ত্তমানযুগেও ইহাদের সন্তানগণ ব্রাহ্মণ এবং যজ্ঞ যাজ-
নাদি ঘটকর্ম্মই তাহাদের ধর্ম্ম। এ অবস্থায় উশনঃসংহিতায় যে কেবল হস্তি অথ রথ শিক্ষাই মূর্দ্ধাভিষিক্তের ধর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, তাহাতেই প্রকাশ পায় যে অনুলোমজ মূর্দ্ধাভিষিক্ত অশ্বঠা-
দির যজ্ঞ যাজনাদি বৃত্তি প্রভৃতি বিষয়ক শ্লোকগুলি মনুসংহিতা হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পেক্ষা প্রাচীন ও প্রামাণ্য বেদেরই পরবর্ত্তী মনুসংহিতা দ্বারা এখনও সম্ভ্রমণ হইতেছে যে, অষ্টম ব্রাহ্মণের অনুলোমবিবাহোৎসব পুত্র ব্রাহ্মণজাতি ।

অনুলোমবিবাহোৎসব মূর্দ্ধাবসিক্ত অষ্টম মাহিষ্য ও করণাদি যে তাহাদিগের পিতৃজাতি, উপরে মনুসংহিতার প্রমাণ হইতে তাহা পরিস্ফুট হইল ; সম্প্রতি . অস্তান্ত স্মৃতি আর পুরাণ শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা অষ্টম যে ব্রাহ্মণজাতি, বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে মূর্দ্ধাবসিক্ত আর অষ্টম ব্রাহ্মণের বংশরূপ ব্রাহ্মণগণ আছেন, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে । মূর্দ্ধাবসিক্ত, অষ্টম প্রভৃতিকে মাতৃজাতি করিবার অভিপ্রায়ে মনুভাষ্যকার বিষ্ণুসংহিতা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া-ছেন । যথা,—

“অনুলোমাস্তৃ মাতৃবর্ণাঃ ।”

অর্থাৎ অনুলোমবিবাহোৎসব পুত্র তাহাদের মাতৃজাতি ।

অষ্টমমাতা ব্রাহ্মণজাতি প্রকরণে যখন সাবাস্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণাদির অনুলোমবিবাহিতা পত্নীগণ ব্রাহ্মণজাতি, (তাহাদের পতির জাতি) তখন উক্ত মাতৃজাতির অর্থও পিতৃজাতিই হইতেছে । অষ্টমমাতা ব্রাহ্মণজাতি, কিন্তু তৎ-গর্ভজ সন্তান তন্মাতার পিতৃবর্ণ অর্থাৎ বৈশ্য, এই কথা কি প্রকারে সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে ? মহর্ষি বিষ্ণু এই অর্থে অবশ্যই অনুলোমজ পুত্র-দিগকে মাতৃবর্ণ বলেন নাট, যদি বলিয়া থাকেন, তবে তাহা মনুবিরুদ্ধ বলিয়া প্রাচীন আর্ষাসমাজে গ্রহণীয় হয় নাট বুঝিতে হইবে (৪১) । মহর্ষি বিষ্ণু অনু-লোম (অসবর্ণ) বিবাহের বিধি দিয়াছেন এবং তিনি মনুসংহিতাও জানিতেন ।

“ব্রাহ্মণস্তানুপূর্বেণ চতুস্তম্ব যদি স্ত্রিয়ঃ ।

তাসাং জাতেষু পুত্রেষু বিভাগেহয়ং বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪৯ ॥

ত্ৰ্যশং দায়াক্ষরেষিপ্রো দ্বাবংশো ক্ষত্রিয়ামৃতঃ ।

বৈশ্যাক্ষঃ সাক্ষমৈবাম্শমংশং শূদ্রামৃতো হরৎ ॥ ১৫১ ॥ ৯অ, মনুসং ।

মহাভারতীয় অনুশাসনপর্বের ৪৭অ, ও অস্তান্ত স্মৃতি পুরাণ দেখ ।

(৪১) “বেদার্থোপনিবন্ধ্যং প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্ ।

মধর্ষিপন্নোতা যা সা স্মৃতিং প্রশস্ততে ॥” বৃহস্পতিসং ।

ঔদাহতঃ ও বিভাগাপরকৃত বিধবাবিবাহ পুস্তকখণ্ড ১

প্রস্তাবিত বিষয়ে তিনি মম্বুরই অম্ববাদ কহিয়াছেন (৪২) । মম্বুর প্রতিবাদ করিবার তাঁহার কোন কারণ দেখা যায় না । মম্বু বাহাদিগকে পিতৃজাতি বলিয়াছেন, বিষ্ণু তাহাদিগকে মাতৃজাতি বলিবেন কেন ? যদি বল,

“সমান বর্ণাম্ব পুত্রাঃ সর্বণা ভবন্তি । ১ ।

অম্বলোমাম্ব মাতৃবর্ণাঃ । ২ ।” ১৬অ, বিষ্ণুসংহিতা ।

সমানবর্ণে উৎপন্ন পত্নীতে জাত পুত্রগণ সর্বণ ও অম্বলোমা (অসবর্ণে) উৎপন্ন পত্নীতে জাত পুত্রেরা মাতৃবর্ণ হইয়া থাকে ।

এই কথা যখন বিষ্ণু বলিয়াছেন, তখন মাতৃবর্ণের অর্থ আর কি শ্রীকারে পিতৃবর্ণ হইবে ? বিষ্ণুর এই বচনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সহসা মনে উদয় হয় যে, তিনি পিতৃজাতি অর্থে মাতৃজাতি বলেন নাই ; তাহাদিগের মাতার পিতৃজাতি অর্থেই বলিয়াছেন । কিন্তু অম্বলোমবিবাহিতা ভাষ্যাগণ যে, বিবাহ-সংস্কার দ্বারা তাহাদিগের পতির জাতি (শ্রেণী) প্রাপ্ত হইতেন তৎসম্বন্ধে বিষ্ণুসংহিতার স্পষ্ট বিধি না থাকিলেও বিষ্ণু তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন নাই, সুতরাং বুঝিতে হইবে, মম্বু প্রভৃতি শাস্ত্রকারদিগের সঙ্গে তিনি উক্ত বিধি ও রীতি বিষয়ে একবাক্য ছিলেন । উক্ত বিধিতে সম্মত থাকিলেই তিনি অম্বলোমবিবাহোৎপন্ন পুত্রগণকে তাহাদিগের মাতার পিতৃজাতি (বৈশ্ব-শ্রেণী) অর্থে মাতৃজাতি বলিতে পারেন না । বিশেষ মাতৃবর্ণের অর্থ মাতার

(৪২) বিষ্ণুসংহিতা ২৪অ, দেখ । পূর্বে অনেক স্থলেই এই প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে । অম্বলোমবিবাহোৎপন্ন সন্তানদিগের সম্বন্ধে মম্বুর ভাষ্য ও টীকারদিগের ভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বিষ্ণুসংহিতার “পিতৃবর্ণাঃ” “মাতৃবর্ণাঃ” হওয়াও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না । যাহা হউক, বিষ্ণু যদি বৈশ্ববর্ণার্থেই “মাতৃবর্ণাঃ” বলিয়া থাকেন, তবে তাহা মম্বুবিরুদ্ধ বলিয়া প্রাচীন আর্ষ্যসমাজে গ্রহণীয় হয় নাই বুঝিতে হইবে ।

“সর্ববর্ণেষু তুল্যাম্ব পত্নীষ ক্ষতবোনিষু ।

আম্বলোমোম্ব সন্তুতা জাত্যাঙ্কোরাস্তএব তে ॥ ৫ ॥ ১০অ, মম্বুসং ।

এই শ্লোক এবং ইহার পরবর্ত্তী ৬।৭ শ্লোকের দ্বারা মম্বু অম্বলোমজ পুত্রগণকে পিতৃজাতি বলিয়াছেন, বিষ্ণু যদি মাতৃজাতি অর্থাৎ বৈশ্য বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে বিষ্ণুর বিধি মম্বু-বিরুদ্ধ হইতেছে । এ যুগোপেক্ষার প্রাচীন কালে যে মম্বুর সমধিক মাঙ্গ ছিল, তাহা ৪১টীকা-ধৃত ব্রহ্মপতিবচনেই বুঝিতে পারা যায় । বিষ্ণুর উক্ত বিধি প্রাচীন আর্ষ্যসমাজে স্থানপ্রাপ্ত হয় নাই তাহা বলা বাহুল্য ।

পিতৃবর্ণ অর্থাৎ বৈশ্বজাতি হইতে পারে না, কারণ উক্ত পুত্রগণের মাতৃগণ বিবাহের দ্বারা বৈশ্বশ্রেণী হইতে নিচুতা হইয়া তাঁহাদের স্বামীর জাতি হইতেন ।
এরূপ স্থলে সমানবর্ণোৎপত্তা (তুল্যশ্রেণীতে জাত) পত্নীর গর্ভজ পুত্রদিগকে সর্বণ বলিয়া অমুলোমা পত্নীতে জাত পুত্রগণকে মাতৃজাতি বলিলেও যে, পিতৃ-জাতিই বলা হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় । নিম্নলিখিত হেতুতেও আমরা দিগের উপরি উক্ত অর্থই সত্য বলিয়া নির্ণীত হইতেছে ।

• প্রাচীনকালের দ্বিজগণ যে শূদ্রকতাদিগকে বিবাহ করিতেন, তৎসম্পর্কীয় শাস্ত্রীয় বিধি ও ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উপলব্ধি হয় যে, কোন কালেই (মনুর সময় হইতে মহাভারতের কাল পর্য্যন্ত) অমুলোমক্রমে ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের দ্বিজকত্যা বিবাহের দ্বারা শূদ্রকত্যা বিবাহ অনির্দিষ্ট ছিল না । মনু শূদ্রাবিবাহের যেমন বিধি দিয়াছেন, তেমনি নিন্দাও করিয়াছেন (৪৩) । অন্যান্য শাস্ত্রকারদিগের মধ্যেও অনেকেই শূদ্রাবিবাহের বিধি দিয়াও নিন্দা করিয়াছেন, অনেকে বিধিই দেন নাই (৪৪) । মনুসংহিতার আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, কেবল তৎকালেই ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের শূদ্রকত্যা বিবাহে

(৪৩) শূদ্রেব ভার্য্যা শূদ্রস্ত সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে ।

তে চ স্বাচৈব রাজঃ স্যাস্তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ ॥ ১৩ ॥

ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়োরাপজপি হি তিষ্ঠতোঃ ।

কস্মিন্শ্চিদপি বৃদ্ধান্তে শূদ্রা ভার্য্যোপদিষ্টতে ॥ ১৪ ॥

হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাহুহস্তো দ্বিজাতয়ঃ ।

কুলান্তেব নয়ন্ত্যাপ্ত সসন্তানানি শূদ্রতাম্ ॥ ১৫ ॥

শূদ্রাবেদী পতত্যত্রৈকতথ্যতনয়স্ত চ ।

শৌনকস্ত স্মতোৎপত্যা তদপত্যতয়া ভূগোঃ ॥ ১৬ ॥ ৩৯, মনুসং ।

দ্বিজস্ত ভার্য্যা শূদ্রা তু ধর্ম্মার্ধে ন ভবেৎ কচিৎ ।

রতার্থমেব সা তস্ত রাগাক্ষয়া প্রকীর্তিতা ॥ ৫ ॥ ৬৭ শ্লোক দেখ ।

২৬৯, বিকুসংহিতা ।

• (৪৪) মনুসং, বিকুসং, ব্যাসসংহিতার শূদ্রাবিবাহের বিধি আছে । শঙ্খ প্রভৃতি সংহিতায় নাই ।

মন্ত্রপ্রযুক্ত হইত (৪৫) । পরবর্তী শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে স্পষ্টতঃ প্রতীতি জন্মে যে, মহাভারতের কাল অর্থাৎ কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত (৪৬) ব্রাহ্মণাদির শূদ্রকন্যাবিবাহে কচিং মন্ত্রাদি প্রযুক্ত হইত, কচিং হইত না (৪৭) । এমতাবস্থায় শূদ্রা জ্ঞী বিবাহসংস্কার হইতে মন্ত্রের সমকালে ব্রাহ্মণাদি স্বামীর জাতি গোত্র সকলে প্রাপ্ত হইলেও তৎপরে সর্বত্র সকলে প্রাপ্ত হইতেন না । দ্বিজকন্যাগণ বিবাহকালে মন্ত্রবাগাদি সংস্কার কর্তৃক সকল সময়ে সকলেই পতির জাতি গোত্র প্রাপ্ত হইতেন । সুতরাং বিষ্ণু উক্ত উভয় অর্থের “অমুলোমাম্ম মাতৃবর্ণাঃ” বলিয়াছেন বুঝিতে হইবে । দেখ, সমস্তক বিবাহ দ্বারা যে সকল অমুলোমা স্পর্শী পতির জাতি (শ্রেণী) প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণজাতি হওয়ার্তে তাঁহাদিগের সন্তানগণকে পিতৃজাতি না বলিয়া মাতৃজাতি বলিলেই প্রকৃতপক্ষে পিতৃজাতি এবং যে সকল শূদ্রকন্যার অমুলোমবিবাহে মন্ত্রপ্রযুক্ত হইত না তাঁহারা তাঁহাদের পিতৃজাতিই (শূদ্রাই) থাকিতেন, পতির জাতি গোত্রাদি প্রাপ্ত হইতেন না ; তাঁহাদিগের সন্তানগণকেও মাতৃজাতিই বলা হইল । তৎকালের সমাজের এই উভয়বিধ বিধি ও রীতি প্রত্যক্ষ করিয়াই যে মহর্ষি বিষ্ণু উপরি উক্ত উভয়ার্থে “অমুলোমাম্ম মাতৃবর্ণাঃ” বলিয়াছেন, তাহা কিছুতেই অসত্য বলিয়া বোধ হয় না । ব্যাসসংহিতার নিম্নলিখিত বচন ও মহাভারতীয় অনুশাসন পর্বের প্রমাণ দ্বারা আমাদের এই কথা সপ্রমাণ হইতেছে (৪৮) ।

(৪৫) পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সর্বর্ণানুপদিষ্টতে ।

অসবর্ণাশ্রয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরহাহকর্ম্মণি ॥ ৪৩ ॥

শ্রমঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহঃ প্রতোদো বৈশ্বককন্যয়া ।

বসনস্য দশা গ্রাহা শূদ্রয়োংকুষ্টবেদসে ॥ ৪৪ ॥ ওজ, মনুসং ।

অষ্টমাতা ব্রাহ্মণজাতি অধ্যায় দেখ ।

(৪৬) অষ্টমাতা ব্রাহ্মণজাতি অধ্যায়ের ৩৭ টীকা দেখ ।

(৪৭) ঐ অধ্যায় ঐ টীকা দেখ ।

(৪৮) ত্রিষু বর্ণেষু পত্নীষু ব্রাহ্মণাদিব্রাহ্মণো ভবেৎ । ইত্যাদি ।

ব্রাহ্মণ্যং ব্রাহ্মণজাতো ব্রাহ্মণঃ স্যাদসংশয়ম্ ।

ক্ষত্রিয়ানাং তথৈব স্যাৎকৈশ্বর্য্যামপি চৈব হি ॥ ইত্যাদি ।

৪৭ম, অনুশাসনপর্ব, মহাভারত ।

“বিপ্রবৎ বিপ্রবিন্নান্ন ক্ত্রিবিন্নান্ন ক্ত্রিবৎ ।

জাতকর্ণাণি কুর্সীত বৈশ্ববিন্নান্ন বৈশ্ববৎ ॥ ৭ ॥

বৈশ্বক্ত্রিবিপ্রভাঃ শূদ্রবিন্নান্ন শূদ্রবৎ ।

অধমাহুতমারাস্ত জাতঃ শূদ্রাধমঃ স্মৃতঃ ॥ ৮ ॥”

১অ, ব্যাসসংহিতা ।

ব্রাহ্মণকর্তৃক বিবাহিতা ব্রাহ্মণক্ত্রিবিপ্রকৃত্তা পত্নীতে জাত পুত্রগণের জাত-
কর্ণাদি সংস্কার ব্রাহ্মণবৎ, ক্ত্রিয়কর্তৃক স্মীর বিবাহিতা ক্ত্রিয় ও বৈশ্যকৃত্তাতে
জাত পুত্রগণের জাতকর্ণাদি ক্ত্রিয়বৎ, বৈশ্যকর্তৃক স্মীর বিবাহিতা বৈশ্যকৃত্তাতে
জাত পুত্রদিগের জাতকর্ণাদি সংস্কার বৈশ্যবৎ করিবে। আর বৈশ্য ক্ত্রিয় ও
ব্রাহ্মণ হইতে স্মীর অমত্ৰ (৪৯) বিবাহিতা শূদ্রকৃত্তাতে ও শূদ্রকর্তৃক বিবাহিতা
শূদ্রাতে জাত সন্তানের জাতকর্ণাদি শূদ্রবৎ করিবে। অধমজাতীয় পুরুষ হইতে
উত্তম জাতীয় কৃত্তাতে জাত পুত্র শূদ্র হইতেও অধম বলিয়া পরিগণিত হয় ।

উচ্চায়াং হি সৰ্বণারামন্যাং বা কামমুদ্বহেৎ ।

তস্তামুৎপাদিতঃ পুত্রো ন সৰ্বণাৎ প্রহীয়তে ॥ ১০ ॥

এখানে দেখা যায় যে, মহাভারতকার ব্রাহ্মণের শূদ্রা পত্নীর গর্ভজাত সন্তানকে ব্রাহ্মণ
বলিতেছেন না। কেন বলিতেছেন না? ইহার উত্তর অবশ্যই বলিতে হইবে তাঁহার সম-
কালে শূদ্রাবিবাহে সৰ্ব্বত্র মত্ৰপ্রযুক্ত হইত না। বিজ্ঞকৃত্তাদিগের বিবাহে সৰ্ব্বত্রই মত্ৰপ্রযুক্ত
হইত ও তাঁহারা সকলেই স্বামীর জাতি হইতেন তাহা বচনের “অসংশয়ম্” বাক্য দ্বারাই স্পষ্ট
প্রতীয়মান হয়। সুতরাং তাঁহাদের সন্তানগণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ত্রিয়া ও বৈশ্যকৃত্তাপত্নীর
সন্তানেরাও নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ হইতেন উহা দ্বারা পরিষ্কৃত হইতেছে। মহাভারতের সমকালে
অষ্টগণ যে ব্রাহ্মণজাতি বলিয়া সৰ্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন তাহা উদ্ধৃত মহাভারতীয় বচনের
“অসংশয়ম্” বাক্য দ্বারা নিঃসংশয় প্রমাণীকৃত হইতেছে।

(৪৯) “চতস্রো বিহিতা ভাৰ্য্যা ব্রাহ্মণস্য পিতামহ ।

ব্রাহ্মণী ক্ত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা চ রতিমিচ্ছতঃ ॥”

অমুশাসনপৰ্ব মহাভারত ।

মহাভারতীয় ব্যাসবচনে “রতিমিচ্ছতঃ” থাকায় অমত্ৰ বলা হইল। ব্যাস মহাভারতীয়
বচনে তিন বর্ণোৎপত্তা পত্নীতে ব্রাহ্মণ হয় বলিয়াছেন। বিপ্রবিন্নার অর্থ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ
ক্ত্রিয় বৈশ্যকৃত্তাপত্নী করা গেল।

উৎসাহে ক্রত্ৰিযাং বিপ্রো বৈশ্যাঞ্চ ক্রত্ৰিযো বিশাম্ ।

স তু শূদ্রাঃ দ্বিজঃ কশ্চিৎকামঃ পূর্ববর্ণজাম্ ॥ ১১ ॥ (৫০)

২২, বাসসংহিতা ।

সবর্ণে উৎপন্ন পত্নী বর্তমানে ইচ্ছা করিলে অর্থাৎ সম্বানাদি কামনাহেতু অসবর্ণে উৎপন্ন কন্যাকে বিবাহ করিবে। তাহাতে উৎপন্ন পুত্র কিছুতেই সবর্ণোৎপন্ন পত্নীতে জাত পুত্র হইতে হীন হইবে না। ব্রাহ্মণ ক্রত্ৰিয-ও বৈশ্য-কন্তাকে ও ক্রত্ৰিয বৈশ্যকন্তাকে এবং ইহারা কচিৎ শূদ্রকন্তাকেও বিবাহ করিবেন কিন্তু হীনবর্ণীয় পুরুষ কখনই উচ্চবর্ণীয়া কন্তাকে বিবাহ করিবেন না।

বিষ্ণুসংহিতাতেও দ্বিজগণের সম্বন্ধে শূদ্রকন্তা ধর্ম্মপত্নী হয় না বলিয়া উক্ত হইয়াছে (৫১)। মহর্ষি বিষ্ণু যেমন মনু পরবর্তী তেমনি সংহিতা-ও-মহাভারতকর্তা ব্যাসকেও বিষ্ণুর পরবর্তী বলিতে হইবে (৫২)। এমতাবস্থায়

(৫০) মনুসংহিতার ৯ অধ্যায়ের ২২।১৩ ২৪।২৫ শ্লোকে দেখা যায় যে, অক্ষমালী শারঙ্গী প্রভৃতি শূদ্রকন্তাও ব্রাহ্মণ ক্রত্ৰিযের সহিত বিবাহিতা হইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্রত্ৰিযের জাতি হইয়া ছিলেন। মহাভারত-ও-হরিবংশ-পাঠেও জানা যায়, স্নেহজাতীয় কন্তা শুক্লীর গর্ভে শুক-দেবের জন্ম হয়। ধীবরকন্তা সত্যবতার (মৎস্যগন্ধার) গর্ভে কৃষ্ণবৈপায়ন ব্যাসেরও জন্ম। ইহারা সকলেই ব্রাহ্মণ। তৎপরে শান্তনুর সহিত সত্যবতার বিবাহ হয়, তাহাতে বিচিত্র-বীয, ও চিত্রাঙ্কদ এ ছয় ক্রত্ৰিযই উৎপন্ন হন। ইহাতেই বুঝা যায় যে, শূদ্রকন্তাগুলে অর্থাৎ রূপভগ্নাদিযুক্তা শূদ্রাবিবাহেও মহাভারতের কালে মনুপ্রযুক্ত হইত ও শূদ্রকন্তাগণও তাহাদের ব্রাহ্মণাদি স্বামীর জাতি প্রাপ্ত হইতেন এবং তাহাদের গর্ভজাত সন্তানগণ যে ব্রাহ্মণ ক্রত্ৰিয বৈশ্য হইতেন তাহা বলা বাহুল্য।

(৫১) দ্বিজস্ত শূদ্রা ভাষ্যা তু ধর্ম্মার্থে ন ভবেৎ কচিৎ ।

রত্যাংমেব সা তস্ত রাগাক্ষস্ত প্রকীর্তিতা ॥ ৫ ॥ ২৬অ, বিষ্ণুসং ।

ধর্ম্মার্থে না হইলেই তাহাতে মনুপ্রযুক্ত হয় নাই বুঝিতে হইবে। যেহেতু মনুপ্রযুক্তা বিবাহিতাকে ধর্ম্মার্থ না বলিয়া কেবল রত্যাং বলা যাইতে পারে না। অতএব বিষ্ণুর মতে ব্রাহ্মণাধির শূদ্রকন্তা অমত্ৰা পত্নী বলিয়া স্বামীর জাতি হইতেন না শূদ্রজাতিই থাকিতেন। শূদ্রকন্তার পত্নী পিতৃজাতি নহে এই কথাটি প্রচার করিবার উদ্দেশ্যেই বিষ্ণু “মাতৃবর্ণাঃ” বলিয়াছেন।

(৫২) “অথাতো হিমশৈলাগ্রে দেবদারুবনালয়ে ।

ব্যাসমেকাগ্রমাসীনমপ্চ্ছন্নঃ পুরা ॥

ইহাও বুঝিতে হইবে, ব্যাস মনুসংহিতা ও বিষ্ণুসংহিতা জানিতেন, তিনি জানিয়া শুনিয়াই অর্থাৎ, মনু প্রভৃতির দ্বিজগণের শূদ্রা-বিবাহের নিন্দা ও তৎকর্তৃক তৎকালীয় সমাজের রীতির প্রতি দৃষ্টি করিয়াই উপরিউক্ত বিধি প্রদান করিয়াছেন (৫৩)। বিষ্ণুর পরবর্তী মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস যখন ব্রাহ্মণাদির শূদ্রা পত্নীর সন্তান ব্যতীত দ্বিজকন্যাপত্নীমাত্রেয় পুত্রদিগকেই পিতৃজাতি বলিয়া ছেন, তখন বিষ্ণুসংহিতার মাতৃবর্ণার অর্থ যে পূর্বোক্ত প্রকারে “পিতৃবর্ণা” তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতেছে না।

হিষ্ণু সংহিতার আপত্তি খণ্ডিত হইল। মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ে ৫ শ্লোকের ভাষ্য টীকাতে অশ্বঠের পিতৃজাতিবিষয়ে ভাষ্য-টীকাকার যে অত্যাশ্র আপত্তি করিয়াছেন, সম্প্রতি তৎসমুদায়ের অসারতা প্রদর্শিত হইতেছে। ভাষ্যকার যাজ্ঞবল্ক্য হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন,

সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে বৈ স্বজাতাঃ ।

অনিন্দ্যোষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ ॥ ৯০ ।

১ অঃ, যাজ্ঞবল্ক্য সং ।

মানুষধাণঃ হিতং ধর্মং বর্তমানে কদৌষুগে ।

শৌচাচারঃ যথাবচ্চ বদ সত্যবতীশ্রুত ॥ ১ অ, পরাশরসংহিতা

(বিদ্যাশাগর ধৃত) ।

এই প্রমাণ দ্বারা আমরা মহাভারতরচয়িতা ব্যাসকে এই কলিযুগে দেখিতেছি, অতএব ব্যাস যে বিষ্ণুর পরবর্তী তাহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না।

(৫৩) “চতস্রো বিবাহিতা ভার্যা ব্রাহ্মণস্ত পিতামহ ।

* ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা চ রতিমিচ্ছতঃ ॥

৪৭ অ, অনুশাসনপর্ব, মহাভারত ।

ত্রিষু বর্ণেষু পত্নীষু ব্রাহ্মণাদব্রাহ্মণো ভবেৎ । ইত্যাদি ।

অনুশাসনপর্ব,

৪৪ অধ্যায়ে বলিয়াছেন,—

“তিস্রো ভার্যা ব্রাহ্মণস্ত ত্রৈ ভার্যো ক্ষত্রিয়স্ত চ ।

বৈশ্যঃ স্বজাত্যাং বিদেত তাম্পত্যং সমং পিতুঃ ॥ ৩ ৩ ৩ ।

ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, ব্যাসের সমকালেও ব্রাহ্মণাদির দ্বিজকন্যাপত্নীতে জাত পুত্রগণ নিরাপত্তিতে পিতৃজাতি হইতেন এবং শূদ্রাপত্নীর সন্তানগণের প্রায় সর্বত্রই মাতৃজাতি অর্থাৎ শূদ্রজাতি হইবার রীতি ছিল।

এ বচনের অর্থ এই—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের সর্ব আত্ম অনিন্দ্য অর্থাৎ, অমূল্য বিবাহিতা পত্নী সকলেতে ব্রাহ্মণাদি স্বামী কর্তৃক স্বজাতি, সন্তানবর্ধন পুত্র সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

ভাষ্যকার বলিয়াছেন, উক্ত যাজ্ঞবল্ক্যবচনের প্রথমার্দ্ধ স্বজাতিতে উৎপন্ন ভাষ্যার স্বজাতি ও দ্বিতীয়ার্দ্ধে ব্রাহ্মাদি অনিন্দিত বিবাহচতুষ্টয় চইতে উৎপন্ন পুত্রদিগকে লক্ষ্য করে (৫৪), সুতরাং স্বজাতীয়া পত্নীতে স্বজাতি হয় যাজ্ঞবল্ক্যের এই মত । টীকাকার বলিয়াছেন, স্বজাতীয়াতে স্বজাতি হয়, যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা বলিয়া পরে ‘বিবাহিতাতে এই বিধি’ বলাতে স্বপত্নীতে (স্বীয় বিবাহিতা স্ত্রীতে) স্বজাতি হয়, ইহাই নিশ্চয় করিয়াছেন (৫৫)। ভাষ্যকার এখানে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার ১০ শ্লোক ও টীকাকার ১০ শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ এবং ১২ শ্লোকের শেষার্দ্ধের শেষাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন । মচার্ঘি যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদি পূর্ববর্তী ৫১ হইতে ৮৯ শ্লোক পর্যন্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের স্বজাতিতে ও ব্রাহ্মণের অমূল্য ক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বর্ণে, এবং ক্ষত্রিয়ের অমূল্য ক্রমে বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণে, বৈশ্যের কেবল শূদ্র বর্ণে বিবাহের বিধি ও সর্ব আত্ম অমূল্য পত্নী সহ ব্রাহ্মণদিগকে ধর্ম কার্য্য করিবার বিধি প্রদান করিয়াছেন । আর ৫৮ হইতে ৬০ শ্লোক পর্যন্ত ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ঘ্য ও প্রজাপত্য বিবাহই ব্রাহ্মণদিগের পাক্ষ বিবাহ কহিয়াছেন । ভাষ্য টীকাকার উক্ত ১০ শ্লোকেব অনাবহিত পরেই ১১। ১২ শ্লোকেই অমূল্য বিবাহোৎপন্ন সন্তান বর্দ্ধাভিষিক্ত অঙ্গষ্ঠাদি নাম ও ঈতাঙ্গিণের পিতা মাতার বংশের পবিচয় দিয়াছেন ও ব্রাহ্মণাদির ‘বিবাহিতা স্ত্রীতে এই বিধি’ ইত্যাদি

(৫৭) আদ্যে সার্জেন জাতিলক্ষ্যতে উত্তরেণ হি ব্রাহ্মাদিবিবাহজাতানাং সন্তান-বচনাৎ ।” ৫। মেঃ । ১০অ, মনুসং ।

বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্কবত্ত কৃত যাজ্ঞবল্ক্যের উক্ত ১০ শ্লোকের অনুবাদ দেখ ।

(৫৫) “যাজ্ঞবল্ক্যোপি ‘সর্বর্ণেভ্যঃ সর্বর্ণাহ জায়ন্তে বৈ স্বজাতব্যঃ ।’ ইত্যভিধায় ‘বিন্ধ্যাশ্বেষ বিধিঃ স্মৃত’ ইতি প্রবাণঃ স্বপত্ন্যাংপাদিতৌব ব্রাহ্মণাদিজাতিক্ষঃ নিশ্চিকার । ৫।” কু, ।

১০অ, মনুসং ।

বলিয়াছেন (৫৬)। এমতাবস্থায় ভাষ্যকার টীকাকার যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা সত্য হইলে, অর্থাৎ কেবল সর্বণে উৎপন্ন পত্নীতে স্বজাতি হইলে, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার (৯১। ৯২ শ্লোকের) কথিত অমুলোম বিবাহোৎপন্ন পুত্রগণের ও ব্রাহ্মাদি অনিন্দিত বিবাহোৎপন্ন পুত্রগণের জাতি নির্ণয় কোথায় করিলেন ? তিনি সর্বণে অসর্বণে উৎপন্ন পত্নীতে জাত পুত্রগণের সমুদয় বিধি ও বৃত্তান্ত বলিয়া, কেবল সর্বণে উৎপন্ন ভাষ্যাতে জাত পুত্রগণের জাতিনির্ণয়করত নীরব হইলেন, এ কথা কে বিশ্বাস করিতে পারে ? ইহাতেই পরিবাক্ত হয় যে, যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মাদি অনিন্দিত বিবাহার্থে ‘অনিন্দ্যেযু বিবাহেষু’ বলেন নাই ; সর্বণ ও অমুলোমবিবাহকে লক্ষ্য করিয়া উহা বলিয়াছেন। শাস্ত্রোক্ত এই

(৫৬) “তিস্ত্রে বর্ণানুপূর্ণেন দে তথৈকা যথাক্রমম্ ।

ব্রাহ্মণস্ক্রিয়বিধাং ভাগ্যাং বা শূদ্রজন্মনঃ ॥ ৫৭ ॥

৫৮।৫৯।৬০।৬১।৬২ শ্লোক দেখ ।

সত্যামন্ত্যঃ সর্বণাং ধর্মকার্যাং ন কারয়েৎ ।

সর্বণাস্থ বিদ্যে ধর্ম্মে জ্যৈষ্ঠ্যে ন দিনে ওরাসী ॥ ৬৮ ॥

সর্বণেভ্যঃ সর্বণাস্থ জায়ন্তে নৈ স্বজাতয়ঃ ।

অনিন্দ্যেযু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ ॥ ৯০ ॥

বিপ্রান্নদুর্জাতিষিক্তোক্তি স্ক্রিয়য়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্ ।

অযষ্ঠো নিষাদঃ শূদ্রাঃ জাতঃ পারশবঃ স্মৃতঃ ॥ ৯১ ॥

বৈশ্বাশূদ্র্যোন্ত রাজন্ত্যং মাহিষ্যোগ্রৌ স্মৃতৌ স্মৃতৌ ।

বৈশ্বাস্তু শূদ্রাঃ করণঃ বিন্নাশ্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ৯২ ॥ ১অ, যাজ্ঞবল্ক্যসং ।

যাজ্ঞবল্ক্য ৫৬ শ্লোকে দ্বিজগণের শূদ্রকন্যাবিবাহে অমত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে ৫৭ শ্লোকের “আনুপূর্ণেন” বাক্যের কেহ ব্রাহ্মণাদিবর্ণানুক্রমে অর্থ করিতে পারেন, কিন্তু ৫৩।৫৪।৫৫ শ্লোক প্রভৃতিতে ব্রাহ্মণ স্ক্রিয় বৈশ্ণব সর্বণ বিবাহের বিধি দেওয়াতে ৫৭ শ্লোকের “আনুপূর্ণেন” পদের অর্থ নিশ্চয়ই “আনুলোমেন” (স্ক্রিয়বর্ণানুক্রমেণ) হইবে। নচেৎ দ্বিকক্তি দোষ ঘটে। মনু যেমন ব্রাহ্মণাদির শূদ্রা বিবাহের বিধি দিয়াও নিন্দা করিয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত ১অ, ৫৬ শ্লোকের অর্থ তাহাই। তবে যে ১ অধ্যায়ের ৬২ শ্লোকে ব্রাহ্মণ স্ক্রিয় বৈশ্ণব শূদ্রাবাদনের বিধি উক্ত হয় নাই, তাহাতে দোষ হয় না এই জ্ঞাত যে, উক্ত বচন কেবল সর্বণাবাদন ও ব্রাহ্মণের স্ক্রিয়কন্যা বৈশ্বকন্যা বিবাহ বিষয়েই ; ইহাতে স্ক্রিয়ের বৈশ্বকন্যাবাদনের বিধিও উক্ত হয় নাই। ইহাতেই বুঝা যায় যে, তাহা মনু প্রভৃতি অস্ত্রাঙ্গ সংহিতার বিধি অনুশাসনে হইবে, যাজ্ঞবল্ক্যের এই মত ।

কত্রিঃ, বৈশ্বের উক্ত অনিন্দিত বিবাহই প্রশস্ত বলিয়াছেন । যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত সৰ্বণা অসৰ্বণা (অমুলোম) বিবাহবিধিকেও উক্ত অনিন্দিত বিবাহই বলিতে হইল । উক্ত সংহিতার ১ অধ্যায়ের ৫৮ হইতে ৬০ শ্লোকেও তাহাই প্রকাশ (৫৮) পায় । তিনি মমুর পরবর্তী হওয়াতে ব্যক্ত হয় যে, অনেক বিষয়েই মমুর অনুকরণ করিয়াছেন । বিশ্ব প্রভৃতি সংহিতাতেও এ সকল বিষয়ে মমুর অনুকরণের অভাব নাই । যাজ্ঞবল্ক্য তদীয় সংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৫। ৬। ৭। ৮। ৯ প্রভৃতি শ্লোকেরই অনুবাদ করিয়াছেন । ভগবান্ মমুর উক্ত ৫ শ্লোকোক্ত “সর্ববর্ণেষু তুলাশু” আর “অমুলোম্যেন পত্নীধক্ষতযোনিষু” ইত্যাদি কথা আর যাজ্ঞবল্ক্যের “সবর্ণেভাঃ সৰ্বণাশু” “অনিন্দোষু বিবাহেযু” একই কথা । মমু যেমন তুলাজাতীয়া ও অমুলোমবিবাহিতা পত্নীতে স্বজাতি পুত্র হয় বলিয়া তৎপরবর্তী বচনগুলিতে উঠা যে তাঁহারও পূর্ববর্তী ঋষিদিগের ব্যবস্থা এবং তাহা কি প্রকার বিধি ও অশ্বষ্ঠাদি পুত্রের নাম কীৰ্ত্তন করিয়াছেন, যাজ্ঞবল্ক্যও তেমনি ব্রাহ্মণাদির তুলাজাতীয়া ও অমুলোমবিবাহ দ্বারা তুলাজাতীয়া পত্নীতে স্বজাতি পুত্র হয় বলিয়া তৎপরেই অমুলোমবিবাহোৎপন্ন মূর্দ্ধাভিষিক্ত অশ্বষ্ঠাদি পুত্র কীৰ্ত্তন করিয়াছেন । অতএব মূর্দ্ধাভিষিক্ত অশ্বষ্ঠাদি যে,

“সবর্ণেভাঃ সৰ্বণাশু জায়তে বৈ স্বজাতয়ঃ ।

অনিন্দোষু বিবাহেযু পুত্রাঃ সন্তানসর্দ্ধনাঃ ॥”

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার এই বচনোক্ত ব্রাহ্মণাদিব স্বজাতি পুত্রদিগের অন্বর্গত পুত্র তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিতেছে না । ব্রাহ্মাদিবিবাহচতুষ্টয় যেমন অনিন্দিত তেমনি অমুলোমবিবাহও অনিন্দিত, শাস্ত্রোক্ত অমুলোম বিবাহও ব্রাহ্মাদি অনিন্দিত বিবাহবিধি অনুসারেই সুসম্পন্ন চর্চিত (৫৯) । মমু

অনিন্দিত বিবাহের বিধিমত সম্পাদিত হইত, মমুসংহিতার তৃতীয়াধ্যায় ও অন্ত্যন্ত সংহিতা পুরাণাদি দ্বারা তাহা প্রকাশ পায় ।

(৫৮) যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার ১ম, ৫৮।৫৯।৬০ শ্লোক দেখ ।

(৫৯) আচ্ছান্য চার্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্ ।

আত্মর দানং কস্তারা ব্রাহ্মোদ্বর্গঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥ ২৭ ॥ ৩য়, মমুসং ।

২৮।২৯।৩০ শ্লোক দেখ । ৪৫ টীকা দেখ ।

ভগবান্ মমু ৩ অধ্যায়ের ১২।১৩ শ্লোকে ব্রাহ্মণাদিকে সৰ্বণে অসৰ্বণে (অমুলোমে) বিবাহ

স্বীয় সংহিতার ৩ অধ্যায়ের ৪৩।৪৪ শ্লোকে অমুলোম পত্নীদিগের পাণিগ্রহণ-সংস্কারের যে বিধি দিয়াছেন তাহা ব্রাহ্মাদি অনিন্দিত বিবাহবিধি। অমুলোমবিবাহিতা পত্নীগণ যে বিবাহসংস্কার দ্বারা পতির স্বজাতি হইতেন, তাহা যাজ্ঞবল্ক্যের অভিপ্রেত, উহা তাঁহার অভিপ্রেত না হইলে তিনি ব্রাহ্মণাদি ষ্টিগণের সহজে চতুর্কর্ণেই বিবাহের বিধি দিতেন না ও ব্রাহ্মণাদির চতুর্কর্ণে উৎপন্ন পত্নীর গর্ভজাত পুত্রদিগকেও বিধিকৃত পুত্র বলিতেন না। ১ অধ্যায়ের ৫৬ শ্লোকে শূদ্রা বিবাহের ঈষৎ নিন্দা থাকিলেও ৯০।৯১।৯২। প্রভৃতি শ্লোকে ব্রাহ্মণাদির শূদ্র জাতিতে উৎপন্ন পত্নীগণের সন্তানগণকেও বিধিকৃত বলিতেই বুঝিতে হইবে যে যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মণাদির শূদ্রকন্যা পত্নীকেও বিবাহ-সংস্কার দ্বারা ব্রাহ্মণাদি পতির জাতি ও তাঁহাদের গর্ভজ পুত্রদিগকেও ব্রাহ্মণাদির স্বজাতিই বলিয়াছেন (৬০)।

টীকাকার, মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকের টীকাতে যে দেবল বচন, বাস বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা এখানে অপ্রাসঙ্গিক (৬১)। কারণ, অমুলোম বিবাহিতা পত্নী অস্ত্রের নহে, ব্রাহ্মণাদির স্বীয় অমুলোম বিবাহিতাপত্নীকে করিতে বিধি দিয়া উক্ত অধ্যায়ের ২৭২৮।২৯৩০ শ্লোকে ব্রাহ্মণাদি অনিন্দিত বিবাহবিধি দ্বারা উক্ত সর্বণ অসর্বণ বিবাহ করিতে বলিয়াছেন, এখন দেখ, অমুলোমবিবাহ অনিন্দিত কি না ?

(৬০) ৫৬শ্লোকাধৃত যাজ্ঞবল্ক্যের ৫৭।৮৮।৯০।৯১।৯২ শ্লোক দেখ।

“ব্রাহ্মণ্যাঃ ব্রাহ্মণেনৈবমুৎপন্নো ব্রাহ্মণঃ স্তুতঃ।

তস্ত ধর্মঃ প্রবক্ষ্যামি তত্তোয়াং দেশমেব চ ॥” ১অ, হারীতসং।

হারীত বচনের এই “ব্রাহ্মণ্যাঃ” পদের যদি ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা পত্নী অর্থ করি, তাহা হইলে মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির সহিত তাঁহার বিরোধ হয়, সুতরাং এখানে “ব্রাহ্মণ্যাঃ” বাক্যের অর্থ, ব্রাহ্মণের সর্বণ অসর্বণোৎপন্ন বিবাহিতা স্ত্রী বুঝিতে হইবে। অর্থভ্রমাতা ব্রাহ্মণজাতি অধ্যায়ে বিবাহসংস্কার দ্বারা অসর্বণে উৎপন্ন পত্নীগণের পতির জাতি প্রাপ্ত হওয়ার প্রমাণ দেওয়া চইয়াছে। অতএব উক্ত উভয়বিধ পত্নীকে উপলক্ষ্য করিয়াই যে মহর্ষি হারীত “ব্রাহ্মণ্যাঃ” বাক্য প্রয়োগ-করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

(৬১) “অত্র চ পত্নীগ্রহণাদপত্নীজনিতানাং ন ব্রাহ্মণাদিজাতিত্বম্। তৎচ দেবলঃ, ষিষ্ঠী-য়েন তু যঃ পিত্রা সর্বণায়াং প্রজায়তে। অব্যবট ইতি খ্যাতঃ শূদ্রধর্মঃ স জাতিভঃ। ব্রতহীনা ন সংস্কারাঃ স্ততস্ত্রাস্যপি যে স্তৃতাঃ। উৎপাদিতাঃ সর্বণেন ত্রাতিয়াইব বহিকৃতাঃ। ব্যাসঃ। যে তু জাভাঃ সমানাহ সংস্কারাঃ স্ত্যরতোস্তথা। যাজ্ঞবল্ক্যোহপি। সর্বণেভ্যঃ সর্বণাহ

উপলক্ষ্য করিয়াই ভগবান্‌ মনু উক্ত ১০ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকে “আনুলোম্যেন” বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন (৬২)। মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারদিগের মতে প্রাচীন-কালে গৃহোৎপন্ন, সহোদ্র, কুণ্ডগোলক এবং কানীন পুত্রও যখন পিতৃজাতি হইতেন এবং ১০ অঃ ১৪।২৮।৪১।৬৯ শ্লোকের ভাষ্য টীকাতে অষ্টম দ্বিজ, এই কথা ভাষ্য-টীকাকার স্বীকার করিয়াছেন (৬৩) তখন তাঁহাদিগের উদ্ধৃত দেবল

জায়ন্তে বৈ স্বজাতয়ঃ। ইত্যভিধায় বিন্নাস্থেয বিধিঃ স্মৃত ইতি ত্র্যবাণঃ ষপদ্ব্যুৎপাদিতস্তৈব ব্রাহ্মণাদিজাতিত্বং নিশ্চিকায়। ৫।” কু, ১০অ, মনুসং।

এই সকল বচন উদ্ধৃত করিয়া টীকাকার যে দেখাইয়াছেন ষপদ্বীতে জাত হইলেই স্বজাতি হয়, তাহাতেই অনুলোমজ্ঞ পুত্রগণ (অশ্বত্থাদি) তাহাদিগের পিতৃজাতি হইতেছে। ব্রাহ্মণাদির স্বীয় বিবাহিতা পত্নীগণকে অস্ত্রের পত্নী বলা যাইতে পারে না। দেবল বচনের অর্থ, ব্যভিচার; তাহার সহিত অনুলোমবিবাহিতা পত্নীতে স্বামী কর্তৃক জাত মুদ্রাভিষিক্ত অশ্বত্থের কোন সংশয় নাই। যাজ্ঞবল্ক্যের “বিন্নাস্থেয বিধিঃ স্মৃতঃ” ইহার অর্থ পতিপত্নীতে উৎপত্তি, ব্যভিচারে নহে। বাহা হউক, একটু বিশেষ বিবেচনা করিলেই ব্যক্ত হয় যে, একমাত্র মনু-সংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৫ শ্লোকোক্ত “আনুলোম্যেন” বাক্যের অর্থ চাকিবার জন্তই মনুসংহি তার ভাষ্য-টীকাকার এই সকল গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন। অস্তথা এ সকল আপত্তি উত্থাপনের আর কোন কারণ দেখা যায় না।

(৬২) এই অধ্যায়ের প্রথমেই উহা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে।

(৬৩) পরদারেষু জায়েতে ধৌ পুত্রৌ কুণ্ডগোলকৌ।

পত্যৌ জীবতি কুণ্ডঃ স্মৃত ভর্তৃরি গোলকঃ ॥ ১৭৪ ॥ ৩অ, মনুসং।

১৭৫, ১৭৬ শ্লোক দেখ।

টীকা.....। ব্রাহ্মণেষুপি তৎকার্য্যভাবাৎ। ইত্যাদি। ১৭৫। কুঃ।

“পিতৃবৈশ্বানি কস্তা তু যং পুত্রং জনয়েজ্জহঃ।

তং কানীনং বদেন্নান্না বোচুঃ কস্তাসমুত্তবন্ ॥ ১৭২ ॥ ২অ, মনুসং।

১৭৩।১৮০।১৭০।১৭১।১৬৪ প্রভৃতি শ্লোক দেখ। ঐ শ্লোকের টীকা ভাষ্য ও ১০অ, মনুসং-হিতার ৫ শ্লোকের মেধাতিথি ভাষ্য দেখ।

ভাষ্যকার মেধাতিথি, গৃহোৎপন্ন, সহোদ্র ও কানীন এই পুত্রত্রয়কে পিতৃজাতি ও পিতার শ্রাদ্ধাধিকারী ধনাধিকারী বলিয়া মনুর মতে একত্র হইয়াছেন। তাহা হইলেই ইহাদিগকে তিনি পিতৃজাতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কুণ্ডগোলক এই দুই পুত্রের পিতৃজাতি (“ব্রাহ্মণাদি জাতি”) বিষয়ে ভাষ্যকার যে আপত্তি করিয়াছেন তাহা সঙ্গত হইলেও গৃহোৎপন্ন

আর বাসবচন মনুবিব্রজ বলিয়া অগ্রাহযোগ্য (৬৪)। যাহা হউক, একমাত্র অমূলোমবিবাহোৎপন্ন সন্তান অশ্রুত প্রভৃতিকে পিতৃবর্ণ (ব্রাহ্মণজাতি) চ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে মনুসংহিতার ভাষ্য-ও-টীকাকার উল্লিখিত প্রকারে অবতারণা ভাষ্য ও টীকার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের উক্ত প্রকার মনুযাখ্যায় কুহকে পড়িয়াই যে ব্রাহ্মণের অমূলোমবিবাহোৎপন্ন অশ্রুতাদি পুত্রগণ পিতৃজাতি হারাইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই (৬৫)।

অমূলোমবিবাহিতা স্ত্রী বিবাহসংস্কার দ্বারা পূর্বকালে যে পতির জাতি-গোত্র প্রাপ্ত হইতেন, আমরা পূর্বে “অশ্রুতমাতা ব্রাহ্মণজাতি” অধ্যায়ে ও অশ্রুত স্থানেও প্রমাণ দ্বারা তাহা সাব্যস্ত করিয়াছি। তার পরে মনুবচনের, অর্থাৎ মনুর কথিত বিধি আর ইতিহাসের বিরুদ্ধে যে অশ্রুত স্মৃতি আর পুরাণোক্ত বিধি আর ইতিহাস শাস্ত্রমতেই গ্রহণীয় নহে, তাহাও অনেক স্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে (৬৬)। এমতাবস্থায় অশ্রুতের ব্রাহ্মণজাতিত্বখনবিষয়ক মনুসংহিতার

পুত্রকে দৃষ্টান্তরূপ গ্রহণ করিয়া আমরা অবশ্যই বলিব, প্রাচীনকালে কুণ্ড আর গোলকায় দুই পুত্রও ব্রাহ্মণাদি পিতৃজাতি প্রাপ্ত হইতেন।

“উৎপন্ন্যতে গৃহে যন্ত ন চ জ্ঞায়েত কন্ত সঃ।

স গৃহে গুঢ় উৎপন্নস্তত্ত্বাদ্যন্ত তজ্জন্মঃ ॥ ১৭০ ॥” ২ অ, মনুঃ।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে গুঢ়োৎপন্ন পুত্র হইতে কুণ্ডগোলকের উৎপত্তি অধিক কুংসিত উপায়ে নহে।

(৬৪) ৬৬টীকাধৃত বচন দেখ।

(৬৫) মনুসংহিতার ভাষ্য টীকা করিতে বাইরা ভট্ট মেধাতিথি ও শুল্কভট্ট অমূলোম বিবাহোৎপন্ন অশ্রুতাদির প্রতি যে প্রকার অত্যাচার করিয়াছেন তাহা যথাসাধ্য প্রদর্শিত হইল, কিন্তু বহু চেষ্টাতেও গোবিন্দরাজ ও ধরণীকৃত মনুসংহিতার আরও দুই খানি টীকা না পাও-রাতে তাহার আলোচনা করিতে না পারিয়া আমরা একান্তই হুঃখিত হইলাম। কবিরাজ গঙ্গাধর রায় কবিরত্ন কৃত মনুসংহিতার প্রমাদভঙ্গনী টীকাও বহুশ্রমসাধ্য সন্ধান করিতে না পারিয়া আলোচনা করা হইল না।

(৬৬) “বেদার্থোপনিষদ্ভ্যাং প্রাধাত্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।

মহর্ষ্যবিপরীতা য। সা স্মৃতির্ন’প্রশস্ততে ॥” বৃহস্পতিসং।

উদ্ধাহতত্ব ও বিজ্ঞাসাগরকৃত বিধবাবিবাহ পুস্তকধৃত।

ভাষ্য ও টীকাকারের সমুদায় আপত্তি যে অকৰ্ণ্য তাহা বুদ্ধিমানেরা সহজেই বুঝিবেন। মনুর সময়ে এমন কি মহাভারতপ্রণেতা ব্যাসের সময়ে যে অশ্বষ্ঠেরা ব্রাহ্মণ ছিলেন, তদ্ব্যবহৃত কালে এবং তৎপরবর্তী কালে অর্থাৎ বর্তমান যুগে সেই অশ্বষ্ঠের অত্রাহ্মণ হইবার কোন কারণ নাই, তাহা থাকিলে বর্তমানযুগে বাহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ কহেন, তাঁহারাও অত্রাহ্মণ (৬৭)। তাই বলি, মনুসংহিতার ভাষ্য আর টীকাকার কি ধার্মিক ছিলেন? তাহাতো বোধ হয় না? তাঁহাদিগের হৃদয়ে ধর্মভান থাকিলে এই প্রকার অযথা শাস্ত্রার্থ দ্বারা শাস্ত্রোক্ত প্রাচীন ধর্মবিধি ও ইতিহাস গোপন করিয়া কি তাঁহারা অশ্বষ্ঠাদির জাতিধর্ম নষ্ট করিতেন? (৬৮) কখনই না। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদবাস এই কলিযুগের

“ঐতিম্মতিপুরাণানাং বিরোধো যন দৃশ্যতে।

তত্র শ্রোতাঃ প্রমাণস্ত তয়োর্বৈধে স্মৃতির্করীঃ ॥” ১অ, ব্যাসসং।

(৬৭) অশ্বষ্ঠদিগের মধ্যে যদি আচারভেদাদি দোষ ঘটয়া থাকে তবে তৎসমুদয় দোষ বর্তমান যুগের অন্ত্যস্ত ব্রাহ্মণগণেরও ঘটিয়াছে, তাঁহারাও নানাপ্রকারে শূদ্রবৃত্তি শূদ্রধর্ম ইত্যাদি অবলম্বন করিয়াছেন, সেই ভ্রষ্ট উপরে ঐক্যপ বলা হইল।

(৬৮) “শতেষু ঘটন্যু সার্দ্ধেযু ত্র্যধিকেযু চ ভূতলে।

কলর্ণেগেত্ব বর্ষণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥” ১ তরঙ্গ কল্পণ রাজতরঙ্গিণী।

২২টীকার পরাশরসংহিতার বচন দেখ। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন. (পরাশরপুত্র) ব্যাস মহাভারতে কুরুপাণ্ডবদিগের ইতিহাস লিখিয়াছেন। স্মৃতরাং তিনি যে কুরুপাণ্ডবদিগের পরেও (অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরাদির প্রস্থানান্তেও) বর্তমান ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না।

মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ১০ শ্লোকে অমূলোমবিবাহোৎপন্ন সন্তানদিগকে সর্বর্ণে উৎপন্ন পত্নীর সন্তান হইতে অপসদ (কিঞ্চিন্নিকৃষ্ট) নাত্ন, এবং উক্ত অধ্যায়ের ১১।২২ শ্লোকে প্রতি-
লোমজ ও ব্যভিচারোৎপন্নদিগকেই বর্ণসঙ্কর বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

“আমূলোম্যেন বর্ণানাং যজ্ঞস্যঃ স বিধিঃ স্মৃতাঃ।

প্রাতিলোম্যেন যজ্ঞস্যঃ স এব বর্ণসঙ্করঃ ॥”

নারদসংহিতার এই বচন আর বিষ্ণু ব্যাস প্রভৃতির বচনেও প্রাতিলোমজ ও ব্যভিচারোৎপন্নদিগকেই বর্ণসঙ্কর বলিয়া উক্ত আছে। মনুসংহিতার ভাষ্য আর টীকায় তৎসমুদায় শাস্ত্র-বচন গোপন করিয়া মনুসংহিতার ১ অধ্যায়ের ২ শ্লোকের ও অন্ত্যস্ত এবং ১০ অধ্যায়ের অনেক শ্লোকের টীকা ভাষ্যে অন্ত্যায়পূর্বক অশ্বষ্ঠ প্রভৃতিকে বর্ণসঙ্কর করিয়াছেন। বিবাহমসন্ধ দ্বারা আবদ্ধ পতিপত্নীতে (একজাতি একগোত্র একহৃদয় স্ত্রীপুরুষে) যে সকল সন্তানের

প্রথমে কুরুপাণ্ডবদিগের প্রাচুর্য্যাবের পরে যে মহাভারত রচনা করিয়াছেন তাহারও অনুশাসনপর্কে

“তিস্তো ভাৰ্গ্যা ব্রাহ্মণস্তাং ধো ভাৰ্গ্যোক্ষত্রিয়স্তাং চ ।

বৈশ্বাঃ স্বজাত্যাং বিদ্বন্তে তাস্থপত্যং সমং পিতৃঃ ॥”

৪৪অ, অনুশাসনপর্ক, মহাভারত ।

(বর্ণজাতিগুণনির্ণয় ও অশ্বষ্টকুলচন্দ্রিকাধৃত ।)

“ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্বাকে ; ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্বারে এবং বৈশ্ব কেবল শূদ্রাকে বিবাহ করিতে পারেন ।” (৬৯)

৬ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কৃত অনুবাদ ।

৪৪ অঃ ঐ ঐ ।

“ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ শ্রাম সংশয়ঃ ।

ক্ষত্রিয়ায়াং তথৈবশ্রাবৈশ্যায়ামপি চৈবহি ॥

কস্মাত্তু বিয়মং ভাগং ভজেরন্নৃপসত্তম ।

অতস্তে তু ত্রয়ঃ পুত্রাস্বয়োক্তা ব্রাহ্মণা ইতি ॥”

৪৭ অঃ অনুশাসন পর্ক, মহাভারত ।

(ঐ ঐ পুস্তকধৃত)

“এবং ব্রাহ্মণ হঠাতে ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্বার যে সমুদয় পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহার সকলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হয়, তখন কি নিমিত্ত তাহাদিগের

উৎপত্তি তাহারও যদি বর্ণসঙ্কর হইবে, তাহা হইলে আর বিবাহসংস্কার ও মনু যে ১০ অধ্যায়ের ৭ শ্লোকে তাহাদিগের পিতৃজাতির বিধিকে সনাতন ও ধর্ম্ম্য বিধি বলিয়াছেন, তাহার পৌরব কোথায় রহিল ?

(৬৯) এখানে স্পষ্টই দেখা যায় যে, অনুবাদক মহাশয় বচনের “তাস্থপত্যং সমং পিতৃঃ” এই অংশের অনুবাদ করেন নাই। অতএব উক্ত বচনের অনুবাদ এইরূপ হইবে, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ব এই তিন বর্ণের কণ্ঠ্যকে, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ব, এবং বৈশ্ব কেবল বৈশ্বকণ্ঠ্যকে বিবাহ করিয়া থাকেন, ব্রাহ্মণাদির ঐ মনস্ত পত্নীভূত জাত পুত্রগণ তাহাদিগের স স্ব পিতৃজাতি ।

পৈতৃক ধনে সমানাদিকার নাই? আপনি তাহা আমার নিকট বিশেষরূপে
কীর্তন করুন ।” (৭০)

৮ কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক অনুবাদ, ৪৭ অঃ অনুশাসনপর্ব ।

“তিল্লঃকৃতা পুরা ভাৰ্ঘ্যাঃ পশ্চাদ্বিন্দেত ব্রাহ্মণীম্ ।

সাপি শ্রেষ্ঠা সা চ পূজ্যা স্যাৎ সা ভাৰ্ঘ্যা গরীয়সী ॥

কজ্জিয়ারাস্তু যঃ পুত্রো ব্রাহ্মণঃ সোহি পাসংশরঃ ।

স চ মাতৃবিশেষাচ্চ ত্রীনংশান্ হৰ্ত্তমহীতি ॥

ব্রাহ্মণশ্চৈব জাতস্ত বৈশ্যায়ঃ ব্রাহ্মণাদপি ।

দ্বিরংশস্তেন হৰ্ত্তব্যো ব্রাহ্মণস্যাদ্যুধিষ্ঠির ॥”

(অষ্টকুলচন্দ্রিকাধৃত) ৪৭ অঃ অনুশাসনপর্ব, মহাত্মারত ।

“ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! যদিও সমুদায় ভাৰ্ঘ্যাই আদরের পাত্র বলিয়া দারা
অভিহিত হয়, তথাপি ব্রাহ্মণীরেই সৰ্ব্বপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। ব্রাহ্মণ অগ্রে
কজ্জিয়ারি তিনবর্ষে বিবাহ করিয়া পশ্চাৎ ব্রাহ্মণীরে অর্থাৎ ব্রাহ্মণকন্তাকে বিবাহ
করিলেও ব্রাহ্মণী সৰ্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও মান্য হইয়া থাকে। ইতি। কজ্জিয়ার
গর্ভজাত পুত্র ব্রাহ্মণ হইয়াও অসবর্ণার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তিন
অংশ গ্রহণ করিবে; বৈশ্যাগর্ভসমুৎপন্ন পুত্র দুই অংশ অধিকার করিবে এবং
শূত্রার গর্ভে যাহার জন্ম হইয়াছে সে একাংশ গ্রহণ করিবে।” ইতি

৪৭ অঃ অনুশাসনপর্ব, মহাত্মারত ।

(৭১) ৮ কালীপ্রসন্ন সিংহকৃত অনুবাদ ।

(৭০) এ বচনের অনুবাদেও অনুবাদক “যতন্তে তু ত্রয়ঃ পুত্রাস্ত্রয়োক্তা ব্রাহ্মণা ইতি”

চরণের অনুবাদ করেন নাই। অতএব তাহার ঐ অনুবাদের শেষে—যেহেতু আপনাকর্তৃক উক্ত
পুত্রত্রয়ই ব্রাহ্মণ বলিয়া উপরে (পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে) কথিত হইয়াছে—বৃত্ত হইবে।

(৭১) বচনে “স চ মাতৃবিশেষাচ্চ” আছে, তাহার অর্থ অসবর্ণে উৎপন্ন। তিন অসবর্ণী
করা বাইতে পারে না, যেহেতু বিবাহসংস্কার দ্বারা পত্নীত্বসম্পর্ক হইলে তাহাতে অসবর্ণ
থাকে না। বিবাহ হইতে অসবর্ণে উৎপন্ন ভাৰ্ঘ্যা যে ব্রাহ্মণাদির স্বেজাতি হইতেন তাহা
পূর্বে অষ্টমাতা ব্রাহ্মণজাতি অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে। অনুশাসনপর্বের ৪৪ অধ্যায়েও
তাহা উক্ত হইয়াছে। মহাত্মারতকার পাঠই যখন ব্রাহ্মণের কজ্জিয়কতা বৈশ্বকন্তা ভাৰ্ঘ্যাতে
ব্রাহ্মণ হয় বলিয়াছেন, তখন ঐ প্রকার অনুবাদ অশুদ্ধ হইয়াছে, অসবর্ণে উৎপন্ন গর্ভজাত

বড়ই হৃৎথের বিষয় এই যে, মনুসংহিতার চীকা-ও ভাবাকার মহাভারতের অনুশাসন পর্বও দেখেন নাই। বাহা ইউক, কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর (৭২) গত হইলে যে মহাভারত রচিত হইয়াছে তাহাতেও অনুশাসন পুত্রগণের পিতৃজাতিভেদে অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি জাতির ইতিহাস থাকিতে মহাভারতের দ্বারা

হওয়া উচিত ছিল। এখানে মূল ব্রাহ্মণের বৈশ্বকল্পভাবার্থ্যতে উৎপন্ন পুত্রকেও স্পষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, কিন্তু অনুবাদে তাহা স্পষ্ট নাই।

“তিস্রোভার্য্য ব্রাহ্মণস্ত যে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্ত তু ।

বৈশ্বঃ স্বজাত্যাং বিস্মেত তাম্পত্যং সমস্তবেৎ ॥ ইত্যাদি ।

ব্রাহ্মণ্যন্তকরেৎ পুত্রো একাংশঃ বৈ পিতৃধর্নাৎ ॥ ইঃ ।

ক্ষত্রিয়ানন্ত বঃ পুত্র ব্রাহ্মণঃ সোহপ্যাসংশয়ঃ ।

স তু মাতুর্বিশেষাচ্চ জীনংশান্ হর্ষমহতি ॥

বর্ষে তৃতীয়ে জাতস্ত বৈশ্বার্য্যঃ ব্রাহ্মণাদপি ।

দ্বিরংশন্তেন হর্ষব্যো ব্রাহ্মণস্যাহু বুধিষ্ঠির ॥ ইঃ ।

ত্রিষু বর্ষেষু জাতেষু ব্রাহ্মণাদব্রাহ্মণো ভবেৎ ।

স্বতান্ত্র বর্ণাশ্চত্বারঃ পঞ্চমো নাথিগম্যতে ॥

ব্রাহ্মণ্যং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্তাদসংশয়ঃ ।

ক্ষত্রিয়ান্যং তথৈবাত্ম্যবৈশ্বার্য্যমপি চৈবহি ॥

কন্যাস্তু বিবমঃ ভাগঃ ভজেরনুপসন্তম ।

যথা সর্বে ত্রয়োবর্ণান্তরোক্তা ব্রাহ্মণা ইতি ॥” অনুশাসনপর্ব, মহাভারত ।

(হস্তলিখিত পুস্তক, ৮ নীলকণ্ঠ লিখিত ।)

জিলা পাবনা, মহকুমা সিরাজগঞ্জের অধীন ধোকসাবাড়ী গ্রামের ৮ নীলকণ্ঠ শর্ম্মার লিখিত পুস্তক হইতে উপরি উক্ত বচনগুলি উদ্ধৃত হইল। উক্ত পুস্তকের (অনুশাসনপর্বের) সমাপ্তির পরে উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের বহুলিখিত কথা,—“শকাব্দ ১৭২২। মার্গশীর্ষস্তাষ্টমদিবসে শুক্রবারে পঞ্চম্যাস্তিবে। শূণ শূণ পৃথিবীর বিধুসংখ্য শক নৃপবর্ষে সহসি ভূগোকে। বহু মিত-বসে অ লিখতি পর্ব বিজকুলজাতো হরিপদনয়ঃ। তারা চল মণী কান্তো ভ্রান্তে বঃ পূর্ব ।”

(৭২) “শভেষু ঘটনু সার্ভেষু জাথিকেষু চ ভূতলে ।

কলের্মতেষু বর্ধাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥” ৬৮ চীকা দেখ।

প্রথম ভরদ্বাজ, কল্যাণ রাজভরদ্বাজ ।

বিলক্ষণরূপে প্রমালীকৃত হইতেছে যে, পাণ্ডবদিগের পরেও মূৰ্দ্ধাভিষিক্ত আর অৰ্ঘ্য উভয়েই জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন (৭৩)। মহাভারতীয় উপরিউক্তি ইতিহাসের সহিত মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রের ঐক্য দেখা যাইতেছে। স্বত্বের মধ্যে যেমন মনুসংহিতা প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ, পুরাণাদির মধ্যেও তেমনি মহাভারত প্রাচীন ও প্রামাণ্য শাস্ত্র (ইতিহাস)।

পূৰ্ণ পূৰ্ণ যুগে অর্থাৎ সত্যযুগ হইতে কলিযুগের প্রথম পর্গায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের ভোজ্যতা ও বিবাহাদি সম্বন্ধ ছিল বলিয়া, ঐ যুগত্রয়ের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র জাতির অর্থ বর্তমান যুগের একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতির অন্তর্গত কুলীন, শ্রোত্রিয়াদি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীমাত্র ছিল, তাহা পূর্বে অনেকবার আমরা দেখাইয়াছি (৭৪), এবং বিবাহসংস্কার দ্বারা যে নিম্ন শ্রেণীর কল্যাণ পতির উচ্চ শ্রেণী প্রাপ্ত হইতেন, তাহাও পূর্বে বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে (৭৫)। বর্তমান যুগের কুলীন শ্রোত্রিয়কল্যাণকে বিবাহ করিলে যেমন তদ্বৎসর পুত্র কুলীন হয়; কেন হয়? না, কুলীনের সঙ্গে বিবাহ হওয়াতে বিবাহ-মন্ত্রদ্বারা শ্রোত্রিয়কল্যাণ কুলীন পতির শ্রেণী গোত্র প্রভৃতি প্রাপ্ত হন বলিয়াই তদ্বৎসর পুত্রও কুলীন হয় (৭৬); সেইরূপ বিবাহ মন্ত্রাদি দ্বারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-

(৭৩) মহাভারতের অশ্বশাসন পর্বে ব্রাহ্মণের অমূল্যবিবাহিতা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকল্যাণ পত্নীতে জাত সন্তানদিগকে স্পষ্টাক্ষরে মূৰ্দ্ধাভিষিক্ত, অৰ্ঘ্য বলিয়া উক্ত হয় নাই, ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের সহিত ঐক্য করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, মহাভারতকার মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির কথিত মূৰ্দ্ধাভিষিক্ত ও অৰ্ঘ্যকেই ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকল্যাণ পুত্র ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। অতএব স্পষ্ট উক্ত না হইলেও উক্ত বৃত্তান্ত যে নিশ্চয়ই মূৰ্দ্ধাভিষিক্ত আর অৰ্ঘ্য ব্রাহ্মণদিগেরই ইতিহাস তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই অধ্যায়েই উপরে আমরা দেখাইয়াছি যে মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ে মূৰ্দ্ধাভিষিক্ত, মাহিষ্য ও করণের নামাদি নাই, অমূল্যমজ্ঞ প্রজিহ্মমজ্ঞ আর সকলেরই নামাদি আছে। মহাভারতের অশ্বশাসনপর্বেও প্রতিজিহ্মমজ্ঞ পুত্রগণের নাম আছে কিন্তু মূৰ্দ্ধাভিষিক্ত অর্ঘ্যাদির নাম নাই। যে কারণে মনুসংহিতা মূৰ্দ্ধাভিষিক্তাদি নাম নাই, সেই কারণে এখানেও বর্তমান, অতএব বুঝিতে হইবে ঐসকল নামসংযুক্ত বচনগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে।

(৭৪) ৬ অধ্যায়ের ২০তীকা। ৪ অধ্যায়ের ৬১। ৬অ, ৫। ৬অ, ৬৬ টীকা দেখ।

১০০ (৭৫) ৬ অধ্যায়োক্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণবলী দেখ।

(৭৬) পূৰ্ণ পূৰ্ণ যুগের অমূল্যবিবাহ এখন না থাকিলেও বর্তমান সময়েও রাঢ়ীয় শ্রেণী

কল্পাগণও প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় পতির শ্রেণী গোত্রাদি প্রাপ্ত হইতেন ও তদুৎপন্ন সম্ভানও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ই হইত । এখানকার কুলীন, কাপ, শ্রোত্রিয় প্রভৃতিতে যে ভাব (পার্থক্য), প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ব শূদ্রও যে সেই ভাব (পার্থক্য) ছিল, তাহা তাঁহাদের পরস্পরের বিবাহসম্বন্ধ ও ভোজ্যায়ত্তা প্রভৃতি ব্যবহার (রীতি) দ্বারা পরিব্যক্ত হয় । এক ব্রাহ্মণ ধর্ম্মই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বৈশ্বের ছিল, তাঁহারা সকলেই এক দ্বিজ, এক আর্ষ্য ছিলেন (৭৭) । একুণাবস্থায়

কুলীন ব্রাহ্মণের মধ্যে কুলীনের দৌহিত্র হইতে শ্রোত্রিয়ের দৌহিত্রের সম্মান যে অধিক দেখা যায়, উহা কিন্তু প্রাচীনকালের সেই অসবর্ণ অমূল্যোমবিবাহেরই অনুকরণ । প্রাচীনকালে এতিলোমবিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, বর্তমান কুলীন ব্রাহ্মণেরা শ্রোত্রিয়ে কস্তাবিবাহ দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন, কেন করিয়াছেন ? না উহা প্রতিলোমবিবাহ । প্রাচীনকালেও কুলীনের দৌহিত্র হইতে শ্রোত্রিয়ের দৌহিত্রের সম্মান যে অধিক ছিল, নিম্নলিখিত প্রমাণে তাহা প্রকাশ পায় ।
যথা,—

“সবর্ণাপুত্রানন্তরপুত্রয়োঃরনন্তরপুত্রশ্চ শুণবান্, জ্যেষ্ঠভাগং পুত্রীয়াং শুণবান্ হি সর্বের্বাঃ ভর্ত্তা ভবতি । ইত্যাদি । অনন্তরজ শব্দের অর্থ, দিবকোষ অভিধান ।

পূর্বকালের সর্বর্ণ অসবর্ণ, আর বর্তমান যুগের কুলীন শ্রোত্রিয় যে এক কথা তাহা পূর্বে অনেক বার আমরা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা সকলের গোচর করিয়াছি ।

(৭৭) “ত্রয়োবর্ণা ব্রাহ্মণস্ত বশে বর্ভেরন্ । তেষাং ব্রাহ্মণো ধর্ম্মং যজ্ঞমাত্রাজ্ঞা চাচ্যুতি-
ষ্ঠেৎ ।” বশিষ্ঠসংহিতা, প্রথম অধ্যায় ।

“ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্বস্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ ।

এতেষু বিহিতো ধর্ম্মো ব্রাহ্মণস্ত যুধিষ্ঠিরঃ ॥” অমুশাসনপর্ব, মহাভারত ।

“যজ্ঞাবসানে শৈলেন্দ্রঃ দ্বিজেন্দ্রো প্রদদৌ প্রভুঃ ।

দদৌ স সর্বভূতানাং নির্মলেনাস্তরাজ্ঞান ।

তং শৈলসর্বপ্নাত্মনি পরস্পরবিশেষিণম্ ।

ন শক্যং এবিভ্যগার্থং তেভ্যুং সর্বোক্তমৈরপি ॥ ইঃ ।

ন হি শক্যো বলান্তেভ্যুং যুযাভিরপসঙ্গিভিঃ ।

অপি বর্ষ শতৈর্দ্বিব্যোঃ পরস্পরবিরোধিভিঃ ।” ২১৩অ, হরিবংশ ।

“বিজ্ঞানীহাৰ্য্যান্ যে চ দস্তবো বর্হিষতে বক্ষ্যামাসদব্রতান্ । শাকী ভব যজমানস্ত
গোচরতা বিবেৎ তাতে সধমাদেষু চাকস ।” প্রকৃতিবাদ অ, ২৪৮পৃ, আৰ্য্যশব্দের অর্থ ।

“ভয়ান্ সর্বং পশ্যামি বশ্চ উভার্য্যঃ ।” অধর্কবেদসং, ৪কাণ্ড, ১২০ । ৪ ।

প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ কত্রির ও বৈশ্যের বিবাহসম্বন্ধ দ্বারা যে সকল শূত্র হইত তাহাদিগের পিতৃজাতি না হইবার কোন কারণ ছিল না। বর্তমান যুগে আমরা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, ব্রাহ্মণাদি জাতিতে প্রধান পার্থক্য কেবল ভোজ্যারতা ও বিবাহসম্বন্ধ না থাকা। সে পার্থক্য বখন প্রাচীন-

“প্রিয়ং মাকুণু দেবেষু প্রিয়ং মাকুণু মাকুণু।

প্রিয়ং সর্বস্ত পশুত উত শূত্র উতার্যো।” অথর্ববেদসং, ১২ কাণ্ড, ৬২।১।

“শূত্রার্যো চর্ণপি পরিসঙলে ব্যারচ্ছেদে।” ১৩অ, ৩ক, ৭২,

শতপথ ব্রাহ্মণ ও কাত্যায়ন শ্রীত শ্রোত সূত্র।

“শূত্রশততুর্ধবর্ণঃ আর্ধ্যৈরৈবর্ণিকঃ” কাত্যায়নকৃত সূত্রের ভাষ্য।

প্রকৃতিবাদ অভিধান, ২৪৯পৃ, আর্ধ্যশব্দের অর্থ।

পতিত রামকমলকৃত।

“মাতুর্ধদগ্রেহজনয়ং দ্বিতীয়ং মৌলীবক্ষ্যনাং।

ব্রাহ্মণকত্রিরবিশস্ত্রম্মাদেতে দ্বিজাঃ স্মৃতঃ। ১অ, ৩০শ্লো, বাজবল্যসং।

ব্রাহ্মণঃ কত্রিরো বৈশ্ত্রজরোবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।

চতুর্থ একজাতিস্ত শূত্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ।” ১০অ, মনুসং।

৮৬৬পৃ, দ্বিজশব্দের অর্থ, প্রকৃতিবাদ অভিধান।

“ব্রাহ্মণকত্রিরবিশস্ত্ররোবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।” ১অ, ব্যাসসং।

ব্রাহ্মণকত্রিরবৈশ্য। জরোবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ। ১অ, শঙ্খসং।

“ব্রাহ্মণঃ কত্রিরোবৈশ্যঃ শূত্রশ্চেতি বর্ণশ্চত্বার। ১।

তেবামাত্তা দ্বিজাতয়স্তমঃ। ২।” ২অ, বিষ্ণুসং।

২৯।৫০।১১১অ, হরিবংশ। বিষ্ণুপুরাণ ৪অং,।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৯স্কন্ধ দেখ।

এই সমস্ত প্রমাণ পর্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রাহ্মণ কত্রির বৈশ্য শূত্র উৎপত্তিগত কোন পার্থক্য ছিল না, তাহা থাকিলে এক ব্রহ্মা হইতে ব্রাহ্মণ কত্রির বৈশ্য শূত্র হইবার ও একমাত্র কত্রির হইতে ব্রাহ্মণ কত্রির বৈশ্য শূত্র এই চারি বর্ণ হওয়ার প্রমাণ শাস্ত্রে থাকিত না। উল্লিখিত প্রমাণগুলির দ্বারাই নির্ণীত হয় যে, প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণাদি জাতিচতুষ্টয়বিভাগ যৌনিগত নহে, গুণ বৃত্তি ও পরম্পরের আচারের অল্প বিভিন্নতাপ্রসঙ্গত। মনুসংহিতার অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকের অর্থও মেধাতিথিকৃত ভাষ্যেও তাহা স্পষ্ট প্রকাশিত রহিয়াছে।

কালের আৰ্য্যদিগের মধ্যে ছিল না, তখন তাঁহারা যে বর্তমানযুগের এই আকার হিন্দুজাতিভেদ মানিতেন না তাহা বলা বাহুল্য । (৭৮)

উপরিউক্ত প্রমাণ সমূহের দ্বারা উপলব্ধি হয় যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই পৃথক পৃথক নাম হইতে যেমন ইহারা পৃথক তিনটি শ্রেণী (জাতি), তেমনি ইহাদিগের সকলের একমাত্র আৰ্য্য-ও-বিজ্ঞনাম ও তিনেরই একমাত্র ব্রাহ্মণ ধর্ম হওয়াতে ইহারা সকলেই একজাতি অর্থাৎ একশ্রেণী । অল্পমাত্র আচার ও বৃত্তির পার্থক্য হইতেই কেবল একমাত্র আৰ্য্যজাতিরই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বৈশ্য নাম হইয়াছে । একমাত্র ব্রাহ্মণ নাম দ্বারা যদি রাত্তির বারেক বৈদিক শ্রেণী, চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলীন, শ্রোত্রিয়, লাহিড়ী, মৈত্রেয় ও সাম্রাট প্রভৃতি একজাতি হয় ; এক মনুষ্য নাম দ্বারা যদি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি একমাত্র মনুষ্যজাতি হয় ; তাহা হইলে একমাত্র আৰ্য্য ও বিজ্ঞ নাম হইতে এবং একমাত্র ব্রাহ্মণের ধর্ম সকলের হওয়াতে, তদ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য একজাতি না হইবেন কেন ? যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের এই একটি নাম দ্বারা তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি হন, তাহা হইলে তাঁহাদের সকলের বিজ্ঞ ও আৰ্য্য এই দুইটি নাম দ্বারা তাঁহারা কিজ্ঞ একজাতি হইবেন না ? যখন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য নামের (বিভাগে) পরেও তাঁহারা সকলেই এক আৰ্য্য, এক বিজ্ঞ নামে অভিহিত ছিলেন, (এখনও ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এক আৰ্য্য, এক বিজ্ঞ নামেই অভিহিত আছেন) তখন একমাত্র আৰ্য্য (বিজ্ঞ) জাতিরই যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিনটি শ্রেণী, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না ।

(৭৮) একালের ব্রাহ্মণদি জাতিতে যে পরস্পর ভোজ্যাত্নতা, বিবাহসম্বন্ধ নাই, তাহাতেও তাঁহাদিগের মধ্যে বোনিগত কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না বা ব্রাহ্মণেরা সকলেই শ্বেতবর্ণ হন নাই । ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূত্রেরাও প্রত্যেকে রক্তপীতনীলপ্রভৃতি কোন একটি নির্দিষ্ট বর্ণবিশিষ্ট হন নাই । আৰ্য্যশাস্ত্রের যে সমস্ত বচন আছে, ব্রাহ্মণ মুখ হইতে ব্রাহ্মণের, বাহ হইতে ক্ষত্রিয়ের, উরু হইতে বৈশ্যের এবং পদ হইতে শূত্রের জন্ম ; তাহার অর্থ ভিন্ন ভিন্ন বোনিতে নহে, একমাত্র মনুষ্যবোনিতেই । আৰ্য্যদিগের মাতৃগর্ভে জন্মের পরে উপনয়ন ও বেদাদি অধ্যয়ন হইতে যেমন বিজ্ঞ, ত্রিভু প্রভৃতি আধ্যাত্মিক জন্ম হইত, তেমনি ঐ সমস্ত জন্মও ব্রাহ্মণের মুখ, বাহ, উরু ও পদ গুণসম্পন্ন আধ্যাত্মিক জন্ম ।

এই অধ্যায়ে [২১৩পৃ.] আমরা ব্যাস সংহিতার প্রথমাদ্যায়ে

“বিপ্রবং বিপ্রবিদ্রাহু ক্ষত্রবিদ্রাহু ক্ষত্রবং ।

জাতকর্মাণি কুর্বাণীত ততঃ শূদ্রাহু শূদ্রবং ॥”

এই স্লোকের যে অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে, বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত ভট্টপল্লিনিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন একাদশ স্কন্ধে ব্যাস সংহিতার মূল ও অনুবাদ দেখিয়া কাহারও মনে সন্দেহ হইতে পারে। উক্ত সন্দেহ ভঞ্জনার্থ আমরা এই কথা বলি যে, ব্যাসসংহিতাব দ্বিতীয়াধ্যায়ে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকৃত্য। ভাষা বিহিত হইয়াছে (৭৯), এবং উক্ত বিধিতে বিজগণের শূদ্রকৃত্য ভাষাও কচিৎ বিহিত হয় বলিয়া উক্ত আছে। ইহা দ্বারা ব্যক্ত হয় যে, ব্রাহ্মণ যে ব্রাহ্মণকৃত্যকে বিবাহ করিতেন, সেই কৃত্যই কেবল বিপ্রবিদ্রা নহেন, ব্রাহ্মণ যে ক্ষত্রিয় বৈশ্যকৃত্যাদিগকে বিবাহ করিতেন, তাহাবাও জ্ঞাতঃ বিপ্রবিদ্রা। এমতাবস্থায় কেবল ব্রাহ্মণকর্তৃক বিবাহিতা ব্রাহ্মণকৃত্যই বিপ্রবিদ্রা, একপ অনুবাদকে ভ্রমাত্মক না বলিয়া উপায় নাই। “বিপ্রো বিদ্রা”

(৭৯) “বিপ্রবং বিপ্রবিদ্রাহু ক্ষত্রবিদ্রাহু ক্ষত্রবং ।

জাত কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বাণীত ততঃ শূদ্রাহু শূদ্রবং ॥ ৭ ॥

বৈশ্যাহু বিপ্রকৃত্যভ্যাং ততঃ শূদ্রাহু শূদ্রবং ।

অধমাত্মজাত জাতঃ শূদ্রাধমঃ স্মৃতঃ ॥ ৮ ॥” ১৩, ব্যাসসংহিতা।

(পঞ্চানন তর্করত্ন প্রকাশিত)

“ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিধিপূর্বক বিবাহিতা যে ব্রাহ্মণকৃত্য, তাহাকে বিপ্রবিদ্রা কহে। বিপ্রবিদ্রা পত্নীতে জাত সন্তানের জাতকর্মাণিসংস্কার ব্রাহ্মণের মত করিবে; ক্ষত্রবিদ্রাপত্নী (ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্রকৃত্যকে ক্ষত্রবিন্দ্রা বলে) জাত সন্তানের জাতকর্মাণি সংস্কার ক্ষত্রিয়-জাতির জ্ঞায় করিবে; ব্রাহ্মণকর্তৃক বিবাহিত শূদ্রকৃত্যতে জাত সন্তানের জাতকর্মাণি শূদ্রের জ্ঞায় করিবে। ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয় কর্তৃক বিবাহিত বৈশ্যকৃত্যতে জাত সন্তানের জাতকর্মাণি সংস্কার বৈশ্যজাতির মত করিবে এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্যকর্তৃক বিবাহিতা শূদ্রকৃত্যতে জাত সন্তানের জাতকর্মাণি সংস্কার শূদ্রজাতির মত করিবে। অধমজাতীয় পুরুষ হইতে উত্তমজাতির জ্ঞায় গর্তে জাত সন্তান শূদ্রোপেক্ষা অধম।” (বঙ্গবাসী প্রেসে মুদ্রিত)

ভট্টপল্লিনিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন কৃত অনুবাদ ।

দেখা যায় যে অনুবাদের সর্বত্রই মূল বচনের বিপ্রাং ক্ষত্রিয়াং বা বৈশ্যাং কিংবা বিপ্রো, ক্ষত্রিয়ে, বৈশ্যেন, বিদ্রা এই অর্থ গৃহীত হইয়াছে, কেবল ‘ক্ষত্রবিদ্রাহু’ স্থলেই হয় নাই।

অথবা “বিপ্রাং বিদ্বা, বিবাহিতা যা সা বিপ্রবিদ্বা” পদ হয়। বিশেষ ব্রাহ্মণকৃত্য বিবাহিতা—বিপ্রবিদ্বা, এরূপ পদ হইতে পারে না, জোর করিয়া (অমিয়মে) হইতে পারিত যদি মনু বাজবল্ক্য ব্যাস প্রভৃতি মহাবিগ্ণের প্রণীত শাস্ত্রবিধিমাতে প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-ও-শূদ্রকৃত্যাদিগকে বিবাহ না করিতেন। ক্ষত্রবিন্নার অর্থ তর্করত্ন মহাশয়, ব্রাহ্মণকর্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্রিয়কন্যা করিয়াছেন। ক্ষত্র আর বিদ্বা এই দুই শব্দের অর্থে কি প্রকারে ব্রাহ্মণ (বিপ্র) শব্দ উপলব্ধি হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। স্বীকার করিলাম, বিপ্রেশু কুলেশু বিদ্বা, ক্ষত্রেশু কুলেশু বিদ্বা, বিপ্রবিদ্বা ক্ষত্রবিদ্বা পদ হইতে পারে, কিন্তু বিপ্রকুলে ক্ষত্রকুলে বিদ্বা নারীকে কে বিবাহ করিল, বিবাহকর্ত্তা যে ব্রাহ্মণ তাহা কিসে উপলব্ধি হইবে? আর “বিপ্রবৎ বিপ্রবিদ্বাসু” বাক্যের “বিপ্রেশ বিদ্বাসু” অর্থাৎ “ব্রাহ্মণকর্তৃক বিধিপূর্বক বিবাহিতা যে” ইত্যাদি অর্থই বা তর্করত্নমহাশয় কিজন্য করিয়াছেন? তিনি বাসসংহিতার মূলে (সংস্কৃতপুস্তকে) “ক্ষত্রবিদ্বাসু বিপ্রবৎ” পাঠ মুদ্রিত করিয়াছেন। কিন্তু উহার অনুবাদ করিয়াছেন “ক্ষত্রবিদ্বা পত্নীতে (ব্রাহ্মণকর্তৃক বিবাহিতা ক্ষত্রকৃত্যকে ক্ষত্রবিদ্বা বলে) জাত সন্তানের জাতকস্মাদি সংস্কার ক্ষত্রিয়জাতির জ্ঞায় করিবে,” জিজ্ঞাসা করি, “বিপ্রবৎ” বাক্যের অর্থ ক্ষত্রিয়জাতির জ্ঞায় হইতে পারে কি প্রকারে? এমতাবস্থায় তর্করত্ন মহাশয়ের প্রচারিত বাসসংহিতার উক্ত বচনের মূল ও অনুবাদ উভয়ই যে ভ্রমাত্মক বা কৃত্রিম তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। বাসসংহিতার আলোচিত বচনের আমরা যে অনুবাদ করিয়াছি তাহাই যে শুদ্ধ ও সত্য, নিম্নোক্ত বাজবল্ক্য বচনের দ্বারা তাহা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। যথা,—

“বিপ্রান্মুর্দ্ধাভিষিক্তোক্তি ক্ষত্রিয়ানাং বিশঃ স্ত্রিয়ান্।

অথর্থা নিষাদঃ শূদ্রাঃ জাতঃ শবঃ স্মৃতঃ ॥১১॥

বৈশ্যশূদ্র্যোস্ত রাজত্যাং মাণ্ডিব্যোগ্রৌ তথা স্মৃতৌ ।

বৈশ্রাতু শূদ্রাং করণৌ বিদ্বাস্থেশ বিধিঃ স্মৃতঃ ॥১২॥”

প্রথম অধ্যায় বাজবল্ক্যস্য ।

উক্ত বাজবল্ক্য বচনের অর্থ, বিপ্রাং বিদ্বাসু ক্ষত্রিয়ানাং বৈশ্যানাং শূদ্রাং ইত্যাদি করিতে হইবে। বিপ্রাং বিদ্বাসু আর বিপ্রবিদ্বাসু এক কথাই। এই বাজবল্ক্য বচনের দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে, উপরি উক্ত বাসবচনের “বিপ্র

বিন্নাস্ত” পদের অর্থ কেবল ব্রাহ্মণের বিবাহিতা ব্রাহ্মণকন্যা নহে। বিপ্রবিন্না বলিতে ব্রাহ্মণের বিবাহিতা ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্যকন্যা ও শূদ্রকন্যা পত্নীদ্বিগুণে বৃদ্ধার।

“উভায়াং তি সৰ্গায়াং বা কামমুদেহে ।

তস্তানুৎপাদিতঃ পুত্রো ন সৰ্গাৎ প্রহীয়তে ॥ ১০ ॥

উদেহে ক্ষত্রিয়াং বিপ্রো বৈশ্যাক্ষ ক্ষত্রিযো বিশাম্ ।

স তু শূদ্রাং দ্বিজঃ কশিরাধমঃ পূৰ্ববৰ্ণজাম্ ॥ ১১ ॥”

২. অ, বাসসংহিতা ।

উক্ত বাসসংহিতার দুইটা বচনের মধ্যে ১০ শ্লোকের যে অনুবাদ তর্করত্ন মহাশয় করিয়াছেন (৮০), তাহা না করিলে চর না, কারণ প্রথমাদ্যায়ে “বিপ্র বিন্নাস্ত” বাক্যের যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহার সহিত ঐক্য থাকি চাই তো ? যদি প্রাচীনকালে সর্গাকে বিবাহ করিয়া অসবর্ণকে বিবাহ করিলে সর্গে উৎপন্ন পত্নীর ও ব্রাহ্মণাদির জাতিচ্যুত এবং সর্গে জাত পত্নীর পুত্রের অসবর্ণ হইবার কোন বিধি মন্বাদি স্মৃতিতে থাকিত, তাহা হইলে আমবা অনুবাদকের অর্থ স্বীকার করিতাম। বাসসংহিতার উপরি উক্ত ১০ শ্লোকের পরবর্তী ১১ শ্লোকেই যখন বাস ব্রাহ্মণকে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকন্যা বিবাহের বিধি দিয়াছেন, তখন সে আশঙ্কা করা বৃথা। সর্গাতে সর্গপুত্র হইবে অসবর্ণ হইবে না, তাহা বলা বাহুল্য, স্ততরাং অসবর্ণে উৎপন্ন পত্নীর পুত্র সর্গ হইবে অসবর্ণ হইবে না, কোন অংশে হীন হইবে না, ইহাট প্রচারকরিবার অভিপ্রায়েই বাস উক্ত বচনে “তস্তাং” পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার অর্থ বিবাহসংস্কার দ্বারা অসবর্ণে উৎপন্ন পত্নী ব্রাহ্মণাদির সর্গা হইতেন, স্ততরাং তৎপুত্র পুত্রও সর্গ হইতে হীন হইবে না। যে বাস মহাত্মারতের অনুশাসনপর্বে বলিয়াছেন,

“ত্রিষু বর্ণেষু জাতেষু ব্রাহ্মণাদব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥”

তিনি যে স্বীয় সংহিতায় তর্করত্ন অনুবাদকের উক্ত কথা কহিতে পারেন না, তাহা অনুবাদক মহাশয়ের স্মরণকরা উচিত ছিল।

(৮০) “সবর্ণা বিবাহ করিয়া ইচ্ছা হইলে অসবর্ণাণ্যকেও বিবাহ করিতে পারে, তাহা হইলে পূর্বপরিণীতা সবর্ণা প্ত্রীর গর্ভসম্ভূত পুত্র অসবর্ণ হইবে না।” ইত্যাদি।

ভট্টপন্নীনিবাসী পঞ্চানন তর্করত্নকৃত অনুবাদ।

ভৃগুবংশীয় ঋচিক চতুঃবংশীয় ক্ষত্রিয়, গাধিরাজার কন্যা সত্যবতীকে তিনি বিবাহ করেন, ইহা অমূলোমবিবাহ (৮১), ইহাতেই জমদগ্নি জন্মগ্রহণ করেন । জমদগ্নি আবার ইক্ষ্বাকুবংশীয় ক্ষত্রিয় রেণু নামক নৃপতির রেণুকানারী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহাও অমূলোমবিবাহ । এই বিবাহেই পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন । জমদগ্নি পরশুরাম প্রভৃতি সকলেই মুর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ (৮২) । জমদগ্নি-গোত্রীয় ব্রাহ্মণ এখনও পশ্চিমদেশে যথেষ্ট আছেন । এই বংশেই বাৎস্ত ও সার্ব মূনির জন্ম হয়, এই উত্তরগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এবং রাষ্ট্রীয় বারেন্দ্র প্রভৃতি শ্রেণীতে বহুদেশেও যথেষ্ট আছেন (৮৩) । এমতাবস্থায় ইহারী সকলেই মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতার কথিত অমূলোমবিবাহোৎপন্ন

(৮১) মহর্ষি ভৃগুই মনুসংহিতার ২ হইতে ১২ অধ্যায় পর্য্যন্তের বক্তা । ভৃগুপুত্র চ্যবন তৎ-পুত্র ঋচিকের উক্ত বিবাহ যে মনুজ অমূলোমবিবাহ ইহা না বলিয়া উগার নাই ।

(৮২) "গাধিনীম কোশিকোহভবৎ । গাধিষ্ঠ সত্যবতীঃ নাম কস্তামজনয়ৎ । তাক ভার্গব ঋচিকো বত্রে । । ৫ । ৬ । অনন্তরঞ্চ সা জমদগ্নিমজীজনৎ । । । জমদগ্নিরিক্ষ্বাকুবংশোদ্ভবস্ত য়েণোঃ তনয়াং রেণুকামুপেষমে । তস্তাংকা-শেষকত্রবংশস্তারং পরশুরামসংজ্ঞঃ ভগবতঃ সকললোকগুরোনীরায়ণস্তাং জমদগ্নিরজী-জনৎ । ১৬ ।" ৭অ, ৪অ, বিষ্ণুপুরাণ ।

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অধ্যায়ে যাকাতানুগতির পক্ষাংশ কস্তাকে ব্রহ্মর্ষি সৌরভি বিবাহ করেন, তাহাতে বহুতর মুর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ হন বলিয়া উক্ত আছে ।

মহাতারতীয় আদিপর্ক, অমুশাসনপর্কের ২অ, ৪অ, ৪২অ, এবং শ্রীমন্তাগর্ভতের নবম ক্ষকের তৃতীয়, পঞ্চদশ ও ষোড়শ অধ্যায় ও হরিবংশ দেখ ।

উক্ত ভৃগু-মামগুণ্ডলিতে স্পষ্টই ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়কস্তা-পত্নীতে জাত সন্তানগণের ব্রাহ্মণবর্ণ হওয়ার ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে ।

"বিপ্রান্ মুর্দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ান্যং বিশঃ স্ত্রিয়ান্ ।

অথষ্টো" ইত্যাদি ।

১অ, যাজ্ঞবল্ক্যসং ।

(৮৩) "ভৃগুস্ত চ্যবনশ্চৈব আপু বানন্তর্ধৈর চ ।

ওরুশ্চ জমদগ্নিষ্ঠ বাৎস্তো দৃণ্ডিম্ভারনঃ ॥ ১৭

বৈহিনরিবিরূপাক্ষী বৌহিত্যামনিরৈব চ ।

বৈবানরিসুখা নীলী লুহঃ সার্বশিষ্ঠস্ সঃ ॥ ১৮"

ভৃগুবংশ, ১৯৫অ মৎস্তপুরাণ ।

মূৰ্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ হইতেছেন । ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণদিগের কত্মিয়কন্যা বিবাহ করা ও তাহাতে মূৰ্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ হওয়ার ইতিহাস প্রদর্শিত হইল । অনুসন্ধান

বাৎস্ত সাবর্ণি উভয়েই ভৃগুবংশীয় । মহিমচন্দ্র মজুমদারকৃত গোঁড়ে ব্রাহ্মণনামক পুস্তকের ২৬ পৃষ্ঠা গোত্রপ্রবর সংখ্যা দেখ ।

বঙ্গদেশের রাঢ়ীয় বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীনের মধ্যেও এই বাৎস্ত ও সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণ আছেন । যথা,—

১। “শাণ্ডিল্যগোত্রজঃ শ্রোষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ ।

দক্ষোহপি কাশ্মপশ্চেষ্টঃ বাৎস্তশ্রোষ্ঠোহপি ছান্দডঃ ॥

... .. ।

বেদগর্ভোপি সাবর্ণো যথাবেদপ্রসিদ্ধকঃ ॥”

৫৮পৃ, গোঁড়েব্রাহ্মণ পুস্তকধৃত কুলরাম বচন ।

“... .. ।

ধরাধরো বাৎস্তগোত্রস্তুড়িতগ্রামতঃ স্বয়ং ।

২। ।

গরাশরন্ত সাবর্ণো মজ্জদেশাৎ সমাগতঃ ।”

৫৯পৃ, গোঁড়েব্রাহ্মণ, ধৃত বারেন্দ্র কুলগঞ্জী ।

২। ।

বাৎস্তগোত্রসমুৎপন্নচ্ছান্দডো মুনিসন্তমঃ ।

বেদগর্ভন্ত সাবর্ণো মজ্জদেশাৎ সমাগতঃ ॥

কাশ্মপেহষ্টাদশজ্ঞেরাঃ শাণ্ডিল্যো চ চতুর্দশ ।

চতুর্বিংশতির্বাৎস্তোহপি ভরদ্বাজে তথা বিধিঃ ।

সাবর্ণে বিংশতিজ্ঞেরাঃ গ্রামাহি গাঞিনামকাঃ ।

১। সঞ্জামিনী ভীমকালী ভট্টশালী তথৈব চ ।

কামকালী কুড়ম্বন্ত ভাড়িয়ালন্ত লক্ষকঃ । ইত্যাদি ।

... .. ।

কালিন্দী চতুরা বন্দী বাৎস্তগোত্রে প্রকীর্তিতাঃ ।

২। সিংদিয়ড় পাকড়ী চ দ্বিষষ্টীচ সেদড়ি ।

... .. ।

সাবর্ণে কথিতা এতে গ্রামাহি বিংশতিঃ স্মৃতাঃ ॥

৯৭৯৮পৃ, গোঁড়েব্রাহ্মণ, বারেন্দ্রকুলবিবরণ ।

করিলে অজি, অজিরা, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি সকল গোত্রেরই উহা দেখান
বাইতে পারে (৮৪) । প্রাচীনকালের আৰ্য্যসমাজে যখন অনুলোমবিবাহ

সম্বাসিনী অর্থ, সার্যাল । উক্ত পুস্তক মূল দেখ । এতদ্দেশীয় ভট্টশালীগ্রামী সুপ্রসিদ্ধ
ময়ূরভট্ট বাৎস্তগোত্রীয় ব্রাহ্মণ । গোড়েরা, পৃ. ১৩৮পৃ. দেখ ।

৩। হলনামা চ গাঙ্গুলী কুঞ্জো রাজাধরাস্তথা । ইঃ ।

এতে পুত্রা মহাপ্রাজ্ঞাঃ সর্বণে দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥

১। অষ্টাবধ পরিজ্ঞেয়া উদ্ভূতাশ্চন্দ্রান্মুনেঃ । গাঞিনাম যথা ।

কাজি বিম্বি মহিস্তা চ পুতি তৃণ্ডশ পিঙ্গলী ।

... .. ।

শিমলাশচ বিজ্ঞেয়া ইমে বাৎস্তকসংজ্ঞকাঃ ।

১৮৮।১৮৯পৃ. গোড়েরা, রাষ্ট্রীয় বিবরণ দেখ ।

৯৭ হইতে ১২০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত গোড়ের ব্রাহ্মণ পুস্তকের রাষ্ট্রীয় ও বাদেজ ব্রাহ্মণবিবরণ পাঠ
কর । ১২১ হইতে ২৪০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত উক্ত পুস্তকে বঙ্গীয় দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য বৈদিক
বৃত্তান্তেও ভূগবংশীয় বাৎস্ত ও সাবর্ণ গোত্রীয় মুর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ থাকা জানা যায় । বশিষ্ঠ,
অক্ষমালাকে ও মন্দপাল সারঙ্গী নামী শূদ্রকন্যাকে বিবাহ করেন, তাহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় উৎ-
পন্ন হয় । পরাশর শীবরকন্যা সত্যবতীতে কৃষ্ণধৈর্য্যন বেদব্যাসকে উৎপন্ন করেন । এই সকল
প্রমাণেই বুঝিতে পারা যায় যে, বশিষ্ঠ শক্তি প্রভৃতি গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়
বৈশ্যকন্যাদিগকে বিবাহ করিতেন এবং তাহাতে প্রাচীনকালে বহুসংখ্যক মুর্দ্ধাভিষিক্ত অথচ
ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাদের বংশ উক্ত গোত্রীয় ব্রাহ্মণ জাতিতেই আছেন । দ্রোণ
অর্থাৎ কলসে মনু্যব্যবীর্ঘ্য হইতে কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না, সুতরাং ভরদ্বাজের
বীর্ঘ্য উর্ধ্বশীতেই দ্রোণাচার্য্যের জন্ম । ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণমাত্রেই এই দ্রোণের বংশ ।
এমতাবস্থায় উক্ত জাতীয় ব্রাহ্মণেরা যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকন্যা বিবাহ করিতেন এবং তাহাতে যে
উক্ত গোত্রে মুর্দ্ধাভিষিক্ত অথচ ব্রাহ্মণ বহুতর হইয়াছেন, তাহা বলা বাহুল্য ।

(৮৪) কাম্বুকুজ বংশাবলী নামক পুস্তকে জানা যায় যে, তৎপ্রদেশে ভারদ্বাজগোত্রীয়
মুর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ আছেন যথা,—

অথ ভারদ্বাজগোত্রব্যাখ্যানম্ ।—“শ্রীমন্মহর্ষি ভারদ্বাজ জী জিনকী ভারদ্বাজসংহিতামে
বাণ বিদ্যা হৈ জো আজ কাল প্রায় হো গই হৈ তিন ভারদ্বাজজীকে শিষ্য তপোধন নাম
ব্রহ্মচারিণে অপনে গুর ভারদ্বাজ জীকী আজ্ঞাসে চিত্রকূটকে রাজা মহীপাল অগ্নিবংশীকী
সৌভাগ্যবতী নামী কন্যাসে বিবাহ কিয়া গুর অজ্ঞেঠা নাম গ্রামমে নিবাসকিয়া বহাং অনেক
ব্রাহ্মণো বলায় অগ্নিহোত করকে ব্রাহ্মণোকো দান দক্ষিণ্যসে সম্ভষ্ট কিয়া । ব্রাহ্মণোনে
তপোধন জীকো অগ্নিসোত্রী কহা গুর ভারদ্বাজগোত্র প্রমাণ দিয়া । তিন তপোধন অগ্নি-

প্রচলিত ছিল, তখন অনুসন্ধান করিলে আৰ্য্যশাস্ত্র হইতে মূর্ত্ত্যভিষিক্ত ও অৰ্ঘ্য ব্রাহ্মণগণের এখনও ব্রাহ্মণজাতিতে থাকার আরও বৰ্ণে প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। উক্ত পশ্চিম ভারত্রে শাকলদীপী বলিয়া একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা যে অৰ্ঘ্য ব্রাহ্মণ, তাহা বৈদ্যপুরাণবৃত্তের ব্রাহ্মণাংশের উত্তরথণ্ডে প্রদর্শিত হইবে। মথুরার নিকটবর্ত্তী ভদ্রোলক প্রদেশে অঙ্কলা নামক স্থানে ব্রাহ্মণাচার-বিশিষ্ট অৰ্ঘ্য ব্রাহ্মণ আছেন (৮৫)। উড়িষ্যা ও তন্নিকটবর্ত্তী দেশে ধর, কর, দাস, দত্ত, দেব প্রভৃতি উপাধিধারী ব্রাহ্মণ অনেক আছেন। অশ্বকেশীর ধর, কর, দাস, দত্ত, দেব উপাধিবিশিষ্ট অৰ্ঘ্যদিগের গোত্রের সহিত ঐ সকল ব্রাহ্মণের গোত্রেরও একতা দেখা যায়, ইহার দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, ইহারাও ব্রহ্ম-পুরাণোক্ত অৰ্ঘ্য (৮৬)। গয়ালী ঠাকুরদিগের মধ্যে গুপ্ত উপাধি আছে, অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় তাঁহারাও অৰ্ঘ্য ব্রাহ্মণই হইবেন।

হোত্রীকে সাতবী: পীড়ীনে এক ধীরধর নাম প্রতাপী উৎপন্ন ভয়ে সো ধীরধর অগ্নিহোত্রী (ধীরধরকে পুত্র ৫) বালমুকুন্দ ১, দেবকীনন্দন ২, অঘমোচন ৩, মদমোচন ৪, বিহারী ৫। বাল:কুন্দ ঐ ধীপুরকে তিবারী কহায়ে দেবকীনন্দন তিবারী পুরকে তিবারী অঘমোচন চৌসাকে ছবে, মদমোচন সিহৌনীকে ছবে, বিহারী খালহাকে ছবে (বালমুকুন্দকে পুত্র ২) হীরা ১, পিহ্নন ২, শঙ্কর ৩ ইত্যাদি।”

৩৮পূ, দেবমাগর অক্ষরে বোধের ছাপা, কান্তকুজ বংশাবলী।

ঐবেকটেশ্বর ছাপাখানায় প্রাপ্তব্য।

অগ্নিবংশীয় নৃপতিগণ ক্ষত্রিয়, টড সাহেবকৃত রাজস্থান দেখ।

(৮৫) “সমন্তজনপদভিলককজে ঐভদ্রোলকদেশে নগরীবরমথুরাসমীপে অঙ্কলানামকং বৈদ্যস্থানম্ভিত্তি। যত্র সৌরবজ্জা ব্রাহ্মণা: সমন্তভূমিপতিমাত্মা অধিনীকুমারসমানা: পার্শ্ব-চন্দ্ররচিতম:প্রসাধিতদিক্সওলাবৈদ্যাশ্যাত্মবন্। তদন্বয়ে গোবিন্দনামা চিকিৎসকশিরোমণি-রত্নং। ততন্তুৎপত্তৌ ভিষক্শিরোমুকুটমণির্জয়পাল: সমজনি। তন্তনয়শ্চ সমন্তশাস্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞো ভরতপাল: সজ্জাত:। তৎপুত্র: শকুলনভন্তলচন্দ্রমা বিবেকব্রহ্মপতি: নৃপতিবরত: ঐভদ্রন: সমভূৎ।” ইত্যাদি।

মল্লাচরণ “নিবন্ধসংগ্রহ” টীকা ভরনচাৰ্য্যাকৃত—সুশ্রুতসংহিতা। ভরনচাৰ্য্য অমৃতচাৰ্য্য প্রভৃতি নাম দ্বারা ই পরিব্যক্ত হয় যে অৰ্ঘ্য (বৈদ্য) ব্রাহ্মণজাতি। ব্রাহ্মণ ব্যতীত আচাৰ্য্য উপাধি অন্য জাতিতে নাই।

৮৬ “দক্ষিণে গতবান্ ধর শ্চিকুটসমাম্রিতঃ। ৮২।

বশিষ্ঠপত্নী অক্ষমালা, মন্মথপালের ভাৰ্যা শারঙ্গী, কণাদজননী উলকী, শুকদেবের জননী শুকী, ইহারা সকলেই শূদ্রকন্যা হইয়াও ব্রাহ্মণ মহর্ষিদিগের সহিত পরিণীতা হওয়াতে ব্রাহ্মণী (ব্রাহ্মণজাতি) হইয়াছিলেন (৮৭)। ইহা-দিগের সন্তানেরাও সকলেই ব্রাহ্মণ। দাসকন্যা অবিবাহিতা সভ্যবতীতে মহর্ষি পরাশরের বীৰ্য্যে উৎপন্ন পুত্র কৃষ্ণবৈপারন ব্যাসও ব্রাহ্মণ (৮৮)। উপরি উক্ত বশিষ্ঠ ও পরাশরগোত্রীয় ব্রাহ্মণ (পরাশরগোত্রীয় অর্থাৎ উক্ত ব্যাস ও তৎপুত্র শুকদেবের বংশীয় ব্রাহ্মণ) এখন ভারতে যথেষ্ট আছেন (৮৯)।

ময়ূরগ্রামে গতবান্ দত্তঃ শূদ্রাচাবপরাশরঃ ।

স্বস্থানঞ্চ পরিত্যজ্য লীলাচলে দেবাস্থিতঃ । ৯২ ।” বৈদেহ্যাৎপত্তিপ্রকরণ,
বিবরণখণ্ড স্কন্দপুরাণ ।

এ সকল স্থান উড়িয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশেবই নিকটস্থ প্রদেশ। ময়ূরগ্রাম সম্ভবতঃ ময়ূরভঙ্গ হইতে পারে। উক্ত বচনের ধর, দত্ত, দেবোপাধি অশ্বত্থ ব্রাহ্মণগণের দেখাদেখি পরবর্ত্তী কালে আরও অনেকে যে উক্ত প্রদেশে গিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ কি ?

(৮৭) “যাদৃগ্গুণেন ভত্রী স্ত্রী সংযুজ্যত যথাবিধি ।

তাদৃগ্গুণা সা ভবতি সমুদ্রেনেব নিয়গা ॥২২॥

অক্ষমালা বশিষ্ঠেন সংযুক্তাঃ পঞ্চমযোনিজা ।

শারঙ্গী মন্মথপালেন জগামাভ্যর্চনীয়াতাম্ ॥ ২৩ ॥” ৯অ, মহাসং ।

ভাষ্য টীকা দেখ ।

“পরাশরকুলোদ্ভূতঃ শুকোনাম মহাতপাঃ ।

ভবিষ্যতি যুগে চান্মিন্ মহাবোগী বিজর্ভভঃ ।

বাসাদরপ্যাং সমুতো বিধুমোহগ্নিরিণ জলন্ ॥” ১৮অ, হরিবংশ ।

৬ষ্ঠ খণ্ড নব্যভারত ৬সংখ্যা বর্ণভেদ প্রবন্ধ দেখ ।

(৮৮) “শান্তনোদাসকন্তায়াং জজ্ঞে চিত্রাঙ্গদঃ স্রুতঃ ।

বিচিত্রবীৰ্য্যশ্চাবরজো নাম্না চিত্রাঙ্গদো হতঃ ॥ ১৬

যন্তাং পরাশরাং সাক্ষাদবতীর্ণো হরেঃ কলা ।

বেদগুপ্তো মুনিঃ কৃষ্ণো যতোহহমিদমধ্যগাম্ ॥ ১৭ ॥”

২২অ, ৯স্ক, শ্রীমদ্ভাগবত ।

মহাভারত আদিপর্ক ও হরিবংশ দেখ ।

(৮৯) ৮৭ টীকাযুক্ত হরিবংশীয় বচনের পরে,—

“ন তন্তাং পিতৃকন্তায়াং পৌত্র্যাং জনয়িত্যতি ।

কন্তাং পুত্রাংশ্চ চতুরো যোগাচার্য্যান্ মহাবলান্ ॥

চণ্ডালীর পুত্র বিশ্বামিত্র ও বেণ্ডাপুত্র বশিষ্ঠও ব্রাহ্মণ। বিভাণ্ডক মুনির পুত্র হরিশ্চন্দ্র গর্ভজাত ঋষ্যশৃঙ্গও ব্রাহ্মণ (৯০)। এই সকল প্রমাণ দ্বারা এই ইতিহাস পরিব্যক্ত হয় যে, প্রাচীনকালে বিবাহিতা অবিবাহিতা স্ত্রীতে, বেণ্ডাতে, শূদ্রাতে, পশুতে (৯১) পর্যন্ত ব্রাহ্মণের বীৰ্য্যে ব্রাহ্মণ হইত (৯২)।

কৃষ্ণং গৌরং প্রভুং শঙ্কং কল্যাণং কীর্ত্তিৎ তথৈব চ।

একদন্তস্ত জননী মহিবীজমুহন্ত চ ॥” ইত্যাদি। ১৮অ, হরিবংশ।

১. সত্য জ্যেষ্ঠা প্রভৃতি যুগের মূৰ্দ্ধাভিষিক্ত ও অশ্বত্থ ব্রাহ্মণগণের বংশ যে বর্তমান ব্রাহ্মণ-জাতিতে আছে, এই সকল প্রমাণদুটো তাহা নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হয়। মনু যাজ্ঞবল্ক্য ও ব্যাসসংহিতা প্রভৃতি দ্বারা যখন সত্য হইতে বলিযুগের প্রথম পর্যন্ত ব্রাহ্মণমাত্রেই মূৰ্দ্ধাভি-
ষিক্ত অশ্বত্থ পুত্রগণের উৎপত্তির ইতিহাস পরিস্ফুট হয়, তখন ব্রাহ্মণের মধ্যে এমন গোত্র নাই বাহাতে মূৰ্দ্ধাভিষিক্ত অশ্বত্থ ব্রাহ্মণ না আছে।

(৯০) ব্রহ্মোবাচ—

“সচ্ছোত্রিয়কুলে জাতো হত্বিরো নৈব পুঞ্জিতঃ।

অসংক্ষেত্রকুলে পূজ্যো ব্যাসো বৈভাণ্ডকো যথা ॥

ক্ষত্রিয়াণাং কুলে জাতো বিশ্বামিত্রোহন্তি পুঞ্জিতঃ।

বেণ্ডাপুত্রো বশিষ্ঠশ্চ অশ্বত্থে সিদ্ধাধিজাতয়ঃ ॥” ৪৩অ, হৃষ্টিখণ্ড, পদ্মপু

ঋষ্যশৃঙ্গ, ব্যাস, বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ প্রভৃতি গুণে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, এই কথা ষাঁহার বলিবেন, তাহাদিগকে আমরা বলি যে, ব্রাহ্মণজাতিতেই ব্রাহ্মণ হয় ইহা ষাঁহাদিগের মত, তাহারা উক্ত কথা বলিতে পারেন না। বৈদ্যোৎপত্তি অধ্যায়ে প্রাচীনকালের অশ্বত্থদিগের গুণবিষয়ক ইতিহাস প্রদর্শিত হইয়াছে; সুতরাং প্রাচীনকালের অশ্বত্থ অত্রাহ্মণ, ষাঁহার গুণের পক্ষপাতী তাহারা একথা বলিতে পারেন না।

(৯১) আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের পূর্বপুরুষ জ্যোতিষ্যের জন্ম কলসে হয়, ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে না, প্রকৃত প্রস্তাবে ভরদ্বাজঋষির বীৰ্য্যে স্মৃতাচীতে (স্বর্গবেণ্ডাতে) জ্যোতিষ্যের উৎপত্তি, ইহাই সত্য কথা। পশুবোনিতে মনুষ্যের বীৰ্য্যে সন্তান হইত, ইহাও আমরা বিশ্বাস করি না। ষাঁহার উহা প্রচার করিয়া গিয়াছেন এবং ঋষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতিকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, তাহারা যে অমূল্যমজ পুত্রদিগকে পিতৃজাতি-চ্যুত করেন নাই এবং তাহাদের সময়ে তাহারা পিতৃজাতি হইতেন, ইহাই লেখাইবার লক্ষ্য আমরা এই সকল কথা প্রমাণস্থলে গ্রহণ করিলাম।

(৯২) “গঙ্গাধারঃ প্রতি মলান্ বভূব ভগবান্ধিঃ।

ভরদ্বাজ ইতি খ্যাতঃ সত্যতঃ সংশিতব্রতঃ ॥ ইঃ।

এবতাবস্থায় ব্রাহ্মণের অমুল্যমবিবাহিতা পত্নীর পুত্র মুক্ৰান্তিযুক্ত ও অযষ্ঠাদি
যে প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণজাতি হইতেন, তাহা পুনঃ পুনঃ বলা অতীব বাহ্যল্য ।
মহুসংহিতার বীজপ্রভাবে তীৰ্থাক্ বোনিতে জাত ঋষাশ্বদ, মল্লপাল প্রভৃতিকেও
ব্রাহ্মণত্ব প্রদত্ত হইরাছে (৯৩), সেই মহুসংহিতার ভাষা ও টীকা করিতে যাইয়া

দদৰ্শাপ্ সুরসং সাক্ষাৎ যুতাচীমান্ জন্মিঃ ॥ ইঃ ।

আদিপর্ব ১৩ অ, মহাভারত ।

ভরদ্বাজস্ত চ স্কন্দং দ্রোণাং শুক্রমবধুত ।

মহর্ষেৰুগ্রতপসন্তুস্মাদ্ দ্রোণো ব্যজ্ঞায়ত ॥

গৌতমায়িত্বনং জজ্ঞে শরন্তুস্বাচ্ছরষতঃ ।

অবখ্যায়ন্ত জননী কুপশ্চৈব মহাবলঃ ॥ ইঃ । ৬৩ অ, ৩ ৩ ।

“ঈদা তু সর্গসত্রায় দীক্ষিতং জনমেজয়ম্ ।

অভ্যাগচ্ছদৃবিবিধান্ কৃষ্ণদৈপায়নস্তথা ॥

জনয়ামাস যং কালী শক্ভেঃ পুত্রাং পরাশরাং ।

কন্যৈব যমুনাধীপে পাণ্ডবানাং পিতামহম্ ॥”

আদিপর্ব, ৬০ অ, মহাভারত ।

(৯৩) “বীজমেকে প্রশংসন্তি ক্ষেত্রমেকে মনৌষিণঃ ।

বীজক্ষেত্রে তথৈবাস্তে তত্রৈয়ন্ত ব্যবস্থিতিঃ ॥ ৭০ ॥

অক্ষেত্রে বীজমুৎসৃষ্টমন্তরেব বিনশতি ।

অবীজকমপি ক্ষেত্রং কেবলং হৃঙিলং ভবেৎ ॥ ৭১ ॥

যস্মাবীজপ্রভাবেণ তিৰ্য্যগজা ঋষয়োহভবন্ ।

পুঞ্জিতাশ্চ প্রশস্তাশ্চ তস্মাদ্বীজং প্রশস্ততে ॥ ৭২ ॥” ১০ অ, মহুসং ।

ভাষ্য—“..... । কেচিৎসাহবীজমেব জ্ঞায়ন্তথা চ ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ ক্ষত্রিয়ব্রহ্মীন্ মাভূজাতিত
উৎকৃষ্টঃ । অস্তে পুনরাহঃ ক্ষেত্রং শ্রেষ্ঠং যতঃ ক্ষত্রিয়ো যত্র ক্ষেত্রে জাতঃ তজ্জাতীয়ো
ভবতি তন্ত্ৰৈব চ তদপত্যম্ । ইঃ । ৭০ ।

অক্ষেত্রে উষরে উৎসৃষ্টমন্তমপি বীজমন্তরৈবদীত্বৈব ফলং নশ্বতি । অবীজকমযোগ্যবীজকং
বা ক্ষেত্রং হৃঙিলমেব ভবেৎ কেবলম্ । ততো ন ফলং লভাত ইত্যর্থঃ । ৭১ ।

পুঞ্জিতাঃ সর্কেণ কেনচিৎ প্রশম্যন্তে প্রশস্তাঃ স্তুতিবচনৈঃ স্তুয়ন্তে তস্মাদ্বীজং বিশিষ্যত ইতি
বীজপ্রাধান্যবাদিনস্তদেতদবজ্ঞং তত্রৈয়ন্ত ব্যবস্থিতি রিতি । বীজ প্রাধান্য-
অনুপালাদীনাং তিৰ্য্যগজা ঋষয় ইতি বীজপ্রাধান্য তদর্শনাৎ, ন তত্র বীজপ্রাধান্যেন
তদপত্যানামুৎপত্তিমপি তু তপঃপ্রতাদিভ্যেন প্রভাবেণ ধর্ম্মবিশেষেণ । ৭২ ॥ মেঃ ।”

ভট্ট মেধাতিথি এবং ভট্ট কুল্লুক ব্রাহ্মণের মনুবা (দ্বিজ) কল্পাপন্নীর পুত্র মূর্খা-
তিবিক্ত অশ্বষ্ঠাদিকে অত্রাক্ষণ বলিয়াছেন, যথ্য তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্যে, ধর্মভাবে
ও জাতিভেদপ্রবৃত্তিকে ! ভট্ট কুল্লুক মনুসংহিতার টীকার প্রারম্ভে ঈশ্বরের
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন (৯৪), করিবার কথাই বটে ।

৯৩টীকায় ৭০।৭১।৭২ এই ৩টি মনুবচনের সরলার্থ দ্বারা উপলব্ধি হয় যে,
মনুর পূর্বেই কোন কোন ঋষি বীজের, কোন কোন ঋষি ক্ষেত্রের, কেহ কেহ
বা বীজক্ষেত্র উভয়েরই প্রাধাত্য (তুল্যতা) স্বীকার করিতেন, কিন্তু ভগবান্
মনু তাঁহারই মীমাংসা করিতে বাইরা বলিতেছেন, ক্ষেত্রহীন বীজ ও বীজবিহীন
ক্ষেত্র উভাই অকস্মাৎ, এই হেতু দ্বারা সম্ভাব্যপাদনবিষয়ে বীজ এবং ক্ষেত্রের
উৎকর্ষতা ও প্রয়োজনীয়তার তুল্যতা সত্ত্বেও বীজেরই প্রভাব অধিক দেখা যায়,
যেহেতু ব্রাহ্মণ বেদবেত্তা ঋষিদিগের বীজপ্রভাবে তির্ধাগ্ যোনিজ (অর্থাৎ
একান্ত নীচজাতীয়া জাতিতেও) বৈদ্য ব্রাহ্মণ ঋষিগণেরই উৎপত্তি হইয়াছে ।
ভাষ্য আর টীকাকার ৭০ শ্লোকের ভাষ্য টীকাতে যে বলিয়াছেন, ক্ষেত্রস্বামীরই
পুত্র হয় অতএব ক্ষেত্রই প্রধান, এই অর্থ, মনুর উক্ত বচনের নহে, তাঁহাদিগের
স্বকল্পিত । এখানে ক্ষেত্রের অর্থ জীজাতি, ক্ষেত্রস্বামী বলিতেও জ্ঞীর পতিকেকেই

টীকা—“..... । কেচিং পণ্ডিতা বীজং স্তবন্তি হরিণ্যাচ্ছৃণুস্ত ঋষাশ্বাদেত্রীকমুনিজ-
দর্শনাৎ । অগরে পুনঃ ক্ষেত্রং স্তবন্তি ক্ষেত্রস্বামিপুত্রদর্শনাৎ অত্রে, পুনর্বীজক্ষেত্রে
উভে অপি স্তবন্তি হুবীজস্ত হুক্ষেত্রে সমুজ্জিদর্শনাৎ এতন্মিন্ মতভেদে বক্ষ্যমাণেয়ং
ব্যবস্তা জ্ঞেয়া । ৭০ । কু ।

অক্ষেত্রে ইতি । উষরপ্রদেশে বীজমুগ্ধঃ ফলমদদন্তরাল এব বিনশ্রুতি শোভনমপি ক্ষেত্রং
বীজরহিতং স্ত্রীণ্ডলমেব কেবলং স্তাৎ ন তু শস্ত্রমুৎপাদাতে তস্মাৎ প্রত্যেকনিদ্রয়া হুবীজ-
কৈব হুক্ষেত্র ইতি প্রাপ্তক্ৰং উভয়প্রাধাত্যমেবাভিমতম । ৭১ । কু ।

ঈদানীং বীজপ্রাধাত্যপক্ষে দৃষ্টান্তমাহ যস্মাদিতি । যস্মাদ্বীজমাহাত্যোয় তির্ধাগ্ জাতিহরিণ্যাদি-
জাতাঃ পি ঋষাশ্বাদয়ো মুনিজঃ প্রাপ্তাঃ পূজিতাশ্চ অভিবাদাস্বাদিনা বৈদজ্ঞানাদিনা
প্রশস্তা বাচা সংস্ফাভাঃ তস্মাদ্বীজং প্রস্তুয়তে । এবঞ্চ বীজপ্রাধাত্যনিগমনং বীজযোজো-
গ্ধো বীজোৎকৃষ্টা জাতিঃ প্রধানমিত্যবস্পরতয়া বোদ্ধব্যং । ৭২ । কু । ই ই ।

(৯৪) “দেবাদিদোষরহিতস্ত সত্যং হিতায় মমর্থতত্ত্বকথনায় মমোদ্যতস্ত ।

দৈবাদ্ যদি কচিদিহ খলনং তথাপি নিস্তারকো ভবতু মে জগদন্তরাত্মা ॥৪॥”

কুল্লুকভট্টকৃত মমর্থ মৃত্যাবলী টীকার অন্তঃসমীক্ষা ।

বুঝিতে হইবে, স্ত্রী পিতৃকুল বা জাতিকে বুঝাইবে না, সুতরাং ভাষা টীকাকার-
দিগের কথাতোও সম্ভব (৯৫) পিতৃজাতিই হইতেছে। ৭২ শ্লোকের ভাষা
স্বামী মেধাতিথি বলিয়াছেন, ঋষাশু মনুপাণ্ডু প্রভৃতি বীজপ্রভাবে ব্রাহ্মণ
(মুনি) হন নাই, বিদ্যা ও তপঃপ্রভাবেই হইয়াছেন। এই কথা মনুর হইলে
তিনি “যস্মাদ্বীজপ্রভাবেণ” না লিখিয়া “যস্মাতপঃপ্রভাবেণ” লিখিতেন।
সম্ভানের উৎপত্তির উপাদান উত্তম না হইলে তাহাতে যে বিদ্যা-তপস্তাদি
কিছুই সম্ভবে না, তাহা বলা বাহুল্য। মনু তাহাই দেখাইবার জন্যই এখানে
“যস্মাদ্বীজপ্রভাবেণ” ইত্যাদি বলিয়াছেন। টীকাকার কুল্লুকভট্টের এখানে আমা-
দের সহিত ঐক্য আছে (৯৬)।

(৯৫) “ব্রাহ্মণঃ।—পুং স্ত্রীং ব্রহ্ম বেদং শুদ্ধচৈতন্যং বা বেত্তাধীতে বা অণ্, ব্রহ্মণো মুখে
জাতত্বাৎ ব্রহ্মণোহপত্যম্ বা অণ্। ১ বিশ্রে জাতিভেদে স্ত্রিয়াঃ জাতিত্বাৎ ডীপ্। ২ পৃষ্ঠায়াং
স্ত্রী ডীপ্। “ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ” ইত্যুক্তে ও পরব্রহ্মজ্ঞে ত্রিঃ। ব্রাহ্মণক্ষেত্রে ব্রাহ্মণাজ্জাত-
দেহে তৎসকলজাতদেহে চ ব্রাহ্মণত্বজাতিঃ স্বীক্রিয়তে যথা গোময়রশ্চিকোভয়জাতদেহস্ত
রশ্চিকত্বং তদ্বৎ তত্র সকলজাতদেহে ব্রাহ্মণত্বং যথা নারদদ্রোণাদি। ইদানীঞ্চ ব্রাহ্মণস্ত
মত্যসকলহাভাবান্ তথাহুন্ম। কিঞ্চ কলৌ অসবর্ণবিবাহনিষেধাদপি ন তথাহুন্ম।”

“ব্রাহ্মণ্যঃ ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণস্তান্ সংশয়ঃ।

কত্রিয়ায়াং তথৈব শ্রাঘৈশ্চায়ামপি চৈব হি ॥ ভাঃ।”

৪৬১০।১১পৃ বাচস্পত্যভিধানম্।

প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণকর্তৃক ব্রাহ্মণক্ষেত্রে (ভার্য্যাতে) যে ব্রাহ্মণপুত্র হইত, তাহা বাচস্পতি
‘মহাশয়ও স্পষ্টই বলিয়াছেন, এবং গোময়রশ্চিকে যেমন রশ্চিকের জন্ম তেমনি কুৎসিত-
যোনিতেও ব্রাহ্মণকর্তৃক জাত নারদ দ্রোণাদির ব্রাহ্মণ হওয়ার কথাও কহিয়াছেন। কলিতে
ব্রাহ্মণদিগের সেই প্রকার মত্যসকলের (স্থায়ামুদিত ভাবের) অভাবও কলিতে অসবর্ণ
বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ারতাই এই কলিযুগে (বর্তমান সময়ে) সবর্ণে অসবর্ণে উৎপন্ন পত্নীতে
এবং বিবাহিতা অবিবাহিতা বেষ্ঠাতে (উর্ধ্বশীতে) ব্রাহ্মণের বীৰ্য্য আর ব্রাহ্মণ হয় না।
যথা মহাভারত, ব্রাহ্মণীতে ব্রাহ্মণকর্তৃক জাত ব্রাহ্মণ, কত্রিয়া বৈষ্ঠাতে ব্রাহ্মণকর্তৃক ব্রাহ্মণ
হইয়া থাকে, ইত্যাদি বলিতেও তিনি ক্রটি করেন নাই।

(৯৬) “সুবীজকৈব মুক্ষেত্রে জাতং সম্পদাতে যথা।

তথার্য্যাজ্জাত আর্য্যায়ান্ সৰ্ব্বাঃ সংস্কারমৰ্হতি ॥৬৯॥ ১০অ, মনুসং।

এই বচনের আর্য্য আর আর্য্যার অর্থ ব্রাহ্মণ কত্রিয় ও বৈষ্ঠ এই বর্ণত্রয়ের স্ত্রীপুত্র। ইহা-

“যথা ত্রয়াণাং বর্ণানাং ক্রয়োয়ান্নাত জায়তে ।

আনন্তর্য্যাং ব্যবোক্তান্ত তথা বাহ্যেষপি ক্রমাৎ ॥ ২৮ ॥”

১০৬, মনুসংহিতা ।

যেমন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের অমুলোমা পত্নীতে ও স্বজাতীয়া পত্নীতে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বৈশ্য উৎপন্ন হয়, তেমনি এতদ্ব্যতীত অর্থাৎ প্রতিলোমোও শূদ্র, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের, ক্ষত্রিয়কন্তা ব্রাহ্মণকন্তা জ্ঞাতেও শূদ্রের এবং ক্ষত্রিয়-বৈশ্যেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে ।

ভাষ্য আর টীকাকার এখানে বিজ তর বলিয়াছেন (২৭) কিন্তু বচনের প্রকৃতার্থ তাহা নহে, কারণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সর্বণে উৎপন্ন ও অমুলোমা পত্নীতে ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্য স্বামীকর্তৃক উৎপন্ন পুত্রগণ যে দ্বিঃ, তাহা ভগবান্ মন্ত এই অধ্যায়ের ৪১ শ্লোকে বলিয়াছেন ; এ বচনে বিজ মাত্র তর এই কথা বলিলে, ইহার পরবর্তী উক্ত ৪১ শ্লোকে দ্বিকক্তি দোষ ঘটে (২৮) । যদি বল,

দ্বিপকে যখন বচনে স্ত্রীজ আর হৃক্ষেত্র বলা হইয়াছে, তখন অশ্বতের ব্রাহ্মণজাতি না হইবার কোন কারণ নাই, যেহেতু বিবাহিতা ব্রাহ্মণ পুত্র আৰ বৈশ্যকন্তাতেই অশ্বতের উৎপত্তি ।

(২৭) “অস্যা ব্রাহ্মণস্য ত্রয়াণাং বর্ণানামান্না জায়তে ষয়োবর্ণযোঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োর্বিজজ্ জায়তে তথা স্যোনৌ । এবং ত্রয়াণাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণৌ দ্বিজান জনয়তি । এবং বাহ্যেষপি প্রাতিলোম্যেন বৈশ্যক্ষত্রিয়াভ্যাং ক্ষত্রিয়াব্রাহ্মণ্যোরাগ্না দ্বিজজ্ ভবতি । সতি চ দ্বিজত্বে উপনয়নং কর্তব্যম্ । বক্ষ্যতি চ এতে ষট্ দ্বিজধর্ম্মাণ ইতি । এতাবান্ত বিশেষঃ । অমুলোমতা মাতৃজাত্যা মাতৃজাতীয়া স্তুতিমাত্রমিদং বক্ষ্যামঃ । ২৮ । মে, ।” ভাষ্য ।

“যথা ত্রয়াণাং বর্ণানাং ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং মধ্যাদ্বয়োর্বর্ণযোঃ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োর্গমনে ব্রাহ্মণ-স্যামুলোম্যাদ্ বিজ উৎপদ্যতে সজাতীয়ায়াক্ দ্বিজো জায়তে । এবং বাহ্যেষপি বৈশ্যক্ষত্রি-য়াভ্যাং ক্ষত্রিয়াব্রাহ্মণ্যোজ্ঞাতেবৎকর্ষাপক্রমে ভবতি শূদ্রজাতপ্রতিলোম্যাপেক্ষা বিজাহুৎ-পন্নপ্রতিলোমপ্রাশস্ত্যর্থমিদম্ । মেধাতিথিস্ত দ্বিজত্বপ্রতিপাদকমেতৎ এবাং বচনমুপনয়নার্থ-মিত্যাহ । তন্ন । প্রতিলোমাস্ত ধর্ম্মহীন ইতি পৌতমেন স-স্কারনিষেধাৎ ॥ ২৮ । কু, ।”

(২৮) “সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্-হুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ ।

শূদ্রাণাস্ত সধর্ম্মাণঃ সর্কেহপঞ্চসজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪১ ॥” ১০৬, মনুসং ।

চতুর্থ অধ্যায়ের ৪৮টীকাতে আমবা দেখাইয়াছি যে, প্রতিলোমক্রমে অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বৈশ্য-ক্ষত্রিয়কন্তা ব্রাহ্মণকন্তা (আশ্রম গাঙ্কর্ষাদি বিধিমতে) বিবাহিতা পত্নীতে জাত স্ত্র মগধ ৭ বৈদেহক প্রভৃতি দ্বিজ এবং সমুদায়ে দ্বিজ নয় প্রকার ।

সবর্ণে উৎপন্ন আর অমূলোমা পত্নীতে পিতৃজাতি হয়, একবাও ৫ শ্লোকেই পূর্বে উক্ত হইয়াছে, এস্থলে পুনরায় তাহা বলিলেও পুনরুক্তি দোষই ঘটিতেছে । উত্তর, না, সবর্ণে উৎপন্ন আর অমূলোমাপত্নীতে স্বজাতি হয়, পূর্ববর্তী ৫ শ্লোকের সেই বিধিকে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করিয়া, প্রতিলোমক্রমেও যে স্বজাতি (পিতৃজাতি) হয় তাহাই এ বচনে পরিব্যক্ত হইয়াছে । মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের কোন বচনেই সন্তানদিগকে পিতৃজাতি ব্যতীত মাতৃজাতি বলিয়া উক্ত হয় নাই । তাহা যে হইতে পারে না, তাহা পরবর্তী ১০৭টীকাধৃত প্রমাণে ব্যক্ত হইবে । প্রাচীন শাস্ত্রের এবং প্রাচীনকালের এইটিই বিধি ও ইতিহাস ; ভাষ্য টীকাকারেরা এই কলিযুগের প্রবর্তিত পৌরাণিক জাতিভেদের অনুসরণ করিয়াই মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের বহু বচনের অস্ত্রায় অর্থ করিয়া (৯৯) প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত বিধি ও ইতিহাসকে পৌরাণিক জাতভেদবিধি আর ইতিহাসরূপে সাধারণের ভিতরে প্রচার করিয়া গিয়াছেন । ৯৯টীকাধৃত মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ২৫।২৬।২৭ শ্লোকের মধ্যে ২৫শ্লোকে মনু সূত মাগধ

(৯৯) “সর্গীর্ঘ্যোনয়ো যে তু প্রতিলোমামূলোমজাঃ ।

অস্ত্রোহস্থব্যতিযজ্ঞাশ্চ তান্ প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥২৫॥

সূতোবৈদেহকশ্চৈব চণ্ডালশ্চ নরাধমঃ ।

মাগধঃ ক্ষত্ৰজাতিশ্চ তথ্যোগব এব চ ॥ ২৬ ॥

এতে ষট্ সদৃশান্ বর্ণান্ জনয়ন্তি স্বযোনিষু ।

মাতৃজাত্যাং প্রসূয়ন্তে প্রবরাহু চ যোনিষু ॥ ২৭ ॥” ১০অ, মনুসং ।

ভাষ্য—ব্যতিযজ্ঞঃ সম্বন্ধঃ ইত্যেতন্নরঃ প্রতিলোমৈরমূলোমৈশ্চ । মে । ২৫ ।

টীকা—যে সর্গীর্ঘ্যোনয়ঃ প্রতিলোমৈরমূলোমৈশ্চ পরস্পরসম্বন্ধাৎ জায়ন্তে তান্ বিশেষণ বক্ষ্যামি । ২৫ । কু ।

ভাষ্য—উক্তলক্ষণা এতে প্রতিলোমা উত্তরার্থঃ পুনরুপস্থাস্যন্তে ॥ ২৬ ॥ মে ।

টীকা—এতে বহুতুল্য লক্ষণাঃ সূতাদয়ঃ উত্তরার্থমনুস্তান্তে ॥ ২৬ ॥ কু ।

ভাষ্য—এতে সূতাদয়ঃ প্রতিলোমাঃ স্বযোনিসদৃশান্ জনয়ন্তি তজ্জাতীয়ানীত্যর্থঃ । ইঃ । ২৭ মে ।

টীকা—এতে পূর্বোক্তা ষট্ প্রতিলোমজাঃ স্বযোনিষু সূতোংশ্চৈব কুর্যন্তি । যথা শূদ্রেণ বৈজ্ঞান্যঃ জাত আয়োগব উচ্যতে আয়োগব্যামেব মাতৃজাতৌ । প্রবরাহু বৈজ্ঞান্য-ক্ষত্রিয়া-ব্রাহ্মণীবোনিষু চকারাদপকৃষ্টারামপি শূদ্রজাতৌ সর্গজ সদৃশান্ বর্ণান্ জনয়ন্তি” । ইঃ । ২৭ ।

প্রভৃতি সর্গীর্ণ ষোনিদিগের ও তাহার স্বশ্রবণে অথবা তাহাদের হইতে উচ্চ
নীচ ব্রাহ্মণাদি শ্রেণীর কন্যাতে যে সকল পুত্র উৎপাদন করে তাহাদিগের জাতি-
বিধি বালভেছি বলিয়া তৎপন্থবর্তী ২৬ শ্লোকে স্ত্রীদিগের নামকীৰ্ত্তনপূর্বক ২৭
শ্লোকে প্রতিলোমজ পুত্র স্ত্রীদিগের তুল্যোৎপন্ন্য জ্ঞাতে কিংবা অনুলোম প্রতি-
লোমক্রমে অর্থাৎ তাহাদিগের হইতে উচ্চ বা নিম্নশ্রেণীর কন্যাতে যে সকল
পুত্র উৎপন্ন হইত, তৎসমুদয়কে ও ২৮ শ্লোকে স্ত্রীদিগকেও পিতৃজাতি বলিয়া-
ছেন ; এমতাবস্থায় আমরা যে প্রতিলোমজ পুত্র স্ত্রীদিগকেও পিতৃজাতি বলি-
লাম, তাহার প্রতিবাদ করিবার কোন উপায় নাই। ১০ অধ্যায়ের ১১।২২।২৪
শ্লোকে মনু প্রতিলোমজ স্ত্রীদিগকেই বর্ণসঙ্কর কহিয়াছেন, ১০ অধ্যায়ের কোন
শ্লোকেও অনুলোমজ অশ্রুদিগকে তিনি বর্ণসঙ্কর বলেন নাই। কেবল ১০
শ্লোকে অনুলোমজদিগকে অপসদমাত্র বলা হইয়াছে। ভাষ্যকার অনর্থক ২৭
শ্লোকের “মাতৃজাত্যাং” পদকে “মাতৃজাত্যাঃ” করিয়া তাহার মধ্যে অশ্রুকেও
ধরিয়া লইয়াছেন। পূর্বে কোন স্থানে মনু অশ্রুকে যে মাতৃজাত (১০০)
বলিয়া প্রচার করেন নাই, উহা যে ভাষ্য টীকাকারের নিজের মত, তাহা
আমরা উপরে সপ্রমাণ করিতে ক্রটি করি নাই। টীকাকার ২৭ শ্লোকের সদৃশ
শব্দ লইয়াও নানা কথা তুলিয়াছেন (১০১), কিন্তু তাহা মূলশূন্য, যেহেতু মনু
পরবর্তী ২৮ শ্লোকে “তথা বাহেৎপি ক্রমাৎ” বাক্য দ্বারা পূর্ববর্তী বচনের স্ত্রী
মাগধ বৈদেহক প্রভৃতি প্রাতিলোমজ পুত্র সকলকেই পিতৃজাতি কহিয়াছেন।
প্রতিলোমবিবাহে (আম্রগন্ধকাদি বিবাহ ব্যতীত) বিবাহসংস্কার হইত না,
তাহা আমরা পূর্বে অনেক স্থলে দেখাইয়াছি। সেই হেতু সে স্থলে স্ত্রীপুরুষের
শাস্ত্রবিধি মতে একত্ব (একজাতিত্ব)ও হইত না, তাহাতেই মন্বাদি শাস্ত্রে
প্রাতিলোমজদিগকে বর্ণসঙ্কর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অনুলোমবিবাহে যে
বিবাহসংস্কার দ্বারা সর্বত্রই জ্ঞা পতির জাতি প্রাপ্ত হইতেন তাহা পূর্ব পূর্ব

(১০০) ভাষ্য—“.....। তদ্বৎ স্ত্রীঃ স্ত্রীয়াং স্ত্রীমেব জনয়তি এবং চণ্ডালশৃঙা-
রাম্। যে চ মাতৃজাত্যাঃ প্রসুয়ন্তেহনুলোমা মাতৃজাতীয়া যে পূর্বমুক্তান্তানন্তরনাম
ইতি তেহপি স্বযোনিষু সদৃশান্ জনয়ন্তি। যথাযতোহনুলোমাম্।” ইঃ। সে,। ২৭।

(১০১) “সদৃশবৎ ন পিত্রেণৈক্যা কিন্তু মাতৃজাত্যা চাতুর্কর্ণকীষেব পিতৃতোহধিকর্গহিত-
পুত্রোহপিতৈর্কন্যমাণত্বাৎ।” ইঃ। ২৭। কু,।

অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইরাছে । বাহাদিগের মাতা পতির জাতি, তাহাদিগকে বর্ণ-সঙ্কর বলা শাস্ত্রবিরুদ্ধ । ভাব্যকার মেধাতিথি আর টীকাকার কুঙ্ককভট্ট অনাগর-পূর্বক মহুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের ২ শ্লোকে ও অন্ত্যান্ত স্থলে এবং ১০ অধ্যায়ের কতিপয় শ্লোকে যে অশ্বষ্ঠ প্রভৃতিকেও বর্ণসঙ্কর কহিয়াছেন, তাহার অসারত্ব এই অংশের সর্বত্রই প্রদর্শিত হইল এবং অপবাদধণ্ডানাংশেও প্রদর্শিত হইবে ।

অশ্বষ্ঠোৎপত্তি অধ্যায়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা এই ইতিহাস পরিব্যক্ত হইয়াছে যে, সত্যযুগ হইতে কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত আৰ্যাদিগের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত থাকে। হেতু এই সুদীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ব্রাহ্মণের অমূল্যমবিবাহিতা পত্নী বৈশ্বকন্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ স্বামী কর্তৃক বহুসংখ্যক অশ্বষ্ঠনামা পুত্রের এবং অশ্বষ্ঠানার্য কন্যার জন্ম হইয়াছিল । অশ্বষ্ঠ যখন ব্রাহ্মণজাতি, তখন উক্ত ইতিহাস দ্বারা ইহা পরিস্কৃত হইতেছে যে, উপরি উক্ত যুগত্রয় ও কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা পত্নীর সন্তান ব্রাহ্মণগণ, ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়কন্যা ও বৈশ্বকন্যা পত্নীর সন্তান মূর্দ্ধাভিষিক্ত এবং অশ্বষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের কন্যা ও ভগিনী-দিগকে, বিবাহ করিতেন । যখন এই সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্বগণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্ব ও শূদ্রকন্যাদিগকে বিবাহ করিতেন, এবং প্রতিলোমক্রমে ক্ষত্রিয় বৈশ্ব শূদ্রেরাও বৈশ্ব ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণকন্যাদিগকে (সকল স্থলে মন্ত্রবিবাহ করিতে না পারিলেও আত্মর গাক্কর্ষাদি নিন্দিত বিবাহের বিধিমতে) বিবাহ করিতেন, অপিচ প্রতিলোমজ পুত্র স্ত্রী মাগধ প্রভৃতিও উক্ত রূপে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতীয়া কন্যাদিগকে বিবাহ করিতেন (১০২) তখন ক্ষত্রিয়কন্যা, বৈশ্বকন্যা ও শূদ্রকন্যা

(১০২) “ইচ্ছয়ান্যোন্তসংযোগঃ কস্তারান্দ বরস্য চ ।

গাক্কর্ষঃ স তু বিজ্ঞেয়ো মৈথুণ্যঃ কামসম্ভবঃ ॥ ৩২ ॥

হত্বা ছিত্বা চ ভিত্ত্বা চ ক্রোশন্তীঃ রুদতীঃ পৃহাং ।

প্রসহ কস্তাহরণং ব্রাহ্মসো বিধিরূঢ়্যতে ॥ ৩৩ ॥

সুপ্তাঃ মন্তাঃ প্রমন্তাঃ বা রহো যত্রোপগচ্ছতি ।

ন পাপিষ্ঠো বিবাহানাং গৈশাচশাষ্ট্রমোহমথঃ ॥ ৩৪ ॥” ৩২, মহুসং ।

মহাভারতের অমুশাসপর্বের ৪৪অ, ও অন্ত্যান্ত পুরাণ এবং সংহিতা দেখ ।

মহুসংহিতার ৩ অধ্যায়ের ২৪:২৫:২৬ শ্লোকে ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে ব্রাহ্মাদি অনিন্দিত বিবাহ-চতুষ্টয় ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ব্রাহ্মস আর গাক্কর্ষ, বৈশ্ব শূদ্রের পক্ষে আত্মর ইত্যাদি বিবাহ

পত্নীর গর্ভজ মূর্খাভিষিক্ত, অশ্বষ্ঠ আর নিষাদ (১০৩) ব্রাহ্মণগণ এবং ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকৃত্য ভাষ্যার পুত্র ব্রাহ্মণগণ পরস্পর পরস্পরের কতাদিগকে যে প্রাচীন কালে বিবাহ করিতেন তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন যুক্তি ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এ অবস্থায় বলিতে হইল যে, প্রাচীনকালে অর্থাৎ সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণের কত্যাগণই অশ্বষ্ঠব্রাহ্মণদিগের পত্নী ও অশ্বষ্ঠব্রাহ্মণদিগের জননী, কত্যাগণও অত্যাগ ব্রাহ্মণ-গণের পত্নী হইতেন, তাহা হইলেই সমুদয় ব্রাহ্মণের মধ্যেই অশ্বষ্ঠব্রাহ্মণদিগের দৌহিত্র ও অশ্বষ্ঠব্রাহ্মণগণের মধ্যেও অত্যাগ ব্রাহ্মণের দৌহিত্র বংশ আছে, ইহা নিশ্চয় কথা। তৎপরে অশ্বষ্ঠগণ যখন ব্রাহ্মণ তখন আর্য্য ব্রাহ্মণেরা যে তাঁহাদের সন্তানদিগকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতেন তাহাও নিশ্চয় কথা। অতএব উক্ত প্রকারেও যে প্রাচীন কালে অশ্বষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগের রক্ত ও বীৰ্য্য সমুদায় ব্রাহ্মণ-জাতিতে সংক্রামিত হইয়াছে তাহাও বলা বাহুল্য।

অশ্বষ্ঠ নাম দ্বারাই বুঝিতে পারা যায় যে, অশ্বষ্ঠ ব্রাহ্মণজাতি। “অশ্ব” “স্থ” “ড” করিয়া যে অশ্বষ্ঠ হইয়াছে, “অশ্ব” শব্দের অর্থ যে পিতা তাহা “অশ্বষ্ঠ শব্দের অর্থ” অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণের বৈশ্বকৃত্য পত্নীর পুত্রদিগকে এক্রূপ করিয়া অশ্বষ্ঠ নাম শাস্ত্রকার মহর্ষিগণ কেন দিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে অবশ্যই বলিতে হইবে, উক্ত পুত্রগণ তাঁহাদিগের পিতৃস্থ (পিতৃজাতি) অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্ণ, এই কথা সকলকে বুঝাইবার জন্ত তাঁহারা উক্ত পুত্রগণকে অশ্বষ্ঠ নাম দিয়া-

বিধিকৃত হইয়াছে। অতএব বিধি অনুসারেই প্রাচীনকালে যে সর্বদাই প্রতিলোমবিবাহ ঘটিত তাহা বলা বাহুল্য।

(১০৩) অশ্বষ্ঠমাতা ব্রাহ্মণজাতি অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে যে মনুর ও যাজ্ঞবল্ক্যের মতে ব্রাহ্মণের শূদ্রকৃত্যপত্নীও মন্ত্রবিবাহিতা স্ত্রী। ব্রাহ্মণের উক্ত পত্নীতে জাত সন্তানের নামই নিষাদ। নিষাদজননী যখন ব্রাহ্মণের মন্ত্রবিবাহিতা, তখন নিষাদ যে ব্রাহ্মণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ৮ শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথি আর মহাতারতকার অনুশাসনপর্কেও নিষাদ ছই প্রকার বলিয়াছেন। এক অনুলোমে অপর প্রতিলোমে। প্রতিলোমে জাতিই চণ্ডাল। মনু ১০ অধ্যায়ে যে নিষাদের মৎসাবধকরা বৃন্তি উক্ত হইয়াছে তাহা প্রতিলোমজ চণ্ডালবিষয়েই, অনুলোমবিবাহোৎপন্ন নিষাদের সম্বন্ধে অনুশাসনপর্কে স্পষ্ট বৃন্তি উক্ত হইয়াছে।

ছেন। প্রথমে এই অর্থেই যে, অঘর্ষ নামের সৃষ্টি হয় তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।

যদি বল, অঘর্ষ যদি ব্রাহ্মণজাতি হইবে, এবং বিবাহসংস্কার দ্বারা অঘর্ষমাতা বৈশ্বকন্না যদি ব্রাহ্মণজাতি হইবেন, তবে মনুসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রের দায়বিভাগ বিধি ইত্যাদিতে কেবল ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্না পত্নীর সন্তানদিগকে ব্রাহ্মণ, বিপ্র এবং ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্না ভাৰ্য্যাকে ব্রাহ্মণী সৰ্বণা, আর অন্যান্যকে ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা অসবর্ণা বলিয়া উক্ত হইয়াছে কেন ? এবং অঘর্ষদিগকে ব্রাহ্মণ না বলিয়া ক্ষত্রিয়াপুত্র, বৈশ্যাপুত্র, ক্ষত্রিয়াজ বৈশ্যাজ মুদ্ধাতিষিক্ত অঘর্ষ ইত্যাদি বলা হইয়াছে কি জন্য ? (১০৪)। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, ইহা বলিবার সুবিধা ও পরিচয়ার্থে বুঝিতে হইবে। বিবাহসংস্কার দ্বারা তাঁহারা স্বামীর জাতি প্রাপ্ত হইতেন কিন্তু তাঁহাদিগের জন্ম যে ক্ষত্রিয় বৈশ্বকুলে, (অসবর্ণে) তাহা ত আর মিথ্যা নহে ? অতএব অসবর্ণে উৎপন্ন বৈশ্বকন্যা ক্ষত্রিয়কন্যা ইত্যাদি অর্থেই তাহাদিগকে, অসবর্ণা ও বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়া এবং তাঁহাদিগের গর্ভজ সন্তানকেও অসবর্ণাজ বৈশ্যাজ, ক্ষত্রিয়াজ, বৈশ্যাপুত্র ক্ষত্রিয়াপুত্র ইত্যাদি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আর উহাকে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা ভাৰ্য্যার গর্ভজ পুত্রগণের একটু অধিক সম্মানখাপকও বলা যাইতে পারে। যেমন তুৰ্য্যোধন যুধিষ্ঠিরাদি সকলেই কুরুবংশ বা কোরব, কিন্তু পরিচয়ার্থে তুৰ্য্যোধনাদিকে কোরব ও যুধিষ্ঠিরাদিকে পাণ্ডব কহে ; দশরথের পুত্রদিগের মধ্যে একমাত্র রামকেই দাশরথি ও রাঘব কহে ; শাক্যবরেরা প্রথম পুত্রকেই পুত্র কহিয়াছেন (১০৫)। ইহা ত্রীরামচন্দ্র,

(১০৪) “ত্যাংশং দায়াক্ষরেষিপ্রো দ্বাবংশো ক্ষত্রিয়াসুতঃ ।

বৈশ্বাজঃ সাক্ষিমেবাংশমংশং শূদ্রা সুতো হরেৎ ॥ ১৫১ ॥

চতুরংশান্ হরেদ্বিপ্রশ্রীংশান্ ক্ষত্রিয়াসুতঃ ।

বৈশ্যাপুত্রো হরেদ্দ্ব্যংশমংশং শূদ্রাসুতো হরেৎ ॥ ১৫৩ ॥” ৯অ, মনুসং ।

মহাভারতের অনুশাসন পর্বের ৪৪।৪৫।৪৬।৪৭ প্রভৃতি অধ্যায়, বিষ্ণু যাজ্ঞবল্ক্য অত্রি প্রভৃতি সংহিতা দেখ ।

(১০৫) “উক্তবাক্যে মুনৌ তন্নিম্নভৌ রাঘবলক্ষণৌ ।

প্রতিনন্দ্য কথ্যং বীরাবুচতুম্নিনিপুঙ্গবম্ ॥১॥” ৩৬সর্গ, বালকাণ্ড রামায়ণ ।

“রাঘবো লক্ষণশ্চৈব শক্রয়ো ভরতশ্চথা ।

শ্বান্ শ্বান্ দারানমুগম্য রেমিরে হষ্টমানসাঃ ॥” ৯৩অ, উত্তরখণ্ড, পদ্মপু ।

কৌরব ও প্রথম পুর প্রভৃতির শ্রেষ্ঠ-জ্যোতিষ-নিবন্ধন একটু অধিক সম্মানপ্রদর্শন-নার্থমাত্র। বাস্তবিক পক্ষে কুরুপাণ্ডবেরা সকলেই কুরু বা কৌরব। দশরথের পুত্রচতুষ্টয়ই দ্বাপরযুগ বা রাবণ এবং পিতার দ্বিতীয় তৃতীয়াদি পুত্রেরাও পুত্রই, জাহ্নবীও পৈতৃক দারাদিকারী, জ্যোষ্ঠাশ্রুত্রে পৈতৃক শ্রাদ্ধাদিকারী। যখন স্পষ্টই দেখা যায় যে মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা ব্রাহ্মণের চতুর্ধর্মোৎপত্তি পত্নীর পুত্রগণকেই পিতৃজাতি (ব্রাহ্মণ) বলিয়াছেন (১০৬) তখন পরিচয়ার্থে কিংবা বলিবার সুবিধার্থে বা সম্মানার্থে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্যা ভাষ্যার পুত্রাদিগকে ব্রাহ্মণ বিপ্র অথবা সর্বগোত্র, মূর্দ্ধাভিষিক্ত ও অশ্বষ্টকে এবং অন্যান্যকে ক্ষত্রিয়াজ, বৈশ্যাজ, অসবর্ণাজ কিংবা মূর্দ্ধাভিষিক্ত ব্রাহ্মণ, অশ্বষ্টব্রাহ্মণ, নিষাদব্রাহ্মণ বলিয়া যে উক্ত হইয়াছে (ও হইবে) তাহাতে আর সন্দেহ কি? অশ্বষ্টের ব্রাহ্মণ-জাতিবিষয়ে শাস্ত্রীয় এত প্রমাণসত্ত্বেও এইমাত্র কারণে যে অশ্বষ্ট অব্রাহ্মণ হইতে পারে না, তাহা দূরদর্শিমাত্রেরই অবশ্য স্বীকার করিবেন।

এতক্ষণ উপরে বাক্য প্রদর্শিত ও বলা হইল তাহা হইতে প্রকাশ পায় যে, প্রাচীনকালে একমাত্র ব্রাহ্মণজাতিতে (সাধারণ শ্রেণীতে) সর্বগোত্র, মূর্দ্ধাভিষিক্ত, অশ্বষ্ট ও নিষাদ সমুদয়ে এই চারিটী শ্রেণী ছিল। এখানে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, প্রথমে যাহার ব্রাহ্মণ বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ক্ষত্রিয়াদি শ্রেণীতে বিবাহ করা হেতুতেই একমাত্র ব্রাহ্মণের মধ্যে উক্ত শ্রেণী চতুষ্টয়ের সৃষ্টি হইয়াছিল; এবং সাধু বাগছি ক্রদবাগছি, বিষ্ণু মুখোপাধায়,

“জ্যোতেন জাতমাত্রেণ পুত্রী ভবতি মানবঃ।

পিতৃণামনুগৈশ্চৈব স তস্মাৎ সর্বমহতি ॥ ১০৬ ॥

ঈশ্বিন্ধুং সন্নয়তি যেন চানন্ত্যামনুতে।

স এব ধর্মজঃ পুত্রঃ কামজানিতরান্ বিহুঃ ॥ ১০৭ ॥” ৯অ, মনুসং।

অস্তান্ত স্মৃতি ও পুরাণ দেখ।

১০) “সর্ববর্ণেষু তুল্যাহ পত্নীষক্ষতযোনিষু।

আনুলোম্যান সন্তুতা জাত্যাঙ্কোরাস্তএব তে ॥ ৫ ॥” ১০অ, মনুসং।

“ব্রাহ্মণস্তানুগীর্ষণে চতস্রস্ত যদি স্ত্রিয়ঃ।

তাসাং জাতেষু পুত্রেষু বিভাগেৎয়ং বিধিঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪২ ॥”

১৫০। ১৫১ শ্লোক দেখ। ৯অ, মনুসং।

বিষ্ণুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ও অস্তান্ত স্মৃতিপুরাণ দেখ।

বৈদিকশ্রেণী, রাঢ়ীয়শ্রেণী, বায়েজ্ঞশ্রেণী ইত্যাদির ন্যায় এক একটা (ভবোধক) শব্দ দ্বারা তাঁহারা পরস্পর চিহ্নিত হইয়াছিলেন মাত্র; প্রকৃতপ্রত্যাবে তাঁহারা সকলে এক ব্রাহ্মণজাতি ছিলেন। স্থূল কথা এই যে, সত্য চইতে কলিযুগ পর্য্যন্ত বতগুলিন স্মৃতি ও পুরাণের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার একখানিতেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সমুদয়ে এই চারি জাতি বাতীত পঞ্চম জাতি উক্ত হয় নাই, আর্যেরা কোন গ্রন্থেই কোন কালেই উক্ত চারি জাতির অতিরিক্ত জাতি স্বীকার করেন নাই (১০৭); অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহোৎসব সন্তানদিগকে আর্ষাশাস্ত্রের সর্বত্রই পিতৃ বা মাতৃজাতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে (১০৮)। অনু-

(১০৭) “ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্বত্নয়োবর্ণা বিজাতয়ঃ।

চতুর্থ একজাতিস্ত শুদ্রোনাতি তু পঞ্চমঃ ॥৪॥ ১০অ, মনুসং।

এষ ধর্ম্মবিধিঃ কুরশ্চাতুর্বর্ণস্ত কীর্তিতঃ।

অতঃ পরং এবক্ষ্যামি প্রায়শ্চিত্তবিধিং শুভম্ ॥ ১০১ ॥ ১০অ, মনুসং।

১৩০ শ্লোক দেখ।

“চতুর্গামপি বর্ণানাং প্রেত্য চেহ হিতাহিতান্।

অষ্টানিমান্ সমাসেন জীবিবাহারিবোধত ॥ ২০ ॥” ৩অ, মনুসং।

“চতুর্গামপি বর্ণানাং দারা রক্ষ্যতমাঃ সনা ॥ ৩৫৯ ॥” ৮অ, মনুসং।

“বর্ণাশ্চত্বারো বাজেস্ত চত্বারশ্চাপি আশ্রমাঃ।

স্বধর্ম্মে যে তু তিষ্ঠতি তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥” ৭অ, হারীতসং।

বিক্রপুরণ ৪অংশের ২ অধ্যায় ও ১০অধ্যায়, পরাশরসংহিতার প্রথমাধ্যায় ১৭।৩৪ শ্লোক, ৪অ, ব্যাসসংহিতার ১৫ শ্লোক, মনুসংহিতার ১২ অ, ১শ্লোক, সম্বলসংহিতার ১অ, ১।৫।৬ শ্লোক, বশিষ্ঠসংহিতার ৪অ, বিষ্ণুসংহিতার ২অধ্যায়ের ১।২ শ্লোক, অত্রিসংহিতার ১অধ্যায়ের ৫শ্লোক, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের ৩।৫৭ ৩অধ্যায়ের ৩৩২ শ্লোক, যমসংহিতার ১. শ্লোক, অত্রাশ্রম স্মৃতিপুরাণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত দেখ।

(১০৮) মনুসংহিতার ১০অধ্যায়ের ২৮।৪১।৬৬।৬৭।৬৮।৬৯।৭।৭ শ্লোক ও বিষ্ণুসংহিতার ১৬অ, ২ শ্লোক, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার ১অ, ২০শ্লোক, এবং ১০৭টীকাধৃত ও ৯৯ টীকার প্রমাণের আলোচনা করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, অনুলোম প্রতিলোমজাত সন্তানেরা সকলেই তাহাদের স্বয়ং পিতৃজাতি হইতেন। কেবল মহাভারতের পরবর্ত্তী পুরাণাদিতে মাতৃজাতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উক্ত ১০৭টীকাধৃত প্রমাণাবলিতে ব্যক্ত হয় যে মনু প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রকারেরা যাহা কিছু ধর্ম্মাদি বলিয়াছেন তৎসমুদয়ই চতুর্বর্ণ বিষয়েই বলিয়াছেন। যদি অনুলোমপ্রতিলোমজ পুত্রগণ ব্রাহ্মণাদি চারি জাতির অন্তর্গত না হয়, তাহা হইলে

লোম প্রতিলোম বিবাহ দ্বারা একমাত্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রজাতির মধ্যেই পূর্বোক্ত প্রকারে এক দুই বা ততোধিক শ্রেণীর উৎপত্তি হওয়া ভিন্ন আৰ্য্যপ্রাণীত কোন শাস্ত্রেই অনুলোম-ও-প্রতিলোমজ সন্তানগণকে ব্রাহ্মণাদি জাতিচতুষ্টয়ের বহির্ভূত স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া উক্ত হয় নাই। সকল শাস্ত্রেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রেব যে দশকৰ্ম্ম, অশৌচ ও ধর্ম্মবিধি উক্ত হইয়াছে, তৎসমস্তই অনু-লোমজ প্রতিলোমজ সন্তানদিগের সম্বন্ধেও সত্যযুগ হইতে কলিযুগ পর্য্যন্ত (বর্ত্তমানসময়াবধি) প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে; কোন শাস্ত্রেই অনুলোম-ও-প্রতিলোমজ পুত্রগণের দশকৰ্ম্ম ও অশৌচবিধি স্বতন্ত্ররূপে উক্ত হইয়াছে ইহা

মনুসংহিতা প্রভৃতি কোন স্মৃতিতেই এবং কোন পুরাণেই অনুলোমজ পুত্র মূর্ত্ত্যুতিবিক্ত অমৃত এবং প্রতিলোমজ স্ত্রীদিগের ধর্ম্মব্রত প্রভৃতি উক্ত হয় নাই বলিয়া সাব্যস্ত হয়। ১০৭টীকাধৃত বচনে দেখা যায় যে ভগবান্ মনু ১০অধ্যায়ের প্রথমে ৪ শ্লোকে চারি জাতির অতিরিক্ত জাতি নাই বলিয়া শেযোক্ত ১৩০।১৩১ শ্লোকে চারি বর্ণের ধর্ম্ম বলিলাম বলিয়াই উক্ত অধ্যায়ের উপসংহার করিয়াছেন। ইহাতে স্পষ্টতঃ পরিস্কৃষ্ট হইতেছে যে, মনু অনুলোমজ প্রতিলোমজ প্রভৃতিকেও চারি জাতির অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। আর আর শাস্ত্রকারগণও যে এ বিষয়ে মনুরই অনুসরণ করিয়াছেন, ১০৭টীকাধৃত প্রমাণের দ্বারা তাহা প্রতীয়মান হইতেছে। অম্বষ্ঠোৎপত্তি ও অম্বষ্ঠমাতা ব্রাহ্মণজাতি অধ্যায়ে এবং এ অধ্যায়েও আমরা দেখাইয়াছি যে সত্য হইতে কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত আৰ্য্যসমাজে অনুলোম ও প্রতিলোম অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত ছিল এবং তাহা হইতে উক্ত সুদীর্ঘকালে অসংখ্য অনুলোম ও প্রতিলোমজ পুত্রকন্তার জন্ম হইয়াছিল। তাহাদিগের বিবাহের বিধি ও ইতিহাস কোন শাস্ত্রেই স্বতন্ত্ররূপে উক্ত হয় নাই। শাস্ত্রীয় সবর্ণ অনুলোম বিবাহের যে বিধি তাহাই যে তৎসম্বন্ধেও এক বিবাহবিধি; ব্রাহ্মণকন্তা ক্ষত্রিয়কন্তা বৈশ্যকন্তা শূদ্রকন্তা এবং ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্র শব্দে যে অনুলোম প্রতিলোমজাত কন্তাপুত্র, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই কলিযুগেও শুকদেবের কন্তা কৃষ্ণীর সহিত অনুহনামক চল্লবংশীয় ক্ষত্রিয় নৃপতির বিবাহ হয়। ইহা প্রতিলোমবিবাহ, যেহেতু কৃষ্ণা ব্রাহ্মণকন্তা। কৃষ্ণীর ব্রহ্মদত্ত নামে অগ্নিধাতাত সন্তান হয়, তিনি মাতৃজাতি হন নাই, পিতৃজাতি হইয়াছিলেন। ১৩অ, হরিবংশপর্ব্ব, হরিবংশ দেখ। ব্রাহ্মণ শুক্লাচাৰ্য্যের কন্তাকে চল্লবংশীয় যযাতি বিবাহ করেন। ইহাও প্রতিলোমবিবাহ, ইহাতে যদু তুর্কম্বু ও অসবর্ণ আৰ্য্যং দানবনন্দিনী শশ্বিষ্ঠাতে যযাতির দ্রুহ অণু ও পুরু এই পঞ্চ পুত্র হয়। যদু পুরু প্রভৃতি তাহাদের বংশীয়েরা সকলেই পিতৃজাতি আৰ্য্যং ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন।

বিকৃপুরাণ ৪অঃ, ১০অ, ১১২ শ্লোক দেখ।

মহাভারতের আদিপর্ব্ব দেখ।

দেখা যায় না । (১০৯) পরন্তু এই কলিযুগেই যে বর্তমান বহুজাতির সৃষ্টি হইয়াছে, তৎসম্বন্ধেও প্রমাণের অভাব নাই (১১০) । এমতাবস্থায় একথা বলা অন্যান্য নহে

(১০৯) “প্রোতশুদ্ধিঃ অবক্ষ্যামি অব্যশুদ্ধিঃ তথৈব চ ।

চতুর্গামপি বর্ণানাম যথাবদনুপূর্বশঃ ॥ ৫৭ ॥”

“শুক্লোষিপ্রোদশাহেন দাদশাহেন ভূমিপঃ ।

বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রোমাসেন শুদ্ধ্যতি ॥ ৬৩ ॥ ৫৯, মনুসং ।

অত্রিসংহিতার ৮৫ শ্লোক, ২৭৯ শ্লোক, বিকুসং ২২অঃ ১২২৩ শ্লো । যাজ্ঞবল্ক্যসং ৩অঃ, ১৮২২ শ্লো, উশনঃসং ৮অ, ৩৪শ্লো, অশ্বাশ্ব সংহিতা দেখ ।

“নামধেয়ং দশম্যাক্ত দাদশ্যং বাস্ত কারয়েৎ ।

পুণ্যে তিথৌ মুহূর্ত্তে বা নক্ষত্রে বা শুণাষিতে ॥ ৩০ ॥

মাসল্যং ব্রাহ্মণস্ত স্তাৎ ক্ষত্রিয়স্ত বলাধিতম্ ।

বৈশ্যস্ত ধনসংযুক্তং শূদ্রস্ত তু জুড়সিতম্ ॥ ৩১ ॥

গর্ভাষ্টমাসে কুবীর্ত ব্রাহ্মণস্তোপনয়নম্ ।

গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাস্তু দাদশে বিশঃ ॥ ৩৬ ॥

চতুর্থে মাসি কন্তবং শিশোনিষ্কৃ মণং গৃহাৎ ।

যজ্ঞেন্নপ্রাশনং মাসি যষেষ্টং মঙ্গলং কুলে ॥ ৩৭ ॥

চূড়াকর্ষ্য বিজাতীনাং সর্বাসাম্বেন ধর্ম্মতঃ ।

এথমহংদে তৃতীয়ে বা কর্তব্যং ক্ষতিচোদনাৎ ॥ ৩৫ ॥”

৬২ । ৩৩ । ৩৭ । ৩৮ । ৩৯ । ৪০ । ৪১ । ৪২ । ৪৩ । ৪৪ । ৪৫ । ৪৬ । ৬২ । ৬৫ । ১২৭ শ্লোক দেখ । ২অ, মনুসংহিতা ।

সমুদয় আৰ্য্যপ্রণীত শাস্ত্রেই এই প্রকার অশৌচগ্রহণ, দশকর্মাণির ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, এবং সেই সত্যযুগ হইতে আজ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ গণ্ডিত মহাশয়েরা উক্ত চারি জাতির ধর্ম্ম কৰ্ম্ম সকলই অনুলোম ও প্রতিলোমজ সন্তানদিগের সম্বন্ধেও নিয়োগ করিতেছেন এবং তাহারাও তাহাই প্রতিপালন করিয়া আনিতেছেন । যাহাদিগের আচরিত ধর্ম্মকর্মাণি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের অনুষ্ঠিত সনত্ত-ক্রিয়াকলাপ, তাহা-দিগকে ব্রাহ্মণাদি জাতিচতুষ্টয়ের বহির্ভূত জাতি অর্থাৎ তাহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-জাতি নহেন, তাহার অভিরিক্ত জাতি, এই সিদ্ধান্ত যাহারা করিয়াছেন বা করেন তাহা-দিগকে আব অ বা কি বলিব ? অনুলোমজ সন্তানদিগের মধ্যে কাহারও ব্রাহ্মণ, কাহারও ক্ষত্রিয়, কাহারও বৈশ্য এবং কাহারও শূদ্রধর্ম্মাদি হইলে তাহাদিগকেও যে সেই সেই জাতি বলিতেই হইবে তাহা কে না স্বীকার করিবেন ?

(১১০) “প্রজাপতিমুখাজাতা আদৌ বিপ্রাহি বৈদিকাঃ ।

করাচ ক্ষত্রিয়া জাতা উর্কোবৈশ্যাশ্চ অস্ত্রিবে ॥

পাদাৎ শূদ্রাশ্চ সংভূতাস্ত্রিবর্ণস্ত চ সেবকাঃ ।

সত্যজ্যেতাধাপবেষু বর্ণাশ্চত্বার এবচ ।

যে, ব্রাহ্মণাদির অনুলোমবিবাহোৎসব অর্থাৎ দিকে যে আমরা বর্তমান কালে ব্রাহ্মণদি জাতি হইতে স্বতন্ত্র জাতি দেখিতেছি, তাহা আৰ্য্যশাস্ত্র ও আৰ্য্যরীতি-বিরুদ্ধ ব্যবহার। আর এই অধ্যায়ে বাহা যাহা প্রদর্শিত হইল তৎসমুদয়ের প্রতি সূচিপাত করিয়া ইহা বলিলেও অন্যায় হয় না যে, মনুসংহিতার উক্ত অধ্যা-ভাষ্য আর চীকার প্রসাদেই অর্থাৎ তাহাই সমাজে প্রচারিত হওয়াতেই অশ্বঠের ব্রাহ্মণজাতিহারা হইয়াছেন। ভট্ট মেধাতিথি ও ভট্ট কুল্লূকের অন্যায় মনুবাখ্যা হইতেই যে প্রাচীন ভারতের চারি জাতি হইতে বর্তমান চৌষটি (অসংখ্য) জাতি ও তাহা হইতে যে নানা প্রকার ভেদভাবের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই (১১১)।

ইতি বৈদ্যশ্রীগোপীচন্দ্র-সেনগুপ্ত-কবিরাজকৃত-বৈদ্যপুরাণ্ডে

ব্রাহ্মণাংশে পূর্ব্বথণ্ডে অষ্টমো ব্রাহ্মণজাতি-

নামাষ্টমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

যট্‌ত্রিশজাতয়ঃ শূদ্রাঃ কলিকালে কলান্তবন্।

ব্রাহ্মণঃ পতিতো ভূত্বা মাসিকো ব্রাহ্মণো ভবেৎ ॥”

জাতিমালাধৃত, পরশুরাম সংহিতা।

(১১১) ১১০টীকাধৃত পরশুরামসংহিতার বচনে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, সত্য ত্রেতা ও দ্বাপরযুগ পর্য্যন্ত আৰ্য্যসমাজে ব্রাহ্মণকৃত্রিয়বৈশ্যশূদ্র এই চারি জাতির অতিরিক্ত জাতি ছিল না, অতএব উপরে আমরা যে বলিয়াছি আৰ্য্যদিগের সময়ে অর্থাৎ সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলির প্রথম পর্য্যন্ত চারি জাতির অতিরিক্ত জাতি ছিল না, অনুলোম ও প্রতিলোমবিবাহোৎসব সম্ভাবনার সকলেই তাহাদের পিতৃজাতির অন্তর্গত ছিল, পরশুরামসংহিতার প্রমাণেও তাহা সত্য বলিয়া নির্ণীত হইতেছে। পরশুরাম বলিতেছেন, ৩৬প্রকার শূদ্রজাতির উৎপত্তি এই কলিযুগে হইয়াছে। মনুসংহিতার ১০ অধ্যায়ের ভাষ্য চীকার ভট্ট মেধাতিথি ও ভট্ট কুল্লূক প্রভৃতিও অনুলোম প্রতিলোমজাতিগকে পিতৃজাতিও না, মাতৃজাতিও না অর্থাৎ পিতৃ-মাতৃ জাতি হইতে ভিন্ন জাতি বলিয়া প্রচার করাতে ব্রাহ্মণদি বিজ্ঞত্রয়ের মধ্যেও অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কৃত্রিয় বৈশ্য এই তিন জাতি হইতেও যে এই কলিযুগেই বহু জাতির উৎপত্তি হইয়াছে তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমরা অনুমানে চৌষটি জাতি বলিলাম, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে গণনা করিলে গোড় হয় বর্তমান হিন্দুজাতির সংখ্যা ইহা হইতে অনেক অধিক হইবে।

নবমাধ্যায় ।

অষ্টম ব্রাহ্মণের ঔরসপুত্র ।

অষ্টমাতা বৈশ্বকন্ধ্যা (ব্রাহ্মণের বিবাহিতা স্ত্রী) অসবর্ণে (ভিন্নশ্রেণীতে) উৎপন্ন হইলেও বিবাহসংস্কার দ্বারা যে ব্রাহ্মণের সর্বণ, অষ্টমেরা যে ব্রাহ্মণের পুত্র ব্রাহ্মণ, পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন বহু শাস্ত্র দ্বারা তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে । অষ্টম যে ব্রাহ্মণের ঔরসপুত্র, এ অধ্যায়ের তাহাই আলোচ্য বিষয় । যদি বল, পতিপত্নীতে যখন অষ্টমের উৎপত্তি, তখন অষ্টম যে ব্রাহ্মণের ঔরসপুত্র, সে চৰ্কা অতীব বাহুল্য । কথাটী শুনিতে অতিশয় বাহুল্যই বটে, কিন্তু প্রতিবাদী মহাশয়েরা প্রাচীন সকল শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া শাস্ত্রীয় কোন বচনেরই অর্থ করেন না, অষ্টমাতা যে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্ধ্যা পত্নীর স্ত্রায় পত্নী অর্থাৎ স্বীয় ক্ষেত্র, তৎসম্বন্ধে আরও আপত্তি উত্থাপন করিতেও পারেন, এমতাবস্থায় এই অধ্যায়টিরও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা যাইতেছে ।

“মৃতস্বতকে তু দাসীনাং পত্নীনাঞ্চানুলোমিনাম্ ।

স্বামিতুল্যাং ভবেচ্ছৌচং মৃতে স্বামিনি যৌনিকম্ ॥ ৮৯ ॥

একত্র সংস্কৃতানাস্তু মাতৃগামেকভোজিনাম্ ।

স্বামিতুল্যাং ভবেচ্ছৌচং বিভক্তানাং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৯১ ॥”.

অত্রিসংহিতা ।

স্বামীর জীবিতাবস্থায় যে সকল জন্ম মরণ ঘটে তাহাতে এবং স্বামীর মৃত্যুতে অনুলোমা পত্নীগণের স্বামীর তুল্যা অশৌচ হইলে, দাসীদিগের যে কুলে জন্ম সেই কুলের জন্ম মরণাশৌচ হইয়া থাকে । ৮৯ ।

সপত্নীপুত্রকন্ধ্যার জন্মমরণে একসময়ে বা পৃথক্ পৃথক্ সময়ে পরিণীতা একান্নভুক্তা কিংবা পরস্পর ভিন্নভোজি-বিমাতৃগণের স্বামীর তুল্যা অশৌচ হইয়া থাকে । ৯১ ।

“পত্নীনাং দাসানামানুলোম্যোন স্বামিনস্তল্যামশৌচম্ । ১৮ ।

মৃতে স্বামিস্তাস্মীয়ম্ । ১৯ ।” ২২অ, বিষ্ণুসংহিতা ।

স্বামির মৃত্যুতে অনুলোমা পত্নীদিগের স্বামীর স্বভাত্যুক্ত অশৌচ হয় । দাস

অর্থাৎ ভূতাদিগের প্রভুকুলের অশোচ হয় না, যে কুলে জন্ম সেই কুলের অশোচই হইয়া থাকে ।

ভট্টপল্লিনবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের উপরি উক্ত অত্রি ও বিষ্ণু সংহিতার যে প্রকার অবস্থা অনুবাদকরত বঙ্গবাসিপ্রেসে মুদ্রিত করিয়া সর্বত্র প্রচার করিয়াছেন (১), সে প্রকার অনুবাদ করিতে আমরা বাধ্য নহি, যেহেতু ৬ অধ্যায়ে আমরা মনুসংহিতা প্রভৃতি বহু প্রাচীন শাস্ত্র দ্বারা অনুলোম বিবাহিতা পত্নীদিগের স্বামীর জাতি গোত্র প্রাপ্ত হওয়া সপ্রমাণ করিয়াছি। মহর্ষি অত্রি ঐ সম্বন্ধে কোন প্রতিবাদ করেন নাই, তাহার কৃত সংহিতার তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। বিধান না থাকিলেও যখন মনুদিগের উক্ত বিধির অত্রি প্রতিবাদ করেন নাই, তখন উক্ত বিষয়ে মনুপ্রভৃতি শাস্ত্রকারদিগের সঙ্কে যে তাহার ঐক্য ছিল তাহা বলা বাহুল্য। স্মৃত্যং মহর্ষি অত্রি যে তর্করত্ন মহাশয়ের অনুবাদের অর্থ দিয়া উপরি উদ্ধৃত বচন দুইটি রচনা করেন নাই, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। মহর্ষি বিষ্ণু স্বীয় সংহিতার চতুর্বিংশতি অধ্যায়ে বলিতেছেন,—

“অথ ব্রাহ্মণস্ত বর্ণানুক্রমেণ চতস্রো ভাষা ভবন্তি । ১ ।

তিস্রঃ ক্ষত্রিয়স্ত । ২ । দ্বৈশ্চ বৈশ্যস্ত । ৩ । একা শূদ্রস্ত । ৪ । তাঙ্গাং সর্বর্ণবেদনে
পাণিগ্রাহঃ । ৫ । অসর্বর্ণবেদনে শবঃ ক্ষত্রিয়কৃত্য । ৬ । প্রত্যোদৌ বৈশ্য-
কৃত্য । ৭ । বসনদশাস্তঃ শূদ্রকৃত্য । ৮ ।” ২৪ অ, বিষ্ণুসংহিতা ।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন প্রকাশিত ।

“চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

আশঙ্ক । বর্ণানুক্রমে ব্রাহ্মণের চারি ভাষা হইতে পারে । ক্ষত্রিয়ের তিন,

(১) “অন্যমনসে হীনবর্ণা দামী ও অনুলোমী পত্নীদিগের স্বামীর সদৃশ অশোচ হইবে ; স্বামী মরিলে, যে কুলে যে বংশে তাহার জন্মিয়াছিল, তদনুক্রমে অশোচ হইবে। ৮৯ । সুপত্নী-পুত্রের জন্ম বা মৃত্যু হইলে একদাপরিণাত একান্নবর্তী অসর্বর্ণা মাতৃগণের স্বামীর সমান (স্বামিবর্ণানুসারে) অশোচ হইবে ; কিন্তু সকলে বিভক্ত হইলে বা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে পরিণীত হইলে স্ব স্ব বর্ণানুসারে অশোচ হইবে। ৯১ ।” অত্রিসংহিতার অনুবাদ ।

“হীনবর্ণীয় পত্নী এবং দাসবর্ণের স্বামীর অশোচে স্বামীর সমান অশোচ হইবে। ৯৮ । স্বামীর মৃত্যুর পূর্বে নিজ বর্ণানুকূলে অশোচ হইবে। ১০৯ ।” বিষ্ণুসংহিতার অনুবাদ, ২২ অ, ।

বৈশ্ণব হুই এবং শূদ্রের এক । (যথা ব্রাহ্মণের ভাৰ্য্যা ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্ণা ও শূদ্রা ; ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়া, বৈশ্ণা এবং শূদ্রা ইত্যাদি) । সৰ্বণবিবাহে জীলো-
কেন্দ্রা পানিগ্রহণ করিবে ; অসৰ্বণবিবাহে ক্ষত্রিয়কৃত্তা শর গ্রহণ করিবে, বৈশ্ণ-
কন্যা প্রতোদ ও শূদ্রকন্যা বসনদশাগ্রভাগ গ্রহণ করিবে । ”

ভট্টপল্লিনিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নকৃত অনুবাদ ।

বঙ্গবাসিগ্রেসে মুদ্রিত ।

“সৰ্বণাসু বহুভাৰ্য্যাসু বিদ্যমানাসু জ্যোষ্ঠয়া সত ধৰ্ম্মকাৰ্য্যং কুৰ্য্যাৎ । ১। মিশ্রাসু
কনিষ্ঠয়াপি সমানবৰ্ণয়া । ২। সমানবৰ্ণয়া অভাবে ত্বনন্তরৈবাপদি চ । ৩।
ন ত্বেব দ্বিজঃ শূদ্রয়া । ৪ । ” ২৬অ, বিষ্ণুসং । ঐ প্রকাশিত ।

“সৰ্বণা বহুপত্নী বিদ্যমান থাকিলে জ্যোষ্ঠা (অৰ্থাৎ তন্মধ্যে প্রথম পরিত্রীতা)
ভাৰ্য্যার সহিত ধৰ্ম্মকাৰ্য্য করিবে । মিশ্রা (অৰ্থাৎ সৰ্বণা অসৰ্বণা) বহু পত্নী
থাকিলে সৰ্বণা পত্নী কনিষ্ঠা হইলেও তাহার সহিত ধৰ্ম্মকাৰ্য্য করিবে । সমান
বৰ্ণা পত্নীর অভাবে অন্যবহিত পরবৰ্ণার সহিতও কাৰ্য্য করিবে । (যথা ব্রাহ্মণ
ক্ষত্রিয়ার সহিত ইত্যাদি) । আপংকালেও অৰ্ণাৎ সৰ্বণা পত্নীর রজোদোষাদি
হইলেও ঐ নিয়ম । কিন্তু দ্বিজ শূদ্রাপত্নীর সহিত ধৰ্ম্মকাৰ্য্য কদাচ করিবে
না (২) । ” ২৬অ, বিষ্ণুসং । ঐ তর্করত্নকৃত অনুবাদ ।

মহর্ষি বিষ্ণুর উল্লিখিত বচনের বেদনের অর্থ নিশ্চয়ই মন্ত্রবিবাহ অৰ্ণাৎ পানি-
গ্রহণ সংস্কার, তর্করত্ন মহাশয়কেও তাহা স্বীকার করিতেই হইবে । যেহেতু
মন্ত্রবিবাহিতা ভাৰ্য্যা না হইলে বিষ্ণু কদাচ ব্রাহ্মণাদির দ্বিজকন্যা ভাৰ্য্যাগণের
সহিত ধৰ্ম্মকাৰ্য্য করিতে বিধি দিতেন না । প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণ
যাহাদিগের সহিত ধৰ্ম্মকাৰ্য্য করিতেন, বেদোক্ত বিবাহসংস্কার দ্বারা যাহারা
পতির জাতি হইতেন, সেই সমস্ত অনুলোমবিবাহিতা দ্বিজকন্যা ভাৰ্য্যাগণকে

(২) “দ্বিজ শূদ্রাপত্নীর সহিত ধৰ্ম্মকাৰ্য্য কদাচ করিবে না । ” তর্করত্ন মহাশয়ের এই
কথাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, দ্বিজগণকে বিষ্ণু দ্বিজকন্যাপত্নীমাত্রেয় সহিতই ধৰ্ম্মকাৰ্য্য
করিতে বলিয়াছেন । অতএব বিষ্ণুসংহিতার অনন্তরশব্দের অর্থ অব্যবহিত হইতেছে না ।
অনন্তর, একান্তর, দ্ব্যন্তর হইতেছে । অনন্তর শব্দের যে এই সকল অর্থ হয়, অথচ ব্রাহ্মণজাতি
অধ্যায়ে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে । উক্ত অনুবাদে যে অনন্তর শব্দের অব্যবহিতার্থ কল্পা
হইয়াছে তাহা অসঙ্গত ।

স্বামীর অশৌচবিষয়ে দাসীদিগের তুল্যাধিকারিণী যে মতর্ঘি বিষ্ণু করিতে পারেন না ও করেন নাই, তাহা বুদ্ধিমানেরা কখনই অস্বীকার করিবেন না । অহুলোমবিবাহিতা পত্নীগণের সহিত যখন ধর্ম্মকার্য্যকরিবার বিধি আছে এবং প্রাচীনকালের আর্ষণগণ তাঁহাদিগকে লইয়া ধর্ম্মকার্য্যে ত্রুতী হইতেন, তখন পুত্রাদির ও সর্বর্ণে উৎপন্ন পত্নীর অভাবে অসর্বর্ণে উৎপন্ন ভাৰ্য্যাই যে ব্রাহ্মণ-স্বামীর ব্রাহ্মাধিকারিণী হইতেন, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতেছে । এখন তর্করত্ন মহাশয়কে প্রশ্ন করা যাইতে পারে যে, প্রাচীনকালে অহুলোমবিবাহিতা বৈশ্যকন্যার ব্রাহ্মণস্বামীর মৃত্যু হইলে উক্ত কন্যার যদি পিতৃকুলের পঞ্চদিন অশৌচ গ্রহণ করিতে হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত হেতুতে সেকালের বৈশ্যকন্যা পত্নী কি তাঁহার ব্রাহ্মণস্বামীর শ্রাদ্ধ ঘোড়শাহে করিতেন ? কি আশ্চর্য্য ! যে জ্ঞীকে বিবাহ করা যাইত, যাহার পাককরা অন্নবাজনাদি ব্রাহ্মণস্বামী আহাৰ্য্য করিতেন, যাহাকে লইয়া ধর্ম্মকার্য্যাদিও করিতেন, সেই জ্ঞী অসর্বর্ণে উৎপন্ন ইহা-রও অর্থ যে কুলীন স্বামীর শ্রোত্রিয়কন্যা পত্নী, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় । এমতাবস্থায়ও বর্ত্তমান যুগের ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়েরা পূর্ব্বোক্ত বচনসমুদয়ের কোন যে উক্ত প্রকার অসরলার্থ করেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না ।

“শর্ম্মবদব্রাহ্মণশ্রোক্তং বর্ণ্যেতি ক্ষত্রসংযুতম্ ।

শুদ্রদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ ॥”

২অ, মনুসং ৩২শ্লোকের কুল্লকভট্টকৃত টীকাধৃত বচন ।

৩অংশ, ১০অ, বিষ্ণুপুরাণ ৯ শ্লোক দেখ ।

ব্রাহ্মণের শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের বর্ণ্যা, বৈশ্যের শুদ্র ও শূদ্রের দাসাত্মক নাম হইবে, অর্থাৎ ইহাদিগের বধাক্রমে শর্ম্মা, বর্ণ্যা, শুদ্র ও দাস উপাধি জানিবে ।

এই বচনের বৈশ্য আর শূদ্রের শুদ্র দাস উপাধি উক্ত হইরাছে, কিন্তু ইহার অর্থ যেমন দাস উপাধি বৈশ্যের নহে শূদ্রের, তেমনি অত্রি আর বিষ্ণুর “যৌনিকম্” আর “আত্মীয়ম্” এই দুইটি পদ দাসী ও দাস সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে । অতএব ব্রাহ্মণের অহুলোমা পত্নী বৈশ্যকতা (অম্বষ্ঠমাতা) যে ব্রাহ্মণের স্বীয় ক্ষেত্র তাহা প্রাচীন সমুদয় শাস্ত্র দ্বারা বুঝিতে পারা যায় ।

ভগবান্ নহু বলিয়াছেন,—

“স্বক্ষেত্রে সংস্কৃত্যাস্তু স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধি যম্ ।

তমোরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিতম্ ॥ ১৬৬ ॥”

৯অ, মনুসংহিতা ।

স্বীয় পত্নীতে স্বয়ং যে পুত্র উৎপন্ন করা যায়, তাহাকেই ঔরসপুত্র বলিয়া জানিবে । পূর্বোক্ত দ্বাদশ পুত্র মধ্যে (প্রথমকল্পিত) এই পুত্রই মুখ্য অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ।

অষ্টমাতা ব্রাহ্মণের বিবাহিতা স্ত্রী (স্বীয় ক্ষেত্র), স্তত্রয়াং মনুর মতে অষ্ট-
ঠেরা ব্রাহ্মণের ঔরসপুত্র হইতেছেন । টীকাকার কুল্লুকভট্ট বোধায়নের একটি
বচন উদ্ধৃত করিয়া, ভগবান্ মনুর “স্বক্ষেত্রে সংস্কৃত্যাস্তু” ইত্যাদি বচনের অর্থে
কেবল সর্বর্ণে উৎপন্ন পত্নীর সন্তানকে ঔরসপুত্র সাব্যস্ত করিয়াছেন, এবং
সেই কারণেই নানা পুস্তকে বিকৃত অনুবাদও প্রচারিত হইয়াছে ।

টীকা—“স্বইতি । স্বভাৰ্য্যায়াং কন্তাবস্থায়ামেব কৃতবিবাহসংস্কারায়াং যং স্বয়-
মুৎপাদয়েৎ তং পুত্রং ঔরসং মুখ্যং বিদ্যাৎ । সর্বর্ণায়াং সংস্কৃত্যাস্তু স্বয়-
মুৎপাদিতমোরসং পুত্রং বিদ্যাদিতি বোধায়নদর্শনাৎ সজাতীয়ায়ামেব স্বয়-
মুৎপাদিত ঔরসো জ্ঞেয়ঃ । ১৬৬ ।” কু. । ৯অ, মনুসং ।

ভট্টকুল্লুক বলিতেছেন, যে স্ত্রীকে কন্তাবস্থায় বিবাহ করা যায়, সেই ভাৰ্য্যাতে
স্বয়ং যে পুত্র উৎপাদন করে তাহারই নাম ঔরসপুত্র । সর্বর্ণে উৎপন্ন পত্নীতে
অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকন্তা, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়কন্তা, বৈশ্যের বৈশ্যকন্তা ও শূদ্রের
শূদ্রকন্তা পত্নীতে পুত্র ঔরস, এই কথা বোধায়ন বচনে দেখা যায় ; অতএব
স্বজাতীয়া (ব্রাহ্মণাদির স্ব স্ব বর্ণে উৎপন্ন) ভাৰ্য্যাতে স্বয়ং স্বামী যে পুত্র উৎপন্ন
করেন তাহাকেই ঔরসপুত্র বলিতে হইবে ।

ভাষ্যকার মেধাতিথি এ বিষয়ে ভট্ট কুল্লুকের সহিত একমত হন নাই,
তিনি সর্বর্ণে অসর্বর্ণে উৎপন্ন ভাৰ্য্যাতে স্বয়ং উৎপাদিত পুত্রমাত্রকেই ঔরসপুত্র
বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন (৩) । টীকাকার যে কন্তাবস্থাতে বিবাহিতা স্ত্রীতে

(৩) ভাষ্য—“আত্মীয়বচনঃ স্বশব্দো ন সমানজাতীয়তামাহ । এতেন স্বয়ং সংস্কৃত্যাস্তু
জাত ঔরস ইতরথাঃ সংস্কৃত্যাস্তু নিবৃত্তিপরঃ সংস্কৃতশব্দঃ সম্ভাব্যতে । ততশ্চাত্তেন সংস্কৃত্যাস্তু-
মজ্ঞ ঔরসঃ স্ত্রাৎ । উক্তার্থে চ স্বশব্দে ক্ষত্রিয়াদিপুত্রা অপ্যোরসা ভবন্তি তেষামস্তং পুত্রলক্ষণ-
মস্তু ।” ইত্যাদি । ১৬৬ মে. । ৯অ, মনুসং ।

স্বামীকর্তৃক উৎপন্ন পুত্রকে ঔরসপুত্র বলিয়াছেন, অশ্বষ্ঠেরাও সেই পুত্রই, যেহেতু প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকণ্ঠাদিগকে কণ্ঠাবস্থাতেই বিবাহ করিতেন এবং তাঁহারাও ব্রাহ্মণের সংস্কৃতা পত্নী। টীকাকার বোধায়ন বচন অবলম্বন-করত যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের এই আপত্তি যে, তিনি যদি বোধায়ন বচন না দেখিতেন, তাহা হইলে “স্বক্ষেত্রে সংস্কৃতান্স্তু” মনুবচনের অর্থ করিতে যাইয়া তিনি অশ্বষ্ঠাদি অনুলোমজ পুত্রগণকে ব্রাহ্মণাদির ঔরসপুত্র বলিতেন কি না? ইহার উত্তরে অবশ্যই বলিতে হইবে, বলিতেন। তাহা স্বীকার করিলেই অশ্বষ্ঠেরা যে ব্রাহ্মণের ঔরসপুত্র মনুবচনের দ্বারা তাহা নির্ণীত হইল। বোধায়ন বলিয়াছেন, সর্বণে উৎপন্ন পত্নীতে স্বয়ং যে পুত্র উৎপন্ন করা যায় সেই পুত্র ঔরস। ইহার দ্বারা উপরে আমরা মনুবচনের যে অর্থ করিয়াছি তাহার বাধা জন্মে না। কারণ বোধায়ন এমন কথা বলেন নাই যে, অসর্বণে উৎপন্ন পত্নীতে স্বামীকর্তৃক জাত সন্তান ঔরসপুত্র নহে।

“সর্বণাপুত্রানস্তরপুত্রয়োঃ স্তরপুত্রশ্চ গুণবান্

জ্যেষ্ঠভাগং গৃহীয়াৎ গুণবান্ হি সর্বেষাং ভর্তা ভবতি ॥”

অনন্তরজন্মের অর্থ, বিশ্বকোষ অভিধানস্থ, বোধায়ন বচন।

সর্বণাপুত্র আর অনুলোমজ পুত্রের মধ্যে অনুলোমজ পুত্রই গুণবান্ (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ) হইলে গুণবান্ পুত্রই পৈতৃক ধনের জ্যেষ্ঠভাগ গ্রহণ করিবে, কারণ গুণবান্ অত্যাগু পুত্রদিগের ভর্তা হইয়া থাকে।

দেখ, বিশ্বকোষস্থ বোধায়ন বচনে যখন সর্বণাপুত্র হইতে অনুলোমজপুত্রকে স্পষ্টতঃ গুণবান্ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তখন বোধায়নের মতে যে অশ্বষ্ঠাদি অনুলোমবিবাহোৎপন্ন পুত্রও ঔরসপুত্র, তাহা বলা বাহুল্য। টীকাকারের উদ্ধৃত বোধায়নবচনে বিশ্বাস করিয়া আমরা বিশ্বকোষস্থ বোধায়নবচনে অবিশ্বাস করিতে পারি না। তার পরে আমরা এই কথা বলি যে, অশ্বষ্ঠমাতা বৈশ্যকণ্ঠা বিবাহসংস্কার দ্বারা ব্রাহ্মণজাতি হইতেন, তাহা “অশ্বষ্ঠমাতা ব্রাহ্মণজাতি” অধ্যায়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। স্তত্রাং বুঝিতে হইবে, বোধায়নের সর্বণা বাক্যের অর্থ ব্রাহ্মণের বৈশ্যকণ্ঠা (অনুলোমবিবাহিতা) পত্নীও। যেহেতু সর্বণে উৎপন্ন সর্বণা আর বিবাহসংস্কার দ্বারা সর্বণা একই কথা। প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতির (বর্ণের) অর্থ যে বর্তমান

যুগের কুলীন শ্রোত্রিয়াদি শ্রেণীমাত্র ছিল, তাহা ‘অষ্টম ব্রাহ্মণজাতি’ অধ্যায়ে ও অন্ত্যায় অধ্যায়ে আখ্যায়িকার আখ্যায়িক দ্বারা বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছি। বর্তমান যুগের কুলীন যে শ্রোত্রিয় কিংবা বংশজ কতাদিগকে বিবাহ করেন, তদুৎপন্ন সন্তান কি ঔরসপুত্র নহে? এখন যেন ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়বৈশ্য বিবাহসম্বন্ধ নাই, অশৌচসম্বন্ধ নাই, সপিওতা ও ভোজ্যারতা (পরস্পর পরস্পরের পাক-করা অন্নব্যঞ্জনাদি আহারকরারূপ প্রথা) নাই; কিন্তু প্রাচীনকালে তো ব্রাহ্মণের সঙ্গে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের (শূদ্রের পর্য্যন্ত) এ সকল সম্বন্ধই ছিল (৪)। আর এরূপ স্থলে প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ আব বৈশ্য কুলীন, শ্রোত্রিয় বা বংশজ পরস্পর যে পার্থক্য সেই প্রকার পার্থক্য ছিল বলিয়া আমরা যে কহিয়াছি তাহা বলা কি অন্ত্যায় হইয়াছে? এরূপ স্থলে বৈশ্যকৃত্যের বিবাহসংস্কার দ্বারা ব্রাহ্মণ পতির গোত্র জাতি (শ্রেণী) প্রাপ্ত হওয়ার বিধি যে আখ্যায়িকায় আছে তাহাও কি অসম্ভব?

আমাদিগের উপরি উক্ত মীমাংসায় ধাহাদিগের আপত্তি থাকিবে, তাঁহারা এই হেতুতে নিরুক্ত হইবেন যে, বোধায়নসংহিতা প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থ নহে। তাহা হইলে পরাশরসংহিতায় যে একবিংশতি মহর্ষি প্রণীত একবিংশতি সংহিতার নাম উক্ত হইয়াছে (৫) তাহাতে অবশ্যই বোধায়নেরও নাম থাকিত। ইহাতেই উপলব্ধি হয় যে, বোধায়নকৃত গ্রন্থ অতিশয় আধুনিক। এই কলি-যুগে যুধিষ্ঠিরাদিরও অনেক পরে উক্ত গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিবে। যখন মনু-সংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন সংহিতাগুলিতে অনুলোমবিবাহিতা পত্নীমাত্রই পতি-কর্তৃক জাত সন্তানদিগকে ঔরসপুত্র বলিয়া উক্ত আছে (৬) তখন বোধায়ন

(৫) ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদিতে প্রাচীনকালে যে বিবাহসম্বন্ধ ভোজ্যারতাদি ছিল তাহা পূর্ব পূর্ব অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে, সপিওতা ও অশৌচসম্বন্ধ পাকা, ব্রাহ্মণাংশের উত্তরখণ্ডের “স্বভুক্ত অশৌচোৎপত্তি সনালোচনা” অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইবে।

(৬) “মণ্ডিকবিষ্ণুহরীতযাজ্ঞবল্ক্যকোশনোহঙ্গিরাঃ ।

নমাপত্তমসংবর্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতি ॥ ৪ ॥

পরাশরব্যাশলিখিতা দক্ষগৌতমৌ ।

শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজকাঃ ॥ ৫ ॥” ১অ, যাজ্ঞবল্ক্যসং ।

(৬) অষ্টম ব্রাহ্মণের ঔরসপুত্র, এ বিষয়ে আমরা মনুবিবন্ধ বিধি আর আর স্মৃতি ও

বচন, মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থের বিধি ও ইতিহাসের বহির্ভূত ও বিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য এবং অবিশ্বাসযোগ্য (৭)। বোধায়ন স্মৃতি আধুনিক গ্রন্থ হওয়াতে প্রাচীন মনুসংহিতা প্রভৃতির বিধি অনুসারে সত্য হইতে কলি-যুগের প্রথম পর্য্যন্ত সর্বর্ণে অসর্বর্ণে উৎপন্ন পদ্ধতিমাত্রের স্বামী কর্তৃক জাত সন্তান সমাজে ঔরসপুত্ররূপে প্রচলিত ছিল বুঝিতে হইবে, বোধায়নের উক্ত বিধি দ্বারা তাহাতে বাধা ঘটে নাই। প্রমত্তাবস্থায় প্রাচীন এই ইতিহাস পরিব্যক্ত হই-তেছে যে, বোধায়নের পূর্বে সত্য হইতে কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত এই দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন প্রামাণ্য শাস্ত্রের বিধিমতে অশ্বঠেরা ব্রাহ্ম-ণের ঔরসপুত্র মধ্যে পরিগণিত ছিলেন (৮)। এতগুলিন প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থানুসারে এত দীর্ঘকাল (সত্য হইতে কলিযুগের প্রথম পর্য্যন্ত) যে অশ্বষ্ঠ আশ্বাসমাজে ব্রাহ্মণের ঔরসপুত্র ছিলেন, একমাত্র বোধায়নের মতানুসারে সেই অশ্বষ্ঠের অগৌরব হইতে পারে না, এবং এতগুলিন শাস্ত্রের বিরুদ্ধে টীকাকারের উদ্ধৃত একমাত্র বোধায়নবচনকে বিধি ও ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিবার যে কোন যুক্তি বা কারণ নাই, তাহা বুদ্ধিমানেরা অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

পুরাণে দেখিতে পাই নাই। যদি থাকে তবে তাহাও মনুবিরুদ্ধ বলিয়া নিম্নোদ্ধৃত শাস্ত্রীয় বিধি দ্বারা অগ্রাহ্যযোগ্য এবং যুক্তিমতেও অগ্রাহ্য হইবেই হইবে।

(৭) “বেদার্থোপনিবন্ধস্থানং প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্।

মহর্ষ্যবিপরীতা বা সা স্মৃতিনি প্রশস্ততে ॥” বৃহস্পতিসং।

বিদ্যাসাগরকৃত বিধবাবিবাহ পুস্তক ও রঘুনন্দন ভট্ট, উদ্ধাহতঙ্কস্থত।

(৮) সত্যযুগ হইতে কলিযুগ পর্য্যন্ত এই নিমিত্ত বলি যে,—

কৃতং তু মানবো ধর্ম্মশ্রেষ্ঠায়াং গোতমঃ স্মৃতঃ।

দ্বাপরে শত্মলিখিতৌ কলৌ পরাশরঃ স্মৃতঃ ॥ ২৩ ॥ ১অ, পরাশরসং।

এই পরাশর বচন দ্বারা মনুসংহিতা সত্যযুগের আর পরাশরসংহিতা কলিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র হইতেছে; এবং ঐটীকাধৃত মনুর পরবর্ত্তী অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতা হইতে কলিযুগের ধর্ম্মশাস্ত্র (স্মৃতি) পরাশরসংহিতাতে উল্লিখিত মহর্ষিগণও ঔরসপুত্র বিষয়ে মনুর অতিরিক্ত কিছুই বলেন নাই; বিশেষ পরবর্ত্তী ১১টীকাধৃত মহাভারতবচনে পৌন-র্ভব (বিধবার পুনর্বিবাহোৎপন্ন) পুত্রকেও ঔরসপুত্র বলিয়া উক্ত হওয়াতে সত্য হইতে কলিযুগ অর্থাৎ মহাভারতের দৃষ্টকাল পর্য্যন্ত অশ্বঠেরা যে ব্রাহ্মণের ঔরসপুত্রমধ্যে পরিগণিত হইতে তাহা না বলিয়া আমরা আর কি বলিব ?

এই কলিযুগের পরাশর ও তৎপুত্র ব্যাসের রচিত স্মৃতি ও মহাভারতের কাল পর্যন্ত বাঁহারা ঔরসপুত্র ছিলেন, তৎপরবর্তী বোধায়নের মতে তাঁহারা অনৌরস হইবেন কি প্রকারে ? (৯) ।

যদি বল মহাভারতকার অষ্টমকে অপসদ বলিয়াছেন (১০) ঔরসপুত্র বলেন নাই । এ কথার উত্তর এই যে, অপসদ বলিলেই ইহা সপ্রমাণ হয় না যে অষ্টম অনৌরস । অষ্টম অনৌরসপুত্র, এই কথা মহাভারতের কোথাও উক্ত হয় নাই । মহাভারতকার যখন পৌনর্ভবপুত্রকেও ঔরসপুত্র বলিয়াছেন, (১১) তখন

(৯) বর্তমান যুগের ব্রাহ্মণশ্রুতি মহাশয়েরা প্রাচীন আৰ্য্যজাতিভেদের প্রকৃত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া ও বর্তমান হিন্দুজাতিভেদকে নিত্য জ্ঞান করিয়া প্রাচীন আৰ্য্য-শাস্ত্রের ভাষা চীকাদি করিতে যাইয়াই যে এই সকল ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই ।

(১০) “ত্রিষু বর্ণেষু যে পুত্রা ব্রাহ্মণস্ত বুধিষ্ঠির ।

বর্ণয়োশ্চ যয়োঃ স্তাতাং যৌ রাজস্তৌ স্বভাবতঃ ॥

একোষিবর্ণ এবাধ তথাঐবোপলক্ষিতঃ ।

বড়েতেহপসদাজ্ঞেয়ান্তথাপদ্ধঃসজাহুঃ ॥” [৪৯অ, অনুশাসনপ, মহাভারত ।

মহাভারতের এই বচনের অপসদ শব্দের স্থলে অপধ্বঃসজ ও অপধ্বঃসজ স্থলে অপসদ শব্দ (লিপিকরদিগের ভ্রমবশতই বা ঈর্ষাবশতই হউক) প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বৈদ্যপূরাতত্ত্বের ব্রাহ্মণাংশের উত্তরখণ্ডে পৌরাণিক বৈদ্যোৎপত্তি সমালোচনাধ্যায়ে মনুসংহিতা প্রভৃতি দ্বারা প্রদর্শিত হইবে । বাহা হউক, আমরা প্রতাপচন্দ্র রায় কর্তৃক মুদ্রিত মহাভারতে বিদ্যুৎ পাঠ দেখিতে পাই, কেন না উহার পাঠ এই :—“বড়পধ্বঃসজাস্তেহি তথৈবাপসদান্ শৃণু ।”

(১১) “বা পত্যা বা পরিত্যক্তা বিধবা বা স্বপ্নেচ্ছয়া ।

উৎপাদয়েৎ পুনর্ভূত্বা স পৌনর্ভব উচ্যতে ॥” ৯অ, মনুসং ।

“অর্জুনস্তাশ্বজঃ শ্রীমানিরাবান্নাম বার্ষ্যবান্ ।

সুতায়ান্নাগরাজস্ত জাতঃ পার্থেন ধীমতা ।

ঐরাবতেন সা দত্তা হনপত্যা মহাস্বনা ।

পত্যা হতে সুপর্ণেন কৃপণা দীনচেতনা ।

ভার্য্যার্থং তাক জগ্রাহ পার্থঃ কামবশানুগাম্ ।

অজানন্নর্জুনশাপি নিহতঃ পুত্রমৌরসম্ ।

জযান সমরে শূরান্ রাজস্তান্ ভীষ্মরক্ষিণঃ ॥” ৯১অ, ভীষ্মপর্ব,

মহাভারত । বিদ্যাসাগরভূত ।

তন্মতে যে অশ্বষ্ঠ ঔরসপুত্র, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। মনুসংহিতাতে অনুলোহ বিবাহোৎপন্ন পুত্রদিগকে মনু ঔরসপুত্র আর অপসদ উভয়ই বলিয়াছেন (১২)। তাহাতেই ব্যক্ত হইতেছে, ঔরস এক কথা আর অপসদ অত্র কথা। শাস্ত্রমতে জ্যেষ্ঠপুত্র হইতে কনিষ্ঠপুত্র অপসদ, তবে কি কনিষ্ঠপুত্র ঔরসপুত্র নহে? (১৩)। কি আশ্চর্য্য! যে স্ত্রীকে শাস্ত্রমতে বিবাহ করা হইত, বিবাহসংস্কারনিবন্ধন যে নারী পতির জাতি গোত্র প্রাপ্ত হইতেন, সেই ভাৰ্য্যাতে পতি স্বয়ং যে পুত্র উৎপন্ন করিতেন (১৪) সেই পুত্র ঔরসপুত্র নহে, টীকাকার ভট্ট মহাশয় কেমন করিয়া কোন প্রমাণে ইহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। তিনি এতগুলি প্রাচীন ও প্রামাণ্য শাস্ত্রমতের বিরুদ্ধে একমাত্র বোধায়নবচন উদ্ধৃত করিয়া কেবল সর্বপে উৎপন্ন পুত্রার গর্ভে স্বামী কর্তৃক জাত পুত্রকে ঔরস বাল্য প্রচার করিয়াছেন, ব্যাস বৃহস্পতির মীমাংসার প্রতি ও এই অধ্যায়ের

(১২) "স্বৈ ক্ষেত্রে সংস্কৃত্যাস্ত্র স্বয়মুৎপাদয়েদ্ধি যম্।

তমোরসং বিজানীয়াৎ পুত্রং প্রথমকল্পিতম্ ॥ ১৬৬ ॥" ৯অ, মনুসং।

"বিপ্রস্ত ত্রিশু বর্গেষু নৃপতেকর্ণয়োর্বয়োঃ।

বৈশ্বস্ত বর্গে চৈকস্মিন্ বড়েতেহপসদাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১০ ॥" ১০অ, মনুসং।

(১৩) "জ্যেঠেন জাতমাত্রেণ পুত্রী ভবতি মানবঃ।

পিতৃণামনৃগৈব স তস্যাৎ সর্বমহতি ॥ ১০৬ ॥

যস্মিন্ গং সন্নয়তি যেন চানন্ত্যমমুতে।

সএব ধর্মজঃ পুত্রঃ কামজানিতরান্ বিদুঃ ॥ ১০৭ ॥" ৯অ, মনুসং।

(১০৫। ১০৮। ১০৯। ১১০)

(১৪) "পতিভাৰ্য্যাঃ সুপ্ত্রবিষ্ঠ গর্ভোভূত্বৈ জায়তে।

জায়ায়ান্তক্তি জায়াত্বং যতোহস্তাঃ জায়তে পুনঃ ॥ ৮ ॥" ৯অ, মনুসং।

"পতি শুক্ররূপে ভাৰ্য্যায় এবিষ্ট হইয়া গর্ভভাবাপন্নতায় ভাৰ্য্যাতে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে, জায়ার জায়াত্ব এই যে, জায়াতে জন্ম হয়, এজন্ত উহাকে জায়া বলা যায়; সেই হেতু জায়াকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিবে।" পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণিকৃত অনুবাদ।

অশ্বষ্ঠমাতা বৈশ্বকন্তা যে প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণের ভাৰ্য্যা তাহা পুনঃ পুনঃ বলা বাহুল্য। ভাৰ্য্যাতে পতি স্বয়ং পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, এই জন্ত ভাৰ্য্যার অপর নাম জায়া, ইহাই এখন প্রাচীন মন্বাদি শাস্ত্রকারদিগের মত, তখন তাহাদিগের মতে যে ব্রাহ্মণের অনুলোহ-বিবাহিতা স্ত্রীতে ব্রাহ্মণস্বামী কর্তৃক উৎপন্ন পুত্র অথবা ঔরসপুত্র, তাহাও পুনঃ পুনঃ বলা আবশ্যিক।

সংগৃহীত বিশ্বকোষধৃত বোধায়নের বচনের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। ইহা অপেক্ষা দুঃখের ও বিস্ময়ের বিষয় আর কি আছে ?

কেহ বলিবেন, বোধায়ন বচন এখানে মতাদির বিরুদ্ধ হয় নাই, স্পষ্টার্থক মাত্র হইরাছে। একথার উত্তর আমরা উপরেই দিয়াছি, এস্থলে পুনরালোচনার নিম্নয়োজন। টীকাকার মহাশয় উক্ত বচন অবলম্বনে যাহা হিন্দুসমাজমধ্যে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা যে মতাদির মতের আংশিক বিপরীত বিধি তাহাতে আর সন্দেহ কি ? মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরা সর্বণে অসর্বণে উৎপন্ন ভাৰ্য্যাতেই স্বামী কর্তৃক জাত সন্তানদিগকে ঔরসপুত্র কহিয়াছেন, টীকাকার মহাশয় বোধায়নের উক্ত বচন অবলম্বনকরত কেবল সর্বণাতেই ঔরস হয় প্রচার করিয়াছেন, ইহা যে মতাদির আংশিক বিপরীত বিধি তাহা কে অস্বীকার করিবেন ? যাহা হউক, অনুলোমবিবাহোৎপন্ন সন্তানদিগকে “ঘেন তেন প্রকা-
রেন” পিতৃজাতিচ্যুত করিবার জন্ত কলিযুগের পণ্ডিত মহাশয়েরা যে দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন এবং কলিযুগের পৌরানিক ব্রাহ্মণদিগের হইতেই যে উক্ত সঙ্কল্পের সূত্রপাত হয় এবং ভাষ্য টীকাকার মহোদয়গণের সমসমকালে উক্ত সঙ্কল্পের সম্পূর্ণ পরিপক্বাবস্থা হইরাছিল, তাহাই প্রদর্শনার্থই এই পুস্তকের সৃষ্টি ; এবং সেই জন্তই আমরা অনুক্রমণিকাতে প্রথমেই বলিয়াছি,—

গোপিতং যৎ পুরাবৃত্তং বৈদ্যাজাতেশ্চিরন্তনম্ ।

সত্যং ব্রথাজাতিপ্রিয়ব্রাহ্মণেন কলৌ যুগে ॥

শাস্ত্রালাপৈরসন্তিস্চ টীকাভাষ্যাদিভিস্তথা ।

তৎ সর্বঞ্চ বিশেষণ গ্রহেহস্মিন্ সম্প্রদর্শিতম্ ॥

ইতি বৈদ্যাকীগোপীচন্দ্র-সেনগুপ্ত-কবিরাজকৃত-বৈদ্যপুরাবৃত্তে

ব্রাহ্মণাংশে পূর্বখণ্ডে অষ্টমো ব্রাহ্মণোঃ-

পুত্রো নাম নবমাধারঃ সমাপ্তঃ ।

সমাপ্তাংশঃ ব্রাহ্মণাংশঃ পূর্বখণ্ডঃ ।

আক্ষেপে ।

ওহে প্রিয় বৈদ্যপুত্রাবৃত্ত ! অভাগার—
অতিশয় পরিশ্রম যতনের ধন ;
পঁচিশ বৎসর কাল গেল যে আমার,
তথাপি হ'লনা তব প্রচার মুদ্রণ ।
অশ্বষ্ঠের দ্বারে দ্বারে অর্থভিক্ষা করি,
ব্রাহ্মণাংশ পূর্বধণ্ড কেবল তোমার—
করিমু প্রচার ; দৈত্বেদ্যে বোধ করি,—
অমুদ্রিত রৈল তব অংশ পায়াবার ।
বড় সাধ ছিল চিতে তোমার প্রচারে,—
বৈদ্যবিষয়ক কুসংস্কার সমাজের—
নাশিব, বৈদ্যবিষয় ত্যজিবে সবারে,
স্নানমুখ উজ্জ্বল হইবে অশ্বষ্ঠের ।
দরিদ্রতা তাও বৃদ্ধি দিল না করিতে ।
অস্তরের এ বাসনা অস্তরে রহিয়া,
জ্ঞান হয় ক্রমে ক্রমে হৃদয়-ভূমিতে—
ভাস্বাবৃত্ত বহুপ্রায় যাইবে নিবিয়া !
চির ভাগ্যাহীন আমি, আমার বলিতে,—
আছে একমাত্র দুঃখ জালাইতে মোরে ।
একমাত্র পুত্ররত্ন ছিল অবনীতে,
অকস্মাৎ হরি তাঁরে নিল কাল চোরে !
শোকান্বিত-সাগরে এবে ডুবিয়াছি আমি,
হৃদয় ভরিয়া মাত্র জলে শোকানল ;
নেবে না অনল যদি সিদ্ধজ্বলে নামি,
হইতেছে ক্রমে ক্ষীণ প্রাণ মন বল !

যন যে কিছুই আর চাহে না করিতে,
 অনুৎসাহে ভরিয়াছে হৃদয় আগার ;
 সদাই ননের সাধ কেবল মরিতে,
 কি আর করিব তব মুদ্রণ প্রচার ?
 পৃথিবী সবার পক্ষে নহে সুখস্থান,
 অভাগার এ জীবন তাহার প্রমাণ ।

দ্বঃশী গ্রন্থকার
 শ্রীগোপীচন্দ্র সেনগুপ্ত ।
 সিরাজগঞ্জ—পাবনা ।

বিজ্ঞাপন ।

নিতান্ত শোকসন্তপ্তহৃদয়ে পাবনা জিলার অধিবাসী অস্বস্তগণের দ্বারে দ্বারে অর্থভিক্ষা করিয়া এই দরিদ্রকর্তৃক বৈদ্যপুরাবৃত্তের ব্রাহ্মণাংশের পূর্বখণ্ডমাত্র প্রচারিত হইল । যদি বঙ্গদেশের বৈদ্যমহোদয়গণ প্রত্যেক পরিবারের নিমিত্ত এই পূর্বখণ্ড পুস্তক এক একখানি নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয় ও ব্যক্তিবিশেষে উপযুক্ত অর্থভিক্ষা প্রদান করেন, তবেই বৈদ্যপুরাবৃত্তের ব্রাহ্মণাংশের উত্তরখণ্ড এবং উহার অপরাপর অংশ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইবে, নতুবা এই পর্য্যন্তই—নিবেদন ইতি ।

বিনীত ও দরিদ্র

শ্রীগোপীচন্দ্র সেনগুপ্ত ।

সিরাঙ্গগঞ্জ—জিলা পাবনা ।

শুদ্ধিপত্র ।

মূল ।

অঙ্ক	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা ।
তৎসমুদয়েই	তৎসমুদয়েই	৬
মত	যত	১২
সরোজিয়া	সরোযিয়া	২৮
মহাভারতকারানুসারী	মহাভারতকার	২৯
জতুকর্ণ	জাতুকর্ণ	৩৫
বেদবেদাদির	বেদবেদাদিবি	৩৭
অষষ্ঠ যে	যে অষষ্ঠ.	৫৫
বলীবর্দনামায়ামঃ	বলীবর্দনামায়াসঃ	১৪৫
পাণিগ্রহণিকা মন্ত্র	পাণিগ্রহণিকা মন্ত্ৰাঃ	১৫৬
নির্ণয়কে	নির্ণায়ক	১৫৮
প্রতিগৃহীত	প্রতিগৃহীতি	১৫৯
সাধবাভির্ন্থনং	সাধবীভির্ন্থনং	১৭০
ত্রীধরস্বামী	ত্রীধরস্বামী বিষ্ণুপুরাণ	১৭৯
কেবল শব্দের	কেবল "কামতন্তু অবতানামিমাঃস্ব্যঃ	
২বরাঃ এই কয়েক শব্দের	১৮৪
কত্রিয়স্তা	কত্রিয়স্তা	১৯১
বংশ	বংশজ	১৯৩
টাকাকারের	টাকাকার	১৯৯
বিরুদ্ধ ও	বিরুদ্ধ হইলেও	২০৩
জায়তে	জায়ন্তে	২২২
উপরি উক্তি	উপরি উক্ত	২৩০
পঞ্চদিন	পঞ্চদশ	২৬০

ଅଂଶ	ପୃଷ୍ଠା ।
ଅକ୍ଷେପ୍ତେ	୨୬୧
ଅକ୍ଷେପ୍ତେ	୨୬୪
ଅଗୋବସ	୨୬୪
ଓରସ	୨୬୫

ଟିକା ।

ନିର୍ମାୟ	ନିର୍ମାୟ	୧୦
ଓଦମାଚାର୍ଯ୍ୟ	ଓଦମାଚାର୍ଯ୍ୟ	୧୨
ବାରମୋ	ବାରମୋ	୧୩
ସିଂ	ସିଂ	୧୬
ସମସମକାଳବର୍ତ୍ତୀ	ସମସମକାଳବର୍ତ୍ତୀ	୨୪
ଜାତୁବର୍ଣ୍ଣ	ଜାତୁବର୍ଣ୍ଣ	୩୨
ଅନନ୍ତ	ଅନନ୍ତ	୩୨
(ଶୋବପଦ୍ମବିଂ)	(ଶୋବପଦ୍ମବିଂ)	୩୦
ଓମୋ	ଓମୋ	୪୫
ଏକ	ଏକ	୫୨
ଦେଖାହଲେନ	ଦେଖାହଲେନ	୬୦
ଅନୁଷ୍ଠାନ	ଅନୁଷ୍ଠାନ	୬୨
ଅହଲ୍ୟାହନି	ଅହଲ୍ୟାହନି	୬୫
ଅହଲ୍ୟାହନି	ଅହଲ୍ୟାହନି	୮୧
୩ ଅ,	୩ ଅ,	୮୧
କୁଶାମୀ	କୁଶାମୀ	୮୨
ଏକଟୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ	ଏକଟୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ	୮୪
ମାହିଷାଗାନ୍	ମାହିଷାଗାନ୍	୯୧
କରୁଣେନ ସନାନ୍ତୀପେ	କରୁଣେନ ସନାନ୍ତୀପେ	୯୫
ଅହାନ୍ତ	ଅହାନ୍ତ	୧୦୧
କ୍ରାନ୍ତି	କ୍ରାନ୍ତି	୧୦୫

